অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ
১৯ই মার্চ ১৯৬৩

প্রকাশক
সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রবীর সেন

মুদ্রক
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী
ক্যালকাটা সিটি প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচি

পরিশিষ্ট

প্রকাশকের নিবেদন

কার্ল মার্কসের 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' ('Zur Kritik der Politischen Oekonomie') গ্রন্থখানি রচিত হয় ১৮৫৮ সালের অগস্ট থেকে ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে।

অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বিপুল পরিমাণ রচনা এবং অসংখ্য তথ্য, সরকারি দলিল, ইত্যাদি অধ্যয়ন করে মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর উপর গভীর গবেষণা চালান। ১৮৫৭ সালে মার্কস অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বিরাট এক বই লেখার কাজ শুরু করেন। এই রচনার প্রাথমিক খসড়াটি '১৮৫৭-১৮৫৮ সালের অর্থশাস্ত্র বিষয়ক পাণ্ডুলিপি' নামে প্রসিদ্ধ। ঠিক এই কালপর্বেই মার্কস তাঁর অর্থশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তথা উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের ভিত্তিটির সাধারণ রূপরেখা বর্ণনা করেন। 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' — প্রাথমিকভাবে দেওয়া এই নামেরা অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বিরাট এক গ্রন্থে মার্কস উক্ত পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর এই রচনাটি তিনি ৬ খণ্ডে আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটির কাজ শেষ হয় ১৮৫৯ সালে এবং 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' নাম নিয়ে পুস্তকাকারে তা প্রকাশিত হয়। আজ আমরা এটিই প্রকাশ করছি বাংলা ভাষায়।

বইটির ভূমিকা রূপে স্থান লাভ করেছে বিখ্যাত সেই 'মুখবন্ধ'টি, যাতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ধ্রুপদী সূত্র আর ঐতিহাসিক বস্তুবাদসংক্রান্ত তত্ত্বের মর্মবস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কস দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করতে মনস্থ করেন, যাতে তিনি পুঁজি-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সূত্রবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মার্কস তাঁর মূল

পরিকল্পনা বদলে ফেলেন এবং অর্থশাস্ত্র বিষয়ক তাঁর গবেষণা কার্যগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'পুঁজি' গ্রন্থটি। মার্কসের মতে 'পুঁজির' প্রথম খণ্ডটিকে বলা যেতে পারে 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' গ্রন্থখানির অনুবৃত্তি।

বইটিতে ১৮৫৭ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বরে মার্কসের লেখা 'ভূমিকা'টির প্রাথমিক খসড়াও স্থান লাভ করেছে, উপরে উল্লিখিত অপ্রকাশিত সেই ৬ খণ্ডে সমাপ্য অর্থশাস্ত্র বিষয়ক রচনার জন্য সেটি লিখিত হয়েছিল।

পরিশিষ্টে মার্কসের 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' বইখানি সম্পর্কে এঙ্গেলসের সমালোচনাটি দেওয়া হয়েছে। তাতে সামাজিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে নিজ আবিষ্কারের কল্যাণে মার্কস যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান বাঙলা অনুবাদটি মরিস ডব-সম্পাদিত ইংরেজী সংস্করণের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

কার্ল মার্কস

অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে

মুখবন্ধ

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকে আমি বিচার করেছি নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে: **পুঁজি, ভূ-সম্পত্তি, মজুরি-শ্রম, রাষ্ট্র, বহির্বাণিজ্য, বিশ্ব বাজার।** আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যে-তিনটি বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত, তাদের অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি প্রথম তিনটি শিরোনামে বিশ্লেষিত; অন্য তিনটি শিরোনামের পরস্পর-সম্পর্ক স্বপ্রকাশ। পুঁজি-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি: ১। পণ্য; ২। অর্থ বা সরল সঞ্চলন; ৩। সাধারণ পুঁজি। বর্তমান অংশে আছে প্রথম দুটি অধ্যায়। সমগ্র উপকরণ আমার সামনে রয়েছে এক-একটি নিবন্ধের আকারে, এগুলি বিরাট সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছিল, প্রকাশনার জন্য নয়, বরং নিজের ধারণা পরিষ্কার করার জন্য; আমার বর্ণিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সেগুলি এক অখণ্ড সমগ্র রূপে ঢেলে-সাজা নির্ভর করবে অবস্থার উপরে।

একটি সাধারণ ভূমিকার [১] খসড়া আমি করেছিলাম, সেটি বাদ দেওয়া হল, কারণ অধিকতর বিবেচনার পর আমার মনে হয়, যে-সমস্ত ফলাফলের যাথার্থ্য এখনও প্রতিপাদন করা দরকার সেগুলি আগে থেকে অনুমান করে নেওয়াটা বিভ্রান্তিজনক, এবং আমার বক্তব্য যে-পাঠক প্রকৃতই অনুধাবন করতে ইচ্ছুক, তাঁকে বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্য বোধ হয় এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও, আমি তাকে দর্শন ও ইতিহাসের অধীন একটি বিষয় হিসেবে অনুসরণ করেছি। ১৮৪২-১৮৪৩ সালে, *Rheinische Zeitung* [২] পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, আমি সর্বপ্রথম, যাকে বলা হয়

বৈষয়িক স্বার্থ, তাই নিয়ে আলোচনা করার বিড়ম্বনাজনক অবস্থায় পড়েছিলাম। অরণ্যে চৌর্যবৃত্তি ও ভূ-সম্পত্তি বিভাজন সম্পর্কে রেনিশ লান্ডটাগের আলোচনা; মোজেলের কৃষকসমাজের অবস্থা সম্পর্কে *Rheinische Zeitung*-এর বিরুদ্ধে রাইন প্রদেশের তৎকালীন অবেরপ্রাসিডেণ্ট হের ফন শাপের-এর আরব্ধ সরকারি তর্কযুদ্ধ; এবং সব শেষে, অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে বিতর্ক প্রথমত আমার দৃষ্টি অর্থনৈতিক প্রশ্নের দিকে [৩] ফেরাতে বাধ্য করেছিল। অন্য দিকে, সেই সময়ে যখন 'সামনে ঠেলে দেওয়ার' সদুদ্দেশ্য প্রায়শই বাস্তবতথ্যমূলক জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করত, সেই সময়ে ঈষৎ দর্শন-রঞ্জিত ফরাসী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রতিধ্বনি *Rheinische Zeitung*-এ লক্ষ করা যেত। আমি এই পল্লবগ্রাহিতা সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গেই *Allgemeine Augsburger Zeitung*-এর [৪] সঙ্গে এক বাদানুবাদে আমি অকপটে স্বীকার করেছিলাম যে আমার আগেকার পড়াশোনা এমন ছিল না যাতে ফরাসী তত্ত্বগুলির অন্তর্বস্তু সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারি। *Rheinische Zeitung*-এর প্রকাশকরা যখন এই মোহ পোষণ করলেন যে পত্রিকাটির পক্ষ থেকে আরও ভদ্র নীতি অনুসরণ করে তার উপরকার মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করা সম্ভব হতে পারে, আমি তখন সাগ্রহে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে আমার অধ্যয়নে মগ্ন হওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করলাম।

যে-সমস্ত সংশয় আমাকে জর্জরিত করছিল, সেগুলি দূর করার জন্য সর্বপ্রথম যে-রচনাটিতে আমি হাত দিয়েছিলাম তা হল আইন বিষয়ে হেগেলীয় দর্শনের এক বিশ্লেষণমূলক পুনর্বিচার; এই রচনাটির ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৪ সালে প্যারিসে প্রচারিত *Deutsch-Französische Jahrbücher*-এ [৫]। আমার অন্বেষা আমাকে উপনীত করল এই সিদ্ধান্তে যে আইনগত সম্পর্ক কিংবা রাজনৈতিক ধরন, কোনোটাই অন্য-নিরপেক্ষভাবে অথবা এক তথাকথিত মানব মনের সাধারণ বিকাশের ভিত্তিতে অনুধাবন করা যায় না, বরংচ সেগুলির উদ্ভব ঘটে জীবনের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে, যার সামগ্রিকতাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী চিন্তানায়কদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হেগেল অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'নাগরিক সমাজ' কথাটির মধ্যে; এই নাগরিক সমাজের দৈহিক গঠনতন্ত্রের সন্ধান অবশ্য করতে হয় অর্থশাস্ত্রের মধ্যে। এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন শুরু করেছিলাম প্যারিসে; শ্রী গিজোর জারী-করা এক বহিষ্করণ আদেশের দরুন আমাকে ব্রাসেল্সে

চলে যেতে হয়েছিল, সেখানে আমি এই অধ্যয়ন চালিয়ে গিয়েছিলাম। যে-সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম এবং একবার উপনীত হওয়ার পর যা আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশক নীতি হয়ে উঠল তার সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা যায় নিম্নলিখিত ভাবে। তাদের জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে-মানুষে অবশ্যম্ভাবী রূপেই নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলি তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বনিয়াদ, যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে। মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারিত করে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে কিংবা — একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে — এযাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা-সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজ-বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে। এরূপ রূপান্তর বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো যথাযথভাবে যা নির্ধারণ করা যায় উৎপাদনের সেই অর্থনৈতিক পরিবেশের বৈষয়িক রূপান্তর আর আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক -- সংক্ষেপে, যে-সমস্ত মতাদর্শগত রূপের মধ্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও লড়াই করে তা দূর করে, এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রভেদ-নির্ণয় করা দরকার। একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কী চিন্তা করে, তা দিয়ে যেমন সেই ব্যক্তির বিচার কেউ করে না, তেমনি রূপান্তরের এরূপ এক কালপর্বকে তার চৈতন্য দিয়ে বিচার করা যায় না, বরং এই চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ থেকে। কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদন-

শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন-নতুন উন্নততর সম্পর্ক পুরনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলি পরিপক্ব হওয়ার আগে পুরনো সম্পর্কগুলির স্থান গ্রহণ করে না। মানবজাতি এইভাবে তার সামনে শুধু এরূপ কর্তব্যই নির্ধারিত করে যেগুলি সে সমাধা করতে সক্ষম, কারণ আরও মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলে সব সময়েই দেখা যাবে যে সমস্যাটা ওঠে তখনই যখন তার সমাধানের বৈষয়িক অবস্থাগুলি বর্তমান, কিংবা অন্তত গঠনের পথে। ব্যাপক রূপরেখায়, উৎপাদনের এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া প্রণালীকে অভিহিত করা যেতে পারে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতির সূচক এক-একটি যুগ বলে। উৎপাদনের বুর্জোয়া সম্পর্ক হল উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বৈরভাবাপন্ন ধরন — ব্যক্তিগত বৈরভাবের অর্থে বৈরভাবাপন্ন নয়, বরং ব্যক্তির অস্তিত্বের সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত বৈরভাবের অর্থে — কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিগুলি এই বৈরভাব নিরসনের বৈষয়িক অবস্থাও সৃষ্টি করে। মানব সমাজের প্রাক-ইতিহাস এই ভাবে শেষ হয় এই সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে।

অর্থনৈতিক বর্গগুলির বিচার সম্পর্কে তাঁর চমৎকার প্রবন্ধটি প্রকাশের [৬] (*Deutsch-Französische Jahrbücher*-এ মুদ্রিত) পর থেকে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে আমি পত্রযোগে ভাব-বিনিময় সদাসর্বদা রক্ষা করেছিলাম, তিনিও আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হন আরেক পথে (তাঁর 'Lage der arbeitenden Klasse in England' [ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা] তুলনীয়), এবং যখন ১৮৪৫-এর বসন্তকালে তিনিও ব্রাসেল্‌সে বাস করতে এলেন, তখন আমরা জার্মান দর্শনের মতাদর্শগত তত্ত্বের বিপ্রতীপে আমাদের তত্ত্ব একসঙ্গে উপস্থিত করার, বস্তুতপক্ষে আমাদের আগেকার দার্শনিক বিবেকের সঙ্গে হিসাব মেটাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই অভিপ্রায় পূর্ণ করা হয়েছিল হেগেলোত্তর দর্শনের এক সমালোচনা রূপে। অক্টেভো আকারের বিরাট দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি [৭] বহু আগেই ওয়েস্টফালিয়ায় প্রকাশকদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির দরুন সেটি ছাপা গেল না। পাণ্ডুলিপিটি আমরা ততোধিক ইচ্ছুকভাবেই মুষিকের দন্ত্য-সমালোচনার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য — নিজেদের ধারণা

পরিষ্কার করা — আমরা অর্জন করেছিলাম। যেসব বিক্ষিপ্ত রচনায় আমরা সেই সময়ে আমাদের মতামতের কোনো না কোনো দিক জনসমক্ষে উপস্থিত করেছিলাম, তার মধ্যে আমি উল্লেখ করব শুধু এঙ্গেলস ও আমার যুক্তভাবে লেখা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' এবং আমার নিজের প্রকাশিত 'Discours sur le libre échange'। আমাদের ধারণার প্রধান প্রধান বিষয়ের রূপরেখা প্রথমে উপস্থিত করা হয়েছিল এক তত্ত্বীয়, যদিও বিতর্কমূলক, ধরনে আমার 'Misère de la philosophie'-তে, প্রুধোঁকে উদ্দেশ করে লেখা এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। জার্মান ভাষায় লেখা 'মজুরি-শ্রম' [৮] সম্পর্কে একটি রচনায় আমি ব্রাসেল্‌সে জার্মান শ্রমিক সমিতিতে [৯] এই বিষয়ে যে-বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলাম সেগুলিকেই একত্র করেছিলাম; রচনাটির প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও তার ফলে বেলজিয়াম থেকে আমার জবরদস্তি অপসারণের দরুন ব্যাহত হয়।

১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালে *Neue Rheinische Zeitung* [১০] প্রকাশ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী আমার অর্থনীতি-বিষয়ক অধ্যয়নে ছেদ ঘটায়, আমি তা আবার শুরু করতে পেরেছিলাম লন্ডনে ১৮৫০ সালে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে সমাহৃত অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ উপকরণ, বুর্জোয়া সমাজকে পর্যবেক্ষণের পক্ষে লন্ডন যে একটি সুবিধাজনক স্থান সেই বিষয়টি, এবং সব শেষে ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে এই সমাজ বিকাশের যে নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয় সেই বিষয়টি আমাকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করতে এবং নতুন উপকরণ নিয়ে সযত্নে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করতে। এই সমস্ত অধ্যয়ন অংশত আপনা থেকেই আমাকে নিয়ে গেছে আপাতভাবে একেবারেই পৃথক ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে, যার পিছনে আমাকে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ করে আমার জীবিকা অর্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই আমার হাতের সময় কমিয়ে দিয়েছিল। শীর্ষস্থানীয় ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্র *New York Daily Tribune*-এর [১১] সঙ্গে বর্তমানে আট বছরব্যাপী আমার সহযোগিতাকালে আমার অধ্যয়নকে অত্যধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করা দরকার হয়েছে, কারণ যথার্থ অর্থে যা সংবাদপত্রের বিবরণ তা আমি লিখেছি খুব কমই। আমার রচনাগুলির একটা বড় অংশ যেহেতু ব্রিটেনে ও ইউরোপ মহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক

ঘটনাবলী-বিষয়ক প্রবন্ধ, সেই হেতু আমি বাধ্য হয়েছি ব্যবহারিক অনুপুঙ্খ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে, যথার্থভাবে বলতে গেলে যেসব অনুপুঙ্খ অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরে।

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমার অধ্যয়নের ধারার এই পরিলেখটির উদ্দেশ্য শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত — সেগুলি যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন এবং শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থান্ধ বদ্ধ ধারণার সঙ্গে তার যত কমই মিল থাকুক না কেন — বহু বছর ধরে চালানো সযত্ন গবেষণার পরিণাম। বিজ্ঞানের প্রবেশপথে, নরকের প্রবেশপথের মতোই, দাবি করতে হবে:

Qui si convien lasciare ogni sospetto;
Ogni viltà convien che qui sia morta.*

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, জানুয়ারি ১৮৫৯

* দান্তে, 'Divina Commedia':
হেথা পড়ে থাক সকল অবিশ্বাস;
সকল ভীরুতা এখানে থাকুক মরে।

প্রথম পর্ব

পুঁজি প্রসঙ্গে

প্রথম ভাগ

সাধারণ পুঁজি

প্রথম অধ্যায়

পণ্যসামগ্রী

বুর্জোয়া সমাজের সম্পদ, প্রথম নজরে, আত্মপ্রকাশ করে পণ্যসামগ্রীর এক বিশাল সঞ্চয় রূপে, তার একক হল একটিমাত্র পণ্যসামগ্রী। প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর অবশ্য দ্বিবিধ দিক আছে — **ব্যবহার-মূল্য** এবং **বিনিময়-মূল্য**।*

শুরুতেই, ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, একটি পণ্যসামগ্রী হল 'জীবনে প্রয়োজনীয়, উপযোগী অথবা আনন্দদায়ক যে কোনো জিনিস', মানুষের চাহিদার বিষয়, ব্যাপকতম অর্থে অস্তিত্বের একটি উপায়। পণ্যসামগ্রীর একটি দিক হিসেবে ব্যবহার-মূল্য পণ্যসামগ্রীটির বাস্তব প্রতীয়মান অস্তিত্বের সঙ্গে মিলে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গমের এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য আছে, তুলো, কাচ, কাগজ প্রভৃতির ব্যবহার-মূল্য থেকে তা আলাদা। একটি ব্যবহার-মূল্যের মূল্য শুধু ব্যবহারেই, এবং তা কার্যকর হয় শুধু উপভোগের প্রক্রিয়ায়। একই ব্যবহার-মূল্যকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তার সম্ভাব্য প্রয়োগের মাত্রা সীমাবদ্ধ হয় বিশেষ-

* আরিস্টটল, 'De Republica', গ্রন্থ ১, অধ্যায় ৯ (সম্পাদনা আই. বেক্কেরি, অক্সনি, ১৮৩৭)। 'আমরা যা কিছুর অধিকারী সে সবেরই দুটি উপযোগিতা আছে: ...একটি হল যথাযথ, এবং অপরটি তার অপ্রকৃত বা গৌণ উপযোগিতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুতো ব্যবহৃত হয় পরিধানের জন্য এবং ব্যবহৃত হয় বিনিময়ের জন্য। যে-ব্যক্তি জুতোর চাহিদা আছে এমন কোনো লোককে অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে জুতো দেয়, সে বস্তুতই জুতোকে ব্যবহার করে জুতো হিসেবে, কিন্তু সেটা তার যথাযথ বা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কারণ বিনিময়ের বস্তু হওয়ার জন্য জুতো তৈরি করা হয় না। একই কথা সমস্ত অধিকৃত বস্তু সম্পর্কে বলা যায়...'

বিশেষ গুণবিশিষ্ট একটি বস্তু হিসেবে তার অস্তিত্বের দ্বারা। অধিকন্তু তা শুধু গুণগতভাবে নয়, পরিমাণগতভাবেও নির্ধারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ থাকে: যেমন, এক বুশেল গম, এক দিস্তা কাগজ, এক গজ ছিটকাপড়।

তার সামাজিক ধরন যাই হোক না কেন, সম্পদ সর্বদাই ব্যবহার-মূল্য দিয়েই তৈরি, ব্যবহার-মূল্য প্রথমত এই ধরনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। গমের স্বাদ থেকে বলা সম্ভব নয় কে তা উৎপন্ন করেছে — একজন রুশ ভূমিদাস, একজন ফরাসী কৃষক, না একজন ইংরেজ পুঁজিপতি। ব্যবহার-মূল্য যদিও সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং সেই হেতু সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তার অস্তিত্ব, তবুও তা উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ককে ব্যক্ত করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হীরার মতো একটি পণ্যসামগ্রী নেওয়া যাক। তার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি না যে হীরা একটি পণ্যসামগ্রী। যেখানে তা একটি নান্দনিক অথবা যান্ত্রিক ব্যবহার-মূল্য হিসেবে কাজ করে, পুরসুন্দরীর কণ্ঠে অথবা বেলোয়ারি কারিগরের হাতে, সেখানে এটি একটি হীরা, পণ্যসামগ্রী নয়। ব্যবহার-মূল্য থাকাটা স্পষ্টতই পণ্যসামগ্রীর একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত, কিন্তু সেটি পণ্যসামগ্রী কি না, ব্যবহার-মূল্যের কাছে সে কথা অবান্তর। ব্যবহার-মূল্য যেহেতু নির্ধারিত অর্থনৈতিক ধরন-নিরপেক্ষ, সেই হেতু ব্যবহার-মূল্য অর্থশাস্ত্রের অনুসন্ধানের পরিধির বাইরে।* তা এই পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয় একমাত্র তখনই যখন সেটি স্বয়ংই একটি নির্ধারিত ধরন। ব্যবহার-মূল্য এমন এক আশু বাস্তব সত্তা, যার মধ্যে প্রকাশ পায় এক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক — **বিনিময়-মূল্য**।

বিনিময়-মূল্যকে প্রথমে মনে হয় এক **পরিমাণগত সম্পর্ক** বলে, যে-অনুপাতে ব্যবহার-মূল্যগুলির পরস্পরের বিনিময় ঘটে, সেই অনুপাতে। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলি সমান বিনিময়যোগ্য মাত্রা। এইভাবে, প্রপেরতিয়ুসের এক খণ্ড গ্রন্থ আর আট আউন্স নস্যির একই

* সেই জন্যই জার্মান সংকলকরা ব্যবহার-মূল্য সম্পর্কে con amore [সস্নেহে] লেখেন, তাদের বলেন 'মাল'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এল. স্টাইনের, 'System der Staatswissenschaft', খণ্ড ১, গ্রন্থে 'মাল'-সংক্রান্ত অংশটি দ্রষ্টব্য। 'মাল' সম্পর্কে দরকারি তথ্য পাওয়া যেতে পারে 'পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক বিধিগ্রন্থগুলিতে'।

বিনিময়-মূল্য থাকতে পারে, নস্যি আর শোকগাথার অনন্যরূপ ব্যবহার-মূল্য সত্ত্বেও। বিনিময়-মূল্য হিসেবে বিবেচনা করলে, এক ব্যবহার-মূল্যের দাম ঠিক আরেকটির মতোই, অবশ্য যদি দুটিই উপযুক্ত অনুপাতে লভ্য হয়। একটি অট্টালিকার বিনিময়-মূল্য নির্দিষ্ট সংখ্যক জুতো-পালিশের টিন দিয়ে প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে লণ্ডনের জুতো-পালিশ প্রস্তুতকারকরা তাদের অসংখ্য পালিশের টিনের বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করেছে অট্টালিকার হিসাবে। সুতরাং, তাদের অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন নির্বিশেষে, এবং ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলি যেসব চাহিদা পূরণ করে তার বিশেষ চরিত্র যাই হোক না কেন, নির্দিষ্ট পরিমাণে পণ্যসামগ্রীগুলি সদৃশ, বিনিময় প্রক্রিয়ায় সেগুলি একে অপরের স্থান গ্রহণ করে, তুল্যমূল্য রূপে গণ্য হয়, এবং সেগুলির বহুবিচিত্র চেহারা সত্ত্বেও একটা সাধারণ বিভাজক থাকে।

ব্যবহার-মূল্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে অস্তিত্বের উপায় হিসেবে কাজ করে। কিন্তু, অন্য দিকে, অস্তিত্বের এই উপায়গুলিই সামাজিক ক্রিয়াসঞ্জাত, ব্যয়িত মানবিক কর্মশক্তির ফল, **বাস্তবায়িত শ্রম**। সামাজিক শ্রমের বস্তুভূত রূপ হিসেবে সমস্ত পণ্যসামগ্রীই একই পদার্থের কেলাসিত রূপ। এই পদার্থের, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের মধ্যে মূর্ত শ্রমের সবিশেষ চরিত্র এখন পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

অনুমান করে নেওয়া যাক যে এক আউন্স সোনা, এক টন লোহা, এক কোয়ার্টার গম এবং কুড়ি গজ সিল্ক সমান মাত্রার বিনিময়-মূল্য। তাদের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য যেখানে বিদূরিত সেই বিনিময়-মূল্য হিসেবে সেগুলি একই ধরনের শ্রমের সমান পরিমাণের পরিচায়ক। তাদের মধ্যে যে-শ্রম সমরূপে বাস্তবায়িত তা অবশ্যই হবে সমরূপ, সমপ্রকৃতি ও সরল শ্রম; তা সোনা, লোহা, গম বা সিল্ক যার মধ্যেই মূর্ত হোক না কেন তাতে কিছু এসে-যায় না, মর্চে-পড়া লোহা, বায়ুমণ্ডল, আঙুরের রস অথবা মানুষের রক্ত যেখানেই অক্সিজেন পাওয়া যাক না কেন তাতে অক্সিজেনের যেমন কিছু এসে-যায় না। কিন্তু খনন করে সোনা বার করা, খনি থেকে লোহা তোলা, গম চাষ করা আর সিল্ক বয়ন করা গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শ্রম। বস্তুতপক্ষে, বিষয়গতভাবে যা ব্যবহার-মূল্যের বৈচিত্র্য হিসেবে প্রতিভাত হয়, গতিশীলভাবে দেখলে তা প্রতিভাত হয় সেই সমস্ত ব্যবহার-মূল্যকে যা উৎপন্ন করে সেই ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্য হিসেবে। যে-বিশেষ বস্তুটি দিয়ে ব্যবহার-মূল্য তৈরি তা যেহেতু বিনিময়-মূল্যের স্রষ্টা

শ্রমের কাছে অবান্তর, এই শ্রমের বিশেষ রূপটিও সেই হেতু সমানভাবে অবান্তর। অধিকন্তু, বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ফল, সুতরাং পৃথকভাবে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের ফল। কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসেবে সেগুলি একই সমপ্রকৃতির শ্রমের পরিচায়ক, অর্থাৎ যে-শ্রমে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত তারই পরিচায়ক। যে-শ্রম বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে তা এইভাবে **বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রম**।

যদি এক আউন্স সোনা. এক টন লোহা, এক কোয়ার্টার গম আর কুড়ি গজ সিল্ক সমান মাত্রার বিনিময়-মূল্য অথবা তুল্যমূল্য হয়, তা হলে এক আউন্স সোনা, আধ টন লোহা, তিন বুশেল গম আর পাঁচ গজ সিল্ক এমন বিনিময়-মূল্য যার মাত্রা অতি ভিন্ন, এবং এই পরিমাণগত পার্থক্যই একমাত্র পার্থক্য, বিনিময়-মূল্য হিসেবে যে-পার্থক্য তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব। বিভিন্ন মাত্রার বিনিময়-মূল্য হিসেবে সেগুলি বিনিময়-মূল্যের সারবস্তুস্বরূপ সরল, সমপ্রকৃতি, বিমূর্ত সাধারণ শ্রমের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশ, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর পরিমাণ। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই পরিমাণগুলি কীভাবে পরিমাপ করা যায়? কিংবা বরং প্রশ্ন ওঠে, এই শ্রমের অস্তিত্বের পরিমাণগত রূপ কী, যেহেতু বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর পরিমাণগত পার্থক্য নেহাতই তাদের মধ্যে মূর্ত শ্রমের পরিমাণগত পার্থক্য মাত্র? গতির পরিমাণ যেমন সময় দিয়ে হয়, ঠিক তেমনই শ্রমের পরিমাপ হয় **শ্রম-সময়** দিয়ে। শ্রমের স্থিতিকালের ক্ষেত্রে বিভিন্নতাই সম্ভাব্য একমাত্র পার্থক্য, শ্রমের গুণ নির্দিষ্ট বলে ধরে নিলে যা ঘটতে পারে। শ্রম-সময়ের পরিমাপ করা হয় সময়ের স্বাভাবিক এককগুলির হিসাবে, অর্থাৎ ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ হিসাবে। শ্রম-সময় হল শ্রমের অস্তিত্বের জীবন্ত অবস্থা, তার ধরন, তার অন্তঃসার ও তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে; তা হল শ্রমের পরিমাণগত দিক তথা তার সহজাত পরিমাপ। পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যে বাস্তবায়িত শ্রম-সময় একাধারে সেই সারবস্তু যা তাদের পরিণত করে বিনিময়-মূল্যে এবং সেই হেতু পণ্যসামগ্রীতে, এবং সেই মান যা দিয়ে তাদের মূল্যের যথার্থ মাত্রা পরিমাপ করা হয়। সমান পরিমাণ শ্রম-সময় সংবলিত বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের অনুরূপ পরিমাণ তুল্যমূল্য; অর্থাৎ সমান পরিমাণ ব্যয়িত, বাস্তবায়িত শ্রম-সময় সংবলিত অনুপাতে ধরলে সমস্ত ব্যবহার-মূল্যই তুল্যমূল্য। বিনিময়-মূল্য হিসেবে গণ্য করলে সব পণ্যসামগ্রীই **পুঞ্জীভূত শ্রম-সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র**।

শ্রম-সময় দিয়ে বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত মূল-প্রতিজ্ঞা অত্যাবশ্যক: শ্রমকে পর্যবসিত করা হয় সরল শ্রমে, বলা যেতে পারে, গুণগত কোনো লক্ষণ-বিবর্জিত শ্রমে; যে-শ্রম বিনিময়-মূল্য, এবং সেই হেতু পণ্যসামগ্রী সৃষ্টি করে, তা বিশিষ্টভাবেই **সামাজিক শ্রম**; সব শেষে, তার ফল যেখানে ব্যবহার-মূল্য সেখানে শ্রম, যে-শ্রমের ফল বিনিময়-মূল্য ততদূর পর্যন্ত সেই শ্রম থেকে আলাদা।

পণ্যসামগ্রীর মধ্যে যে শ্রম-সময় রয়েছে তাই দিয়ে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য পরিমাপ করতে হলে বিভিন্ন ধরনের শ্রমকে পর্যবসিত করতে হবে সমরূপ, সমপ্রকৃতি, সরল শ্রমে, সংক্ষেপে, সমরূপ গুণের শ্রমে, যার একমাত্র পার্থক্য, অতএব, **পরিমাণ**।

এই লঘুকরণ এক বিমূর্তন বলে মনে হয়, কিন্তু এই বিমূর্তন উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যহই করা হয়। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর শ্রম-সময়ে রূপান্তর সমস্ত জীবদেহের বায়ুতে বিলীন হওয়ার চাইতে বেশি বিমূর্তন নয়, এবং কম বাস্তব নয়। এইভাবে, সময় দিয়ে পরিমাপ করা শ্রম, বস্তুতই, বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রম বলে মনে হয় না, বরং বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ব্যক্তিকেই মনে হয় এই শ্রমের নিছক অঙ্গ মাত্র। ভাষান্তরে, বিনিময়-মূল্যে মূর্ত শ্রমকে **সাধারণভাবে মানবিক** শ্রম বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে মানবিক শ্রম, এই বিমূর্তন **অস্তিমান** এক নির্দিষ্ট সমাজে গড়পড়তা ব্যক্তি যে শ্রম করতে পারে সেই গড় শ্রম রূপে, মানুষের পেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতির কিছু পরিমাণ উৎপাদনশীল ব্যয় রূপে। এটা হল **সরল** শ্রম,* গড়পড়তা যে কোনো ব্যক্তিকে যা করতে শেখানো যায় এবং কোনো না কোনো ভাবে যা তাকে করতে হয়। এই গড় শ্রমের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে ভিন্ন, কিন্তু বিশেষ কোনো সমাজে তা নির্দিষ্ট একটা কিছু বলে মনে হয়। বুর্জোয়া সমাজে কৃত শ্রমের বৃহত্তর অংশই সরল শ্রম, পরিসংখ্যানগত তথ্যে তা দেখা যায়। **ক** লোহা উৎপাদন করার জন্য ৬ ঘণ্টা এবং কাপড় তৈরির জন্য ৬ ঘণ্টা কাজ করে, আর **খ**-ও অনুরূপভাবে লোহা উৎপাদনের জন্য ৬ ঘণ্টা এবং কাপড় তৈরির জন্য ৬ ঘণ্টা কাজ করে, না **ক** লোহা উৎপাদনের জন্য ১২ ঘণ্টা কাজ করে এবং **খ** কাপড় তৈরির জন্য ১২ ঘণ্টা কাজ করে — সেটা স্পষ্টতই **একই** শ্রম-সময়ের নিতান্তই ভিন্ন-ভিন্ন প্রয়োগ।

* ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা একে বলেন 'অদক্ষ শ্রম'।

কিন্তু আরও জটিল শ্রমের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কী, যে-শ্রম অধিকতর নিবিড়তা ও অধিকতর আপেক্ষিক গুরুত্বসম্পন্ন হওয়ায় সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে ওঠে? এই ধরনের শ্রম নিজেকে সরল শ্রমের মধ্যে বিলীন করে দেয়; তা হয় এক উচ্চতর শক্তিতে উন্নীত সরল শ্রম, যাতে দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক দিনের দক্ষ শ্রম তিন দিনের সরল শ্রমের সমান হতে পারে। এই লঘুকরণ যে-নিয়মের শাসনে বাঁধা, এখানে তা আমাদের বিবেচ্য নয়। তবে এ কথা পরিষ্কার যে লঘুকরণ করা হয়, কারণ, বিনিময়-মূল্য হিসেবে অতি দক্ষ শ্রমের ফল সুনির্দিষ্ট অনুপাতে সরল গড় শ্রমের ফলের তুল্যমূল্য; এইভাবে তাকে এই সরল শ্রমের এক বিশেষ পরিমাণের সঙ্গে সমান করা হয়।

শ্রম-সময় দিয়ে বিনিময়-মূল্য নির্ধারণে, অধিকন্তু এ কথা পূর্বানুমিত যে এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর মধ্যে, ধরা যাক এক টন লোহার মধ্যে — তা ক অথবা খ যারই কাজ হোক না কেন — **একই পরিমাণ** শ্রম বাস্তবায়িত, অর্থাৎ বলা যায়, গুণগতভাবে ও পরিমাণগতভাবে সমান ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি সমান পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয় করে। ভাষান্তরে, ধরে নেওয়া হয় যে একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত শ্রম-সময় তার উৎপাদনের জন্য **প্রয়োজনীয়** শ্রম-সময়, যথা উৎপাদনের সাধারণভাবে বিদ্যমান অবস্থায় একই পণ্যসামগ্রীর আরেকটি একক উৎপন্ন করার জন্য দরকারি শ্রম-সময়।

বিনিময়-মূল্যের বিশ্লেষণ থেকে এটাই দেখা যায় যে, শ্রমের যেসব অবস্থা বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে সেগুলি হল শ্রমের **সামাজিক বর্গ** কিংবা **সামাজিক শ্রমের** বর্গ, কিন্তু সাধারণ অর্থে নয়, বরং বিশেষ অর্থে সামাজিক, যা সমাজের এক বিশেষ ধরনকে বোঝায়। সমরূপ সরল শ্রমের নিহিত অর্থ সর্বপ্রথমে এই যে বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রম **সমান** এবং তাদের শ্রম সমান বলে গণ্য হয় বস্তুতপক্ষে সমপ্রকৃতির শ্রমে পর্যবসিত হয়ে। প্রতিটি ব্যক্তির শ্রম যতদূর বিনিময়-মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে ততদূর পর্যন্ত তার সাম্যের এই সামাজিক চরিত্র থাকে এবং তা বিনিময়-মূল্যে নিজেকে শুধু ততদূরই প্রকাশ করে যতদূর পর্যন্ত অন্য সমস্ত ব্যক্তির শ্রমের সঙ্গে তাকে সমান করে ধরা হয়।

অধিকন্তু, বিনিময়-মূল্যে বিশেষ এক ব্যক্তির শ্রম-সময় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিভাত হয় **সাধারণভাবে শ্রম-সময়** হিসেবে, এবং ব্যক্তিক শ্রমের এই **সাধারণ চরিত্র** দেখা দেয় এই শ্রমের **সামাজিক চরিত্র** হিসেবে। বিনিময়-

মূল্যে অভিব্যক্ত শ্রম-সময় একজন ব্যক্তির শ্রম-সময়, কিন্তু এমন এক ব্যক্তির যে কোনো ক্রমেই পরের ব্যক্তিটি থেকে এবং অন্য সমস্ত ব্যক্তির থেকে পৃথক নয় — কারণ তারা সমান শ্রম করে; সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য একজন ব্যক্তির যে শ্রম-সময় দরকর হয়, সেটা হল **প্রয়োজনীয়** শ্রম-সময়, সেই একই পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করার জন্য অন্য যে কোনো লোকেরই তা দরকার হবে। তা হল একজন ব্যক্তির শ্রম-সময়, **তার** শ্রম-সময়, কিন্তু শুধু সকলের পক্ষে অভিন্ন শ্রম-সময় হিসেবে; ফলত, এটা **কার** ব্যক্তিগত শ্রম-সময় তা রীতিমত অবান্তর। এই সর্বজনীন শ্রম-সময় তার অভিব্যক্তি লাভ করে এক সর্বজনীন উৎপন্ন দ্রব্যে, এক **সর্বজনীন তুল্যমূল্যে**, এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ে, যার জন্য ব্যবহার-মূল্যের যে সুস্পষ্ট রূপের মধ্যে একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে তা প্রকাশ পায়, সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, এবং তাকে ইচ্ছামতো অন্য যে কোনো রূপের ব্যবহার-মূল্যে পরিণত করা যায়, সেখানে তা দেখা দেয় অন্য যে কোনো ব্যক্তির ফল হিসেবে। একমাত্র এরূপ এক **সর্বজনীন** মাত্রা রূপেই তা এক **সামাজিক** মাত্রার পরিচায়ক। একজন ব্যক্তির শ্রম বিনিময়-মূল্য উৎপন্ন করতে পারে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি তা **সর্বজনীন তুল্যমূল্য** উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ব্যক্তির শ্রম-সময় যদি সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পরিচায়ক হয় অথবা সর্বজনীন শ্রম-সময় ব্যক্তিগত শ্রম-সময়ের পরিচায়ক হয়। কার্যফলটা হয় একই, যেন বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের শ্রম-সময় একত্র যুক্ত করেছে এবং তাদের মিলিত শ্রম-সময়ের বিভিন্ন অংশ বরাদ্দ করেছে বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির শ্রম-সময় এইভাবে, বস্তুতপক্ষে, এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করার জন্য, অর্থাৎ বিশেষ এক চাহিদা পূরণ করার জন্য সমাজের প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়। কিন্তু এখানে যেটা বিবেচ্য তা হল, শ্রমের সামাজিক চরিত্র যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, একমাত্র সেই বিশেষ ধরনটি। একজন সুতো-কাটনির শ্রম-সময়ের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বাস্তবায়িত হয়, ধরা যাক, ১০০ পাউন্ড কাপড়ের সুতোর মধ্যে। সেই একই পরিমাণ শ্রম-সময় একজন তাঁতির উৎপন্ন ১০০ গজ কাপড়ের মধ্যে রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এই দুটি পণ্য যেহেতু সম পরিমাণ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পরিচায়ক, সুতরাং একই পরিমাণ শ্রম-সময় সংবলিত **যে কোনো** ব্যবহার-মূল্যের তুল্যমূল্য, সেই হেতু তারা পরস্পরের সমান। সুতো-কাটনির শ্রম-সময় এবং তাঁতির শ্রম-সময় সর্বজনীন শ্রম-সময়ের পরিচায়ক বলেই, এবং এইভাবে

তাদের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি সর্বজনীন তুল্যমূল্য বলেই দুই ব্যক্তির শ্রমের সামাজিক দিকটির প্রতিনিধিত্ব তাদের প্রত্যেকের জন্য করে অপরের শ্রম, অর্থাৎ তাঁতির শ্রম সুতো-কাটনির জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করে, আর সুতো-কাটনির শ্রম তাঁতির জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য দিকে, উৎপাদনের গ্রামীণ গোষ্ঠীপতিপ্রধান ব্যবস্থায়, সুতো-কাটনি আর তাঁতি যখন একই ছাতের নিচে বাস করত — পরিবারের মেয়েরা সুতো কাটত আর পুরুষরা তাঁর বুনত, ধরুন পরিবারের প্রয়োজনের জন্য — তখন সুতো আর কাপড় ছিল **সামাজিক** উৎপন্ন সামগ্রী, এবং সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনা ছিল **সামাজিক** শ্রম, পরিবারের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তাদের সামাজিক চরিত্র সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাপড়ের জন্য সুতোর বিনিময়যোগ্য এক সর্বজনীন তুল্যমূল্যে হয়ে ওঠার ধরনে অর্থাৎ, একই সর্বজনীন শ্রম-সময়ের সমান এবং সমানভাবে বৈধ অভিব্যক্তি রূপে পরস্পরের জন্য বিনিময়কৃত দুটি উৎপন্ন সামগ্রীর ধরনে আত্মপ্রকাশ করে নি। বরংচ, শ্রমজাত সামগ্রী স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত শ্রম বিভাজন সহ পারিবারিক সম্পর্কের বিশেষ সামাজিক ছাপটি বহন করত। কিংবা, মধ্য যুগের কৃত্যকসমূহ ও সামগ্রীতে প্রদেয় মূল্যের কথা ধরা যাক। তা ছিল মৌলিক রূপে ব্যক্তির নির্দিষ্ট শ্রম, তার শ্রমের বিশেষ লক্ষণগুলিই সেই সময়ে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করত, তার সর্বজনীন দিকটি নয়। কিংবা সব শেষে, সমস্ত সভ্য জাতির ইতিহাসের ঊষালগ্নে তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্তিত রূপে যে সম্প্রদায়গত শ্রম আমরা দেখতে পাই, তার কথাই ধরা যাক।* এই ক্ষেত্রে শ্রমের সামাজিক চরিত্র সর্বজনীন শ্রমের বিমূর্ত রূপ গ্রহণকারী ব্যক্তির শ্রমের দ্বারা কিংবা এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য-রূপী তার উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারা

* বর্তমানে অবাস্তবভাবে একপেশে একটা অভিমত বহুল প্রচলিত, তা এই যে **আদিম** সম্প্রদায়গত মালিকানা বিশেষভাবেই স্লাভোনিক, কিংবা এমন কি একান্তই রুশ ব্যাপার। আদিযুগের এই ধরনটি দেখা যায় রোমান, টিউটন ও কেল্টদের মধ্যে এবং তার বহুবিচিত্র ধাঁচের গোটা একটা সংগ্রহ (যদিও কখনও কখনও তার জেরগুলি শুধু টিকে আছে) ভারতে এখনও বর্তমান। সম্প্রদায়গত সম্পত্তির এশীয়, বিশেষ করে ভারতীয় ধরনগুলি সমনোযোগে অধ্যয়ন করলে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে বিভিন্ন ধরনের আদিম সম্প্রদায়গত মালিকানার ভাঙন, বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির উদ্ভব ঘটায়। যেমন, রোমান ও জার্মানিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন আদিরূপের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কোনো কোনো ধরনের ভারতীয় সম্প্রদায়গত সম্পত্তির মধ্যে।

স্পষ্টতই প্রভাবিত নয়। এই উৎপাদন-পদ্ধতি যে সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত সেটাই একজন ব্যক্তির শ্রমকে ব্যক্তিগত শ্রম হয়ে উঠতে দেয় না এবং তার উৎপন্ন সামগ্রীকে এক পৃথক ব্যক্তির ব্যক্তিগত উৎপন্ন হতে দেয় না; ব্যক্তিক শ্রমকে তা বরং সামাজিক সংগঠনের একজন সদস্যের প্রত্যক্ষ কাজ হিসেবে হাজির করায়। বিনিময়-মূল্যের মধ্যে যে-শ্রমের অভিব্যক্তি ঘটে, তা যেন এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির শ্রম বলে মনে হয়। তা সামাজিক শ্রম হয়ে ওঠে তার প্রত্যক্ষ বিপরীত — বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রমের রূপ গ্রহণ করে।

শেষত, বিনিময়-মূল্য-রূপী শ্রমের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ এই যে ব্যক্তিসমূহের সামাজিক সম্পর্ককে তা বস্তুসমূহের মধ্যেকার এক সামাজিক সম্পর্কের বিকৃত রূপে হাজির করায়। বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রমকে সমীকরণ করা হয় এবং বিচার করা হয় সর্বজনীন শ্রম হিসেবে, এক ব্যবহার-মূল্যকে আরেক ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে বিনিময়-মূল্যের ছদ্মবেশে সম্পর্কিত করেই। তাই, যদিও এ কথা বলা ঠিক যে বিনিময়-মূল্য হল ব্যক্তিবর্গের মধ্যেকার একটি সম্পর্ক,* তবে সেই সঙ্গে একথাও যোগ করা দরকার যে এ সম্পর্ক এক বৈষয়িক আবরণের আড়ালে ঢাকা। ঠিক যেমন পৃথক পদার্থগত ও রাসায়নিক উপাদান সত্ত্বেও, এক পাউন্ড লোহা ও এক পাউন্ড সোনার **একই** ওজন, ঠিক তেমনি পৃথক ব্যবহার-মূল্য অথচ একই পরিমাণ শ্রম-সময় বিশিষ্ট দুটি সামগ্রীর **একই বিনিময়-মূল্য** থাকে। বিনিময়-মূল্য এইভাবে যেন ব্যবহার-মূল্যের সামাজিক নির্ধারণস্বরূপ হয়ে ওঠে, এই নির্ধারণ বস্তুনিচয় হিসেবে তাদের ক্ষেত্রে যথার্থ এবং যার ফলে তারা নির্দিষ্ট অনুপাতে বিনিময় প্রক্রিয়ায় একে অপরের স্থান গ্রহণ করতে সক্ষম, অর্থাৎ তারা তুল্যমূল্য, ঠিক যেমন নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিত সরল রাসায়নিক উপাদানগুলি রাসায়নিক তুল্যবস্তু সৃষ্টি করে। একমাত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রচলিত রীতিও এই বিষয়টিকে মামুলি ও সাধারণ করে তোলে যে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক বস্তুনিচয়ের রূপ পরিগ্রহ করে, যাতে জনসাধারণ তাদের কাজের মধ্যে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয় সেটা পরস্পরের

* 'ধন হল দুজন ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক।' গালিয়ানি, 'Della Moneta', পৃঃ ২২১। কাস্তোদি-র সংগ্রহের 'Scrittori classici Italiani di Economia Politica'. আধুনিক যুগ। ৩য় খণ্ড, মিলান, ১৮০৩।

সঙ্গে বস্তুনিচয়ের সম্পর্ক রূপে এবং জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুনিচয়ের সম্পর্ক রূপে প্রতিভাত হয়। একটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই গূঢ় অস্পষ্টতা এখনও অতি সরল। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর পরিষ্কারভাবে বোঝে যে বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর সম্পর্ক বস্তুতপক্ষে পরস্পরের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। উৎপাদনের অগ্রসরতর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরলতার বাহ্যিক রূপটি অন্তর্হিত হয়। আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বিভ্রমের উৎপত্তি এই বিষয়টি অনুধাবনের অপারগতা থেকে যে সুস্পষ্ট উপাদানবিশিষ্ট এক বাস্তব পদার্থ হলেও অর্থ উৎপাদনের এক সামাজিক সম্পর্কের পরিচায়ক। আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রমকে যাঁরা অবজ্ঞাভরে উপহাস করেন, সেই আধুনিক অর্থনীতিবিদরা পুঁজির মতো জটিলতর অর্থনৈতিক বর্গগুলি নিয়ে বিচার করতে গেলেই একই বিভ্রম প্রকাশ করেন। এইমাত্র ভারিক্কি চালে যে-ব্যাপারটিকে তাঁরা একটি বস্তু বলে বর্ণনা করলেন সেটা যখন একটি সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে পুনরাবির্ভূত হয়, এবং এক মুহূর্ত পরেই, সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার পরা আরেকবার একটি বস্তু হিসেবে তাঁদের বিব্রত করে, তখন তাঁদের অতি-সরল বিস্ময়-স্বীকারের মধ্যে স্পষ্টতই তা প্রকাশ পায়।

পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য বস্তুতপক্ষে সমান ও সর্বজনীন শ্রম রূপে পরিগণিত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয় বলে, অর্থাৎ শ্রমের এক বিশেষ সামাজিক ধরনের বৈষয়িক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় বলে, এ কথা বলা অনুলাপ মাত্র যে শ্রমই বিনিময়-মূল্যের, এবং তদনুযায়ী সম্পদের — যতদূর পর্যন্ত তা বিনিময়-মূল্য নিয়ে গঠিত — একমাত্র উৎস। এ কথা বলাও সমান অনুলাপ যে স্বাভাবিক অবস্থায় বস্তুর বিনিময়-মূল্য নেই,* কারণ তাতে শ্রম নেই, এবং সাধারণভাবে বিনিময়-মূল্যের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো বস্তু

* 'স্বাভাবিক অবস্থায়, বস্তু... সর্বদাই মূল্য-বিহীন।' ম্যাককুলোখ, 'A Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and Importance of Political Economy', দ্বিতীয় সংস্করণ, এডিনবরা, ১৮২৫, পৃঃ ৪৮। যাঁরা দাবি করেন যে 'বস্তু' ও আধ ডজন অনুরূপ অবান্তরতা মূল্যের উপাদান, এমন কি ম্যাককুলোখের মতো একজনেরও ঊর্ধ্বে, এতে সেটাই প্রকাশ পায়। অন্যান্যের মধ্যে দ্রষ্টব্য, এল. স্টাইন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭০।

থাকে না। এ কথা সত্যি যে উইলিয়ম পেটি বলেছেন 'শ্রম সম্পদের পিতা ও জমি মাতা' [১২], বিশপ বার্কলি প্রশ্ন করেছেন:

'চারটি আদি উপাদান, এবং তার মধ্যে মানুষের শ্রম, সম্পদের সত্যকার উৎস কি না,'*

এবং মার্কিন টমাস কুপার সহজবোধ্য ধরনে ব্যাখ্যা করেছেন:

'এক টুকরো রুটি থেকে ময়দার পিছনে রুটিওয়ালার ব্যয়িত শ্রম, শস্য পেষাইওয়ালার কাছে নিয়ে আসা দানাশস্যের পিছনে পেষাইওয়ালার শ্রম, কর্ষণ, বীজবপন, পরিচর্যা, ফসল তোলা, মাড়াই-সাফাই ও পরিবহণের পিছনে চাষীর শ্রম বাদ দিন, তা হলে কী থাকে? জঙ্গলে বিশৃঙ্খলভাবে জন্মানো কয়েক টুকরো ঘাস, মানুষের কোনো উদ্দেশ্যপূরণের অযোগ্য।'**

কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যই বিনিময়-মূল্যের উৎস বিমূর্ত শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং বৈষয়িক সম্পদের উৎস হিসেবে মূর্ত শ্রমের সঙ্গে, সংক্ষেপে শ্রম যতদূর পর্যন্ত ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করে ততদূর পর্যন্ত শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত। পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য স্বীকার করে নেওয়া হয় বলে, তার পিছনে ব্যয়িত শ্রমের বিশেষ উপযোগিতা ও নির্দিষ্ট কার্যকরতাও স্বীকার করে নেওয়া হয়; কিন্তু কার্যকর শ্রম হিসেবে এটিই শ্রমের একমাত্র দিক, পণ্যসামগ্রী বিষয়ে বিবেচনার ক্ষেত্রে যা প্রাসঙ্গিক। রুটিকে একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে বিচার করার সময়ে আমরা খাদ্যসামগ্রী হিসেবে তার গুণাগুণ নিয়েই ভাবিত, কোনো ক্রমেই চাষী, পেষাইওয়ালা, রুটিওয়ালা প্রভৃতির শ্রম নিয়ে নয়। প্রয়োজনীয় শ্রম যদি কোনো উদ্ভাবনার ফলে ৯৫ শতাংশ কমানো যেত, তা হলে একটা পাঁউরুটির কার্যকরতা রীতিমত অক্ষুণ্ণই থেকে যাবে। এমন কি তা যদি পুরো তৈরি অবস্থায় আকাশ থেকে পড়ত তা হলেও তার ব্যবহার-মূল্যের একটি কণাও নষ্ট হত না। বিনিময়-মূল্য স্রষ্টা বলে স্বীকৃত শ্রম নিজের প্রকাশ ঘটায় সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর সমতার মধ্যে, পক্ষান্তরে উপযোগী উৎপাদনশীল ক্রিয়া হিসেবে শ্রম নিজের প্রকাশ ঘটায় ব্যবহার-মূল্যের অসীম বিচিত্রতার মধ্যে।

* বার্কলি, 'The Querist', লণ্ডন, ১৭৫০।

** টমাস কুপার, 'Lectures on the Elements of Political Economy', লণ্ডন, ১৮৩১ (কলম্বিয়া, ১৮২৬), পৃঃ ৯৯।

বিনিময়-মূল্যের স্রষ্টা বলে স্বীকৃত শ্রম **বিমূর্ত সর্বজনীন** ও **সমরূপ** শ্রম, পক্ষান্তরে ব্যবহার-মূল্যের স্রষ্টা বলে স্বীকৃত শ্রম মূর্ত ও স্বাতন্ত্র্যসূচক শ্রম, তার ধরন এবং যে বস্তুর ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয় তার দিক দিয়ে সে শ্রম অসীম বহুবিচিত্র ধরনের।

এ কথা বলা ভুল হবে যে ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনকারী শ্রমই তার উৎপন্ন সম্পদের, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদের **একমাত্র** উৎস। শ্রম যেহেতু এমন এক ক্রিয়া যা কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে বস্তুকে অভিযোজন করে, সেই হেতু পূর্বশর্ত হিসেবে তার বস্তুর প্রয়োজন হয়। ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে শ্রম ও স্বাভাবিক উৎপন্ন সামগ্রীর অতি ভিন্ন-ভিন্ন অনুপাত থাকে, কিন্তু ব্যবহার-মূল্য সর্বদাই একটি স্বাভাবিক উপাদান। কোনো না কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বিষয়ের উপযোজনের দিকে চালিত কার্যকর ক্রিয়া হিসেবে শ্রম হল মানব অস্তিত্বের এক স্বাভাবিক অবস্থা, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বৈষয়িক বিনিময়ের এক অবস্থা, যা সমাজের ধরন-সাপেক্ষ নয়। অন্য দিকে, বিনিময়-মূল্য-স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত শ্রম হল শ্রমের এক বিশেষ সামাজিক ধরন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দর্জিগিরির বাস্তব দিকটিকে যদি এক বিশিষ্ট উৎপাদনশীল ক্রিয়া বলে বিবেচনা করা যায় তা হলে সেই দর্জির কাজ একটা 'কোট' উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই কোটটির বিনিময়-মূল্য নয়। বিনিময়-মূল্য তার দ্বারা উৎপন্ন হয় দর্জিগিরি হিসেবে নয়, বরং এক বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রম হিসেবে, আর সেটা একটা সামাজিক কাঠামোর ব্যাপার, যে কাঠামো দর্জির উদ্ভাবিত নয়। যেমন, প্রাচীন গার্হস্থ্য শিল্পে মেয়েরা কোট তৈরি করত কোটের বিনিময়-মূল্য উৎপন্ন না-করেই। বৈষয়িক সম্পদের উৎস হিসেবে শ্রমের কথা বিধান-দাতা মোজেস, আর শুল্ক অধিকারিক অ্যাডাম স্মিথ উভয়েরই ভালো করে জানা ছিল।*

বিনিময়-মূল্যের শ্রম-সময়ে পর্যবসিত হওয়া থেকে যে-কয়েকটি প্রস্তাব আসে, এবারে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

* ফ্রিডরিখ লিস্ট কোনোকালেই উপযোগী কোনো-কিছুর, ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনকারী হিসেবে শ্রম এবং বিনিময়-মূল্যের, সম্পদের এক বিশেষ সামাজিক ধরনের উৎপাদনকারী হিসেবে শ্রমের মধ্যেকার তফাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি (কারণ তাঁর মনটি ব্যবহারিক বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত থাকায় উপলব্ধি সম্পর্কে ভাবিত ছিল না); তিনি তাই আধুনিক ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের নিতান্তই মিশরের মোজেসের কুম্ভীলক বলে গণ্য করেছেন।

ব্যবহার-মূল্য হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর বিশেষভাবেই বৈষয়িক ক্রিয়া আছে। যেমন গম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্র কিছু পরিমাণ শ্রমকে স্থানান্তরিত করে। এই যে ক্রিয়া, যার দরুন পণ্যসামগ্রী একটা ব্যবহার-মূল্য, উপভোগের একটি সামগ্রী, তাকে অভিহিত করা যেতে পারে তার সেবা বলে, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে যে-সেবা সে দেয়, সেই সেবা বলে। কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী সর্বদাই বিবেচিত হয় একমাত্র ফলের দৃষ্টিকোণ থেকে। কী সেবা সে দেয় সেটা আসল কথা নয়, তার উৎপাদনের সময়ে তার প্রতি কী সেবা* দেওয়া হয়েছে, সেটাই আসল কথা। এইভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা যন্ত্রের বিনিময়-মূল্য যে-পরিমাণ শ্রম-সময়কে সেই যন্ত্র স্থানান্তরিত করতে পারে তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে ব্যয়িত এবং সেই হেতু একই ধরনের একটি নতুন যন্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে।

এইভাবে, পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ যদি স্থির, অপরিবর্তনীয় থাকত তা হলে তাদের বিনিময়-মূল্যও অপরিবর্তিত থাকত। কিন্তু উৎপাদনের সুবিধা অথবা অসুবিধার ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি বাড়ে, তা হলে একই ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন হবে কম সময়ে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি কমে যায় তা হলে একই ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করার জন্য আরও বেশি সময় লাগবে। একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের পরিমাণ এবং সেইহেতু তার বিনিময়-মূল্য ফলত এক পরিবর্তনীয় মাত্রা: শ্রমের উৎপাদনশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধির বিপরীত অনুপাতে তা বাড়ে, অথবা কমে। প্রসেসিং শিল্পে যা পূর্বনির্ধারিত সেই শ্রমের উৎপাদনশীলতার স্তর কৃষিতে ও নিষ্কাশনমূলক শিল্পেও নির্ভর করে অজ্ঞেয়পূর্ব প্রাকৃতিক অবস্থার উপরে। **একই** পরিমাণ শ্রমের ফলে বিভিন্ন ধাতুর উৎপাদন হবে বেশি অথবা কম — তা নির্ভর করবে ভূত্বকে এই ধাতুগুলির সঞ্চয়ের আপেক্ষিক প্রাচুর্যের উপরে। **একই** পরিমাণ শ্রমে অনুকূল মরশুমে দুই বুশেল গম উৎপন্ন হতে পারে, এবং প্রতিকূল মরশুমে হয়তো হতে পারে মাত্র এক বুশেল গম। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি-

* জে. বি. সে [Say] ও এফ. বাস্তিয়ার মতো অর্থনীতিবিদদের 'সেবা' জিনিসটি কী 'সেবা' করবে তা সহজেই দেখা যায়; ম্যালথাস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, এ'দের বিচক্ষণতা সর্বদাই অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ ধরন থেকে সারাংশ আহরণ করে।

জনিত অভাব বা প্রাচুর্য মনে হয় এই ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করে, কারণ তা প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ মূর্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতা নির্ধারণ করে।

সমান পরিমাণ শ্রম-সময়, অথবা সমান পরিমাণ বিনিময়-মূল্য বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের অসম পরিমাণের মধ্যে বিধৃত। পণ্যসামগ্রীর অন্যান্য ব্যবহার-মূল্যের তুলনায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়যুক্ত এক ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ যত কম হয়, সেই পণ্যসামগ্রীর **বিশেষ বিনিময়-মূল্য** তত বেশি। আমরা যদি দেখি যে সুদীর্ঘ কালপর্বে বিভক্ত সভ্যতার বিভিন্ন যুগে বহুবিধ ব্যবহার-মূল্য — যেমন সোনা, রুপো, তামা ও লোহা, কিংবা গম, রাই, যব ও জই — পর-পর কতকগুলি বিশেষ বিনিময়-মূল্য হয়ে আছে, যেগুলি তাদের যথাযথ সংখ্যাগত অনুপাতে না-হলেও মোটের উপর একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক ক্রম বজায় রেখেছে, তা হলে তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক উৎপাদন-শক্তিগুলির ধাপে-ধাপে বিকাশ এই সমস্ত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের উপরে সমরূপ অথবা প্রায় সমরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তার নিজের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সর্বজনীন সামাজিক শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য এইভাবে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। বস্তুতপক্ষে, আরেকটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে অভিব্যক্ত একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তুল্যতারই পরিচায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যদি বলে যে এক গজ ছিটকাপড়ের মূল্য দু পাউন্ড কফির সমান, তা হলে ছিটকাপড়ের বিনিময়-মূল্য অভিব্যক্ত হয় কফির ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে, এবং অধিকন্তু তা অভিব্যক্ত হয় এই ব্যবহার-মূল্যের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে। একবার অনুপাতটা নির্ধারিত করা হলে যে কোনো পরিমাণ ছিটকাপড়ের মূল্য কফির হিসাবে প্রকাশ করা যায়। এ কথা স্পষ্ট যে একটি পণ্যসামগ্রীর, যথা ছিটকাপড়ের, বিনিময়-মূল্য একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী, যথা কফি, যে অনুপাতে তার তুল্যমূল্য সেই অনুপাত দিয়ে বিশদভাবে প্রকাশিত হয় না। এক গজ ছিটকাপড়ে যে-পরিমাণ সর্বজনীন শ্রম-সময় আছে, তা যুগপৎ অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সীমাহীন

বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে থাকে। একই পরিমাণ শ্রম-সময়ের পরিচয়বাহী অনুপাতে অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যই এক গজ ছিটকাপড়ের তুল্যমূল্য হয়। **এই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটির** বিনিময়-মূল্য তাই বিশদভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে একমাত্র অসীম সংখ্যক সমীকরণ দিয়ে, যার মধ্যে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য তার তুল্যমূল্য তৈরি করে। এক **সর্বজনীন তুল্যমূল্যের** একমাত্র বিশদ অভিব্যক্তি হল এই সমীকরণগুলির যোগফল, অথবা যে-বিভিন্ন অনুপাতে একটি পণ্যসামগ্রীকে অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর জন্য বিনিময় করা যায় তার সামগ্রিকতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সমীকরণ-মালা:

১ গজ ছিটকাপড় = ১/২ পাউন্ড চা
১ গজ ছিটকাপড় = ২ পাউন্ড কফি
১ গজ ছিটকাপড় = ৮ পাউন্ড রুটি
১ গজ ছিটকাপড় = ৬ গজ সুতিবস্ত্র

একে নিম্নলিখিত রূপে উপস্থিত করা যায়:
১ গজ ছিটকাপড় = ১/৮ পাউন্ড চা + ১/২ পাউন্ড কফি + ২ পাউন্ড রুটি + ১ ১/২ গজ সুতিবস্ত্র।

এইভাবে, এক গজ ছিটকাপড়ের মূল্য যার মধ্যে বিশদভাবে অভিব্যক্ত সেই সমস্ত সমীকরণগুলি যদি আমরা পেতাম, তা হলে তার বিনিময়-মূল্য আমরা সারিবদ্ধ আকারে চিহ্নিত করতে পারতাম। বস্তুতপক্ষে, এটি একটি সীমাহীন সারি, কারণ পণ্যসামগ্রীর ব্যাপৃতি কখনোই চূড়ান্তভাবে সীমিত করা যায় না, বরং তা ক্রমাগত প্রসারিত হয়। একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা হয় বলে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পরিমাপ হয় বিপরীত পক্ষে তাদের দ্বারা পরিমাপ-করা একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য দিয়ে।* এক গজ ছিটকাপড়ের বিনিময়-মূল্য যদি ১/২ পাউন্ড চা, অথবা ২ পাউন্ড কফি, অথবা ৬ গজ সুতিবস্ত্র, অথবা ৮ পাউন্ড রুটি প্রভৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, তা

* 'পরিমাপগুলির আরেকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল পরিমাপ-করা বস্তুটির সঙ্গে এমন এক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া যাতে পরিমাপ-করা বস্তুটি কোনো একভাবে পরিমাপক এককটির পরিমাপ হয়ে ওঠে।' মন্তানারি, 'Della Moneta', পৃঃ ৪১, কাস্তোদির সংগ্রহ, খণ্ড ৩, আদিম যুগ।

হলে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে কফি, চা, স্বতিবস্ত্র, রুটি প্রভৃতি নিশ্চয়ই সেই অনুপাতে একে অপরের সমান, যে-অনুপাতে তারা একটি তৃতীয় মাত্রা, ছিটকাপড়ের সমান, ছিটকাপড় এইভাবে তাদের বিনিময়-ম্ল্যের এক সাধারণ পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় হিসেবে, অর্থাৎ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসেবে পরিগণিত যে কোনো পণ্যসামগ্রীর পরিমাপ হয় ক্রমান্বয়ে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-ম্ল্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের হিসাবে; এবং অন্য দিকে, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-ম্ল্য পরিমাপ হয় এই অনন্য একটি পণ্যসামগ্রীরই ব্যবহার-ম্ল্য দিয়ে। কিন্তু বিনিময়-ম্ল্য হিসেবে গণ্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীই একাধারে সেই অনন্য পণ্যসামগ্রী যা অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-ম্ল্যের সাধারণ পরিমাণ রূপে কাজ করে এবং অন্য দিকে, অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-ম্ল্য যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অভিব্যক্ত সেই বহুবিধ পণ্যসামগ্রীর একটি পণ্যসামগ্রী মাত্র।

বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর বিদ্যমান সংখ্যা একটি পণ্যসামগ্রীর ম্ল্যকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু যে সমীকরণ-মালার মধ্যে তার বিনিময়-ম্ল্য বাস্তবায়িত করা যায় তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ না হ্রস্ব, সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর অধিকতর, অথবা স্বল্পতর বৈচিত্র্যের উপরে। যে সমীকরণ-মালা, ধরুন, কফির ম্ল্য প্রকাশ করে, তা তার বিনিময়যোগ্যতার পরিধি, যে সীমার মধ্যে তা একটা বিনিময়-ম্ল্য হিসেবে কাজ করে সেটা দেখিয়ে দেয়। সর্বজনীন সামাজিক শ্রম-সময়ের বিষয়গত অভিব্যক্তি হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-ম্ল্য তার তুল্যম্ল্যের যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি লাভ করে ব্যবহার-ম্ল্যের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে।

আমরা দেখেছি যে একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-ম্ল্য তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তার রূপায়িত বিনিময়-ম্ল্য, অর্থাৎ অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-ম্ল্যের মধ্যে অভিব্যক্ত তার বিনিময়-ম্ল্যও অবশ্যই নির্ভর করবে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের পিছনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের কতটা তফাৎ সেই মাত্রার উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক বুশেল গম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় যদি অপরিবর্তিত থাকত, অথচ অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দ্বিগুণ বেড়ে যেত, তা হলে এক বুশেল গমের বিনিময়-ম্ল্য তার তুল্যম্ল্যের হিসাবে অর্ধেক কমে যেত। ফলটা হত

প্রকৃতপক্ষে এই, যেন এক বুশেল গম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপরিবর্তিত থেকে গেছে। পণ্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারিত হয় একটা নির্ধারিত শ্রম-সময়ে তার যতগুলি উৎপন্ন করা যায় সেই পরিমাণ দিয়ে। কোন-কোন পরিবর্তন এই অনুপাতকে প্রভাবিত করতে পারে তা বিচার করে দেখার উদ্দেশ্যে **ক** ও **খ**, এই দুটি পণ্যসামগ্রী নেওয়া যাক। **প্রথমত, খ**-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে **খ**-এর হিসাবে অভিব্যক্ত **ক**-এর বিনিময়-মূল্য **ক**-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমে যায় অথবা বেড়ে যায়। **দ্বিতীয়ত, ক** পণ্যসামগ্রীটির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। **খ**-এর হিসাবে **ক** পণ্যসামগ্রীটির বিনিময়-মূল্য **খ** উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধির বিপরীত অনুপাতে কমে যায় অথবা বেড়ে যায়। **তৃতীয়ত, ক** এবং **খ**-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় একই হারে কমে কিংবা বাড়ে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে **খ**-এর হিসাবে **ক** পণ্যসামগ্রীটির মূল্যের পরিচায়ক সমীকরণটি অপরিবর্তিত থাকে। কোনো বিষয় যদি সব ধরনের শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে সমান মাত্রায় এনে ফেলতে পারত, যার ফলে সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য একই অনুপাতে অতিরিক্ত শ্রম দরকার হত, তা হলে **সমস্ত** পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যেত, তাদের বিনিময়-মূল্যের প্রকৃত অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত থাকত এবং সমাজের প্রকৃত সম্পদ হ্রাস পেত, কারণ একই পরিমাণ ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনের জন্য দরকার হত অধিকতর পরিমাণ শ্রম-সময়। **চতুর্থত**, ধরে নেওয়া হচ্ছে **ক** ও **খ** উভয়েরই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বাড়ে কিংবা কমে, কিন্তু অসম মাত্রায়, কিংবা তা না-হলে, ধরে নেওয়া হচ্ছে **ক**-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বেড়ে যায়, অথচ **খ**-এর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমে যায়, কিংবা তার বিপরীত। এই সমস্ত দৃষ্টান্তকে সহজেই এমন একটা অবস্থায় টেনে আনা যায় যেখানে একটি পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় অপরিবর্তিত থাকে, অথচ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বাড়ে অথবা কমে।

যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য অভিব্যক্ত হয় অন্য যে কোনো

পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-ম্ল্যের দিক দিয়ে, হয় সেই ব্যবহার-ম্ল্যের সমগ্র এককে, না হয় তার ভগ্নাংশে। বিনিময়-ম্ল্য হিসেবে প্রত্যেক পণ্যসামগ্রীকে তার মধ্যে অন্স্যূত শ্রম-সময়ের মতোই অতি সহজে বিভক্ত করা যায়। **একটিমাত্র** নতুন পণ্যে র্পান্তরিত হওয়ার সময়ে পণ্যসামগ্রীগ্লি যে-সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে তার দ্বারা যেমন পণ্যসামগ্রীগ্লির বিনিময়-ম্ল্যের সমাহার প্রভাবিত হয় না, পণ্যসামগ্রীগ্লির তুল্যম্ল্যও ঠিক তেমন তাদের ব্যবহার-ম্ল্যের বাস্তব বিভাজ্যতা থেকে স্বতন্ত্র।

এতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীর দ্টি দিক — ব্যবহার-ম্ল্য ও বিনিময়-ম্ল্য — পরীক্ষা করে দেখা হল, কিন্তু প্রত্যেকটি পৃথকভাবে। পণ্যসামগ্রী কিন্তু ব্যবহার-ম্ল্য ও বিনিময়-ম্ল্যের প্রত্যক্ষ **ঐক্য**, এবং সেই সঙ্গে তা একটি পণ্যসামগ্রী কেবলমাত্র অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত র্পেই। পণ্যসামগ্রীর **বিনিময়-প্রক্রিয়া** তাদের মধ্যে বিদ্যমান **প্রকৃত সম্পর্ক**। এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তিদের দ্বারা তা সম্পাদিত হয় পরস্পর নিরপেক্ষভাবে। কিন্তু তারা তাতে অংশগ্রহণ করে শ্ধ্ পণ্যসামগ্রী-মালিক হিসেবে; পরস্পরের জন্য তাদের অস্তিত্ব একমাত্র ততদ্রই, যতদ্র পর্যন্ত তাদের পণ্যসামগ্রীগ্লির অস্তিত্ব থাকে, এইভাবে তারা বস্তুতপক্ষে বিনিময়-প্রক্রিয়ার সচেতন প্রতিনিধিস্বর্প।

পণ্যসামগ্রী অবশ্যই একটি ব্যবহার-ম্ল্য: গম, ছিটকাপড়, হীরা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি; কিন্তু একটি পণ্য হিসেবে তা য্গপৎ একটি ব্যবহার-ম্ল্য **নয়**। তা যদি তার মালিকের পক্ষে একটি ব্যবহার-ম্ল্য হত, অর্থাৎ তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার এক প্রত্যক্ষ উপায় হত, তা হলে সেটি পণ্যসামগ্রী হত না। তার মালিকের পক্ষে সেটি বরং একটি **অ-ব্যবহার-ম্ল্য,** অর্থাৎ বিনিময়-ম্ল্যের নিছক বাস্তব ন্যাসভাণ্ডার মাত্র, কিংবা নিতান্তই **বিনিময়ের একটি উপায়**। বিনিময়-ম্ল্যের সক্রিয় বাহন হিসেবে ব্যবহার-ম্ল্য বিনিময়ের উপায় হয়ে ওঠে। পণ্যসামগ্রী তার মালিকের পক্ষে শ্ধ্ ততদ্রই ব্যবহার-ম্ল্য যতদ্র তা বিনিময়-ম্ল্য।* পণ্যসামগ্রীকে অতএব একটা ব্যবহার-ম্ল্য, প্রথমত অপরের পক্ষে এক ব্যবহার-ম্ল্য **হতেই** হয়।

* আরিস্টটল এই অর্থেই বিনিময়-ম্ল্যের কথা বলেছেন (এই অধ্যায়ের শ্র্তে উদ্ধৃত অন্চ্ছেদটি দ্রষ্টব্য)।

যেহেতু তা তার মালিকের কাছে একটি ব্যবহার-মূল্য নয়, সেই হেতু তা অবশ্যই অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মালিকদের কাছে একটি ব্যবহার-মূল্য। তা যদি না-হয় তা হলে তার পিছনে ব্যয়িত শ্রম ছিল ব্যর্থ শ্রম এবং তদনুযায়ী ফলটি একটি পণ্যসামগ্রী নয়। অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই **তার মালিকের পক্ষে** একটি ব্যবহার-মূল্য হতে হবে, যেহেতু তার অস্তিত্ব রক্ষার উপায় রয়েছে তার বাইরে, অন্য লোকের পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে। একটি ব্যবহার-মূল্য **হয়ে উঠতে** হলে পণ্যসামগ্রীকে তার পূরণ করার মতো বিশেষ চাহিদার মোকাবিলা অবশ্যই করতে হবে। এইভাবে পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্য পারস্পরিক স্থান-বিনিময়ের দ্বারা ব্যবহার-মূল্য **হয়ে ওঠে:** সেগুলি যাদের পক্ষে বিনিময়ের উপায় ছিল তাদের হাত থেকে চলে আসে তাদের হাতে, যাদের পক্ষে সেগুলি কাজ করে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। একমাত্র পণ্যসামগ্রীর এই সর্বজনীন **হস্তান্তরণের** ফলেই সেগুলির মধ্যে অনুস্যূত শ্রম উপযোগী শ্রম হয়ে ওঠে। পণ্যসামগ্রী ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের **ধারায়** একটা নতুন অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে না। বরংচ, যে বিশেষ রূপটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে তাদের বিশিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিল সেটি লোপ পায়। যেমন, রুটি তার প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে উপভোক্তার কাছে চলে গিয়ে রুটি হিসেবে তার চরিত্র বদলায় না। বরং, উপভোক্তা তাকে গণ্য করে একটি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, এক বিশেষ খাদ্যদ্রব্য হিসেবে, অথচ যতক্ষণ তা রুটি-প্রস্তুতকারকের হাতে ছিল ততক্ষণ তা ছিল নিতান্তই এক অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিভূ, একটি মূর্ত এবং একই সঙ্গে একটি বিমূর্ত জিনিস। সুতরাং, ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠার সময়ে পণ্যসামগ্রী একমাত্র যে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায় তা হল তাদের আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বের সমাপ্তি, যে-অবস্থায় তারা তাদের মালিকের কাছে ছিল অ-ব্যবহার-মূল্য আর অ-মালিকের কাছে ব্যবহার-মূল্য। ব্যবহার-মূল্য হয়ে উঠতে হলে পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই পুরোপুরি হস্তান্তরিত হতে হবে, তাদের অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে বিনিময়-প্রক্রিয়ায়, তবে বিনিময় শুধু তাদের বিনিময়-মূল্য হিসেবে দিকটির সঙ্গেই সম্পর্কিত। তাই, একমাত্র বিনিময়-মূল্য হিসেবে রূপায়িত হয়েই সেগুলি ব্যবহার-মূল্য হিসেবে রূপায়িত হতে পারে।

ব্যবহার-মূল্য হিসেবে আলাদা একটি পণ্যসামগ্রীকে গোড়ায় স্বতন্ত্র একটা কিছু বলে গণ্য করা হত, অথচ বিনিময়-মূল্য হিসেবে শুরু থেকেই

তাকে গণ্য করা হত অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কিন্তু তা ছিল নিতান্তই তত্ত্বগত, প্রকল্পিত সম্পর্ক। তা নিজেকে রূপায়িত করে শুধু বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে, একটি পণ্যসামগ্রী তখনই একটি বিনিময়-মূল্য যখন তার উৎপাদনের পিছনে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয়িত হয়েছে এবং তদনুযায়ী তা **বাস্তবায়িত শ্রম-সময়** স্বরূপ। তা হলেও পণ্যসামগ্রী আবির্ভূত হওয়ার সময়ে শুধুই বাস্তবায়িত এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত শ্রম-সময়, **সর্বজনীন** শ্রম-সময় নয়। পণ্যসামগ্রী এইভাবে সঙ্গে সঙ্গেই বিনিময়-মূল্য **নয়**, বরং তার তখনও বিনিময়-মূল্য **হয়ে ওঠা** বাকি। শুরুতে, তা সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন তা শ্রম-সময়ের এক বিশেষ উপযোগী প্রয়োগ, অর্থাৎ যে কোনো ব্যবহার-মূল্য স্বরূপ। একমাত্র এই বৈষয়িক অবস্থাতেই পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত শ্রম-সময় সর্বজনীন, সামাজিক শ্রম-সময় বলে গণ্য হয়। সুতরাং, একটি পণ্যসামগ্রী একটি ব্যবহার-মূল্য হয়ে উঠতে পারে একমাত্র যদি তা বিনিময়-মূল্য হিসেবে রূপায়িত হয়, আর তা বিনিময়-মূল্য হিসেবে রূপায়িত হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা হস্তান্তরিত হয়ে যায় এবং ব্যবহার-মূল্য হিসেবে কাজ করে। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরণ একমাত্র সম্ভব সেই ব্যক্তির কাছে যার কাছে সেটি একটি ব্যবহার-মূল্য, অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা পূরণ করার মতো বস্তু। অন্য দিকে, তা আরেকটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়েই একমাত্র হস্তান্তরিত হতে পারে, কিংবা আমরা যদি অপর পণ্যসামগ্রীটির মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করি, তা হলে সেও তার পণ্যসামগ্রীটিকে একমাত্র হস্তান্তরিত করতে পারে, অর্থাৎ রূপায়িত করতে পারে বিশেষ চাহিদার বস্তুটির সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটিয়ে। সুতরাং, **ব্যবহার-মূল্য** হিসেবে পণ্যসামগ্রীর সার্বিক হস্তান্তরণের সময়ে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় অসংবদ্ধ পদার্থ হিসেবে, যা আকৃতিগতভাবে পৃথক এবং তাদের বিশেষ গুণাগুণ হেতু বিশেষ চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু নিছক ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলির অস্তিত্ব পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্রভাবে, কিংবা বরং কোনোরূপ সম্পর্করহিতভাবে। একমাত্র বিশেষ চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রূপেই ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলি বিনিময় করা যায়। এগুলি অবশ্য বিনিময়যোগ্য একমাত্র তুল্যমূল্য হিসেবে এবং সেগুলি তুল্যমূল্য একমাত্র বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ের সমান পরিমাণ হিসেবে, যখন ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলির

আকৃতিগত গুণাগুণ, এবং সেই হেতু বিশেষ চাহিদার সঙ্গে এই পণ্যসামগ্রীগুলির সম্পর্ক, পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়। একটি পণ্যসামগ্রী বিনিময়-মূল্য হিসেবে কাজ করে যদি তা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের স্থান অবাধে গ্রহণ করতে পারে, তা সে অপর পণ্যসামগ্রীটির মালিকের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হোক অথবা নাই হোক। কিন্তু অপর পণ্যসামগ্রীটির মালিকের পক্ষে তা একটি পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে একমাত্র ততখানিই, যতখানি তার পক্ষে তা একটি ব্যবহার-মূল্য, এবং যার হাতে তা রয়েছে তার পক্ষে তা একটি বিনিময়-মূল্য হয়ে ওঠে একমাত্র ততখানিই, যতখানি তা অপর মালিকের পক্ষে একটি পণ্যসামগ্রী। সুতরাং, একই সম্পর্ক যুগপৎ সারগতভাবে সমান পণ্যসামগ্রীগুলির — যার পার্থক্য শুধু মাত্রায় — একটি সম্পর্কও হবে, অর্থাৎ এমন এক সম্পর্ক যা সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে তাদের সমতা প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে তা হবে গুণগতভাবে পৃথক বস্তু হিসেবে, সুনির্দিষ্ট চাহিদার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তাদের সম্পর্ক, সংক্ষেপে, এমন এক সম্পর্ক যা প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য হিসেবে সেগুলির পার্থক্যনির্ণয় করে। কিন্তু এইভাবে মেনে-নেওয়া সমানতা ও অসমানতা পরস্পর-সম্পর্করহিত। এর ফল শুধু যে একটি সমস্যার সমাধানের জন্য যেখানে আরেকটি সমস্যার সমাধানের কথা পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নিতে হয় এমন কতকগুলি সমস্যারই দুষ্টচক্র তাই নয়, বরং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তসূত্রের গোটা একটা জটিল জাল, কারণ একটি শর্তের পূরণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে তার বিপরীত শর্ত পূরণের উপরে।

বিনিময়-প্রক্রিয়ায় এই বিরোধগুলির বিবর্তন ও নিরসন দুটিই থাকতে হবে, যদিও তা এই প্রক্রিয়ায় এই সরল ধরনে প্রদর্শন করা যায় না। আমরা শুধু দেখেছি পণ্যসামগ্রী কীভাবে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী কীভাবে বিনিময়-প্রক্রিয়ার **অভ্যন্তরে** কাজ করে। অন্য দিকে, এখন পর্যন্ত বিনিময়-মূল্যকে আমরা যেভাবে বিচার করেছি তাতে তার অস্তিত্ব শুধু আমাদের বিমূর্তন হিসেবে, কিংবা যদি অন্যভাবে বলতে ইচ্ছা হয়, পণ্য-মালিক ব্যক্তিবিশেষের বিমূর্তন হিসেবে, পণ্যসামগ্রীকে যে গুদামে রাখে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, অথচ তার মনে তা থাকে বিনিময়-মূল্য হিসেবে। বিনিময়-প্রক্রিয়ায়, অবশ্য, পণ্যসামগ্রী পরস্পরের জন্য থাকবে শুধু ব্যবহার-মূল্য, হিসেবে নয়,

বিনিময়-মূল্য হিসেবেও, এবং তাদের অস্তিত্বের এই দিকটি প্রতিভাত হবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হিসেবে। প্রথমে আমাদের সামনে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা এই যে একটি বিনিময়-মূল্য হিসেবে, বাস্তবায়িত শ্রম হিসেবে কাজ করতে পারার আগে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটিকে হস্তান্তরিত হতে হয়, বিক্রি হতে হয়, অথচ বিপরীত পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তার হস্তান্তরণের ব্যাপারে বিনিময়-মূল্য হিসেবে তার অস্তিত্ব পূর্বানুমিত। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা গেছে। পণ্যসামগ্রীটি তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্য বর্জন করেছে এবং তার দ্বারা এক ব্যক্তিবিশেষের নিজের বিশেষ শ্রমের পরিবর্তে সামাজিকভাবে উপযোগী শ্রম হয়ে ওঠার বৈষয়িক শর্ত পূরণ করেছে। বিনিময়-প্রক্রিয়ায়, বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটি তা হলে হয়ে উঠবে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য, বাস্তবায়িত সাধারণ শ্রম-সময়; এইভাবে তার আর একটি বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের সীমাবদ্ধ কাজটা থাকে না, বরং সমস্ত ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে তার তুল্যমূল্য হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে তা সক্ষম হয়ে ওঠে। প্রতিটি পণ্যসামগ্রীই অবশ্যই **সেই** পণ্যসামগ্রী, যা তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের হস্তান্তরণের ফলে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন হিসেবে প্রতিভাত। কিন্তু অপর পক্ষে, শুধু বিশেষ-বিশেষ পণ্যসামগ্রী, একক ব্যক্তিবিশেষের শ্রম যাতে মূর্ত সেই বিশেষ-বিশেষ ব্যবহার-মূল্য বিনিময়-প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সর্বজনীন শ্রম-সময় এমনিতে একটি বিমূর্তন, পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে তাই তার অস্তিত্ব নেই।

একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত সেই সমীকরণ-মালা পরীক্ষা করে দেখা যাক, যেমন:

১ গজ ছিটকাপড় = ২ পাউন্ড কফি,
১ গজ ছিটকাপড় = $\frac{1}{2}$ পাউন্ড চা,
১ গজ ছিটকাপড় = ৮ পাউন্ড রুটি, ইত্যাদি।

বস্তুতপক্ষে, এই সমীকরণগুলি শুধু এটাই বোঝায় যে সম পরিমাণ সর্বজনীন সামাজিক শ্রম-সময় ১ গজ ছিটকাপড়, ২ পাউন্ড কফি, $\frac{1}{2}$ পাউন্ড চা, ইত্যাদির মধ্যে বাস্তবায়িত। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে বিধৃত বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত শ্রম প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে

শ্রম হয়ে ওঠে এবং এইভাবে সেগুলির মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের আনুপাতিক পরিমাণে পরস্পরের প্রকৃত বিনিময়ের দ্বারাই শুধু সামাজিক শ্রম হয়ে ওঠে। এই পণ্যসামগ্রীগুলির মধ্যে সামাজিক শ্রম-সময়, বলা যেতে পারে, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এবং তা প্রকট হয়ে ওঠে একমাত্র তাদের বিনিময়ের সময়ে। প্রস্থান-বিন্দুটি সামাজিক শ্রম-রূপে বিবেচিত ব্যক্তিবর্গের শ্রম নয়, বরং একক ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ ধরনের শ্রম, অর্থাৎ যে-শ্রম প্রমাণ করে যে তা সর্বজনীন সামাজিক শ্রম শুধু বিনিময়-প্রক্রিয়ায় তার মূল চরিত্র অবদমনের ফলেই। ফলত, সর্বজনীন সামাজিক শ্রম একটি তৈরি পূর্বশর্ত নয়, বরং একটি উদ্গত ফল। এইভাবে দেখা দেয় একটা নতুন অসুবিধা: এক দিকে, পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় হিসেবে বিনিময়-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, অন্য দিকে, ব্যক্তিবর্গের শ্রম-সময় বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় হয়ে ওঠে একমাত্র বিনিময়-প্রক্রিয়ারই ফলে।

প্রতিটি পণ্যসামগ্রীকে তার ব্যবহার-মূল্যের, অর্থাৎ তার অস্তিত্বের মূল রূপের হস্তান্তরণের মধ্য দিয়েই বিনিময়-মূল্য হিসেবে তার উপযুক্ত অস্তিত্ব অর্জন করতে হয়। পণ্যসামগ্রীকে, অতএব, বিনিময়-প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বের এক দ্বৈত রূপ, অবশ্যই, গ্রহণ করতে হয়। অন্য দিকে, তার অস্তিত্বের দ্বিতীয় রূপ, বিনিময়-মূল্য একমাত্র প্রতিভাত হতে পারে আরেকটি পণ্যসামগ্রী দিয়ে, কারণ একমাত্র পণ্যসামগ্রীই বিনিময়-প্রক্রিয়ায় একে অপরের সম্মুখীন হয়। একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীকে প্রত্যক্ষভাবে **বাস্তবায়িত সর্বজনীন** শ্রম-সময় হিসেবে কীভাবে উপস্থিত করা সম্ভব, কিংবা — ব্যাপারটা একই — একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বাস্তবায়িত ব্যক্তিগত শ্রম-সময় প্রত্যক্ষভাবে এক সর্বজনীন চরিত্র গ্রহণ করতে পারে কীভাবে? একটি পণ্যসামগ্রীর, অর্থাৎ সর্বজনীন তুল্যমূল্য রূপে বিবেচিত যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের সুনির্দিষ্ট প্রকাশ ঘটে সীমাহীন সমীকরণ-মালায়, যেমন:

১ গজ ছিটকাপড় = ২ পাউন্ড কফি,
১ গজ ছিটকাপড় = ½ পাউন্ড চা,
১ গজ ছিটকাপড় = ৮ পাউন্ড রুটি,
১ গজ ছিটকাপড় = ৬ গজ সুতিবস্ত্র,
১ গজ ছিটকাপড় = ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এটি একটি তত্ত্বগত বর্ণনা কারণ পণ্যসামগ্রীটি শুধু **গণ্য হয়েছে** বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময়ের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসেবে। সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী বিশুদ্ধ বিমূর্তন থেকে রূপান্তরিত হয় বিনিময়-প্রক্রিয়ার এক **সামাজিক** ফলে, যদি উপরের সমীকরণ-মালাটিকে শুধু উল্টে দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

২ পাউন্ড কফি = ১ গজ ছিটকাপড়
½ পাউন্ড চা = ১ গজ ছিটকাপড়
৮ পাউন্ড রুটি = ১ গজ ছিটকাপড়
৬ গজ সুতিবস্ত্র = ১ গজ ছিটকাপড়

কফি, চা, রুটি, সুতিবস্ত্রে, সংক্ষেপে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যুত শ্রম-সময় যেমন ছিটকাপড়ের হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে ছিটকাপড়ের বিনিময়-মূল্য প্রতিফলিত হচ্ছে তার তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করে এমন সমস্ত অন্য পণ্যসামগ্রীতে, এবং ছিটকাপড়ে বাস্তবায়িত শ্রম-সময় হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষ সর্বজনীন শ্রম-সময়, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে তা সমানভাবে মূর্ত। ছিটকাপড় এইভাবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর **সর্বজনীন ক্রিয়ার** পরিণতিতে **সর্বজনীন তুল্যমূল্য** হয়ে ওঠে। বিনিময়-মূল্য হিসেবে বিবেচিত প্রতিটি পণ্যসামগ্রী অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের একটা পরিমাপ হয়ে ওঠে। বিপরীতপক্ষে এ ক্ষেত্রে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর হিসাব অনুযায়ী পরিমাপ করা হয় বলে, বাদ-দেওয়া পণ্যসামগ্রীটি সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে বিনিময়-মূল্যের উপযুক্ত প্রতিভূ হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, যে সীমাহীন সমীকরণ-মালায় কিংবা অসীম সংখ্যক সমীকরণে প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করা হয়েছিল, তা এখন কমে গিয়ে দাঁড়াল দুটি কথার এক সমীকরণে। ২ পাউন্ড কফি = ১ গজ ছিটকাপড় — এই সমীকরণটি এখন কফির বিনিময়-মূল্যের এক ব্যাপক অভিব্যক্তি, কারণ এই অভিব্যক্তিতে তা দেখা দেয় অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর এক নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রত্যক্ষ তুল্যমূল্য হিসেবে। বিনিময়-প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে পণ্যসামগ্রীগুলি এইভাবে পরস্পরের জন্য থাকে, অথবা পরস্পরের কাছে প্রতিভাত হয় ছিটকাপড়-রূপী বিনিময়-মূল্য হিসেবে। সমস্ত পণ্যসামগ্রী যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিনিময়-মূল্য

হিসেবে, অর্থাৎ বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বিভিন্ন পরিমাণ হিসেবে, সেই বিষয়টি এখন আত্মপ্রকাশ করে এই রূপ নিয়ে যে, সমস্ত বিনিময়-মূল্যই **একই** দ্রব্যের, ছিটকাপড়ের, শুধু বিভিন্ন পরিমাণের পরিচায়ক। সর্বজনীন শ্রম-সময় এইভাবে দেখা দেয় এক বিশেষ বস্তু হিসেবে, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত ও তা ছাড়াও একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে। সেই সঙ্গে, যে-সমীকরণে একটি পণ্যসামগ্রী আরেকটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক, যথা ২ পাউন্ড কফি = ১ গজ ছিটকাপড়, সেই সমীকরণ এখনও রূপায়িত হওয়া বাকি। একমাত্র ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হস্তান্তরিত হয়েই — বিনিময়-প্রক্রিয়ায় সেটি যে একটি আবশ্যকীয় বস্তু তা প্রমাণ করতে পারে কি না, এই হস্তান্তর নির্ভর করে তার উপরে — তা বস্তুতপক্ষে কফির রূপ থেকে পরিবর্তিত হয় ছিটকাপড়ের রূপে, এইভাবে তা হয়ে ওঠে এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য এবং অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের প্রকৃত পরিচায়ক। অন্য দিকে, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে হস্তান্তরণের ফলে সমস্ত পণ্যসামগ্রী ছিটকাপড়ে পরিবর্তিত হয় বলে, ছিটকাপড় হয়ে ওঠে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তিত রূপ, এবং অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর এই ছিটকাপড়ে রূপান্তরণের ফলেই তা হয়ে ওঠে **সর্বজনীন শ্রম-সময়ের** প্রত্যক্ষ **বাস্তবায়ন**, অর্থাৎ সর্বজনীন হস্তান্তরণের ও সমস্ত ব্যক্তিগত শ্রম বাতিল করণের অন্তফল। পণ্যসামগ্রী এইভাবে পরস্পরের বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক হওয়ার জন্য এক দ্বৈত রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে পৃথক করে রাখা পণ্যসামগ্রীটি অর্জন করে এক দ্বৈত ব্যবহার-মূল্য। একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে তার বিশেষ ব্যবহার-মূল্য ছাড়াও তা অর্জন করে এক সর্বজনীন ব্যবহার-মূল্য। এই শেষোক্ত ব্যবহার-মূল্যটি নিজেই একটি নির্ধারিত রূপ, অর্থাৎ বিনিময়-প্রক্রিয়ায় তার উপরে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন ক্রিয়ার ফলে এই পণ্যসামগ্রীটি যে বিশেষ নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে সেখান থেকেই এই ব্যবহার-মূল্যের উদ্ভব ঘটে। বিশেষ চাহিদা পূরণ করে এমন একটি বস্তু হিসেবে প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের পৃথক-পৃথক মূল্য থাকে পৃথক-পৃথক লোকের হাতে, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি তা বিক্রি করে দেয় তার কাছে তার মূল্য এক রকম, আর যে-ব্যক্তি সেটি সংগ্রহ করে তার কাছে তার মূল্য আরেক রকম। সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে যে পণ্যসামগ্রীটিকে পৃথক করে রাখা হয়েছে তা এখন এমন একটি বস্তু, যা বিনিময়-প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত এক সর্বজনীন চাহিদা পূরণ করে

এবং প্রত্যেকের কাছে তার ব্যবহার-মূল্য একই — তা হল বিনিময়-মূল্যের বাহন, কিংবা বিনিময়ের এক সর্বজনীন মাধ্যম। এইভাবে, পণ্যসামগ্রীটির মধ্যে নিহিত বিরোধটি, যথা যুগপৎ একটি বিশেষ ব্যবহার-মূল্য ও সর্বজনীন তুল্যমূল্য হওয়ার বিরোধটি, এবং সেই হেতু প্রত্যেকের পক্ষে একটি ব্যবহার-মূল্য কিংবা একটি সর্বজনীন ব্যবহার-মূল্য হওয়ার স্ববিরোধটির নিরসন হয়েছে এই একটি পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে। কিন্তু, পক্ষান্তরে এখন অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য প্রথমত উপস্থিত করা হয়েছে সেই পৃথক করে রাখা পণ্যসামগ্রীটির সঙ্গে এক আদর্শ সমীকরণ রূপে, যে সমীকরণ এখনও রূপায়িত হওয়া বাকি; এই পণ্যসামগ্রীটির ব্যবহার-মূল্য, বাস্তব হলেও, বিনিময়-প্রক্রিয়ায় তার অস্তিত্ব নিতান্তই আনুষ্ঠানিক বলে মনে হয়, তা তখনও প্রকৃত ব্যবহার-মূল্যে পরিণত হয়ে উশুল হওয়া বাকি। পণ্যসামগ্রীটি মূলত প্রতিভাত হয়েছিল সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রী হিসেবে, এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্যে বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রম-সময় হিসেবে। বিনিময়-প্রক্রিয়ায় সমস্ত পণ্যসামগ্রীই তুলনা করা হয় একটি স্বতন্ত্রীকৃত পণ্যের সঙ্গে, যাকে গণ্য করা হয় সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রী, **সেই পণ্যসামগ্রী** হিসেবে, এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে। সুতরাং, সেগুলি **বিশেষ** পণ্যসামগ্রী হিসেবে **সর্বজনীন** পণ্যসামগ্রী বলে বিবেচিত একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর বিপ্রতীপ।* পণ্যসামগ্রীর মালিকরা যে একে অপরের শ্রমকে সর্বজনীন সামাজিক শ্রম বলে গণ্য করে, সেটা প্রকাশ পায় তাদের নিজেদের পণ্যসামগ্রীকে বিনিময়-মূল্য বলে গণ্য করার মধ্যে; এবং বিনিময়-প্রক্রিয়ায় বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর পরস্পর-সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাদের বিনিময়-মূল্যের যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি রূপে এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাদের সর্বজনীন সম্পর্ক হিসেবে; তা আবার প্রকাশ পায় অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে এই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটির নির্দিষ্ট সম্পর্ক হিসেবে এবং সেই হেতু, একটি বস্তুর স্বাতন্ত্র্যসূচক, যেন স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত, সামাজিক চরিত্র হিসেবে। যে বিশেষ পণ্যসামগ্রীটি এইভাবে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের, অর্থাৎ এক বিশেষ, স্বতন্ত্র পণ্যসামগ্রী হিসেবে পরিগণিত পণ্যসামগ্রীগুলির বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক,

জেনোভেজি একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। [লেখকের পাণ্ডুলিপিতে মন্তব্য।]

সেটিই হল **অর্থ**। তা হল পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের কেলাসিত রূপ এবং তা রূপ লাভ করে বিনিময়-প্রক্রিয়ায়। এইভাবে, বিনিময়-প্রক্রিয়ায় থাকাকালীন পণ্যসামগ্রীগুলি সমস্ত নির্ধারিত রূপ পরিত্যাগ করে এবং তাদের প্রত্যক্ষ বাস্তব দিকটিতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে একটি অপরটির পক্ষে **ব্যবহার-মূল্য** হয়ে ওঠে, সেগুলি যাতে **বিনিময়-মূল্য** হিসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হতে পারে তার জন্য সেগুলিকে, অবশ্যই, এক নতুন নির্ধারিত রূপ গ্রহণ করতে হবে, অর্থের বিবর্ধন ঘটাতে হবে। অর্থ একটা প্রতীক নয়, ঠিক যেমন একটি পণ্যসামগ্রী রূপে একটি ব্যবহার-মূল্যের অস্তিত্ব প্রতীক নয়। সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দেয় ব্যক্তিমানুষ থেকে পৃথকভাবে বিদ্যমান একটা-কিছু হিসেবে, এবং সমাজে উৎপাদনের মধ্যে তারা যে বিশিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তা দেখা দেয় একটি জিনিসের নির্দিষ্ট উপাদান হিসেবে — এই বিকৃত চেহারাই, গদ্যময়ভাবে বাস্তব, এবং কোনো মতেই কাল্পনিক নয় এমন বিহ্বলকর রহস্যময়তাই বিনিময়-মূল্য নির্ণায়ক শ্রমের সমস্ত সামাজিক রূপের বৈশিষ্ট্য। এই বিকৃত চেহারা পণ্যসামগ্রীর মধ্যে যতটা প্রকাশ পায় তার চাইতে শুধু আরও বেশি প্রকটভাবে প্রকাশ পায় অর্থের মধ্যে।

অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর অর্থ-রূপ যার মধ্যে দানা বাঁধবে — যতদূর সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বিনিময়-মূল্যের চরিত্রসঞ্জাত, ততদূর — সেই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটির আবশ্যিক বাস্তব উপাদানগুলি হল: সীমাহীন বিভাজ্যতা, তার অংশগুলির সমধর্মিতা এবং পণ্যসামগ্রীটির সমস্ত এককের সমরূপ গুণ। সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে তাকে অবশ্যই সমধর্মী হতে হবে এবং শুধু পরিমাণগত পার্থক্য প্রকাশে সক্ষম হতে হবে। আরেকটি আবশ্যিক উপাদান হল তার ব্যবহার-মূল্যের স্থায়িত্ব, কারণ তাকে বিনিময়-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে হবে। মূল্যবান ধাতুগুলির এই সমস্ত গুণ রয়েছে অসাধারণ উচ্চ মাত্রায়। অর্থ যেহেতু বিশেষ বিবেচনার কিংবা মতৈক্যের ফল নয়, বিনিময়ের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিমান হয়েছে, সেই হেতু বহু বিভিন্ন, অল্পবিস্তর অনুপযুক্ত পণ্যসামগ্রী নানান সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থ হিসেবে। বিনিময় যখন বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছয় তখন বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বিনিময়-মূল্য আর ব্যবহার-মূল্যের কাজটা একেবারে আলাদা করার প্রয়োজন দেখা দেয় — যাতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি পণ্যসামগ্রী কাজ করবে বিনিময়ের উপায় হিসেবে,

অন্য দিকে আরেকটি হস্তান্তরিত হবে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। এর পরিণতি এই যে সাধারণতম ব্যবহার-মূল্যের পরিচায়ক একটি পণ্যসামগ্রী, কিংবা কখনও-কখনও অনেকগুলি পণ্যসামগ্রী প্রায়শই অর্থ হিসেবে কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন এই সমস্ত ব্যবহার-মূল্যের আশু কোনো প্রয়োজন থাকে না তখনও অন্যান্য ব্যবহার-মূল্যের চাহিদার তুলনায়, সেগুলির জন্য চাহিদা বেশি সার্বিক হতে বাধ্য, কারণ সেগুলিই হল সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে সারবান বাস্তব উপাদান।

সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়, বিনিময়ের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ, পণ্যসামগ্রীর অর্থে রূপান্তরের চাইতে বরং ব্যবহার-মূল্যগুলির পণ্যসামগ্রীতে রূপান্তরের সূত্রপাতেরই দ্যোতক। বিনিময়-মূল্য স্বতন্ত্র একটা রূপ গ্রহণ করে না, এখনও তা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে বাঁধা। তার প্রকাশ ঘটে দু-ভাবে। বিনিময়-মূল্য নয়, ব্যবহার-মূল্যই সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, এবং তদনুযায়ী, উপভোগের জন্য যতটা প্রয়োজন তার চাইতে বেশি পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য যখন উৎপন্ন হয়ে যায়, একমাত্র তখনই ব্যবহার-মূল্যগুলি আর ব্যবহার-মূল্য থাকে না, হয়ে ওঠে বিনিময়ের উপায়, বা পণ্যসামগ্রী। অন্য দিকে, সেগুলি পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে একমাত্র তাদের অব্যবহিত ব্যবহার-মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে, এমন কি যখন এই ক্রিয়া এমনভাবে একেবারে পৃথক হয়ে যায় যাতে পণ্যসামগ্রীর মালিকদের দ্বারা বিনিমেয় পণ্যসামগ্রীকে, অবশ্যই তাদের উভয়ের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য হতে হবে, অথচ প্রতিটি পণ্যসামগ্রীকে তার অ-মালিকের পক্ষে হতে হবে একটি ব্যবহার-মূল্য। বস্তুতপক্ষে, পণ্যসামগ্রীর বিনিময় মূলত বিবর্ধিত হয় আদিম সম্প্রদায়গুলির* মধ্যে নয়, বরং তাদের প্রান্তের উপরে, তাদের সীমান্তের উপরে, অল্প যে-কয়েকটি স্থানে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে। এইখানেই শুরু হয় দ্রব্য-বিনিময় এবং সেখান থেকে তা প্রবেশ করে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে, তার উপরে বিস্তার করে ভাঙন ঘটানোর মতো প্রভাব। যে-সমস্ত বিশেষ ব্যবহার-মূল্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের ফলে

---

* আদিম সম্প্রদায় রূপে বিবেচিত ব্যক্তিক পরিবার সম্পর্কে আরিস্টটল অনুরূপ একটি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু, পরিবারের আদিম রূপ হল উপজাতীয় পরিবার, যার ঐতিহাসিক বিগঠন থেকে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিক পরিবার। 'প্রথম সম্প্রদায়ে, বস্তুতপক্ষে যা পরিবার, সেখানে এই কলা' (অর্থাৎ, বাণিজ্য) 'স্পষ্টতই কোনো কাজে আসে না' (আরিস্টটল, পূর্বোক্ত রচনা)।

পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়, যেমন দাস, গবাদি পশু, ধাতু, সেগুলি সাধারণত এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রথম অর্থ হিসেবেও কাজ করে। আমরা দেখেছি যে একটি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তত অধিক মাত্রায় বিনিময়-মূল্য হিসেবে কাজ করে, তার তুল্যমূল্যের সারিগুলি যত দীর্ঘ হয়, অথবা পণ্যসামগ্রী যে পরিধির মধ্যে বিনিময় করা হয় সেটি বৃহত্তর হয়। দ্রব্য-বিনিময়ের ক্রমাগত প্রসার, বিনিময়মূলক লেনদেনের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, এবং বিনিময়-কৃত পণ্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের ফলেই, অতএব বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটির অধিকতর বিকাশ ঘটে, অর্থ গঠনে তা উদ্দীপনা যোগায় এবং ফলত, সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের উপরে তার প্রভাব হয় ভাঙনসূচক। অর্থশাস্ত্রীরা সাধারণত এই যুক্তি দেন যে দ্রব্য-বিনিময়ের সম্প্রসারণ বাহ্যিক যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তারই দরুন অর্থের আত্মপ্রকাশ, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এই অসুবিধাগুলি উদ্ভূত হয় বিনিময়-মূল্যের ক্রমবিকাশ থেকে এবং সেই হেতু সর্বজনীন শ্রম হিসেবে সামাজিক শ্রমের ক্রমবিকাশ থেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী ইচ্ছামতো বিভাজ্য নয়, যে-গুণটা বিনিময়-মূল্য হিসেবে তাদের থাকা উচিত। অথবা এমনও ঘটতে পারে যে **ক**-য়ের পণ্যসামগ্রীটি **খ**-য়ের প্রয়োজনীয় ব্যবহার-মূল্য হতে পারে, অথচ **ক**-য়ের কাছে **খ**-য়ের পণ্যসামগ্রীটির কোনো ব্যবহার-মূল্য না-ও থাকতে পারে। কিংবা, পণ্যসামগ্রীর মালিকদের পরস্পরের পণ্যসামগ্রীর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি ভাগ করা যায় না এবং সেগুলির আপেক্ষিক বিনিময়-মূল্য আলাদা। ভাষান্তরে, সরল দ্রব্য-বিনিময় বিচার করে দেখার অজুহাতে এই অর্থশাস্ত্রীরা ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের প্রত্যক্ষ ঐক্যস্বরূপ পণ্যসামগ্রীর অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের কয়েকটি দিককে দেখান। অন্য দিকে, এর পর তাঁরা নাছোড়বান্দাভাবে দ্রব্য-বিনিময় প্রথাকে গণ্য করেন পণ্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের সঙ্গে মানানসই একটা ধরন বলে, তা শুধু কিছু নামমাত্র অসুবিধায় ভুগছে, যে-অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য সুচতুরভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে অর্থ। রীতিমত ভাসা-ভাসা এই দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হয়ে জনৈক উদ্ভাবন-দক্ষ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ যথার্থই এই মত প্রকাশ করেছেন যে অর্থ হল নিতান্তই এক বৈষয়িক উপকরণ, জাহাজ বা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতো, এবং তা সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের অভিব্যক্তি নয়, অতএব তা একটি অর্থনৈতিক বর্গ নয়। সুতরাং, অর্থশাস্ত্রে এই বিষয়টি নিয়ে

আলোচনা করা নিতান্তই অনাচার, অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার কোনোই মিল নেই।*

পণ্যসামগ্রীর জগতে এক উন্নত শ্রম বিভাজন পূর্বানুমিত, কিংবা বরং বলা যায়, যেসব ব্যবহার-মূল্য বিশেষ-বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং বহু বিচিত্র ধরনের শ্রম যার মধ্যে মূর্ত, সেইসব ব্যবহার-মূল্যের বৈচিত্র্যের মধ্যেই শ্রম বিভাজন প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়। সমস্ত বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের যোগফল হিসেবে **শ্রম বিভাজনই** ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনকারী শ্রম হিসেবে সামাজিক শ্রমের বাস্তব দিকগুলির সমগ্রতাস্বরূপ। কিন্তু, এমনিতে তার অস্তিত্ব — পণ্যসামগ্রী ও বিনিময়-প্রক্রিয়ার ব্যাপারে — শুধু তার ফলাফলের মধ্যে, পণ্যসামগ্রীগুলিরই বৈচিত্র্যের মধ্যে।

পণ্যসামগ্রীর বিনিময় হল সেই প্রক্রিয়া যার মধ্যে সামাজিক বিপাক, ভাষান্তরে ব্যক্তিমানুষের বিশেষ-বিশেষ দ্রব্য-বিনিময়, যুগপৎ নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব ঘটায়, এই বিপাক চলাকালীন ব্যক্তিমানুষরা তার মধ্যে প্রবেশ করে। বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যসামগ্রীর পরস্পর-সম্পর্ক সর্বজনীন তুল্যমূল্যের সুস্পষ্ট দিকগুলিতে দানা বেঁধে ওঠে, এবং এইভাবে বিনিময়-প্রক্রিয়া একই সঙ্গে হয়ে ওঠে অর্থ গঠনের প্রক্রিয়া। একাধিক প্রক্রিয়াবিশিষ্ট এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াই হল **সঞ্চলন**।

ক। পণ্যসামগ্রী বিশ্লেষণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক টীকা

ব্রিটেনে উইলিয়ম পেটি ও ফ্রান্সে বুয়াগিইবেয়র** থেকে শুরু করে সব শেষে ব্রিটেনে রিকার্ডো ও ফ্রান্সে সিসমন্দি পর্যন্ত ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে

* 'বস্তুতপক্ষে অর্থ শুধু কেনা-বেচা চালানোর উপকরণ' (কিন্তু দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন কি, কেনা-বেচা বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?) 'এবং তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনা অর্থশাস্ত্র-রূপী বিজ্ঞানের অংশ নয়, ঠিক যেমন নয় জাহাজ বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন নিয়ে, কিংবা সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন সহজতর করার জন্য প্রযুক্ত অন্য কোনো উপকরণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা' (টমাস হজস্কিন, 'Popular Political Economy', লণ্ডন, ১৮২৭, পৃঃ ১৭৮, ১৭৯)।

** পেটি ও বুয়াগিইবেয়রের রচনা ও চরিত্রের এক তুলনামূলক বিচার — সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার সামাজিক

দেড় শতাব্দীর অধিককাল ধরে যে গবেষণা চালানো হয়েছে তার চূড়ান্ত ফল হল দুই ধরনের শ্রমে পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ — ব্যবহার-মূল্যকে পর্যবসিত করা হয়েছে মূর্ত শ্রমে অথবা উদ্দেশ্যসাধক উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপে, আর বিনিময়-মূল্যকে পর্যবসিত করা হয়েছে শ্রম-সময়ে অথবা সমধর্মী সামাজিক শ্রমে।

পেটি প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপরে তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে নিজেকে প্রবঞ্চিত না-করেও ব্যবহার-মূল্যকে শ্রমে পর্যবসিত করেন। মূর্ত শ্রমকে তার সমগ্র সামাজিক দিক দিয়ে তিনি কালবিলম্ব না-করে উপলব্ধি করেন **শ্রম বিভাজন** হিসেবে।* বৈষয়িক সম্পদের উৎস সম্বন্ধে এই ধারণা তাঁর সমসাময়িক হব্‌সের বেলায় যেমন

প্রভেদের উপরে আলোকপাত করা ছাড়াও — ব্রিটিশ ও ফরাসী অর্থশাস্ত্রের মধ্যে যে-সমস্ত জাতিগত বৈসাদৃশ্য আছে তার ব্যাখ্যা যোগাবে। সেই একই বৈসাদৃশ্য পুনরাবির্ভূত হয় রিকার্ডো আর সিস্‌মন্দির মধ্যে।

* পেটি **শ্রম বিভাজনকে** একটা উৎপাদন-শক্তি হিসেবেও বিচার করেন, এবং সেটা তিনি করেন অ্যাডাম স্মিথের চাইতে অনেক বৃহত্তর পরিসরে। দ্রষ্টব্য 'An Essay concerning the Multiplication of Mankind'. তৃতীয় সংস্করণ, ১৬৮৬, পৃঃ ৩৫-৩৬। এই প্রবন্ধে তিনি উৎপাদনের পক্ষে শ্রম বিভাজনের সুফলগুলি দেখিয়েছেন শুধু একটি ঘড়ি তৈরির দৃষ্টান্ত দিয়েই নয় — অ্যাডাম স্মিথ পরবর্তীকালে যেমন করেছিলেন একটি পিন তৈরির দৃষ্টান্ত দিয়ে — বরং একটি শহর ও গোটা একটি দেশকেও তিনি গণ্য করেছেন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ২৬ নভেম্বর, ১৭১১ তারিখের *Spectator* [১৩] পত্রিকা এই 'প্রশংসার্হ স্যার উইলিয়ম পেটির উদাহরণের' কথা উল্লেখ করেছিল। *Spectator* পত্রিকা পেটির সঙ্গে তাঁর চাইতে চল্লিশ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ একজন লেখককে গুলিয়ে ফেলেছে বলে ম্যাককুলোখ যে অনুমান করেছিলেন সেটা অতএব ভুল। (দ্রষ্টব্য ম্যাককুলোখ, 'The Literature of Political Economy, a Classified Catalogue', লণ্ডন, ১৮৪৫. পৃঃ ১০২।) পেটি নিজেকে এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন যে তাঁর পদ্ধতি 'এখনও অত্যন্ত প্রচলিত *নহে*', 'কারণ নিতান্ত তুলনামূলক ও 'তম'-প্রত্যয়ান্ত শব্দাবলী, এবং বুদ্ধিবাদী যুক্তি ব্যবহার করার পরিবর্তে' তিনি কথা বলতে চান 'সংখ্যা, ওজন অথবা পরিমাপের ভাষায়; কেবল বোধশক্তির যুক্তি ব্যবহার করিতে, এবং প্রকৃতিতে যাহার দৃষ্টিগোচর বনিয়াদ রহিয়াছে, কেবল সেই সকল কারণই বিবেচনা করিতে; বিশেষ-বিশেষ মনুষ্যের চপল মতি, অভিমত, রুচি ও কামনা-বাসনার উপরে যা নির্ভরশীল তা অপরের বিবেচনার জন্য বাদ দিতে' চান ('Political Arithmetick' ইত্যাদি, লণ্ডন, ১৬৯৯, মুখবন্ধ)। তাঁর দুঃসাহসী প্রতিভা স্পষ্ট হয়ে *ওঠে*, দৃষ্টান্তস্বরূপ,

'আয়ার্ল্যান্ডের, এবং স্কট্ল্যান্ডের পার্বত্যাঞ্চলের যাবতীয় অস্থাবর বস্তু ও জনসাধারণকে... গ্রেট ব্রিটেনের অবশিষ্টাঞ্চলে' নিয়ে আসার জন্য তাঁর প্রস্তাবে। তার ফলে শ্রম-সময়ের সাশ্রয় হবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং 'রাজা ও তাঁহার প্রজাগণ তদ্বারা অধিকতর ধনবান ও বলশালী হইবেন' ('Political Arithmetick', পরিচ্ছেদ ৪ [পৃঃ ২২৫])। তাঁর 'Political Arithmetick'-এর একটি পরিচ্ছেদে তিনি — যে সময়ে হল্যান্ড ছিল তখনও প্রাধান্যপূর্ণ বণিক জাতি এবং ফ্রান্স প্রধান বাণিজ্যিক শক্তি হয়ে ওঠার পথে বলে মনে হচ্ছিল সেই সময়ে — তিনি প্রমাণ করেন যে ইংলন্ডই পৃথিবীর বাজার দখল করবে: 'ইংলন্ডের রাজার প্রজাদিগের সমগ্র বাণিজ্য জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার উপযুক্ত ও সুবিধাজনক সংভার রহিয়াছে' (ঐ, পরিচ্ছেদ ১০ [পৃঃ ২৭২])। 'ইংলন্ডের মহত্বের পথে বাধাগুলি নিতান্তই ঘটনাচক্রগত ও অপসারণীয়' (পৃঃ ২৪৭)। তাঁর সমস্ত লেখায় ছড়িয়ে আছে অত্যন্ত মৌলিক এক রসবোধ। যেমন, তিনি দেখান যে হল্যান্ডের — ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা তখন হল্যান্ডকে আদর্শস্থানীয় দেশ বলে গণ্য করতেন, যেমন এখন মহাদেশীয় অর্থনীতিবিদরা ব্রিটেনকে আদর্শস্থানীয় দেশ বলে গণ্য করে থাকেন — বিশ্ব বাজার অধিকার সংসাধিত হয়েছিল পুরোপুরি স্বাভাবিক কারণে, 'হল্যান্ডবাসীদের প্রতি কেহ-কেহ যে-সকল দেবদূতসুলভ বোধশক্তি ও বিচারবুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকেন তাহা ব্যতিরেকেই' (ঐ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬)। বাণিজ্যের একটি শর্ত হিসেবে তিনি ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করেন, কারণ 'দরিদ্ররা পরিশ্রমী এবং বিশ্বাস করে যে শ্রম ও অধ্যবসায়ই ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের কর্তব্য' যতদিন পর্যন্ত তাদের 'মনে করিতে দেওয়া হইবে যে তাহারা যাহাকে প্রধানত দরিদ্রদিগের সম্পদ বলিয়া চিন্তা করে, বিশেষত সেই ঈশ্বরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাহাদের বোধ ও উপলব্ধি অধিকতর।' 'ইহা দেখা যায় যে বাণিজ্য ধর্মের কোনো বর্গের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নহে; বরংচ... সমগ্রের প্রচলিত মতবিরোধী অংশের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট' (ঐ, পৃঃ ১৮৩-১৮৬)। তিনি দুর্বৃত্তদের জন্য সর্বসাধারণের বিশেষ দানের কথা সুপারিশ করেন, কারণ দুর্বৃত্তদের দ্বারা করারোপিত হওয়ার তুলনায় তাদের উপকারার্থে নিজেদের উপরে করারোপ করাই জনসাধারণের পক্ষে শ্রেয়তর (ঐ, পৃঃ ১৯৯)। অন্য দিকে, তিনি সেই সমস্ত কর নাকচ করেন যেগুলি পরিশ্রমী মানুষের কাছ থেকে সম্পদ হস্তান্তরিত করে তাদের হাতে যারা 'কিছুই করে না, কেবল ভোজন ও পান, সংগীত, ক্রীড়া ও নৃত্য করে: অধিকন্তু অধ্যয়ন করে অধিবিদ্যাও' (ঐ, পৃঃ ১৯৮)। পেটির রচনা প্রায় দুর্লভ গ্রন্থসংক্রান্ত কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং সেগুলি শুধু পুরনো নিকৃষ্ট সংস্করণেই পাওয়া যায়। এটা আরও বিস্ময়কর, কারণ উইলিয়ম পেটি শুধু যে ইংরেজি অর্থশাস্ত্রের জনক তাই নয়, ইংরেজ হুইগদের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হেনরি পেটি, ওরফে ল্যান্সডাউনের মারকুইসের পূর্বপুরুষও বটেন। কিন্তু মুখবন্ধে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত না-দিয়ে পেটির রচনাবলীর একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রস্তুত করা ল্যান্সডাউন পরিবারের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, আর অধিকাংশ বড়-বড় হুইগ পরিবারের উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, সে কথা এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — এ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। দুঃসাহসিক

ঘটেছিল তেমন অল্পবিস্তর বন্ধ্যা থাকে না, তার ফলে দেখা দেয় **রাজনৈতিক পাটিগণিত;** অর্থশাস্ত্র যেখানে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত এটিই তার প্রথম রূপ। কিন্তু বিনিময়-মূল্যকে তিনি মেনে নেন পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের মধ্যে তা যেমনভাবে **প্রতিভাত হয়** সেইভাবে, অর্থাৎ অর্থ হিসেবে, আর অর্থকে মেনে নেন একটি বিদ্যমান পণ্যসামগ্রী হিসেবে, সোনা ও রূপো হিসেবে। আর্থিক ব্যবস্থার চিন্তায় আটকে পড়ে তিনি দাবি করেন যে, বিনিময়-মূল্য নির্ধারক শ্রম হল সেই বিশেষ ধরনের মূর্ত শ্রম যার দ্বারা সোনা ও রূপো আদায় হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনে যে কথাটি আছে তা এই যে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে শ্রম সরাসরি ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন করে না উৎপন্ন করে পণ্যসামগ্রী, সেই ব্যবহার-মূল্য যেগুলি বিনিময়ের মধ্যে হস্তান্তরিত হওয়ার পরিণামে সোনা ও রূপোর, অর্থাৎ অর্থের, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের, অর্থাৎ বাস্তবায়িত সর্বজনীন শ্রমের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। তাঁর উদাহরণটিই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে বৈষয়িক শ্রমের উৎস হিসেবে শ্রমের স্বীকৃতি কোনো মতেই শ্রম যেখানে বিনিময়-মূল্যের উৎস সেই বিশেষ সামাজিক রূপকে ভুল অর্থে গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত করে না।

বুয়াগিইবেয়র বস্তুতপক্ষে যে-সঠিক অনুপাতে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের শ্রম-সময় শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত হয় তদনুযায়ী 'সত্যকার মূল্য' (la juste valeur) নির্ধারণ করে এবং এই সঠিক অনুপাত যার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, অবাধ প্রতিযোগিতাই সেই সামাজিক প্রক্রিয়া এই কথা ঘোষণা করে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যকে পর্যবসিত করেন শ্রম-সময়ে, যদিও তিনি হয়তো সে সম্পর্কে সচেতন নন। কিন্তু একই সঙ্গে, এবং পেটির বিপরীতে, বুয়াগিইবেয়র এক অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে সংগ্রাম চালান অর্থের

চিন্তানায়ক অথচ রীতিমত বিবেকবর্জিত এবং নিজের অপদার্থতাকে অলঙ্কৃত করার জন্য ব্যারনেট উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চার্লসের হীন তোষামোদি করতে যেমন প্রস্তুত, তেমনই ক্রমওয়েলের ছত্রছায়ায় আয়ার্ল্যান্ডে লুণ্ঠন চালাতেও প্রস্তুত সেনাবাহিনীর একজন সার্জন জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য একজন পূর্বপুরুষের উপযুক্ত ভাবমূর্তি নয়। অধিকন্তু, তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত অধিকাংশ রচনায় পেটি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ইংলন্ডের স্বর্ণযুগ ছিল দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল — 'গৌরবময় বিপ্লবের' পুরুষানুক্রমিক সুবিধাভোগীদের পক্ষে রীতিমত প্রচলিত মতবিরোধী অভিমত।

বিরুদ্ধে; তাঁর অনুযোগ, অর্থের হস্তক্ষেপই পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের স্বাভাবিক ভারসাম্য, অথবা সুসংগতিকে বিঘ্নিত করে, তাই বিকট মোলক দেবতার মতো তিনি সমস্ত পার্থিব সম্পদকে বলি হিসেবে দাবি করেন। অর্থের বিরুদ্ধে এই সওয়াল এক দিকে বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ চতুর্দশ লুইয়ের রাজসভা, তাঁর কর-আদায় অধিকারীবৃন্দ ও অভিজাত সম্প্রদায়কে যে বিধ্বংসী স্বর্ণ-লোলুপতা আচ্ছন্ন করেছিল বুয়াগিইবেয়র তারই বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন*; পক্ষান্তরে পেটি স্বর্ণ-লোলুপতার জয়গান গেয়েছেন এক বলিষ্ঠ শক্তি বলে, যে-শক্তি একটা জাতিকে শিল্প প্রগতির দিকে এবং বিশ্ব বাজার জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; অবশ্য সেই সঙ্গেই, স্বভাবসিদ্ধ ইংরেজি ও স্বভাবসিদ্ধ ফরাসী** অর্থশাস্ত্রের মধ্যেকার চিরকালের বৈসাদৃশ্য হিসেবে বারবার যে গভীরতর মৌলিক পার্থক্যগুলি দেখা দেয় সেগুলিকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকট করে তোলে। বুয়াগিইবেয়র বস্তুতপক্ষে দেখতে পান শুধু সম্পদের বৈষয়িক সারপদার্থ, তার ব্যবহার-মূল্য, তার উপভোগকে*** এবং শ্রমের বুর্জোয়া ধরনকে, পণ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার-মূল্যের উৎপাদনকে এবং পণ্যসামগ্রীর বিনিময়কে গণ্য করেন উপযুক্ত

---

* তাঁর সময়কার 'অর্থের কুহকী বিদ্যার' বিপরীতে বুয়াগিইবেয়র বলেন: 'অর্থ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান কৃষি ও বাণিজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়' ('Le détail de la France', ১৬৯৭। এজেন দের সংকলিত সংস্করণ— 'Economistes financiers du XVIII siècle', প্যারিস, ১৮৪৩, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪১)।

** কিন্তু রোমক অর্থশাস্ত্র নয়, কারণ ইংরেজ ও ফরাসী অর্থনীতিবিদদের বৈসাদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ইতালীয়রা করেন তাঁদের দুটি ধারার মধ্যে, একটি নেপল্‌সের ও অপরটি মিলানের; পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত আগেকার স্পেনীয়রা হয় নিতান্তই ব্যবসাদার ও উসতারিজের মতো সংশোধিত ব্যবসাদার, না-হয় জোভেল্লানোসের মতো (দ্রষ্টব্য তাঁর রচনাবলী, বার্সেলোনা, ১৮৩৯-১৮৪০) 'সুখকর মধ্যপন্থা' অবলম্বনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথকে অনুসরণ করে।

*** 'সত্যকার সম্পদ... শুধু জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীরই নয়, সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক সব কিছুরও পরিপূর্ণ উপভোগ' (বুয়াগিইবেয়র, 'Dissertation sur la nature de la richesse, etc.', পৃঃ ৪০৩)। কিন্তু পেটি যেখানে ছিলেন শুধুই একজন চপলমতি, সম্পদলোলুপ, নীতিনিষ্ঠাহীন প্রতিষ্ঠান্বেষী, সেখানে বুয়াগিইবেয়র চতুর্দশ লুইয়ের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী হলেও বিরাট মননগত শক্তি তথা সাহসের সঙ্গে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির স্বার্থের সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সামাজিক ধরন বলে, যেখানে ব্যক্তিগত শ্রমের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। অর্থের মতো, যেখানেই তিনি বুর্জোয়া সম্পদের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সম্মুখীন হন, সেখানে তিনি, তাই জবরদখলকারী পরক বিষয়গুলির অনধিকার প্রবেশের কথা বলেন, এবং বুর্জোয়া সমাজে শ্রমের একটি ধরনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করেন, অথচ একই সঙ্গে তার প্রতি ইউটোপীয় প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করেন আরেক ধরনে।* বুয়াগিইবেয়রের রচনা প্রমাণ করে যে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মধ্যে বাস্তবায়িত ও সময়ের এককে পরিমাপ-করা শ্রমকে ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেও শ্রম-সময়কে পণ্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা সম্ভব।

যেখানে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিবৃন্দ সমেত আমদানি-করা বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রুত মঞ্জরিত হয়েছিল এমন এক জমিতে, যার মৃত্তিকাভূত গলিত জীবদেহের অতিপ্রাচুর্য ভারসাম্য পেয়েছিল ঐতিহাসিক পরম্পরার অভাবে — সেই নতুন পৃথিবীর একজন মানুষই সর্বপ্রথম সুচিন্তিতভাবে ও সুস্পষ্টভাবে (এত স্পষ্টভাবে যে প্রায় মামুলি হওয়ার মতো) বিনিময়-মূল্যকে পর্যবসিত করেন শ্রম-সময়ে। এই মানুষটি ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, ১৭২৯ সালে লিখিত ও ১৭৩১ সালে প্রকাশিত গোড়ার দিকের এক রচনায়** তিনি আধুনিক অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি সূত্রায়িত করেছিলেন। মূল্যবান ধাতুর বদলে মূল্যের আরেকটি পরিমাপের সন্ধান করা প্রয়োজন বলে তিনি ঘোষণা করেন, আর সেই পরিমাপটি হল শ্রম।

'শ্রম দিয়েই রূপোর তথা অন্যান্য জিনিসের মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, একজন লোক শস্যোৎপাদনের জন্য নিযুক্ত, আরেকজন খনন করে রূপো তুলছে ও পরিশোধন করছে; বছরের শেষে, কিংবা অন্য কোনো কালপর্বে, শস্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন আর রূপোর সম্পূর্ণ উৎপাদন পরস্পরের স্বাভাবিক দাম; এবং একটি যদি হয় কুড়ি বুশেল ও অপরটি কুড়ি আউন্স, তা হলে সেই রূপোর এক আউন্সের দাম সেই শস্যের এক বুশেল ফলানোর শ্রমের সমান। এখন, যদি কোনো নিকটতর, সহজতর, অথবা আরও প্রাচুর্যপূর্ণ খনি আবিষ্কারের ফলে একজন লোক আগে কুড়ি

* প্রুধোঁ যে ফরাসী সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তা এই একই জাতীয় দোষদুষ্ট।

** বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, 'A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency'; জারেড স্পার্কস কর্তৃক সম্পাদিত 'The Works of Benjamin Franklin' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, বস্টন, ১৮৩৬।

আউন্স রূপো যেমন অবলীলায় পেত সেই রকম সহজভাবে চল্লিশ আউন্স রূপো পেতে পারে, তার যদি কুড়ি বুশেল শস্য ফলানোর জন্য সেই একই শ্রম তখনও দরকার হয়, তা হলে দুই আউন্স রূপোর দাম এক বুশেল শস্য ফলানোর সেই একই শ্রমের চাইতে বেশি হবে না, সেই এক বুশেল শস্য হবে আগে তা এক আউন্স যেমন শস্তা ছিল দুই আউন্সেও তেমনই শস্তা, caeteris paribus [আর যে কোনো শর্ত সমান হলেও] এইভাবে একটি দেশের ধনসম্পদের মূল্যাবধারণ করতে হবে সেখানকার অধিবাসীরা যা ক্রয় করতে সক্ষম সেই **শ্রমের পরিমাণ** দিয়ে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৫)।

শুরু থেকেই ফ্র্যাঙ্কলিন এক সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রম-সময়কে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত পণ্যের বিনিময়-মূল্যে রূপান্তর নির্বিচারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তাই এখন একমাত্র প্রশ্ন হল তাদের মূল্যের একটা পরিমাপ আবিষ্কার করা।

আবার ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা উদ্ধৃত করা যাক: 'বাণিজ্য সাধারণভাবে শ্রমের জন্য শ্রমের বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয় বলে, সমস্ত জিনিসের মূল্য, আগেই যে কথা আমি বলেছি, সবচেয়ে ন্যায্যভাবে পরিমাপ হয় শ্রম দিয়ে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৭)।

এই বাক্যটিতে শ্রম শব্দটির জায়গায় যদি মূর্ত শ্রম শব্দটি বসানো যায় তা হলে এ কথা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে যায় যে শ্রমের একটি ধরনকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে শ্রমের আরেকটি ধরনের সঙ্গে। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাণিজ্য একজন জুতো-প্রস্তুতকারক, খনি-শ্রমিক, সুতো-কাটুনি, চিত্রকর প্রভৃতির শ্রমের বিনিময় হতে পারে, সেই হেতু কি চিত্রকরের শ্রম জুতোর মূল্যের শ্রেষ্ঠ পরিমাপ? বিপরীতপক্ষে, ফ্র্যাঙ্কলিন মনে করেন যে জুতো, খনিজ পদার্থ, কাপড়, ছবি প্রভৃতির মূল্য নির্ধারিত হয় বিমূর্ত শ্রম দিয়ে, যাব কোনো বিশেষ গুণ নেই এবং তাই তার পরিমাপ হতে পারে একমাত্র পরিমাণের হিসাবে।* কিন্তু তিনি যেহেতু এ কথা ব্যাখ্যা করেন না যে বিনিময়-মূল্যে অনুস্যূত শ্রমই বিমূর্ত সর্বজনীন সামাজিক শ্রম, যা সংঘটিত হয় ব্যক্তিগত শ্রমের সর্বজনীন হস্তান্তরণ দ্বারা, সেই হেতু তিনি অর্থকে এই হস্তান্তরিত শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ বলে ভুল করতে বাধ্য। তিনি তাই অর্থ এবং বিনিময়-মূল্য নির্ণায়ক শ্রমের মধ্যেকার সহজাত সম্পর্ক দেখতে পান না, বরং অর্থকে গণ্য করেন এমন একটা সুবিধাজনক প্রয়োগগত পদার্থ বলে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে যাকে বাইরে থেকে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে।**

---

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ: 'Remarks and Facts relative to the American Paper Money', ১৭৬৪।

** দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি: 'Papers on American Politics', ও 'Remarks and Facts relative to the American Paper Money', ১৭৬৪।

বিনিময়-মূল্য সম্পর্কে ফ্র্যাঙ্কলিনের বিশ্লেষণের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না বিজ্ঞানের সাধারণ গতিপ্রকৃতির উপরে, কারণ তিনি অর্থশাস্ত্রের শুধু বিশেষ-বিশেষ সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন নির্দিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে।

মূর্ত উপযোগী শ্রম এবং যে-শ্রম বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচুর কৌতূহল উদ্রেক করেছিল নিম্নলিখিত রূপে: কোন বিশেষ ধরনের মূর্ত শ্রম বুর্জোয়া সম্পদের উৎস? অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল যে ব্যবহার-মূল্যে বাস্তবায়িত অথবা পণ্য উৎপাদনকারী সব ধরনের শ্রমই যে তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টি করবেই, এমন নয়। ফিজিওক্র্যাটরা [প্রাকৃতিক শৃঙ্খলানুযায়ী শাসন-পন্থীরা] ও তাদের বিরুদ্ধবাদীরা — উভয়ের কাছেই মূল প্রশ্নটি এই ছিল না যে কোন ধরনের শ্রম **মূল্য** সৃষ্টি করে, বরং মূল প্রশ্নটি ছিল কোন ধরনের শ্রম **উদ্বৃত্ত মূল্য** সৃষ্টি করে। এইভাবে তাঁরা সমস্যাটির প্রাথমিক রূপের সমাধান করার আগেই আলোচনা করছিলেন তার এক জটিল রূপ নিয়ে; ঠিক যেমন সমস্ত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক অগ্রগতি বহুবিধ পরস্পরবিরোধী গতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে পেঁছয় প্রকৃত প্রস্থান-বিন্দুটিতে। অন্য স্থপতিদের সঙ্গে বিজ্ঞানের অমিল এইখানে যে বিজ্ঞান শুধু যে হাওয়ায় অট্টালিকা নির্মাণ করে তাই নয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগেই ইমারতের পৃথক পৃথক বাসযোগ্য তলা গেঁথে তুলতে পারে। এবারে আমরা প্রাকৃতিক শৃঙ্খলানুযায়ী শাসনপন্থীদের অব্যাহতি দেব এবং যাঁদের অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক ধ্যানধারণা পণ্যসামগ্রীর সঠিক বিশ্লেষণের কাছাকাছি আসে সেই গোটা একদল ইতালীয় অর্থনীতিবিদকে বাদ দেব,* যাতে বুর্জোয়া অর্থনীতির একটা সাধারণ ব্যবস্থা প্রতিপাদনকারী প্রথম ব্রিটন, স্যার জেমস স্টুয়ার্টের** দিয়ে এখনই দৃষ্টিপাত করতে পারি। অর্থশাস্ত্রের

* দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য, গালিয়ানি, 'Della Moneta', খণ্ড ৩, (কাস্তোদি কর্তৃক প্রকাশিত) 'Scrittori classici Italiani di Economia Politica', আধুনিক যুগ, মিলান, ১৮০৩। তিনি বলেন: 'একমাত্র শ্রমই' (fatica) 'বস্তুনিচয়কে মূল্য প্রদান করে', পৃঃ ৭৪। শ্রম শব্দটির স্থলে 'fatica' শব্দটি দক্ষিণাঞ্চলবাসীর বৈশিষ্ট্যসূচক।

** স্টুয়ার্টের 'An Inquiry into the Principles of Political Economy, Being an Essay on the Science of Domestic Policy in Free Nations' রচনাটি ১৭৬৭ সালে দুই খণ্ডে লণ্ডনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, অ্যাডাম স্মিথের

অন্যান্য বিমূর্ত বর্গগুলির মতো বিনিময়-মূল্যের তত্ত্বটি তখনও তাঁর রচনায় সেগুলির বৈষয়িক অন্তর্বস্তু থেকে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায়, এবং সেই হেতু তা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক বলে বোধ হয়। একটি অনুচ্ছেদে তিনি **প্রকৃত মূল্য** নির্ধারণ করেন শ্রম-সময় দিয়ে ('একজন মজুর এক দিনে যে-কাজ করতে পারে'), কিন্তু তারই পাশে তিনি রীতিমত বিভ্রান্তিকরভাবে নিয়ে আসেন মজুরি ও কাঁচামালকে।* বৈষয়িক অন্তর্বস্তু নিয়ে তাঁর লড়াই আরও প্রকটভাবে প্রকাশ পায় আরেকটি অনুচ্ছেদে। একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত পদার্থগত উপাদানটিকে, যথা রুপোর ঝালরের কারুকার্যের মধ্যে রুপোকে তিনি বলেন তার **নিহিত মূল্য,** আর তার মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময়কে বলেন তার **ব্যবহার-মূল্য।**

প্রথমটি তাঁর মতে 'স্বীয় প্রকৃতিগতভাবে বাস্তব' একটা কিছু... পক্ষান্তরে 'দ্বিতীয়টির মূল্যের হিসাব করতে হবে সেটি উৎপন্ন করার জন্য যে-শ্রম ব্যয় হয়েছে তদনুযায়ী। রূপবদলে প্রযুক্ত শ্রম হল একজন মানুষের সময়ের একটা অংশ।'**

বিনিময়-প্রক্রিয়ায় যার প্রকাশ ঘটে সেই সবিশেষভাবে সামাজিক শ্রম আর ব্যবহার-মূল্য উৎপাদক মূর্ত শ্রমের মধ্যে তাঁর সুস্পষ্ট পৃথকীকরণই স্টুয়ার্টকে তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের কাছ থেকে বিশিষ্টভাবে আলাদা করে। তিনি বলেন, 'যে-শ্রম তার হস্তান্তরণের মধ্যে দিয়ে এক সর্বজনীন তুল্যমূল্য সৃষ্টি করে, তাকেই আমি বলি **উপযোগী শ্রম।'** শ্রমকে তিনি উপযোগী শ্রম হিসেবে আলাদা করে দেখেন শুধু মূর্ত শ্রম থেকেই নয়, শ্রমের অন্যান্য সামাজিক ধরন থেকেও। তার মধ্যে তিনি দেখতে পান শ্রমের বুর্জোয়া ধরনকে, যা তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধরন থেকে আলাদা। বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী, কারণ স্কটল্যান্ডে এবং তাঁর বিস্তীর্ণ মহাদেশ-ভ্রমণের সময়েও তিনি শেষোক্তটিকে তার পতনের স্তরে লক্ষ করেছেন। স্টুয়ার্ট খুব ভালো করেই জানতেন যে প্রাক-বুর্জোয়া যুগগুলিতেও উৎপন্ন সামগ্রী পণ্যসামগ্রীর রূপ গ্রহণ করত এবং পণ্যসামগ্রী অর্থের রূপ গ্রহণ করত; কিন্তু তিনি অতি বিশদভাবে দেখান যে সম্পদের প্রাথমিক ও মুখ্য একক

'Wealth of Nations' গ্রন্থের দশ বছর আগে। আমি ১৭২০ সালের ডাবলিন সংস্করণটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি।

* স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮১-১৮৩।

** ঐ, পৃঃ ৩৬১-৩৬২।

হিসেবে পণ্যসামগ্রী এবং উপযোজনের প্রধানতম ধরন হিসেবে হস্তান্তরণ শুধুই উৎপাদনের বুর্জোয়া কালপর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক এবং তদনুযায়ী বিনিময়-মূল্য-স্রষ্টা শ্রম বিশেষভাবেই একটি বুর্জোয়া লক্ষণ।*

বিভিন্ন ধরনের মূর্ত শ্রমের প্রত্যেকটিকে, যেমন কৃষি, কায়িক উৎপাদন, জাহাজ-চলাচল, বাণিজ্য ইত্যাদিকে পালা করে সম্পদের প্রকৃত উৎস বলে দাবি করা হয়েছিল, যতদিন না অ্যাডাম স্মিথ ঘোষণা করলেন যে বৈষয়িক সম্পদের কিংবা ব্যবহার-মূল্যের একমাত্র উৎস হল সাধারণভাবে শ্রম, অর্থাৎ **শ্রম বিভাজনের** মধ্যে দৃশ্যমান শ্রমের সমগ্র সামাজিক দিকটি। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বাভাবিক বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন বটে, কিন্তু যখন তিনি বিশুদ্ধ সামাজিক সম্পদের, বিনিময়-মূল্যের ক্ষেত্রটি বিচার করেন তখন তা তাঁকে অনুসরণ করে। অ্যাডাম স্মিথ যদিও পণ্যসামগ্রীর মূল্য সেগুলির মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময় দিয়ে নির্ধারণ করেন, তা হলেও তার পরেই তিনি এই মূল্য-নির্ধারণকে প্রকৃতপক্ষে স্থানান্তরিত করেন প্রাক-অ্যাডাম কালে। ভাষান্তরে, সহজ-সরল পণ্যসামগ্রীগুলি বিবেচনা করার সময়ে যাকে তিনি সত্য বলে মনে করেন, সেটাই পুঁজি, মজুরি-শ্রম, খাজনা, প্রভৃতির উচ্চতর ও জটিলতর রূপ পরীক্ষা করতে যাওয়ামাত্রই গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তা প্রকাশ করেন এইভাবে: পণ্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপ শ্রম-সময় দিয়ে করা হত বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই হৃত স্বর্গরাজ্যে, যেখানে মানুষ পুঁজিপতি, মজুরি-শ্রমিক, ভূস্বামী, প্রজা চাষী, কুসীদজীবী প্রভৃতি হিসেবে পরস্পরের সম্মুখীন হত না, হত শুধু এমন মানুষ হিসেবে যারা পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে এবং সেগুলি বিনিময় করে। অ্যাডাম স্মিথ অবিরতই পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত শ্রম-সময় দিয়ে পণ্যসামগ্রীর মূল্য-নির্ধারণের সঙ্গে শ্রমের মূল্য দিয়ে সেগুলির মূল্য-নির্ধারণকে গুলিয়ে ফেলেন; তাঁর ব্যাখ্যানের অনুপুঙ্খের ক্ষেত্রে প্রায়শই তিনি অসংগতিপূর্ণ

* স্টুয়ার্ট তাই ঘোষণা করেন যে কৃষির গোষ্ঠীপতি-শাসিত ধরন, যার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হল জমির মালিকের জন্য ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন, সেটা একটা 'অনাচার', যদিও স্পার্টায় কিংবা রোমে কিংবা এমন কি এথেন্সেও নয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নিঃসন্দেহে তাই। এই 'অনাচারমূলক কৃষি' 'ব্যবসা' নয় 'জীবনধারণের উপায়' মাত্র। বুর্জোয়া কৃষিব্যবস্থা যেমন জমি থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত মুখগুলিকে দূর করে, ঠিক তেমন বুর্জোয়া শিল্পোৎপাদনব্যবস্থা কারখানাকে মুক্ত করে প্রয়োজনাতিরিক্ত হাতগুলি থেকে।

এবং তিনি সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বলপূর্বক সংঘটিত শ্রমের অসম পরিমাণগুলির বিষয়গত সমানীকরণকে ব্যক্তিবর্গের শ্রমের বিষয়ীগত সমানতা বলে ভুল করেন।* মূর্ত শ্রম থেকে বিনিময়-মূল্য উৎপাদক শ্রমে, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রমের মূল রূপে তিনি উত্তরণ ঘটাতে চান **শ্রম বিভাজনের** সাহায্যে। কিন্তু যদিও এ কথা বলা ঠিক যে ব্যক্তিগত বিনিময় শ্রম বিভাজনের বিষয়টি পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নেয়, এই মত পোষণ করা ভুল যে শ্রম বিভাজন ব্যক্তিগত বিনিময়ের বিষয়টি পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেরুবাসীদের মধ্যে শ্রম বিভাজন বিকাশের এক অসাধারণ উচ্চ মাত্রায় উপনীত হয়েছিল, যদিও কোনো ব্যক্তিগত বিনিময়, পণ্যসামগ্রী রূপে উৎপন্ন দ্রব্যের কোনো বিনিময়, ঘটে নি।

ডেভিড রিকার্ডো, অ্যাডাম স্মিথের মতো না-করে, পণ্যসামগ্রীর মূল্য-নির্ধারণ পরিচ্ছন্নভাবে করেন শ্রম-সময় দিয়ে, এবং দেখান যে এই নিয়মটি এমন কি সেই সমস্ত বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রিত করে, আপাতভাবে যেগুলি চূড়ান্ততমভাবে তার বিরোধী। রিকার্ডোর অনুসন্ধান একান্তভাবেই **মূল্যের বিস্তৃতি** সংক্রান্ত, এবং এ-বিষয়ে তিনি অন্তত অবহিত যে নিয়মটির ক্রিয়া নির্ভর করে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পূর্বশর্তের উপরে। তিনি বলেন যে শ্রম-সময় দিয়ে মূল্য-নির্ধারণ প্রযোজ্য

'শুধু তেমন সব পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে, পরিমাণে যেগুলি বৃদ্ধি করা যায় উপযোগী মানব-শ্রম প্রয়োগ করে, এবং যেগুলির উৎপাদন হলে প্রতিযোগিতা ক্রিয়াশীল হয় অসংযতভাবে।'**

* যেমন অ্যাডাম স্মিথ লিখছেন: 'সকল সময়ে ও স্থানে, সমান পরিমাণ শ্রমকে মজুরের কাছে সমান মূল্যের বলা যেতে পারে। তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও মেজাজের সাধারণ অবস্থায়; তার দক্ষতা ও কর্মনিপুণতার সাধারণ মাত্রায় তাকে সর্বদাই তার স্বাচ্ছন্দ্য, তার স্বাধীনতা ও তার সুখের একই অংশ পরিত্যাগ করতে হবে। যে-দাম সে দেয় তা সর্বদা একই হতে হবে, তার প্রতিদানে যে-পরিমাণ সামগ্রীই সে পাক না কেন। বস্তুতপক্ষে, এগুলির মধ্যে তা কখনও বেশি, কখনও বা কম পরিমাণ ক্রয় করতে পারে; কিন্তু পরিবর্তন ঘটে সেগুলিরই মূল্যের, যে-শ্রম সেগুলিকে ক্রয় করে তার মূল্যের নয়... সুতরাং, যার নিজের মূল্যের কখনও পরিবর্তন ঘটে না সেই শ্রমই একমাত্র চরম ও প্রকৃত মান যার দ্বারা সকল পণ্যসামগ্রীর মূল্য... হিসাব করা যায়... সেটাই সেগুলির প্রকৃত দাম...' ['Wealth of Nations', গ্রন্থ ১, অধ্যায় ৫]।

** ডেভিড রিকার্ডো, 'On the Principles of Political Economy and Taxation', তৃতীয় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮২১, পৃঃ ৩।

বস্তুত এর অর্থ এই যে মূল্যের নিয়মের পরিপূর্ণ বিকাশ এমন এক সমাজকে পূর্বাহ্নে অনুমান করে নেয় যেখানে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদন ও অবাধ প্রতিযোগিতা বলবৎ আছে, ভাষান্তরে, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ। বাকি অন্য সব কিছুর ব্যাপারে, শ্রমের বুর্জোয়া ধরনকে রিকার্ডো গণ্য করেন সামাজিক শ্রমের শাশ্বত স্বাভাবিক ধরন বলে। রিকার্ডোর আদিম ধীবর ও আদিম শিকারী একেবারে শুরু থেকেই পণ্যসামগ্রীর মালিক, যারা তাদের মাছ ও শিকার বিনিময় করে এই সমস্ত বিনিময়-মূল্যে বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ের অনুপাতে। এই ক্ষেত্রে তিনি আদিম ধীবর ও আদিম শিকারীকে ১৮১৭ সালে লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবহৃত বার্ষিক বৃত্তির সারণী অনুসারে তাদের উপকরণের মূল্য হিসাব করতে দিয়ে কালানৌচিত্যদোষে নিমজ্জিত হয়েছেন। বুর্জোয়া সমাজ ছাড়া একমাত্র যে-সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রিকার্ডো পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়, সেটি হল 'শ্রী ওয়েনের সামান্তরিক' [১৪]। এই বুর্জোয়া দিগন্তে পরিবেষ্টিত হয়েও রিকার্ডো বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেন, যার গভীরতর স্তরগুলি তার উপরিভাগের চেহারা থেকে সারগতভাবে পৃথক; এই বিশ্লেষণ তিনি এমন তত্ত্বগত সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি দিয়ে করেন যে লর্ড ব্রুয়েম তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেন:

'শ্রী রিকার্ডোকে মনে হল যেন তিনি আরেক গ্রহ থেকে এসে পড়েছেন।'

রিকার্ডোর সঙ্গে সরাসরি তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সিস্‌মন্দি শুধু বিনিময়-মূল্যের স্রষ্টা শ্রমের বিশেষভাবে সামাজিক রূপটির উপরেই জোর দেন না,* এ কথাও বলেন যে 'আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ' হল মূল্যকে **আবশ্যকীয়** শ্রম-সময়ে পর্যবসিত করা, পর্যবসিত করা

'সমগ্র সমাজের চাহিদা আর এই সমস্ত চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট শ্রমের মধ্যেকার সম্পর্কে।'**

* সিস্‌মন্দি, 'Etudes sur l'économie politique', খণ্ড ২, ব্রাসেল্‌স, ১৮৩৮, পৃঃ ১৬২। 'বাণিজ্য গোটা ব্যাপারটা পর্যবসিত করেছে ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের প্রতিপ্রতিজ্ঞায়' ইত্যাদি।

** ঐ, পৃঃ ১৬৩-১৬৬ এবং তার পর।

যে-শ্রম বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থ তাকে বিকৃত করে দেয় — বুয়াগিইবেয়রের এই অভিমতে সিসমন্দি আর আচ্ছন্ন নন, কিন্তু বুয়াগিইবেয়র যেমন অর্থকে অভিযুক্ত করেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই সিসমন্দি বৃহৎ শিল্প পুঁজিকে অভিযুক্ত করেন। রিকার্ডোর অর্থশাস্ত্র যেখানে নির্মমভাবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টেনেই সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে সিসমন্দি এই সমাপ্তিকে সম্পূরণ করেন খাশ অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করে।

ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রকে যিনি চূড়ান্ত আকৃতি দিয়েছিলেন সেই রিকার্ডোই যেহেতু শ্রম-সময় দিয়ে বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ সুস্পষ্টতমভাবে সূত্রায়িত ও প্রতিপাদিত করেছিলেন, সেই হেতু অর্থনীতিবিদদের উত্থাপিত যুক্তি যে মুখ্যত তাঁরই বিরুদ্ধে চালিত হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এই তর্কবিতর্ক থেকে যদি তার প্রধানত মামুলি* রূপটি খসিয়ে ফেলা হয়, তা হলে তার সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা যেতে পারে এইভাবে:

এক। শ্রমের নিজেরই বিনিময়-মূল্য আছে এবং বিভিন্ন ধরনের শ্রমের আছে বিভিন্ন বিনিময়-মূল্য। কেউ যদি বিনিময়-মূল্যকেই বিনিময়-মূল্যের পরিমাপ করে, তা হলে সে একটা দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে, কারণ পরিমাপ হিসেবে ব্যবহৃত বিনিময়-মূল্যেরই আবার একটা পরিমাপ দরকার হয়। এই আপত্তিটা এসে মেশে নিম্নলিখিত সমস্যায়: শ্রম-সময়কে যদি মূল্যের সহজাত পরিমাপ বলে ধরেও নেওয়া হয়, এই ভিত্তিতে মজুরি কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে। মজুরি-শ্রমের তত্ত্ব এর উত্তর দেয়।

দুই। একটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য যদি সেই উৎপন্ন দ্রব্যে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের সমান হয়, তা হলে একটি কর্মদিবসের বিনিময়-মূল্য তা যে দ্রব্য উৎপন্ন করে তার সমান; ভাষান্তরে, মজুরিকে অবশ্যই শ্রমের ফলের সমান হতে হবে।** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটাই সত্যি।

* সম্ভবত তা সবচেয়ে মামুলি রূপ গ্রহণ করে কনস্তানসিওর প্রস্তুত রিকার্ডোর রচনার ফরাসী অনুবাদের জে. বি. সে-কৃত টীকাভাষ্যে, এবং সবচেয়ে পাণ্ডিতি ও দুঃসাহসী রূপ গ্রহণ করে মিঃ ম্যাকলিয়ডের সম্প্রতি প্রকাশিত 'Theory of Exchange' [১৫] গ্রন্থে, লন্ডন, ১৮৫৮।

** বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা রিকার্ডোর বিরুদ্ধে এই যে আপত্তিটি তুলে ধরেছিলেন, পরবর্তীকালে তা গ্রহণ করেন সমাজতন্ত্রীরা। তত্ত্বগতভাবে সূত্রটি সুপ্রতিষ্ঠ, এ কথা ধরে নিয়ে তাঁরা বলেন যে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সংঘাত রয়েছে এবং দাবি

অতএব, এই আপত্তিটা এসে দাঁড়ায় এই সমস্যায়, — একমাত্র শ্রম-সময় দ্বারা নির্ধারিত বিনিময়-মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদনের ফল এমনটি কী করে হয় যাতে শ্রমের বিনিময়-মূল্য তার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়-মূল্যের চাইতে কম হয়ে যায়? এই সমস্যা সমাধান করা হয়েছে পুঁজি সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণে।

তিন। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর বাজার-দর তাদের বিনিময়-মূল্যের নিচে নেমে যায় অথবা উপরে ওঠে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য, **ফলত** সেগুলির মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময় দিয়ে নির্ধারিত হয় না, হয় চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত থেকে এই প্রশ্নই ওঠে — বিনিময়-মূল্যের ভিত্তিতে কীভাবে এই বিনিময়-মূল্য থেকে পৃথক এক বাজার-দর তৈরি হয়, কিংবা বরং বলা যায়, কীভাবে বিনিময়-মূল্যের নিয়মটি শুধু তার প্রতিপ্রতিজ্ঞাতেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। এই সমস্যার সমাধান আছে প্রতিযোগিতার তত্ত্বে।

চার। সর্বশেষ ও আপাতভাবে চূড়ান্ত আপত্তিটি, যদি না তা সাধারণত যেমন ঘটে তেমনভাবে অদ্ভুত সব দৃষ্টান্তের আকারে উপস্থিত করা হয়, তা হলে এই: বিনিময়-মূল্য যদি একটি পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত শ্রম-সময় ছাড়া আর কিছু না হয়, তা হলে এমনটা কী করে ঘটে যে যে-সমস্ত পণ্যসামগ্রীতে কোনো শ্রম থাকে না তারও বিনিময়-মূল্য থাকে; ভাষান্তরে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিনিময়-মূল্য উদ্ভূত হয় কী করে? এই সমস্যার সমাধান আছে খাজনার তত্ত্বে।

করেন যে বুর্জোয়া সমাজকে বাস্তব সিদ্ধান্ত টানতে হবে, এই সব সিদ্ধান্ত নাকি তার তত্ত্বগত নীতি থেকেই উদ্ভূত হয়। এইভাবে অন্তত ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা রিকার্ডোর বিনিময়-মূল্যের সূত্রকে অর্থশাস্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত করেন। পুরনো সমাজের মূল নীতিই হবে নতুন সমাজের নীতি, শুধু এ কথা ঘোষণা করাই নয়, ইংরেজি ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের চূড়ান্ত ফলের সারসংক্ষেপ করার জন্য রিকার্ডোর ব্যবহৃত সূত্রের তিনিই যে উদ্ভাবক, এ কথা ঘোষণা করারও কৃতিত্ব সংরক্ষিত ছিল শ্রী প্রুধোঁর জন্য। দেখানো হয়েছে যে রিকার্ডোর সূত্রের ইউটোপীয় ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া হয়েছিল, এমন সময় চ্যানেলের ওপারে শ্রী প্রুধোঁ তা 'আবিষ্কার' করেন। (তু. আমার 'Misère de la philosophie...', প্যারিস, ১৮৪৭, গ্রন্থে la valeur constituée বিষয়ক অংশ।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থ বা সরল সঞ্চলন

স্যর রবার্ট পীলের ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের ব্যাংক অ্যাক্ট সম্পর্কে [১৬] পার্লামেণ্টে এক বিতর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন মন্তব্য করেছিলেন যে অর্থের চরিত্র সম্পর্কে ভাবনা যত মানুষকে বোকা বানিয়েছে এমন কি প্রেমও তত মানুষকে বোকা বানায় নি। তিনি ব্রিটনদের কাছে ব্রিটনদের কথাই বলেছিলেন। অন্য দিকে, পেটির সংশয় সত্ত্বেও স্মরণাতীত কাল থেকে অর্থ দিয়ে ফাটকাবাজির ব্যাপারে যারা 'দৈবী অনুভূতির' অধিকারী ছিল সেই ওলন্দাজরা কখনোই অর্থ নিয়ে জল্পনাকল্পনার ব্যাপারে তাদের বোধ হারায় নি।

অর্থের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধাটি কাটিয়ে ওঠা যায় তখনই, যখন বোঝা যায় যে পণ্যসামগ্রীই অর্থের উৎস। তার পরে প্রশ্নটা শুধু তার বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ রূপটি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা। কাজটা তেমন সহজ নয়, কারণ, সমস্ত বুর্জোয়া সম্পর্কই সোনালি বা রুপোলি রঙে পালিশ করা মনে হয়, অর্থাৎ অর্থ-সম্পর্ক বলে মনে হয়, আর তাই মনে হয় অর্থ রূপের সীমাহীন বিচিত্র আধেয় আছে, যেটা এই রূপের পক্ষে রীতিমত পরক।

নিচের বিশ্লেষণের সময়ে এ কথা মনে রাখা জরুরি যে অর্থের সেই রূপগুলিই শুধু আমাদের বিবেচ্য, যেগুলি সরাসরি উদ্ভূত হয় পণ্যসামগ্রীর বিনিময় থেকে, কিন্তু অর্থের বিভিন্ন রূপ, যেমন ক্রেডিট অর্থ, যা উৎপাদনের এক উচ্চতর স্তরের ব্যাপার, তা আমাদের বিবেচ্য নয়। সরলতার খাতিরে সোনাকে সর্বত্র অর্থ সামগ্রী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

১। মূল্যের পরিমাপ

সঞ্চলনের প্রথম পর্যায়টি যেন প্রকৃত সঞ্চলনের প্রস্তুতিপর্বের এক তত্ত্বগত পর্যায়। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে অস্তিমান পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে এমন এক রূপ গ্রহণ করতে হবে যাতে পরস্পরের কাছে সেগুলি নামত দেখা দেয় বিনিময়-মূল্য হিসেবে, বাস্তবায়িত **সর্বজনীন** শ্রম-সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসেবে। আমরা দেখেছি, এই প্রক্রিয়ায় প্রথম ব্যবস্থা এই যে পণ্যসামগ্রীগুলি একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীকে, ধরা যাক **সোনা**, আলাদা করে রাখে, সেটিই হয় সর্বজনীন শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ, অথবা সর্বজনীন তুল্যমূল্য। পণ্যসামগ্রীর দ্বারা সোনা যেভাবে অর্থে পরিণত হয়, সেই ধরনটির দিকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যাওয়া যাক।

১ টন লোহা = ২ আউন্স সোনা,
১ কোয়ার্টার গম = ১ আউন্স সোনা,
১ হন্দর মোক্কা কফি = $\frac{1}{4}$ আউন্স সোনা,
১ হন্দর পটাশ = $\frac{1}{2}$ আউন্স সোনা,
১ টন ব্রাজিল-কাঠ = ১$\frac{1}{2}$ আউন্স সোনা,
ক পণ্যসামগ্রী = খ আউন্স সোনা।

এই সমীকরণ-মালায় লোহা, গম, কফি, পটাশ প্রভৃতি পরস্পরের কাছে দেখা দেয় সমরূপ শ্রমের বাস্তবায়ন হিসেবে, অর্থাৎ সোনায় বাস্তবায়িত শ্রম হিসেবে, যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্যে প্রতিভাত মূর্ত শ্রমের সমস্ত বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি পুরোপুরি অবলুপ্ত। সেগুলি সদৃশ্য মূল্য স্বরূপ, অর্থাৎ **একই** শ্রমের বাস্তবায়ন বা শ্রমের **একই** বাস্তবায়ন — সোনা। সেগুলি একই শ্রমের সমরূপ বাস্তবায়ন বলে, সেগুলির পার্থক্য শুধু **একভাবে**, পরিমাণগতভাবে: ভাষান্তরে, সেগুলি মূল্যের বিভিন্ন মাত্রার পরিচায়ক, কারণ তাদের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে শ্রম-সময়ের **অসম** পরিমাণ অনুস্যূত। এই সমস্ত এক-একটি পণ্যসামগ্রীকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে, কারণ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে আলাদা করে-রাখা পণ্যসামগ্রীটির, অর্থাৎ সোনার রূপে। যে গতিশীল সম্পর্কের ফলে পণ্যসামগ্রীগুলি পরস্পরের কাছে বিনিময়-মূল্য হয়ে ওঠে, সেই একই গতিশীল সম্পর্ক সোনায় অনুস্যূত শ্রম-সময়কে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের

পরিচায়ক করে তোলে, তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অভিব্যক্ত হয় লোহা, গম, কফি প্রভৃতির ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণে, সংক্ষেপে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে, কিংবা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো যেতে পারে পণ্যসামগ্রী-রূপ তুল্যমূল্যগুলির সীমাহীন সারির মধ্যে। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যেহেতু সোনায় অভিব্যক্ত হয়, সোনার বিনিময়-মূল্যও প্রত্যক্ষভাবে অভিব্যক্ত হয় সমস্ত পণ্যসামগ্রীতে। পণ্যসামগ্রীগুলি নিজেরাই পরস্পরের কাছে বিনিময়-মূল্যের রূপ গ্রহণ করে বলে সোনাকে তারা পরিণত করে সর্বজনীন তুল্যমূল্যে অথবা অর্থে।

সোনা হয়ে ওঠে **মূল্যের পরিমাপ,** কারণ সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পরিমাপ হয় সোনায়, অভিব্যক্ত হয় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও সমান পরিমাণ শ্রম-সময়যুক্ত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর সম্পর্কের মধ্যে। শুরুতেই, সোনা সর্বজনীন তুল্যমূল্য বা অর্থ হয়ে ওঠে, একমাত্র এই কারণে যে এইভাবে তা কাজ করে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে এবং সেই হেতু তার নিজের মূল্যেরও পরিমাপ হয় প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত পণ্যসামগ্রী-রূপ তুল্যমূল্যগুলিতে। অন্য দিকে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য এখন সোনায় অভিব্যক্ত। এই অভিব্যক্তির একটি গুণগত ও একটি পরিমাণগত দিকের প্রভেদ নির্ণয় করা দরকার। পণ্যসামগ্রীটির বিনিময়-মূল্য থাকে সমান সমরূপ শ্রম-সময়ের মূর্তরূপ হিসেবে; পণ্যসামগ্রীটির মূল্য এইভাবে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়, কারণ পণ্যসামগ্রীগুলিকে যতখানি সোনার সঙ্গে সমীকরণ করা হয়, সেগুলিকে ততখানিই সমীকরণ করা হয় পরস্পরের সঙ্গে। তাদের স্বর্ণ-রূপ তুল্যমূল্য এক দিকে তাদের মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের **সর্বজনীন** চরিত্রকে প্রতিফলিত করে, অন্য দিকে প্রতিফলিত করে তার পরিমাণকে। সর্বজনীন তুল্যমূল্যের রূপে এবং একই সঙ্গে এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর রূপে এই তুল্যতার মাত্রা হিসেবে, অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীগুলি এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে যেখানে তুলনা করা হয় সেই একটিমাত্র সমীকরণ হিসেবে অভিব্যক্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যই হল **দাম**। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য সঞ্চলন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে-রূপ নিয়ে **দেখা দেয়** দাম হল সেই পরিবর্তিত রূপ।

এইভাবে, যে-প্রক্রিয়ার মধ্যে পণ্যসামগ্রীর মূল্য সোনার দামে অভিব্যক্ত হয়, সেই একই প্রক্রিয়ার ফলে সোনা রূপান্তরিত হয় মূল্যের পরিমাপে, এবং সেখান থেকে অর্থে। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য যদি রূপো অথবা গম

অথবা তামায় পরিমাপ করা হত, এবং তদনুযায়ী রুপো, গম অথবা তামার দামে অভিব্যক্ত হত তা হলে রুপো, গম অথবা তামাই হয়ে উঠত মূল্যের পরিমাপ, এবং ফলত, সর্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে সঞ্চলনের অবস্থায় দাম হিসেবে প্রতিভাত হতে হলে অবশ্যই সঞ্চলনের আগেই হতে হয়। সোনা মূল্যের পরিমাপ হয় একমাত্র এই কারণে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের হিসাব কষা হয় সোনার হিসাবে। একমাত্র এই গতিশীল সম্পর্ক থেকেই উৎসারিত হয় সোনার পরিমাপ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা; এই গতিশীল সম্পর্কের সর্বজনীনতায় অবশ্য এ কথা পূর্বানুমিত যে প্রতিটি পণ্যসামগ্রী সোনার হিসাবে পরিমাপ হয় উভয়ের মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময় অনুসারে, যার ফলে পণ্যসামগ্রী ও সোনার প্রকৃত পরিমাপ হল শ্রম, অর্থাৎ পণ্যসামগ্রী ও সোনা বিনিময়-মূল্য হিসেবে প্রত্যক্ষ বিনিময়ে সমীকৃত। এই সমীকরণের কাজটা কার্যক্ষেত্রে কীভাবে সম্পন্ন হয় তা সরল সঞ্চলনের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে না। তবে, এ কথা স্পষ্ট যে, সোনা ও রুপো যেসব দেশে উৎপন্ন হয় সেখানে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও রুপোর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত, পক্ষান্তরে যেসব দেশ সোনা ও রুপো উৎপন্ন করে না, তারা একই ফলে উপনীত হয় একটা ঘুর-পথে, যাদের খনি আছে সেই সব দেশের সোনা ও রুপোর মধ্যে মূর্ত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়ের জন্য তাদের দেশীয় পণ্যের, অর্থাৎ তাদের গড় জাতীয় শ্রমের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনিময় করে। সোনাকে যদি মূল্যের একটা পরিমাপ হিসেবে কাজ করতে হয় তা হলে নীতিগতভাবে তাকে অবশ্যই একটা **বিষম** মূল্য হতে হবে, কারণ একমাত্র শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবেই তা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্য হতে পারে, কিন্তু মূর্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের ফলে সেই একই পরিমাণ শ্রম-সময় একই ধরনের ব্যবহার-মূল্যের অসম পরিমাণের মধ্যে মূর্ত হয়। সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সোনার হিসাবে মূল্যাবধারণে — যে কোনো পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের আরেকটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের হিসাবে অভিব্যক্তির মতো — শুধু এই কথাটাই পূর্বানুমিত যে এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে সোনা এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়ের পরিচায়ক। পূর্বে কথিত বিনিময়-মূল্যের নিয়মটি সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে ঘটমান পরিবর্তনের বেলায় প্রযোজ্য। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে সোনার হিসাবে তাদের

সাধারণ দাম বাড়তে পারে একমাত্র তখনই যখন সোনার বিনিময়-মূল্য কমে যায়। সোনার বিনিময়-মূল্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে সোনার হিসাবে সাধারণ দাম বৃদ্ধি সম্ভব একমাত্র যদি সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য বেড়ে যায়। পণ্যসামগ্রীর দাম সাধারণভাবে হ্রাস পেলে এর বিপরীতটা ঘটে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে এক আউন্স সোনার মূল্য যদি হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পায়, তা হলে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা **সমানভাবে হ্রাস** অথবা বৃদ্ধি পাবে, এবং এইভাবে তাদের সবগুলির ক্ষেত্রে এক **নির্দিষ্ট** পরিমাণ শ্রম-সময়ের পরিচায়ক হয়েই থাকবে। সেই একই বিনিময়-মূল্য এখন হিসাব করা হবে আগেকার চাইতে বেশি বা কম সোনার পরিমাণে, কিন্তু হিসাব করা হবে তাদের মূল্য অনুযায়ী এবং সেই হেতু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই মূল্য রক্ষা করবে। ২ : ৪ : ৮ এই অনুপাতটা, তা যদি ১ : ২ : ৪ কিংবা ৪ : ৮ : ১৬ হয় তা হলেও একই থাকে। সোনার পরিবর্তমান মূল্যের দরুন সোনার নানাবিধ পরিমাণ বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক, তাতে সোনার মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করা আটকায় না, যেমন রূপোর মূল্য সোনার মূল্যের এক-পঞ্চদশাংশ এই ঘটনাটা রূপোকে এই কাজের ভার নিতে দেয় না। শ্রম-সময় হল সোনা ও পণ্যসামগ্রী উভয়েরই পরিমাপ, আর সোনা মূল্যের পরিমাপ হয় একমাত্র এই কারণে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর পরিমাপ হয় সোনার হিসাবে; ফলত, অর্থ পণ্যসামগ্রীকে প্রমেয় করে — এ কথা অনুমান করা সঞ্চলন প্রক্রিয়ার সৃষ্ট এক বিভ্রম মাত্র।* বরংচ, একমাত্র

* আরিস্টটল বস্তুতই উপলব্ধি করেন যে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য পণ্যসামগ্রীর দামের পূর্বগামী: 'এইভাবে... অর্থ আসার আগেই যে বিনিময় ঘটেছিল সে কথা পরিষ্কার; কারণ একটি গৃহ পাঁচটি শয্যার বিনিময়ে, না পাঁচটি শয্যার অর্থ-মূল্যে তাতে কিছু আসে-যায় না।' অন্য দিকে, একমাত্র দামের মধ্যেই যেহেতু পণ্যসামগ্রী পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিনিময়-মূল্যের রূপ ধারণ করে, সেই হেতু তিনি সেগুলিকে অর্থের দ্বারা প্রমেয় করেন। 'এই জন্যই সমস্ত সামগ্রীব একটা নির্ধারিত দাম থাকতে হবে; কারণ তা হলেই সর্বদা বিনিময় থাকবে, এবং তা যদি থাকে তবে মানুষে মেলামেশাও থাকবে। অর্থ তা হলে পরিমাপ হিসেবে কাজ করে সামগ্রীসমূহকে প্রমেয় করে ও তাদের সমীকরণ করে; কারণ বিনিময় না থাকলে মেলামেশাও থাকত না, সমতা না থাকলে বিনিময়ও থাকত না, প্রমেয়তা না থাকলে সমানতাও থাকত না।' আরিস্টটল এ বিষয়ে অবহিত যে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা বিভিন্ন বস্তু একান্তই অপ্রমেয় মাত্রা। তিনি সন্ধান করেছেন বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর একত্ব, এবং

বাস্তবায়িত শ্রম-সময় হিসেবে পণ্যসামগ্রীর প্রমেয়তাই সোনাকে অর্থে রূপান্তরিত করে।

পণ্যসামগ্রী যে মূর্ত রূপে বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে সেটি হল ব্যবহার-মূল্য রূপে। পণ্যসামগ্রী সর্বজনীন তুল্যমূল্য হয়ে উঠবে একমাত্র সেগুলির হস্তান্তরণের ফলেই। সেগুলির দাম স্থিরীকরণ নিতান্তই সর্বজনীন তুল্যমূল্যে সেগুলির নামিক রূপান্তরণ, সোনার সঙ্গে এক সমীকরণ, যা এখনও কার্যে পরিণত হওয়া বাকি। কিন্তু দাম যেহেতু পণ্যসামগ্রীকে শুধু নামত পরিণত করে সোনায়, অথবা শুধু কাল্পনিক সোনায় — অর্থাৎ, অর্থ হিসেবে পণ্যসামগ্রীর অস্তিত্ব বস্তুতপক্ষে এখনও তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব থেকে পৃথক হয় নি — সেই হেতু সোনা শুধু রূপান্তরিত হয়েছে কাল্পনিক অর্থতে, শুধু মূল্যের পরিমাপে, এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়ের শুধু নাম হিসেবে কাজ করে। যে সুস্পষ্ট রূপে সোনা রূপ-পরিগ্রহ করে অর্থে পরিণত হয়, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভর করে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পরিচয় পরস্পরের ক্ষেত্রে কীভাবে ঘটে তার উপরে।

পণ্যসামগ্রীগুলি এখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় এক দ্বৈত রূপে: বস্তুত ব্যবহার-মূল্য হিসেবে ও নামত বিনিময়-মূল্য হিসেবে। এখন সেগুলি পরস্পরের ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে অনুস্যূত শ্রমের দ্বৈত রূপের পরিচয়বাহী, কারণ বিশেষ মূর্ত শ্রমের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাদের ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, আর সর্বজনীন বিমূর্ত শ্রম-সময় এক কাল্পনিক অস্তিত্ব গ্রহণ করে সেগুলির দামের মধ্যে, তার মধ্যে তারা সবাই একই ভাবে একই মূল্য-সারের মূর্ত রূপ, পার্থক্য শুধু পরিমাণগত।

বিনিময়-মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য এক দিকে নিতান্তই নামিক; অ্যাডাম স্মিথ বলেন, শ্রম হল পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত দাম এবং অর্থ তাদের নামিক দাম। এক কোয়ার্টার গমের দাম ত্রিশ দিনের শ্রমের সমান, এ কথা

তিনি প্রাচীন গ্রীসে বাস করতেন বলে তা পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে উদ্ধার করেছেন অর্থের দ্বারা আবশ্যিকভাবেই অপ্রমেয় বস্তুনিচয়কে প্রমেয় করে — যতদূর পর্যন্ত তা ব্যবহারিক চাহিদার জন্য দরকার। 'এখন প্রকৃতপক্ষে এত বিভিন্ন ধরনের বস্তু যে প্রমেয় হবে তা অসম্ভব, কিন্তু চাহিদার দিক দিয়ে সেগুলি যথেষ্টই প্রমেয় হয়ে উঠতে পারে' (আরিস্টটল, 'Ethica Nicomachea', গ্রন্থ ৫, অধ্যায় ৮, বেক্কেরি-র সংস্করণ, অক্সনি, ১৮৩৭)।

বলার পরিবর্তে এখন বলা হয়, তার দাম এক আউন্স সোনার সমান, যখন এক আউন্স সোনা উৎপন্ন হয় ত্রিশটি কর্মদিবসে। অন্য দিকে, পার্থক্যটা শুধুই নামমাত্র পার্থক্য থেকে এত দূরে যে সঞ্চলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় পণ্যসামগ্রীকে বিপন্ন করে যত ঝড় ওঠে, তার কেন্দ্রস্থল এটিই। এক কোয়ার্টার গমের মধ্যে ত্রিশ দিনের শ্রম অনুস্যূত, এবং তাই তাকে শ্রম-সময়ের হিসাবে প্রকাশ করার দরকার হয় না। কিন্তু সোনা গম থেকে পৃথক এক সামগ্রী, এবং একমাত্র সঞ্চলনই দেখাতে পারে এক কোয়ার্টার গম প্রকৃতই এই আউন্স সোনায় পরিণত হয় কি না, যেমনটি তার দামের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছিল। সেটা নির্ভর করে সেই গম ব্যবহার-মূল্য হতে পারে কি না, তার মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময়ের পরিমাণ এক কোয়ার্টার গম উৎপাদনের জন্য সমাজের একান্তই প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ হতে পারে কি না, তার উপরে। এইভাবে পণ্যসামগ্রীটি **সত্যিই** এক বিনিময়-মূল্য, পণ্যসামগ্রীটির একটা দাম **আছে**। বিনিময়-মূল্য ও দামের মধ্যে এই পার্থক্য এই বিষয়টিরই প্রতিফলন যে পণ্যসামগ্রীটির মধ্যে অনুস্যূত বিশেষ ব্যক্তিক শ্রম একমাত্র হস্তান্তরণের মধ্য দিয়েই পরিচিত হতে পারে তার বিপরীত, নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত, সাধারণ — এবং একমাত্র এই রূপেই সামাজিক — শ্রম, অর্থাৎ, অর্থ হিসেবে। এইভাবে তা পরিচিত হতে পারে কি না, সেটা মনে হয় আপতনের ব্যাপার। সুতরাং, যদিও দাম বিনিময়-মূল্যকে এমন এক অস্তিত্বের রূপ দেয় যা শুধু নামত পণ্যসামগ্রীটি থেকে বিশিষ্ট, এবং পণ্যসামগ্রীটির মধ্যে অনুস্যূত শ্রমের দুটি দিক তখনও প্রতিভাত হয় পৃথক ধরনের অভিব্যক্তি হিসেবে; অথচ পক্ষান্তরে, সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্তরূপ — সোনা তদনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় মূল্যের নিতান্তই এক কাল্পনিক পরিমাপ হিসেবে; তবুও বিনিময়-মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে দামের অস্তিত্ব, অথবা মূল্যের পরিমাপ হিসেবে সোনার অস্তিত্বের সঙ্গে ঝকমকে সোনার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এইভাবে তাদের অ-হস্তান্তরণের সম্ভাবনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সংক্ষেপে, উৎপন্ন সামগ্রীটি একটি পণ্যসামগ্রী বলে, কিংবা একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিশেষ শ্রম যদি তার প্রত্যক্ষ বিপরীত হিসেবে, অর্থাৎ, বিমূর্ত সর্বজনীন শ্রম হিসেবে অভিব্যক্ত হয় একমাত্র তা হলেই সামাজিকভাবে কার্যকর হতে পারে বলে যে বিরোধ দেখা দেয়, সেই গোটা বিরোধটা এখানেই প্রচ্ছন্ন রূপে নিহিত। যে কল্পস্বর্গবিলাসীরা পণ্যসামগ্রীকে রাখতে চান,

অথচ অর্থকে রাখতে চান না, ব্যক্তিগত বিনিময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন রাখতে চান এই ধরনের উৎপাদনের আবশ্যিক অবস্থা বাদ দিয়ে, তাঁরা যখন অর্থকে শুধু তার স্পষ্টত প্রতীয়মান অবস্থাতেই নয়, এমন কি মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তা যে অস্পষ্ট, অদ্ভুত রূপ গ্রহণ করে সেই অবস্থাতেও 'বিলুপ্ত' করতে চান, তখন তাঁরা রীতিমত সংগতিপূর্ণ আচরণই করেন। কারণ মূল্যের অদৃশ্য পরিমাপের তলায় লুকিয়ে থাকে নগদ মুদ্রা।

যে-প্রক্রিয়ায় সোনা মূল্যের পরিমাপে পরিণত হয়েছে এবং বিনিময়-মূল্য পরিণত হয়েছে দামে, সেই প্রক্রিয়াটা ধরে নিলে সমস্ত পণ্যসামগ্রী যখন সেগুলির দামে অভিব্যক্ত হয় তখন তা শুধুই বিভিন্ন মাত্রার সোনার কল্পিত পরিমাণ। এইভাবে সেগুলি একই জিনিসের, যথা সোনার, বিভিন্ন পরিমাণ বলে সেগুলি অনুরূপ, তুলনীয় ও প্রমেয়, তাই এইভাবে দেখা দেয় **পরিমাপের একক** হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সঙ্গে সেগুলিকে সম্পর্কিত করার প্রয়োগগত প্রয়োজনীয়তা। পরিমাপের এই একক তখন বিভিন্ন একাংশে বিভক্ত হয়ে পরিমাপের এক তুলাদণ্ডে পরিণত হয়, সেই একাংশগুলি আবার বিভক্ত হয় কতকগুলি একাংশে।* সোনার খাস পরিমাণ কিন্তু পরিমাপ করা হয় ওজন দিয়ে। ধাতুর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত প্রমাণ ওজনগুলি তাই তৈরি-অবস্থায় প্রমাণ ওজন যোগায়, মূলত সেগুলি যেখানেই ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হত সেখানেই দামের প্রমাণ পরিমাপ হিসেবেও কাজ করত। পণ্যসামগ্রীকে যেহেতু আর শ্রম-সময়ের হিসাবে পরিমাপ-করা বিনিময়-মূল্য হিসেবে তুলনা করা হয় না, তুলনা করা হয় সোনার হিসাবে পরিমাপ করা একই মূল্যের মাত্রা হিসেবে, সেই হেতু **মূল্যের পরিমাপ** সোনা হয়ে ওঠে **দামের মান**। সোনার বিভিন্ন পরিমাণের হিসাবে পণ্য-সামগ্রীর দামের তুলনা এইভাবে কাল্পনিক পরিমাণ সোনার নির্দেশক ও নানান একাংশে বিভক্ত প্রমাণ পরিমাপ হিসেবে সোনার পরিচায়ক অঙ্কে

* ইংলণ্ডে অর্থের মান হিসেবে সোনার আউন্সকে যে বিভিন্ন একাংশে বিভক্ত করা হয় না, সেই অদ্ভুত ঘটনার কারণ হল এই: 'আমাদের টঙ্কন মূলত শুধু রূপোর প্রয়োগের সঙ্গেই মানিয়ে করা হয়েছিল — তাই, এক আউন্স রূপোকে সর্বদাই কতকগুলি একাংশ-সংখ্যক মুদ্রা-খণ্ডে বিভক্ত করা যায়; কিন্তু, সোনার প্রবর্তন পরবর্তীকালে হয়েছিল বলে, এক আউন্স সোনাকে কতকগুলি একাংশ-সংখ্যক মুদ্রা-খণ্ডে পরিণত করা যায় না' (জেমস ম্যাকলারেন, 'A Sketch of the History of the Currency', লণ্ডন, ১৮৫৮, পৃঃ ১৬)।

দানা বাঁধে। মূল্যের পরিমাপ হিসেবে এবং দামের মান হিসেবে সোনার বিশেষ কাজ রীতিমত আলাদা, একটির সঙ্গে আরেকটিকে গুলিয়ে ফেলার ফলে উদ্ভটতম সব তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবায়িত শ্রম-সময় হিসেবে সোনা হল মূল্যের পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুর একটি টুকরো হিসেবে তা হল দামের মান। সোনা মূল্যের পরিমাপ হয় তার কারণ, বিনিময়-মূল্য হিসেবে তা তুলনীয় হয় অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের সঙ্গে: দামের মান হিসেবে তার যে-দিকটি রয়েছে, সেদিক দিয়ে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা কাজ করে সোনার অন্যান্য পরিমাণের একটি একক হিসেবে। সোনা মূল্যের পরিমাপ কারণ তার মূল্য পরিবর্তনীয়; সোনা দামের মান কারণ তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওজনের এক অপরিবর্তনীয় একক হিসেবে। এখানে, একই মূল্যের পরিমাণ পরিমাপ করার সকল ক্ষেত্রের মতোই, অনুপাতগুলির স্থিতিশীলতা ও যথাযথতা অত্যাবশ্যক। সোনার একটা পরিমাণকে পরিমাপের একক হিসেবে এবং তার নানান একাংশকে এই এককের পুনর্বিভাজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা এই ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে যে মূল্যের একটা স্থির অনুপাত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা — যার মূল্য অবশ্য পরিবর্তনীয় -- এবং পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মধ্যে নির্ধারিত করা হয়ে গেছে। কিন্তু এরূপ অভিমত এই বিষয়-টাকেই উপেক্ষা করে যে সোনা দামের মান হয়ে ওঠার আগে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যকে পরিণত করা হয় দামে, সোনার নানান পরিমাণে। সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, বিভিন্ন পরিমাণ সোনা সব সময়েই পরস্পরের ক্ষেত্রে মূল্যের একই অনুপাতের পরিচায়ক হবে। সোনার মূল্য যদি ১০০০ শতাংশ কমে যায়, তা হলে তখনও বারো আউন্স সোনার মূল্য এক আউন্স সোনার মূল্যের বারোগুণ বেশিই থাকবে, আর দামের কথা বলতে গেলে, আসল বিষয়টা হল শুধু পরস্পরের ক্ষেত্রে সোনার বিভিন্ন পরিমাণের অনুপাত। অন্য দিকে, এক আউন্স সোনার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি কোনোভাবেই তার ওজনকে প্রভাবিত করে না বলে, তার নানান একাংশের ওজনও অপ্রভাবিত থাকে; সোনা এইভাবে সর্বদাই দামের এক স্থিতিশীল মান হিসেবে কাজ করতে পারে, তার মূল্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তনই ঘটুক না কেন।*

---

* 'মূল্যের দিক দিয়ে অর্থ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা নিখুঁতভাবে স্থাণু থাকলে যেমন হত তেমনই ভালো মূল্যের পরিমাপ থাকতে

এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে — পরে আমরা ব্যাখ্যা করে দেখাব, সে-প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়েছিল ধাতব মুদ্রার প্রকৃতির দ্বারা — বিশেষ-বিশেষ ওজনের নাম বজায় রাখা হয়েছিল দামের মান হিসেবে চালু মূল্যবান ধাতুগুলির নিয়ত পরিবর্তমান ও হ্রাসমান ওজনের ক্ষেত্রে। তাই, ইংলণ্ডীয় পাউণ্ড স্টার্লিং তার মূলে ওজনের এক-তৃতীয়াংশেরও কম, ইউনিয়নের [১৭] আগেকার পাউণ্ড স্কটস মাত্র ১/৩৬, ফরাসী লিভ্‌র্‌ ১/৭৪, স্পেনীয় মারাভেদি ১/১০০০-এরও কম এবং পোর্তুগীজ রেই আরও কম অনুপাতের সূচক। ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে এইভাবে নানান ধাতুর বিশেষ-বিশেষ ওজনের অর্থ-সংক্রান্ত নাম এই সমস্ত ধাতুর সাধারণ নাম থেকে আলাদা হয়ে গেছে।* পরিমাপের এককের আখ্যা তার নানান একাংশ ও সেগুলির নাম এক দিকে পুরোপুরি প্রথাগত বলে এবং অন্য দিকে সঞ্চলনের ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বজনীন ও অপরিহার্য হিসেবে সেগুলির অবশ্যই গৃহীত হতে হবে বলে, **আইনগত** উপায়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধকরণের দায় তাই বর্তেছিল সরকারের উপরে।** কোন বিশেষ ধাতু অর্থের উপকরণ হিসেবে কাজ করেছিল সেটা নির্ভর করেছিল

পাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন তার মূল্য হ্রাস করা হল... হ্রাসের আগে, এক গিনি দিয়ে কেনা যেত তিন বুশেল গম বা ছ-দিনের শ্রম; পরে, তা দিয়ে কেনা যাবে মাত্র দু বুশেল গম, কিংবা চার দিনের শ্রম। এই উভয় ক্ষেত্রেই, অর্থের সঙ্গে গম ও শ্রমের সম্পর্ক নির্দিষ্ট বলে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করা যায়; ভাষান্তরে, আমরা স্থির করতে পারি যে এক বুশেল গমের দাম দু-দিনের শ্রমের সমান। মূল্য পরিমাপ করা বলতে এটাই বোঝায় এবং তা হ্রাসের আগে যেমন, পরেও তেমনি অবলীলাক্রমে করা যায়। মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কোনো জিনিসের পরমোৎকর্ষ মূল্যের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তনীয়তার সঙ্গে একেবারেই সংস্রবহীন' (স্যামুয়েল বেইলি, 'Money and its Vicissitudes', লণ্ডন ১৮৩৭, পৃঃ ৯-১০)।

* 'যে মুদ্রাগুলির নাম এখন শুধুই কাল্পনিক, সেগুলি হল প্রত্যেক জাতির প্রাচীনতম মুদ্রা; তাদের সমস্ত নামই এককালে বাস্তব ছিল' (এমন সাধারণভাবে বললে শেষোক্ত বক্তব্যটি ঠিক নয়) 'এবং সেগুলি বাস্তব ছিল বলেই হিসাবের কাজে ব্যবহৃত হত' (গালিয়ানি, 'Della Moneta', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৩)।

** রোম্যান্টিক অ্যাডাম মুলার বলেন: 'আমাদের মতে প্রত্যেক স্বাধীন সার্বভৌম রাজারই ধাতব মুদ্রা প্রবর্তনের এবং তার উপরে সামাজিক নামিক মূল্য, মর্যাদা, অবস্থান ও নাম আরোপ করার অধিকার আছে' (অ্যাডাম মুলার, 'Die Elemente der Staatskunst', বার্লিন, ১৮০৯, গ্রন্থ ২, পৃঃ ২৮৮)। পরিষদ-সদস্য মহোদয় নাম সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু আধেয়র কথাটি ভুলে গেছেন। তাঁর 'মত'

নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার উপরে। দামের মান অবশ্যই বিভিন্ন দেশে আলাদা। যেমন, ইংলণ্ডে ধাতুর ওজন হিসেবে আউন্স পেনিওয়েট, গ্রেন ও কারাট ট্রয়-তে বিভক্ত; কিন্তু অর্থের একক হিসেবে সোনার আউন্স বিভক্ত ৩৳ সভ্‌রিনে, সভ্‌রিন ২০ শিলিং-এ এবং শিলিং ১২ পেন্সে, যার ফলে ১০০ পাউন্ড ওজনের ২২ কারাট সোনা (১২০০ আউন্স) ৪৬৭২ সভ্‌রিন ও ১০ শিলিং-এর সমান। কিন্তু বিশ্ব বাজারে, রাষ্ট্রীয় সীমানা যেখানে অদৃশ্য সেখানে অর্থের মানের এই ধরনের জাতীয় বৈশিষ্ট্যও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার স্থান গ্রহণ করে বিভিন্ন ধাতুর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত ওজনের পরিমাপ।

কত গোলমেলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিচের অনুচ্ছেদ থেকে: 'প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেন মুদ্রার দাম ঠিকভাবে নির্ধারণ করা কত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ইংলণ্ডের মতো দেশে, যেখানে সরকার **চমৎকার ঔদার্যে** বিনা পারিশ্রমিকে অর্থ মুদ্রা তৈরি করে দেয়' (শ্রী মুলার বোধ হয় অনুমান করছেন যে ব্রিটিশ সরকারের সদস্যরা মুদ্রা তৈরির খরচটা নিজেদের পকেট থেকে দিয়ে দেন), 'যেখানে সরকার মুদ্রা তৈরির জন্য তার প্রাপ্য অংশ প্রভৃতি দাবি করে না, এবং ফলত সরকার যদি সোনার মুদ্রা তৈরির দাম বাজার-দরের চাইতে বেশি স্থির করত, যদি বর্তমানের মতো এক আউন্স সোনার জন্য ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স না-দিয়ে এক আউন্স সোনার দাম ৩ পাউন্ড ১৯ শিলিং ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিত, তা হলে সমস্ত অর্থ চলে আসত টাঁকশালে এবং সেখানে প্রাপ্ত রুপো বাজারে অপেক্ষাকৃত শস্তা সোনার বদলে বিনিময় করা হত, এবং তার পর আবার তা নিয়ে যাওয়া হত টাঁকশালে — এইভাবে মুদ্রা ব্যবস্থাটাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এনে ফেলত' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮০, ২৮১)। মুলার নিজের চিন্তাভাবনাকেই 'বিশৃঙ্খলার' মধ্যে ফেলেছেন, যাতে ইংলণ্ডের টাঁকশালে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। শিলিং আর পেন্স নিছক নাম, অর্থাৎ রুপো ও তামার নিদর্শনে পরিচিত এক আউন্স সোনার নির্দিষ্ট ভগ্নাংশগুলির নাম, অথচ তিনি কল্পনা করছেন যে এক আউন্স সোনার মূল্যবিচার হয় সোনা, রুপো ও তামার হিসাবে এবং এইভাবে তিনি ইংলণ্ডের উপর চাপাচ্ছেন মূল্যের ত্রিবিধ মান। সোনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মান হিসেবে রুপোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করা হয়েছিল ১৮১৬ সালে, করেছিলেন তৃতীয় জর্জ, তাঁর রাজত্বকালের ৫৬তম বছরে, ৬৮ অধ্যায়, যদিও বস্তুতপক্ষে আইনগতভাবে তুলে দিয়েছিলেন ২য় জর্জ তাঁর রাজত্বকালের চতুর্দশ বছরে, ১৭৩৪ সালে, ৪২ অধ্যায় এবং কার্যত আরও আগে। বিশেষ করে দুটি কারণে অ্যাডাম মুলার অর্থশাস্ত্রের তথাকথিত এক উচ্চতর ধারণায় উপনীত হতে পেরেছিলেন: প্রথম, অর্থনৈতিক তথ্যাদি সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত অজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়, দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তাঁর নিতান্তই শৌখিন মাতামাতি।

একটি পণ্যসামগ্রীর দাম, কিংবা যে-পরিমাণ সোনায় তাকে নামত পরিণত করা হয় সেই পরিমাণটি, এখন তাই অভিব্যক্ত হয় সোনার মানের অর্থমুদ্রাগত নামে। তাই, এক কোয়ার্টার গমের দাম এক আউন্স সোনার সমান, এ কথা না-বলে ইংলণ্ডে বলা হবে, তার দাম ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স। এইভাবে সমস্ত দামই অভিব্যক্ত হয় একই মূল্য-পরিমাপে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে তা পরিবর্তিত হয় **অর্থের মূল্য-পরিমাপে,** তাদের মূল্য তার দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। অর্থ আবার পরিণত হয় **মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ**-তে।*

মনে, কাগজে, অথবা কথায় মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ-তে পণ্যসামগ্রীর রূপান্তর ঘটে তখনই, যখন বিনিময়-মূল্যের দিকটি এক বিশেষ ধরনের সম্পদের মধ্যে স্থির-নির্দিষ্ট হয়ে যায়।** এই রূপান্তরের জন্য দরকার হয় সোনার বস্তু-উপাদান, কিন্তু শুধুই কল্পনায়। কয়েক আউন্স সোনার হিসাবে এক হাজার গাঁট তুলোর মূল্য হিসাব করাব জন্য এবং তার পরে এই কয়েক আউন্সকে পাউন্ড, শিলিং, পেন্সে, অর্থাৎ আউন্সের হিসাবের নামে ব্যক্ত করার জন্য প্রকৃত সোনার একটি পরমাণুও ব্যবহার করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্যার রবার্ট পীলের ১৮৪৫ সালের ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের আগে স্কট্ল্যাণ্ডে এক আউন্স সোনাও সঞ্চলনের অবস্থায় ছিল না, যদিও হিসাবের ব্রিটিশ মান রূপে ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স নামে অভিহিত সোনার আউন্স দামের বৈধ মান হিসেবে কাজ করত। অনুরূপভাবে, সাইবেরিয়া ও চীনের মধ্যে পণ্যসামগ্রী লেনদেনের ক্ষেত্রে রূপো কাজ করে দামের মান হিসেবে, যদিও এই বাণিজ্যটা বস্তুতপক্ষে নিছক দ্রব্য-বিনিময়। সুতরাং, সোনার প্রমাণ একক বা তার উপবিভাগগুলিকে প্রকৃতই

---

* 'আনাকারসিসকে যখন প্রশ্ন করা হল, হেলেনরা [প্রাচীন গ্রীসীয়রা] কিসের জন্য অর্থকে ব্যবহার করত, তিনি উত্তর দিলেন — হিসাব করার জন্য' (আথেনেয়াস, 'Deipnosophistai', গ্রন্থ ৪, ৪৯, খণ্ড ২ [পৃঃ ১২০], শভাইঘহৈসার-এর সম্পাদনায়, ১৮০২)।

** ফরাসী ভাষায় অ্যাডাম স্মিথের রচনার অন্যতম প্রথম অনুবাদক জি. গার্নিয়ের মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের ব্যবহার আর প্রকৃত অর্থের ব্যবহারের মধ্যে একটা অনুপাত স্থির করার অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন। [তাঁর মতে] এই অনুপাতটা হল ১০:১, (জেরমেন গার্নিয়ে, 'Histoire de la monnaie depuis les temps de la plus haute antiquité', খণ্ড ১, পৃঃ ৭৮)।

মুদ্রায় পরিণত করা হোক অথবা নাই হোক, তাতে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে সোনার পক্ষে কোনো ইতরবিশেষ ঘটে না। বিজেতা উইলিয়মের শাসনকালে এক পাউন্ড স্টার্লিং, সেই সময়ে এক পাউন্ড ওজনের খাঁটি রুপো এবং পাউন্ডের ১/২০ ভাগ, শিলিং ইংলন্ডে ছিল শুধু মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে, অথচ এক পাউন্ড রুপোর ১/২৪০ ভাগ পেনি ছিল আকারে সবচেয়ে বড় মুদ্রা। অন্য দিকে, ইংলন্ডে আজ শিলিং বা পেন্স নেই, যদিও সেগুলি এক আউন্স সোনার নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের মূল্য-নির্ণয়সূচক বৈধ নাম। মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে অর্থ থাকতে পারে শুধু নামত, আর প্রকৃতই বিদ্যমান অর্থকে মুদ্রায় পরিণত করা যেতে পারে একেবারে ভিন্ন এক মান অনুযায়ী। তাই, উত্তর আমেরিকার অনেকগুলি ইংরেজ উপনিবেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত প্রচলিত অর্থ ছিল স্পেনীয় ও পোর্তুগীজ মুদ্রা, অথচ মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ ছিল ইংলন্ডের মতো সর্বত্র একই।*

দামের মান হিসেবে সোনাকে পণ্যসামগ্রীর দাম হিসেবে মূল্য-নির্ণয়ের একই নামে প্রকাশ করা হয় বলে – যেমন ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স বলতে যেমন এক আউন্স সোনাও বোঝাতে পারে তেমন এক টন লোহাও বোঝাতে পারে -- মূল্য-নির্ণয়ের এই নামগুলিকে অভিহিত করা হয় সোনার **টাঁকশালী-দাম** বলে। ফলে, এই অদ্ভুত ধারণা দেখা দিয়েছিল যে সোনার মূল্য-হিসাব করা হয় তার নিজস্ব পদার্থগত উপাদানে, এবং তার দাম রাষ্ট্র কর্তৃক **স্থিরীকৃত**, অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যা হয় না। সোনার কতকগুলি নির্দিষ্ট ওজনের জন্য মূল্য-নির্ণয়ের নাম স্থিরীকরণকে ভুল করা হয়েছিল এই সমস্ত ওজনের মূল্য স্থিরীকরণ বলে।** দাম

---

* ১৭২৩ সালের মেরিল্যান্ড অ্যাক্টে তামাককে বৈধ মুদ্রা করা হয়েছিল, কিন্তু এক পাউন্ড তামাককে এক পেনির সমান ঘোষণা করে তার মূল্যকে পরিণত করা হয়েছিল ইংরেজি স্বর্ণ অর্থে; এটি leges barbarorum [১৮]-এর কথা স্মরণ করায়, তাতে এর বিপরীতভাবে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থকে সমান করা হত বলদ, গোরু প্রভৃতির সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে, মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের প্রকৃত উপাদান সোনা বা রুপো কোনোটাই ছিল না, ছিল ষাঁড় ও গোরু।

** তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডেভিড আর্কার্ট-এর 'Familiar Words'-এ আমরা পড়ি: 'সোনার মূল্য পরিমাপ করতে হবে তারই দ্বারা; কোনো বস্তু অন্য জিনিসের মধ্যে নিজের মূল্যের পরিমাপ হতে পারে কীভাবে? সোনার মূল্য স্থির করতে হবে

নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোনা যখন একটা উপাদান এবং সেই জন্য মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে কাজ করে, তখন সোনার কোনো **স্থিরনির্দিষ্ট** দাম নেই, অথবা **কোনোই** দাম আদৌ নেই। দাম থাকতে হলে, ভাষান্তরে, **সর্বজনীন** তুল্যমূল্য হিসেবে কর্মরত এক **বিশেষ** পণ্যসামগ্রীর হিসাবে অভিব্যক্ত হতে হলে এই অন্য পণ্যসামগ্রীটিকে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় সোনার মতো একই অনন্যসংস্রব ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু যে-দুটি পণ্যসামগ্রী অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীকে পরিহার করে, সে-দুটি পরস্পরকেও পরিহার করবে। ফলত, যেখানেই রুপো ও সোনা পাশাপাশি রয়েছে বৈধ অর্থ হিসেবে, অর্থাৎ মূল্যের পরিমাপ হিসেবে, সেখানেই তাদের **একই বস্তু** হিসেবে গণ্য করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা সর্বদাই করা হয়েছে। যদি কেউ ধরে নেয় যে একটা নির্দিষ্ট শ্রম-সময় রুপো ও সোনার মধ্যে একই অনুপাতে অবধারিতভাবে বাস্তবায়িত, তা হলে সে বস্তুতপক্ষে ধরে নেয় যে রুপো ও সোনা একই বস্তু এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান ধাতু রুপো সোনার এক ধ্রুব ভগ্নাংশের পরিচায়ক। ৩য় এডওয়ার্ডের শাসনকাল থেকে ২য় জর্জের আমল পর্যন্ত মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাস হল সোনা ও রুপোর মূল্যের মধ্যে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত অনুপাত আর তাদের মূল্যের প্রকৃত ওঠা-পড়ার মধ্যেকার নিরন্তর ক্রমিক গোলযোগের ইতিহাস। কখনও সোনার মূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি, কখনও রুপোর মূল্য। যে-ধাতুর মূল্য অত্যন্ত কম হারে হিসাব করা হয়েছিল তাকে সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে, গলিয়ে রপ্তানি করা হয়েছিল। দুটি ধাতুর মূল্য-অনুপাত তখন আরেকবার আইন করে পরিবর্তন করা হয়েছিল: কিন্তু অচিরেই নতুন নামিক মূল্যের সঙ্গে আবার প্রকৃত মূল্য-অনুপাতের সংঘর্ষ ঘটল। আমাদের কালে, রুপোর জন্য ভারত ও চীনের চাহিদার দরুন রুপোর তুলনায় সোনার মূল্যের যে সামান্য ও স্বল্পস্থায়ী হ্রাস ঘটেছিল, তাতে ফ্রান্সে বৃহদাকারে সেই একই ব্যাপার দেখা দিয়েছিল — রুপো রপ্তানি এবং সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে সোনা দিয়ে রুপোকে নিশ্চিহ্ন করা। ১৮৫৫, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ — এই ক-বছরে ফ্রান্সের সোনা রপ্তানির তুলনায় অতিরিক্ত সোনা আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪,১৫,৮০,০০০ পাউন্ড,

তার নিজেরই ওজন দিয়ে, সেই ওজনের একটা নকল আখ্যা দিয়ে — এবং এক আউন্স-এর দাম হবে এত 'পাউন্ড' ও পাউন্ডের ভগ্নাংশ। এ হল একটা পরিমাপের অনুকরণ, একটা মান প্রতিষ্ঠা করা নয়' (পৃঃ ১০৪-১০৫)।

আর রূপো আমদানির তুলনায় অতিরিক্ত রূপো রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩,৪৭,০৪,০০০ পাউন্ড। ফ্রান্সের মতো দেশে যেখানে দুটি ধাতুই মূল্যের অনুমোদিত পরিমাপ এবং দুটিই বৈধ মুদ্রা হিসেবে গৃহীত হয়, যেখানে অধিকন্তু প্রত্যেকে তার খুশিমতো এক বা অপর ধাতুতে মূল্য পরিশোধ করতে পারে, সেখানে যে ধাতুর মূল্য বেড়ে যায় সেই ধাতুটি বস্তুতপক্ষে থাকে অধিহারে, এবং অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর দামের মতো তার দামও পরিমাপ হয় বর্ধিত-মূল্য ধাতুটির হিসাবে, সেটি এইভাবে একাই মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এটাই দেখায় যে, দুটি পণ্যসামগ্রী যেখানে মূল্যের বৈধ পরিমাপ হিসেবে কাজ করে, সেখানে সব সময়ে তাদের মধ্যে মাত্র একটিই প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থান বজায় রাখে।*

খ। অর্থের মান-সংক্রান্ত তত্ত্ব

পণ্যসামগ্রী শুধু নামত দামের আকারে সোনায় পরিবর্তিত হয় এবং তাই, সোনা শুধু নামত অর্থে রূপান্তরিত হয় — এই বিষয়টির ফলে উদ্ভব হয়েছিল **অর্থের নামিক মান**-সংক্রান্ত মতবাদের। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু কাল্পনিক সোনা অথবা রূপো, অর্থাৎ, নিছক মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপোকে ব্যবহার করা হয় বলে দাবি করা হয়েছিল যে পাউন্ড, শিলিং, পেন্স, টেলার, ফ্রাঁ ইত্যাদি আখ্যাগুলি মূল্যের আদর্শ কণিকার অর্থদ্যোতক, সোনা বা রূপোর ওজন কিংবা কোনো ধরনের বাস্তবায়িত শ্রমের নয়। যদি, ধরা যাক, এক আউন্স রূপোর মূল্য বেড়ে যায়, তা হলে তাতে এই কণিকাগুলি থাকবে অধিকতর মাত্রায় এবং তাই সেগুলিকে বিভক্ত করতে হবে, অথবা মুদ্রায় পরিণত করতে হবে অধিকতর সংখ্যক শিলিং-এ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উদ্ভূত এই মতবাদ আবার উপস্থিত করা হয়েছিল ইংলন্ডের বিগত বাণিজ্য সংকটের সময়ে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির ১৮৫৮ সালের রিপোর্টের সঙ্গে সংযোজিত

* 'অর্থ হল বাণিজ্যের পরিমাপ... সুতরাং, (অন্য সমস্ত পরিমাপের মতো) যথাসম্ভব অবিচল ও অপরিবর্তনীয় রাখা উচিত। কিন্তু তা হতে পারে না, যদি আপনার অর্থ তৈরি হয় দুটি ধাতু দিয়ে, যার অনুপাত... পরস্পরের ক্ষেত্রে নিয়ত পরিবর্তিত হয়' (জন লক্, 'Some Considerations on the Lowering of Interest', ১৬৯১; রচনাবলী, সপ্তম সংস্করণ, লন্ডন, ১৭৬৮, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৫)।

দুটি বিশেষ রিপোর্টে পার্লামেন্টের সদস্যরা পর্যন্ত এর ওকালতি করেছিলেন। ৩য় উইলিয়মের ক্ষমতারোহণের সময়ে ইংলণ্ডে এক আউন্স রুপোর টাঁকশালী-দাম ছিল ৫ শিলিং ২ পেন্স, অর্থাৎ এক আউন্সের ১/৬২ ভাগ রুপোকে বলা হত পেনি আর এ রকম ১২টি পেন্সকে বলা হত এক শিলিং। ধরুন, ছ-আউন্স ওজনের রুপোর একটি বাঁট দিয়ে এই মান অনুযায়ী, তৈরি হল ৩১টি মুদ্রা, সেগুলিকে বলা হল শিলিং। কিন্তু এক আউন্স রুপোর **টাঁকশালী-দাম** যেখানে ছিল ৫ শিলিং ২ পেন্স, সেখানে তার **বাজার-দর** বেড়ে হল ৬ শিলিং ৩ পেন্স, অর্থাৎ মুদ্রায় পরিণত না-করা এক আউন্স রুপো কিনতে হলে দিতে হত ৬ শিলিং ৩ পেন্স। এক আউন্স রুপোর বাজার-দর তার টাঁকশালী-দামের চাইতে বেড়ে যাওয়া সম্ভব হল কী করে, যদি টাঁকশালী-দাম এক আউন্স রুপোর ভগ্নাংশের হিসাবের নিতান্তই একটা নাম মাত্র হয়ে থাকে? এই ধাঁধার উত্তর খুবই সহজ। প্রচলিত ৫৬,০০,০০০ পাউন্ড রুপোর অর্থের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ সেই সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল অথবা কিছু অংশ ছেঁটে-নেওয়া হয়েছিল। এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে ৫৭,২০০ পাউন্ডের রুপোর মুদ্রা, যার ওজন হওয়া উচিত ছিল ২২০,০০০ আউন্স, তার ওজন মাত্র ১৪১,০০০ আউন্স। টাঁকশাল একই মান অনুযায়ী রুপোর মুদ্রা তৈরি করে চলেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত হালকা শিলিংগুলি ছিল তাদের মানে এক আউন্সের যতটা বোঝায় তার চাইতে ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ। ফলত, বাজারে মুদ্রায় পরিণত না-করা এক আউন্স রুপোর জন্য এই হ্রাসপ্রাপ্ত শিলিংগুলির অধিকতর পরিমাণ দিতে হচ্ছিল। এর ফলে উদ্ভূত অসুবিধার দরুন যখন সমস্ত অর্থ আবার নতুন করে মুদ্রায় পরিণত করা স্থির হল তখন ট্রেজারির সচিব লন্ডস দাবি করলেন যে এক আউন্স রুপোর মূল্য বেড়ে গেছে এবং তাই, আগে এক আউন্স থেকে যেখানে ৫ শিলিং ২ পেন্স কেটে নেওয়া হত, তার পরিবর্তে কাটা হবে ৬ শিলিং ৩ পেন্স। এইভাবে তিনি কার্যত দাবি করলেন যে, এক আউন্স রুপোর মূল্য বেড়ে গেছে বলে তার একাংশগুলির মূল্য কমে গেছে। কিন্তু তাঁর অলীক তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটা সঠিক ব্যবহারিক পরিমাপকে আরও রুচিকর করে তোলা। সরকারি ঋণ করা হয়েছিল হালকা শিলিং-এ, সে-ঋণ কি পরিশোধ করতে হবে প্রমাণ ওজনের মুদ্রায়? নামত প্রতি ৫ আউন্স যে রুপো আপনি পেয়েছেন, অথচ আসলে যার মধ্যে ছিল মাত্র ৪ আউন্স রুপো, তার জন্য

৪ আউন্স রূপো ফেরৎ দিন, এই কথা না-বলে তিনি বরং বললেন, নামত ৫ আউন্স ফেরৎ দিন কিন্তু তাদের ধাতুর পরিমাণ কমিয়ে ৪ আউন্স করে দিন এবং এযাবৎ যাকে আপনি বলতেন এক শিলিং-এর ৪/৫ ভাগ তাকে বলুন এক শিলিং। সুতরাং, বাস্তবিকপক্ষে লন্‌ডসের ব্যবস্থার ভিত্তিটা ছিল ধাতুর পরিমাণ, অথচ তত্ত্বে তিনি আঁকড়ে রইলেন মূল্য-নির্ণয়ের নামটিকে। অন্য দিকে, তাঁর যেসব বিরোধীরা মূল্য-নির্ণয়ের নামটিকে আঁকড়ে ছিলেন এবং তাই, ঘোষণা করেছিলেন যে প্রমাণ ওজনের এক শিলিং ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ হালকা এক শিলিং-এরই সমরূপ, তাঁরা দাবি করলেন যে তাঁরা ধাতুর পরিমাণকেই ধরে আছেন। জন লক্‌ ছিলেন সর্ব প্রকারে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষক; তিনি শ্রমিকশ্রেণী ও নিঃস্বদের বিরুদ্ধে পণ্যোৎপাদনকারীদের, সেকেলে কুসীদজীবীদের বিরুদ্ধে বণিকদের, সরকারের কাছে ঋণগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ধনপতি অভিজাততন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন; এমন কি পৃথক এক রচনায় তিনি এও দেখান যে বুর্জোয়া চিন্তাপ্রণালীই মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাপ্রণালী; তিনি লন্‌ডসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। জয় হল জন লকেরই এবং ১০ থেকে ১৪ শিলিং-সংবলিত গিনিতে ঋণ-করা অর্থ পরিশোধ করা হল ২০ শিলিংএর গিনিতে।* স্যর জেমস স্টুয়ার্ট এই ক্রিয়াপ্রণালীর নিম্নলিখিত বিদ্রূপাত্মক সারসংক্ষেপ দিয়েছেন:

* অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে লক্‌ বলেন: 'আগে যা... ছিল এক ক্রাউনের একটি অংশ মাত্র... এখন তাকে ক্রাউন বলুন... তাতে এক সম পরিমাণ রূপো সর্বদাই এক সম পরিমাণ রূপোর সমমূল্য... কারণ কোনো মুদ্রার রূপোর পরিমাণ ১/২০ ভাগ কমালে যদি তার মূল্য না কমে, তা হলে কোনো মুদ্রার রূপোর পরিমাণ ১৯/২০ ভাগ কমালেও তার মূল্য কমবে না। আর তাই... ক্রাউন নামে অভিহিত হলে একটি পেনি দিয়ে কেনা যাবে ততটাই মশলা, বা রেশম, কিংবা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রী, যতটা কেনা যেত একটি ক্রাউন দিয়ে, যার মধ্যে আছে [২০ অথবা] ৬০ গুণ বেশি রূপো।' আপনি যা করতে পারেন তা হল 'কম পরিমাণ রূপোকে অধিকতর পরিমাণের ছাপ ও আখ্যা দিয়ে... আপনার অর্থমূল্য বাড়িয়ে তুলতে পারেন,' কিন্তু 'যা ঋণ পরিশোধ করে ও পণ্যসামগ্রী কেনে তা হল রূপো, নাম নয়।' 'বাড়ানোটা শুধু যে কোনো খণ্ডের একাংশগুলিকে ইচ্ছামতো নাম দেওয়া, যথা এখন যে এক আউন্সের ষাটতম ভাগকে এক পেনি বলা হচ্ছে, তা আপনার খুশিমতো বৃদ্ধি ঘটিয়েও করা যেতে পারে' [১৯]। লন্‌ডসের যুক্তির জবাবে, লক্‌ ঘোষণা করেন যে টাঁকশালী-দামের চাইতে বাজার-দর বেড়ে যাওয়াটা 'রূপোর মূল্য বৃদ্ধিজনিত নয়, বরং মুদ্রাগুলির ওজন কমানোর ফল'।

...'রাষ্ট্রের যথেষ্ট লাভ হল কর বাবদ, উত্তমর্ণদেরও লাভ হল তাদের পুঁজি ও সুদ বাবদ; আর প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত যে, সেই জাতি খুশি থাকল; কারণ তাদের মান' (তাদের নিজস্ব মূল্যের মান) 'হীনমূল্য হয় নি।'*

স্ট্যুয়ার্ট মনে করেছিলেন যে বাণিজ্যের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জ্ঞানোদয় হবে। কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন। প্রায় ১২০ বছর বাদেও সেই একই quid pro quo [ভুল বোঝা] পুনরাবৃত্তি হয়।

অতি সংগতভাবেই, অর্থের নামিক মানের মতবাদকে যিনি এক তত্ত্বগত চেহারা দিয়েছিলেন তিনি হলেন ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাববাদের প্রবক্তা, বিশপ বার্কলি; এ কাজটা ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ট্রেজারির সচিব অসম্পন্ন রেখেছিলেন। বার্কলি প্রশ্ন করেন:

'ক্রাউন, লিভ্র্, পাউন্ড স্টার্লিং ইত্যাদি শব্দগুলিকে এই অনুপাতের আখ্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, না কি সূচক হিসেবে?' (অর্থাৎ বিমূর্ত মূল্যের অনুপাত)। 'এবং সোনা, রুপো আর কাগজ কি টিকিট, না তার' (মূল্যের অনুপাতের) 'হিসাব করার, নথীবদ্ধ করার ও হস্তান্তর করার প্রতিপত্র?' 'অপরের শ্রম' (সামাজিক শ্রম) 'পরিচালনা করার ক্ষমতা কি প্রকৃত সম্পদ নয়? এবং অর্থ কি সত্যই এরূপ

সাতাত্তরটি ছাঁটা শিলিং-এর ওজন প্রমাণ ওজনের ৬২ শিলিং-এর বেশি ছিল না। শেষত লক্ সঠিকভাবেই এই বিষয়টির উপরে জোর দেন যে প্রচলিত মুদ্রাগুলির রুপো কমে যাক আর না-ই যাক, ইংলণ্ডে টাঁকশালী-দামের চাইতে রুপোর পিণ্ডের বাজার-দর কিছুটা বেড়ে যেতে পারে, কারণ রুপোর পিণ্ডের রপ্তানি করতে দেওয়া হত, অথচ রুপোর মুদ্রা রপ্তানি নিষিদ্ধ ছিল (দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪-১১৬)। লক্ জাতীয় ঋণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যান, ঠিক যেমন বিজ্ঞতার সঙ্গে বিরত থাকেন আরেকটি গোলমেলে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা থেকে, অর্থাৎ এই যে বিনিময় হার এবং রুপোর মুদ্রার সঙ্গে রুপোর পিণ্ডের অনুপাত, এ দুইয়েরই সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রচলনের অবস্থার অর্থের অবচয় কোনো ক্রমেই তার কমে-যাওয়া রুপোর পরিমাণের আনুপাতিক ছিল না। প্রচলনের মাধ্যম বিষয়ক অংশে সাধারণ রূপে এই প্রশ্নটিতে আমরা ফিরে আসব। 'A Discourse Concerning Coining the New Money Lighter, in Answer to Mr. Locke's Considerations', (লণ্ডন, ১৬৯৬) রচনায় নিকোলাস বারবন বৃথাই লক্‌কে একটা দুরূহ জায়গায় এনে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।

* স্ট্যুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ১৫৬।

ক্ষমতা জ্ঞাপন ও নথীবদ্ধ করার টিকিট বা প্রতীক নয়, এবং টিকিটগুলি কোন বস্তু দিয়ে তৈরি তাতে কি বিরাট কিছু ইতরবিশেষ হয়?'*

এই অনুচ্ছেদে লেখক এক দিকে মূল্যের পরিমাপকে গুলিয়ে ফেলেন দামের মানের সঙ্গে, এবং অন্য দিকে সোনা বা রুপোকে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে এবং সঞ্চলনের উপায় হিসেবে তিনি একাকার করে ফেলেন। সঞ্চলনের ক্ষেত্রে মূল্যবান ধাতুর স্থানে প্রতীকগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা যায় বলে বার্কলি সিদ্ধান্ত করেন যে এই প্রতীকগুলি তাদের দিক থেকে **কোনো কিছুরই** পরিচায়ক নয়, অর্থাৎ, মূল্যের বিমূর্ত তত্ত্ব।

অর্থের নামিক মানের তত্ত্বটিকে স্যার জেমস স্ট্যুয়ার্ট এত সম্পূর্ণভাবে বিশদ করেছেন, যে তাঁর অনুগামীরা — তাঁরা যে তাঁর অনুগামী সে সম্বন্ধেই তাঁরা অবহিত নন, কারণ তাঁরা তাঁকে চেনেন না — নতুন কোনো অভিব্যক্তিও খুঁজে পান না, এমন কি নতুন একটা উদাহরণও খুঁজে পান না। তিনি লিখছেন,

'অর্থ, যাকে আমি বলি মূল্য-নির্ণয়ের [অর্থ], তা এক যথেচ্ছ-সৃষ্ট সমান অংশের মানদণ্ডের চাইতে বেশি কিছু নয়, তা উদ্ভাবিত হয়েছে বিক্রেয় বস্তুর নিজ-নিজ মূল্য পরিমাপের জন্য। সুতরাং, মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ, আর অর্থ-মুদ্রা একেবারে আলাদা জিনিস, অর্থ-মুদ্রা হল দাম** এবং তা থাকতে পারে প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর জন্য, যদিও প্রত্যেক পণ্যসামগ্রীর যথোপযুক্ত ও আনুপাতিক তুল্যমূল্য হতে পারত এমন কোনো পদার্থের মতো কিছুই পৃথিবীতে ছিল না... মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ... বস্তুসমূহের মূল্যের ব্যাপারে সেই ভূমিকাই পালন করে, যে-ভূমিকা পালন করে ডিগ্রি, মিনিট বা সেকেন্ড প্রভৃতি বিভিন্ন কোণের ক্ষেত্রে, কিংবা স্কেল যে-ভূমিকা পালন করে ভৌগোলিক মানচিত্র বা যে কোনো ধরনের নকশার ক্ষেত্রে। এই সমস্ত উদ্ভাবনাতেই, নিয়ত এককের জন্য একটি আখ্যা থাকে... এই সমস্ত উদ্ভাবনের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ শুধু **অনুপাত চিহ্নিত করার মধ্যে।** তাই, অর্থের ভিতরকার এককটির মূল্যের কোনো অংশের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় চূড়ান্ত অনুপাত থাকতে পারে না, অর্থাৎ কোনো বিশেষ পরিমাণ সোনা,

* 'The Querist', প্রসঙ্গত, 'অর্থ বিষয়ে জিজ্ঞাসা' অংশটি রীতিমত সরসবুদ্ধিদীপ্ত। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তাতে রয়েছে এই সত্য মন্তব্য যে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিকাশ 'এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দেয় যে একটা জাতির সম্পদের পক্ষে সোনা ও রুপো, সব জাতের ইতরজন যেমন কল্পনা করে থাকে, তেমন প্রয়োজনীয় নয়।'

** এখানে, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের রচনায় যেমন করা হয়েছে, দাম কথাটি এক মূর্ত তুল্যমূল্য অর্থে ব্যবহৃত।

রূপো বা অন্য কোনো সামগ্রীরই সঙ্গে তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। এককটি একবার স্থিরীকৃত হলে, তাকে গুণ করে আমরা গিয়ে পেঁছতে পারি সর্বোচ্চ মূল্যে... পণ্যসামগ্রীর মূল্য তাই তাদের ও মানুষের পছন্দ-অপছন্দ সাপেক্ষ পরিস্থিতির এক সাধারণ মিশ্রণের উপরে নির্ভর করে, তাদের মূল্য শুধু পরস্পরের ক্ষেত্রে পরিবর্তমান বলে গণ্য করা উচিত; ফলত, সাধারণ, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের সাহায্যে অনুপাতগুলির সেই সব পরিবর্তন নির্ধারণকে যা বিঘ্নিত বা বিড়ম্বিত করে এমন সব কিছুই বাণিজ্যের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকর হবে... অর্থ... হল সমান অংশের এক **আদর্শ মানদণ্ড**। যদি জানতে চাওয়া হয়, এক অংশের প্রমাণ মূল্য কী হওয়া উচিত? তার উত্তর আমি দিই আরেকটি প্রশ্ন করে: এক ডিগ্রি, এক মিনিট, এক সেকেণ্ডের প্রমাণ দৈর্ঘ্য কী? কোনো প্রমাণ দৈর্ঘ্য নেই... কিন্তু একটা অংশ যেই একটি মানদণ্ডের মাপে নির্ধারিত হয়ে যায়, বাকি সব কিছুই তখন আসবে অনুপাত অনুযায়ী। এই ধরনের অর্থের... দুটি উদাহরণ আমাদের আছে। একটি আমাদের কাছে উপস্থিত করে আমস্টার্ডামের ব্যাঙ্ক, অপরটি অ্যাঙ্গোলা তট।'*

স্ট্যুয়ার্ট অর্থকে দেখেন সঞ্চলনের ক্ষেত্রে **মানদণ্ড রূপে**, অর্থাৎ **দামের মান** হিসেবে ও **মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ** হিসেবে। একটি দামের তালিকায় যদি বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দাম দেওয়া থাকে যথাক্রমে ১৫ শিলিং, ২০ শিলিং ও ৩৬ শিলিং, তা হলে তাদের মূল্যের এক তুলনার ক্ষেত্রে শিলিং-এর রূপোর পরিমাণ ও তার নাম বস্তুতই রীতিমত অবান্তর। সব কিছু এখন অভিব্যক্ত হচ্ছে ১৫, ২০ ও ৩৬-এর অঙ্কসূচক সম্পর্কের মধ্যে, এবং এক অঙ্কটি পরিণত হয়েছে পরিমাপের একমাত্র এককে। একটি অনুপাতের বিশুদ্ধ বিমূর্ত অভিব্যক্তি তো শুধু বিমূর্ত অঙ্কসূচক অনুপাতই। সংগতিপূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে স্ট্যুয়ার্টকে তাই শুধু সোনা ও রূপোকেই নয়, তাদের বৈধ আখ্যাকেও পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু মূল্যের পরিমাপ কী করে দামের মানে রূপান্তরিত হয়, তিনি তা বুঝতে পারেন না বলে স্বভাবতই মনে করেন যে, পরিমাপের একক হিসেবে যা কাজ করে সেই বিশেষ পরিমাণ সোনা, একটি পরিমাপ হিসেবে মূল্যেরই সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যান্য পরিমাণ সোনার সঙ্গে নয়। তাদের বিনিময়-মূল্যের দামে পরিবর্তনের ফলে পণ্যসামগ্রীকে একই মূল্য-আখ্যার বিভিন্ন মাত্রা মনে হয় বলে, পরিমাপের যে-বৈশিষ্ট্য পণ্যসামগ্রীকে একই মূল্য-আখ্যায় পরিণত করে তার অস্তিত্বই স্ট্যুয়ার্ট অস্বীকার করেন, এবং সোনার বিভিন্ন পরিমাণের এই তুলনায় মান হিসেবে যা কাজ করে সেই সোনার পরিমাণটা

* স্ট্যুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ১০২-১০৭।

প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে, সেটা প্রতিষ্ঠিত হবেই তা তিনি অস্বীকার করেন। একটি বৃত্তের ৩৬০তম ভাগকে একটি ডিগ্রি না-বলে তিনি ১৮০তম ভাগকে একটি ডিগ্রি বলতে পারেন; তা হলে সমকোণের মাপ ৯০ ডিগ্রি হবে না, হবে ৪৫ ডিগ্রি, আর সূক্ষ্ম কোণ ও স্থূল কোণের মাপও সেই রকম বদলে যাবে। তা সত্ত্বেও, কোণের মাপটা থাকবে প্রথমত গুণগতভাবে নির্ধারিত এক গাণিতিক অঙ্ক — বৃত্ত, এবং দ্বিতীয়ত বৃত্তের এক পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত অংশ। স্টুয়ার্টের অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত দুটির কথা বলতে গেলে, এগুলির একটি তাঁর নিজের বক্তব্যকেই অপ্রমাণিত করে, অন্যটি কিছুই প্রমাণ করে না। ব্যাঙ্ক অব আমস্টার্ডামের বস্তুতপক্ষে ছিল শুধু স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা ডাব্লুনের হিসাব-নাম, ডাব্লুনের প্রমাণ ওজন বজায় ছিল কারণ সেগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ব্যাঙ্কের ভল্টে, আর অতি প্রচলিত মুদ্রাগুলির ওজন ক্ষয় পেয়েছিল পরিবেশের সঙ্গে ঘর্ষণে। আফ্রিকান ভাববাদীদের কথা বলতে গেলে, পর্যটকদের নির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে যতদিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আরও তথ্যাদি না জানা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ভাগ্যের হাতেই তাদের ছেড়ে রাখতে হবে।* এ কথা বলা যেতে পারে যে ফরাসী কাগজী মুদ্রা আসিন্‌ইয়া — **'জাতীয় সম্পত্তি, ১০০ ফ্রাঁ-র স্বত্ব'** — স্টুয়ার্টের অর্থে প্রায় আদর্শ মুদ্রা। আসিন্‌ইয়ার যে ব্যবহার-মূল্যের পরিচায়ক হওয়ার কথা, অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত-করা জমি, সেটা বস্তুতই নির্দেশিত ছিল, কিন্তু পরিমাপের এককের পরিমাণগত সংজ্ঞার্থ বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই 'ফ্রাঁ' কথাটি ছিল অর্থহীন। এই ফ্রাঁ কত বেশি, অথবা কম জমির পরিচায়ক, তা নির্ভর করত সাধারণ নিলামের ফলাফলের উপরে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আসিন্‌ইয়া চলত রুপোর অর্থের প্রতিনিধিত্বসূচক নিদর্শন হিসেবে, এবং ফলত, তার অবচয়ের পরিমাপ হত এই রুপোর মানের হিসাবে।

* বিগত বাণিজ্য সংকট সম্পর্কে ইংলন্ডে বিশেষ একটি গোষ্ঠী আদর্শ আফ্রিকান অর্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এবারে তাঁরা তার অবস্থানটা তটভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বারবারির [উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম অংশের পুরনো নাম] অভ্যন্তরে। ঘোষণা করা হয়েছিল যে তাদের বারগুলি আদর্শ পরিমাপ বলে, বারবারদের কোনো বাণিজ্যিক ও শিল্প সংকট নেই। একথা বললে কি আরও সহজ হত না যে বাণিজ্য ও শিল্পই বাণিজ্যিক ও শিল্প সংকটের conditio sine qua non [অপরিহার্য শর্ত]?

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড যখন নগদ অর্থপ্রদান বন্ধ করেছিল সেই সময়টায় অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্বের যত বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল ততটা বোধ হয় যুদ্ধের বুলেটিনেরও হয় নি। ব্যাঙ্ক-নোটের অবচয় এবং সোনার টাঁকশালী-দামের চাইতে বাজার-দর বৃদ্ধির দরুন ব্যাঙ্কের কিছু পক্ষ-সমর্থক অর্থের আদর্শ পরিমাপ সংক্রান্ত মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। অর্থের মান হল 'পণ্যসামগ্রীর তুলনায় মুদ্রা সম্পর্কে মূল্যের একটা ধারণা' — এ কথা ঘোষণা করে লর্ড কাসেলরে এই তালগোল-পাকানো ধারণাটির এক ধ্রুপদী তালগোল-পাকানো অভিব্যক্তি আবিষ্কার করেন। প্যারিস চুক্তির কয়েক বছর পরে পরিস্থিতি যখন নগদ অর্থপ্রদান আবার শুরু করার অনুকূল হল, তখন ৩য় উইলিয়মের শাসনকালে লন্‌ডস যে-সমস্যার কথা বলেছিলেন তা কার্যত একই রূপে আবার দেখা দিল। বিগত ২০ বছর ধরে পুঞ্জীভূত বিরাট জাতীয় ঋণ ও প্রচুর ব্যক্তিগত ঋণ, স্থায়ী দায় প্রভৃতি করা হয়েছিল অবচয়িত ব্যাঙ্ক-নোটে। এগুলি কি শোধ করা হবে ব্যাঙ্ক-নোটে, যার ৪৬৭২ পাউন্ড ১০ শিলিং ছিল, নামে নয়, বস্তুতই ১০০ পাউন্ড ওজনের ২২-ক্যারাট সোনার সমান? বার্মিংহামের জনৈক ব্যাঙ্কার টমাস অ্যাটউড কাজ করলেন পুনরুজ্জীবিত লন্‌ডস-এর মতো। তিনি বললেন যে উত্তমর্ণরা নামত যত শিলিং ধার দিয়েছিলেন তাঁদের তত শিলিং-ই ফেরৎ দিতে হবে, অথচ পুরনো অর্থ-মান অনুযায়ী যেখানে, ধরুন, ১/৭৮ আউন্স সোনাকে বলা হত এক শিলিং, সেখানে এখন হয়তো ১/৯০ আউন্স সোনাকে বলা উচিত এক শিলিং। অ্যাটউডের সমর্থকরা বার্মিংহামের 'ক্ষুদে শিলিং সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। অর্থের আদর্শ মান সম্পর্কে যে বিসংবাদ ১৮১৯ সালে শুরু হয়েছিল, তা ১৮৪৫ সালেও স্যার রবার্ট পীল ও অ্যাটউড চালিয়ে গেলেন; পরিমাপ হিসেবে অর্থের কাজ সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞানের পরিপূর্ণ সারাংশ পাওয়া যায় নিচের উদ্ধৃতিতে:

'স্যার রবার্ট পীল ও বার্মিংহাম চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার' সময়ে... 'মন্ত্রী মহাশয় এই প্রশ্ন করেই রীতিমত সন্তুষ্ট থাকেন, 'আপনাদের পাউন্ড নোট কিসের পরিচায়ক হবে?..' মূল্যের বর্তমান মান দিয়ে কী বুঝতে হবে? ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স কি এক আউন্স সোনা না কি শুধু এক আউন্স সোনার মূল্য? ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স যদি এক আউন্স সোনা হয়, তা হলে যে-জিনিসের যে-নাম সেই নামই বলা হোক না-কেন, এবং পাউন্ড, শিলিং আর পেন্স না বলে, আউন্স, পেনিওয়েট ও গ্রেন বলা হোক না-কেন?.. আমরা যদি আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থা হিসেবে সোনার আউন্স, পেনিওয়েট ও গ্রেন শব্দগুলি গ্রহণ করি, তা হলে

আমাদের দ্রব্য-বিনিময়ের এক প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত... কিন্তু যদি সোনার হিসাব করা হয় প্রতি আউন্সের ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স মূল্যের হিসাবে... তা হলে এটা কেমন ব্যাপার... যে সোনা যাতে প্রতি আউন্স ৫ পাউন্ড ৪ শিলিং-এ বেড়ে না যায় তা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে, আর এখন আমরা দেখছি যে সোনার দর বলা হচ্ছে প্রতি আউন্স ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ৯ পেন্স ?.. পাউন্ড কথাটার সম্পর্ক আছে মূল্যের সঙ্গে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ মূল্যের সঙ্গে নয়... পাউন্ড শব্দটা হল **আদর্শ একক।... শ্রম হল** দামের জনক এবং সোনা বা লোহাকে তা আপেক্ষিক মূল্য দেয়। **একজন মানুষের প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক শ্রমকে প্রকাশ করার জন্য যেসব শব্দ-আখ্যাই ব্যবহার করা হোক না-কেন,** সেই শব্দগুলি উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর দামকে প্রকাশ করে।'*

অর্থের আদর্শ পরিমাপ সম্পর্কে ধোঁয়াটে ধারণাটা মিলিয়ে যায় শেষ কথাগুলিতে এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার প্রকৃত মানসিক অন্তর্বস্তুটি। সোনার মূল্য-নির্ণয়ের নামস্বরূপ পাউন্ড. শিলিং প্রভৃতিকে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়ের পরিচায়ক নাম। শ্রম-সময় যেহেতু মূল্যের সারমর্ম ও সহজাত পরিমাপ, সেই হেতু নামগুলি বস্তুতই মূল্য-সম্পর্ককেই প্রকাশ করে। ভাষান্তরে, দাবি করা হচ্ছে যে শ্রম-সময়ই অর্থের প্রকৃত মান। বার্মিংহাম সম্প্রদায়ের কথা এখানেই শেষ করে আমরা শুধু প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে অর্থের আদর্শ পরিমাপের মতবাদটি নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছে ব্যাঙ্ক-নোটের বিনিমেয়তা কিংবা অবিনিমেয়তা সংক্রান্ত বিতর্কের ব্যাপারে। কাগজের মূল্য-আখ্যার ভিত্তি হল সোনা অথবা রুপো, আর নোটের বিনিমেয়তা, অর্থাৎ সোনা বা রুপোর বদলে তার বিনিময়যোগ্যতা একটা অর্থনৈতিক নিয়ম, বিচারের আইনে যাই বলা হোক না কেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রুশীয় কাগজী টেলার আইনত অবিনিমেয় হলেও, দৈনন্দিন কারবারে তার মূল্য যদি এক রুপোর টেলারের চাইতে কম হত, অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে যদি তা বিনিমেয় না-হত তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার অবচয় ঘটত। ব্রিটেনে অবিনিমেয় কাগজী অর্থের একনিষ্ঠ প্রবক্তারা তাই অর্থের আদর্শ মানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অর্থের আখ্যা, পাউন্ড, শিলিং প্রভৃতি যদি মূল্যের বিভিন্ন কণার এক নির্ধারিত পরিমাণের নাম হয় — অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বদলে একটি পণ্যসামগ্রী বিনিময় করা হলে সেই পণ্যসামগ্রী

* 'The Currency Question, the Gemini Letters', লন্ডন, ১৮৪৪, পৃঃ ২৬৬-২৭২।

যে-মূল্যের কখনও বেশি, কখনও কম আত্মভূত করে নেয়, অথবা হারায় — তা হলে একটি ইংরেজি ৫ পাউণ্ড নোটের মূল্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোনার সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা যেমন, তেমনই লোহা ও তুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়। তার নাম যেহেতু আর তত্ত্বগতভাবে ব্যাঙ্ক-নোটকে সোনা বা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রীর নির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে সমান করে দেখাবে না, সেই হেতু তার ধারণাটাই তার বিনিময়েতা দাবি, অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে এক বিশেষ জিনিসের নির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে তার সমীকরণের দাবিকে পূর্বাহ্নেই পরিহার করবে।

শ্রম-সময়ই অর্থের প্রত্যক্ষ পরিমাপ — এই তত্ত্ব প্রণালীবদ্ধভাবে সর্বপ্রথম উপস্থিত করেন জন গ্রে।* তিনি প্রস্তাব করেন যে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে কত শ্রম-সময় ব্যয়িত হয়েছে তা একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার শাখাগুলির মারফৎ স্থির করবে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে উৎপাদক পাবে সেটির মূল্যের এক সরকারি সার্টিফিকেট, অর্থাৎ তার পণ্যসামগ্রীটিতে যতখানি শ্রম-সময় অনুস্যূত তার রসিদ** এবং এক শ্রম-সপ্তাহ, এক শ্রম-দিন, এক শ্রম-ঘণ্টা প্রভৃতির এই ব্যাঙ্ক-নোট একই সঙ্গে কাজ করবে ব্যাঙ্কের গুদামে মজুত অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর যে কোনোটিতে এক তুল্যমূল্য দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতি নির্দেশ হিসেবে।*** এই হল

---

* জন গ্রে, 'The Social System. A Treatise on the Principle of Exchange', এডিনবরা, ১৮৩১। তু. এই লেখকেরই 'Lectures on the Nature and Use of Money', এডিনবরা, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফরাসী অস্থায়ী সরকারের কাছে গ্রে একটি স্মারকলিপি পাঠান, তাতে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে ফ্রান্সের 'শ্রমের সংগঠন' দরকার নেই, দরকার হল 'বিনিময়ের সংগঠন', এর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হয়েছে তাঁর উদ্ভাবিত মুদ্রা-ব্যবস্থায়। মান্যবর জন বিন্দুমাত্রও ধারণা করতে পারেন নি যে 'The Social System' প্রকাশিত হওয়ার ষোল বছর বাদে উদ্ভাবনপটু প্রুধোঁ সেই একই উদ্ভাবনের জন্য পেটেণ্ট নেবেন।

** গ্রে, 'The Social System', পৃঃ ৬৩। 'অর্থ হবে শুধু একটা রসিদ, একটা সাক্ষ্য যে এটির ধারক হয় জাতীয় সম্পদের মজুতে কিছুটা মূল্য দান করেছে, না হয় তাতে যে দান করেছে এমন কারও কাছ থেকে উক্ত মূল্য পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে।'

*** 'উৎপন্ন সামগ্রীর উপরে আগেই এক আনুমানিক মূল্য আরোপিত হওয়ার, তা একটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হোক, এবং যখনই প্রয়োজন তখনই আবার বার করে আনা হোক; সকলের সম্মতিক্রমে শুধু স্থির করা হোক যে জাতীয় ব্যাঙ্কে যে কোনো ধরনের সম্পত্তি গচ্ছিত রাখবে, সে যে-জিনিসটি রেখেছে ঠিক সেই জিনিসটিই বার করে

মূল নীতি, তা সযত্নে বিশদভাবে রচিত এবং বিদ্যমান ইংরেজি প্রতিষ্ঠানগুলির আদলে নির্মিত। গ্রে বলেন যে এই ব্যবস্থায়

'এখন অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যেমন সহজ, অর্থের জন্য বিক্রি করাকেও সব সময়ে ঠিক তেমন সহজ করা যেতে পারে; ...উৎপাদনই হয়ে উঠবে চাহিদার সমরূপ ও অব্যর্থ কারণ।'*

মূল্যবান ধাতুগুলি অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তাদের 'সুবিধাভোগী' অবস্থান হারাবে এবং

'বাজারে তাদের উপযুক্ত স্থান নেবে মাখন আর ডিমের পাশে, কাপড় ও ক্যালিকোর পাশে, এবং তখন মূল্যবান ধাতুগুলির মূল্য আমাদের ঠিক ততটুকুই ভাবিত করবে... যতটুকু করে হীরার মূল্য।'**

'আমরা কি আমাদের মূল্যের অলীক মান, সোনাকে বজায় রাখব, এবং তার দ্বারা দেশের উৎপাদনশীল সম্পদগুলিকে রাখব বন্ধনদশায়? অথবা, আমরা মূল্যের স্বাভাবিক মান, শ্রমের আশ্রয় নেব, এবং তার দ্বারা মুক্ত করব আমাদের উৎপাদনশীল সম্পদ কি?***

শ্রম-সময় যেহেতু মূল্যের সহজাত পরিমাপ, তা হলে আরেকটি পরক মানও ব্যবহার করা হবে কেন? বিনিময়-মূল্য কেন দামে রূপান্তরিত করা হয়? সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য কেন একটি স্বতন্ত্র পণ্যসামগ্রী দিয়ে হিসাব করা হয়, এবং এইভাবে তা হয়ে ওঠে বিনিময়-মূল্যের বা অর্থের উপযুক্ত অভিব্যক্তি? গ্রের এই সমস্যা সমাধান করা দরকার ছিল। কিন্তু তা সমাধান করার পরিবর্তে তিনি ধরে নিলেন যে পণ্যসামগ্রীকে পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করা যায় সামাজিক শ্রমজাত ফল হিসেবে। কিন্তু সেগুলি যেমন বস্তু তেমনভাবেই শুধু তুলনীয়। পণ্যসামগ্রী হল বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত ধরনের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল, এবং ব্যক্তিগত বিনিময়ের সময়ে

নিতে বাধা থাকার পরিবর্তে তার মধ্যে যে কোনো জিনিসের সমান মূল্য বার করে নিতে পারবে।' পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৭-৬৮।

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬।

** গ্রে, 'Lectures on Money', পৃঃ ১৮২।

*** পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৯।

সেগ্‌ুলির হস্তান্তরণের মধ্য দিয়ে সেগ্‌ুলিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হয় যে সেগ্‌ুলি সাম্‌ূহিক সামাজিক শ্রম: ভাষান্তরে, পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ভিত্তিতে শ্রম সামাজিক শ্রম হয়ে ওঠে একমাত্র ব্যক্তিগত ধরনের শ্রমের সর্বজনীন হস্তান্তরণের ফলেই। কিন্তু গ্রে যেহেতু এ কথা প্‌ূর্বেই অন্‌ুমান করে নেন যে পণ্যসামগ্রীতে অন্‌ুস্যূত শ্রম-সময়ই **অব্যবহিতভাবে সামাজিক** শ্রম-সময়, সেই হেতু তিনি এ কথাও প্‌ূর্বান্‌ুমান করেন যে তা হল সমষ্টিগত শ্রম-সময় কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সম্মিলিত ব্যক্তিদের শ্রম-সময়। সে ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর পক্ষে, যেমন সোনা বা র্‌ুপোর পক্ষে সর্বজনীন শ্রমের ম্‌ূর্ত-র্‌ূপ হিসেবে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সম্ম্‌ুখীন হওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব হত এবং বিনিময়-ম্‌ূল্য দামে পরিণত হত না; কিন্তু ব্যবহার-ম্‌ূল্যও পরিণত হত না বিনিময়-ম্‌ূল্যে এবং উৎপন্ন সামগ্রী পরিণত হত না পণ্যসামগ্রীতে, এবং এইভাবে ব্‌ুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিটাই বিল্‌ুপ্ত হত। কিন্তু গ্রে কোনো ক্রমেই এমন কথা চিন্তা করেন নি — **দ্রব্যাদি উৎপন্ন করতে হবে পণ্যসামগ্রী হিসেবে কিন্তু পণ্যসামগ্রী হিসেবে বিনিময় করা হবে না।** এই সাধ্‌ু ইচ্ছা র্‌ূপায়ণের ভার গ্রে অর্পণ করেন একটি জাতীয় ব্যাঙ্কের উপরে। এক দিকে, ব্যাঙ্কের র্‌ূপে সমাজ ব্যক্তিবর্গকে ব্যক্তিগত বিনিময়ের অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র করে, অন্য দিকে তা তাদের উৎপন্ন করে যেতে বাধ্য করায় ব্যক্তিগত বিনিময়ের ভিত্তিতে। গ্রে যদিও পণ্যসামগ্রী বিনিময়-লব্ধ অর্থকে শ্‌ুধ্‌ু 'সংস্কৃত' করতে চান, তব্‌ুও বিষয়বস্তুটির স্বকীয় য্‌ুক্তিতে তিনি ব্‌ুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার শর্তগ্‌ুলিকে একের পর এক অস্বীকার করতে বাধ্য হন। তাই, তিনি প্‌ুঁজিকে পরিণত করেন জাতীয় প্‌ুঁজিতে*, এবং জমিকে পরিণত করেন জাতীয় সম্পত্তিতে** আর তাঁর ব্যাঙ্ককে যদি সযত্নে পরীক্ষা করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে তা শ্‌ুধ্‌ু এক হাতে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আরেক হাতে সরবরাহ-কৃত শ্রমের জন্য সার্টিফিকেটই দেয় না, বরং খাশ উৎপাদনও পরিচালনা করে। 'Lectures on Money' শীর্ষক তাঁর যে শেষ রচনায় গ্রে সবিনয়ে তাঁর শ্রম-অর্থকে

* 'প্রত্যেক জাতির ব্যবসায় চালানো উচিত এক জাতীয় প্‌ুঁজির ভিত্তিতে' (জন গ্রে, 'The Social System', প্‌ৃঃ ১৭১)।

** 'জমিকে র্‌ূপান্তরিত করতে হবে জাতীয় সম্পত্তিতে' (প্‌ূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্‌ৃঃ ২৯৮)।

নিতান্তই বুর্জোয়া সংস্কারকর্ম বলে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, সেই রচনায় তিনি আরও নিদারুণ উদ্ভটত্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

প্রতিটি পণ্যসামগ্রীই অব্যবহিতভাবে অর্থ; এই হল গ্রের বক্তব্য, এই বক্তব্যে তিনি উপনীত হন পণ্যসামগ্রী বিষয়ে তাঁর অসম্পূর্ণ, এবং সেই হেতু, বেঠিক বিশ্লেষণ থেকে। 'শ্রম অর্থ' আর 'জাতীয় ব্যাঙ্ক' আর 'গুদামের' 'অঙ্গীয়' প্রকল্পটি উদ্ভট কল্পনামাত্র, তাতে একটা যুক্তিহীন অন্ধ মতকে হাজির করা হয় সর্বত্র প্রযোজ্য এক নিয়মের চেহারায়। একটি পণ্যসামগ্রী অব্যবহিতভাবেই অর্থ, কিংবা তার মধ্যে অনুস্যূত এক ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ শ্রম অব্যবহিতভাবেই সামাজিক শ্রম — এই যুক্তিহীন অন্ধমত অবশ্যই একটা ব্যাঙ্ক তাতে বিশ্বাস করে বলে এবং এই অন্ধমত অনুযায়ী তার কাজ-কারবার চালায় বলেই সত্যি হয়ে যায় না। বরংচ, এরূপ ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনাই ব্যবহারিক সমালোচনার কাজটি পূরণ করবে। শ্রম অর্থ একটা ছদ্ম-অর্থনৈতিক শব্দ, তার দ্বারা বোঝায় অর্থ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সাধু ইচ্ছা, এবং অর্থের সঙ্গে বিনিময়-মূল্য থেকে, এবং বিনিময়-মূল্যের সঙ্গে পণ্যসামগ্রী থেকে, এবং পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সাধু ইচ্ছা — এই বিষয়টি গ্রের রচনায় অব্যক্ত আছে, গ্রে স্বয়ং সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; এই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন কয়েকজন ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছেন গ্রের আগে, কেউ বা পরে।* শ্রী প্রুধোঁ ও তাঁর অনুসারীরা এর পর গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করলেন যে **অর্থের** অধঃপতন এবং **পণ্যসামগ্রীর** উন্নয়নই সমাজতন্ত্রের সারনির্যাস এবং তার দ্বারা তাঁরা সমাজতন্ত্রকে পর্যবসিত করলেন পণ্যসামগ্রী ও অর্থের মধ্যে বিদ্যমান অবশ্যম্ভাবী পরস্পর-সম্পর্ক বিষয়ে এক প্রাথমিক ভ্রান্ত উপলব্ধিতে।**

* দ্রষ্টব্য, যথা উই. টম্প্‌সন, 'An Inquiry into the Distribution of Wealth', লন্ডন, ১৮২৪; ব্রে, 'Labour's Wrongs and Labour's Remedy', লিড্‌স, ১৮৩৯।

** আলফ্রেদ দারিমোঁ, 'De la réforme des banques', প্যারিস, ১৮৫৬, এটিকে এই অতিনাটকীয় অর্থ-তত্ত্বের এক সংক্ষিপ্তসার বলে গণ্য করা যেতে পারে।

২। বিনিময়ের মাধ্যম

দাম ধার্য হওয়ার ফলে পণ্যসামগ্রী যখন এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যাতে সেগুলি সঞ্চলনের মধ্যে যেতে সক্ষম এবং সোনা যখন অর্থ হিসেবে তার কাজ গ্রহণ করেছে, তখন পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের মধ্যে নিহিত বিরোধগুলি একাধারে উদ্ঘাটিত ও মীমাংসিত হয় সঞ্চলন দ্বারা। পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত বিনিময়, অর্থাৎ সামাজিক বিপাকীয় প্রক্রিয়াটি এমন এক রূপান্তরস্বরূপ যার মধ্যে প্রকাশ পায় পণ্যসামগ্রীর দ্বৈত চরিত্র — ব্যবহার-মূল্য হিসেবে ও বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী; কিন্তু খাশ পণ্যসামগ্রীটির রূপান্তরই আবার একই সঙ্গে অর্থের কতকগুলি রূপের মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে মূর্ত। এই রূপান্তরের বর্ণনা করা মানে সঞ্চলনের বর্ণনা করা। আমরা দেখেছি, পণ্যসামগ্রী পূর্ণ-বিকশিত বিনিময়-মূল্য হয় একমাত্র তখনই, যখন পণ্যসামগ্রীর এক জগৎ এবং ফলত, শ্রম বিভাজনের এক প্রকৃত বিকশিত ব্যবস্থা পূর্বানুমিত; একই ভাবে সঞ্চলন এই কথা পূর্বানুমান করে যে বিনিময়-কর্ম সর্বত্র ঘটছে এবং তা ক্রমাগত নতুন রূপ লাভ করছে। এ কথাও তা পূর্বানুমান করে নেয় যে পণ্যসামগ্রী বিনিময়-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে এক **নির্ধারিত দাম** নিয়ে; ভাষান্তরে, বিনিময়ের সময়ে তারা এক দ্বৈত রূপে, পরস্পরের সম্মুখীন বলে **মনে হয়** — প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে এবং নামত (দামে) বিনিময়-মূল্য হিসেবে।

লণ্ডনের কর্মব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে রয়েছে অজস্র দোকান, সেগুলির শো-কেসে দেখানো আছে পৃথিবীর সমস্ত বৈভব: ভারতীয় শাল, মার্কিন রিভলভার, চীনা পোর্সিলিন, প্যারিসীয় কাঁচুলি, রাশিয়ার ফার এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলির মশলা; কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক জিনিসের গায়েই লাগানো রয়েছে বিশ্রী, সাদা কাগজের লেবেল, তাতে আছে আরবী অঙ্ক এবং তার পরে পাউণ্ড শিলিং পেন্স নামক প্রতীক। পণ্যসামগ্রীকে এইভাবেই সঞ্চলনের ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়।

ক) পণ্যসামগ্রীর রূপান্তর

খ‍ুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট দুটি পৃথক ধরনের প্রদক্ষিণপথ আছে। পণ্যসামগ্রীকে যদি '**প**' দিয়ে বোঝানো হয়, এবং অর্থ বোঝানো হয় '**অ**' দিয়ে, তা হলে দুটি প্রদক্ষিণপথকে উপস্থিত করা যায় এইভাবে:

প — অ — প

অ — প — অ

এই অংশে আমাদের একমাত্র বিবেচ্য হল প্রথম প্রদক্ষিণপথটি, অর্থাৎ যেটি পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে।

প — অ — প প্রদক্ষিণপথটিকে বিভক্ত করা যেতে পারে **প — অ** গতিতে, অর্থের জন্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়, বা **বিক্রয়ে**; বিপরীত গতি **অ—প,** পণ্যসামগ্রীর জন্য অর্থের বিনিময়, বা **ক্রয়ে**; এবং **প—অ—প** এই দুটি গতির ঐক্য, অর্থের জন্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময় যাতে পণ্যসামগ্রীর জন্য অর্থ বিনিময় করা যায়; ভাষান্তরে, **ক্রয়** করার উদ্দেশ্যে **বিক্রয়** করা। এই লেনদেন যার মধ্যে শেষ হয় সেই পরিণতিটা হল **প — প,** অর্থাৎ একটি পণ্যসামগ্রীর জন্য আরেকটি পণ্যসামগ্রী বিনিময়, বস্তুর প্রকৃত বিনিময়।

প্রথম পণ্যসামগ্রীটির প্রস্থান-বিন্দু থেকে বিবেচনা করলে, **প — অ — প** হল তার সোনায় পরিবর্তন এবং সোনা থেকে তার পুনরায় পণ্যসামগ্রীতে পরিবর্তনের পরিচায়ক; অর্থাৎ এমন এক গতি যেখানে শুরুতে পণ্যসামগ্রী দেখা দেয় এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, তার পরে অস্তিত্বের এই রূপটি পরিত্যাগ করে গ্রহণ করে বিনিময়-মূল্যের বা সর্বজনীন তুল্যমূল্যের রূপ -- তার স্বাভাবিক রূপ থেকে তা একেবারে আলাদা — শেষ পর্যন্ত এই রূপটিও পরিত্যাগ করে আবির্ভূত হয় বিশেষ চাহিদা পূরণক্ষম এক প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। এই সর্বশেষ রূপে তা সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে চলে যায়, প্রবেশ করে উপভোগের ক্ষেত্রে। এইভাবে শুরুতেই, সমগ্র **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথটি হল সেই রূপান্তরের গোটা পারম্পর্যের পরিচায়ক, প্রতিটি পণ্যসামগ্রী যার মধ্য দিয়ে গিয়ে পরিণত হয় তার মালিকের প্রত্যক্ষ ব্যবহার-মূল্যে। প্রথম রূপান্তরটি ঘটে

প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায় **প — অ**-তে; দ্বিতীয়টি ঘটে দ্বিতীয় পর্যায় **অ — প**-তে, আর এই সমগ্র প্রদক্ষিণপথটি হল পণ্যসামগ্রীর curriculum vitae [জীবন-বৃত্তান্ত]। কিন্তু **প — অ — প** চক্রটি একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীর সম্পূর্ণ রূপান্তরের পরিচায়ক একমাত্র এই কারণে যে তা একই সঙ্গে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর নির্দিষ্ট আংশিক রূপান্তরগুলির যোগফলও বটে। কারণ প্রথম পণ্যসামগ্রীটির প্রতিটি রূপান্তর হল আরেকটি পণ্যসামগ্রীতে তার রূপান্তর, অতএব দ্বিতীয় পণ্যসামগ্রীটির প্রথম পণ্যসামগ্রীতে রূপান্তর; সুতরাং, এ হল দ্বিবিধ রূপান্তর, তা সংঘটিত হয় চক্রটির একটি স্তরে। শুরুতেই, **প — অ — প** চক্রটির নিরসন যার মধ্যে হয়, সেই বিনিময়ের দুটি পর্যায়ের প্রতিটি আমরা পৃথকভাবে বিবেচনা করব।

প — অ কিংবা বিক্রয়: প, পণ্যসামগ্রী, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিছক এক বিশেষ ব্যবহার-মূল্য, যথা এক টন লোহা হিসেবে নয়, বরং এক নির্দিষ্ট দামের, ধরুন ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স বা এক আউন্স সোনার, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে। দামটা এক দিকে যেমন লোহায় অনুস্যূত শ্রম-সময়ের পরিমাণের, অর্থাৎ তার মূল্যের সূচক, তেমনি লোহাকে সোনায় পরিবর্তিত করার, অর্থাৎ লোহায় অনুস্যূত শ্রম-সময়কে সর্বজনীন সামাজিক শ্রম-সময়ে পরিবর্তিত করার সাধু ইচ্ছারও পরিচায়ক। এই রূপান্তর যদি ঘটতে না-পারে তা হলে সেই এক টন লোহা শুধু যে একটি পণ্যসামগ্রী থাকে না তাই নয়, তা এক উৎপন্ন সামগ্রীও থাকে না; তা একটি পণ্যসামগ্রী একমাত্র এই কারণে যে তার মালিকের কাছে সেটি ব্যবহার-মূল্য নয়, অর্থাৎ তার শ্রম একমাত্র তখনই প্রকৃত শ্রম যখন তা অপরের কাছে উপযোগী শ্রম, এবং তা তার কাছে উপযোগী একমাত্র তখনই, যখন তা বিমূর্ত সাধারণ শ্রম। সুতরাং, লোহার বা তার মালিকের কাজ হল পণ্যসামগ্রীর জগতে সেই স্থানটি খুঁজে পাওয়া যেখানে লোহা সোনাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সরল সঞ্চলনের এই বিশ্লেষণে আমরা যেমন ধরে নিয়েছি তেমনভাবে প্রকৃতই যদি বিক্রয় ঘটে, তা হলে এই অসুবিধা পণ্যসামগ্রীর এই salto mortale [সাংঘাতিক লাফ] দূর হয়। এই হস্তান্তরণের ফলে — অর্থাৎ, যার কাছে তা অ-ব্যবহার-মূল্য সেই ব্যক্তির কাছ থেকে যার কাছে তা ব্যবহার-মূল্য সেই ব্যক্তির হাতে তা হস্তান্তরিত হওয়ায় — সেই এক টন লোহা বস্তুতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠে এবং যুগপৎ তার দাম উশুল হয়, এবং

নিতান্ত কাল্পনিক সোনা পরিবর্তিত হয় প্রকৃত সোনায়। 'এক আউন্স সোনা' বা ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স কথাটি এখন প্রতিস্থাপিত হয়েছে এক আউন্স প্রকৃত সোনা দিয়ে, কিন্তু সেই এক টন লোহা অদৃশ্য হয়েছে। **প — অ** বিক্রয়কর্মটি শুধু যে পণ্যসামগ্রীকে — দামের সাহায্যে যা নামত সোনায় পরিণত হয়েছিল — প্রকৃতই সোনায় পরিণত করে তাই নয়, বরং মূল্যের পরিমাপ হিসেবে যা শুধু নামত সোনা ছিল এবং বস্তুতপক্ষে কাজ করত শুধু পণ্যসামগ্রীর অর্থ-নাম হিসেবে, সেই সোনাও একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয় প্রকৃত অর্থতে।* সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য সোনার হিসাবে পরিমাপ হয়েছিল বলে সোনা যেমন হয়ে উঠেছিল নামত সর্বজনীন তুল্যমূল্য, তেমনি এখন, তার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন হস্তান্তরণের ফলে — আর যে-পদ্ধতিতে এই সর্বজনীন হস্তান্তরিত সাধিত হয় তা হল **প — অ** বিক্রয়কর্ম — তা হয়ে ওঠে পরমভাবে হস্তান্তরিত পণ্যসামগ্রী, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ। কিন্তু সোনা প্রকৃত অর্থ হয় বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে, তার একমাত্র কারণ পণ্যসামগ্রীর দামে প্রকাশিত বিনিময়-মূল্য ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে নামিক সোনায়।

প — অ বিক্রয়কর্মের সময়ে, এবং সেইভাবে **অ — প** ক্রয়কর্মের সময়ে দুটি পণ্যসামগ্রী অর্থাৎ, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্যের এককগুলি, পরস্পরের সম্মুখীন হয়; কিন্তু পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে বিনিময়-মূল্যের অস্তিত্ব শুধু নামত তার দাম হিসেবে; অথচ সোনার ক্ষেত্রে, তার প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য থাকলেও, তার ব্যবহার-মূল্য শুধু বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক, এবং সেই হেতু নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যবহার-মূল্য, কোনো প্রকৃত একটি প্রয়োজনের সঙ্গে তা সম্পর্কিত নয়। ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময় মূল্যের দ্বন্দ্ব এইভাবে সমবর্তিত হয় **প — অ**-র দুই চরম প্রান্তে, যার ফলে সোনার ব্যাপারে পণ্যসামগ্রী পরিচায়ক হয় ব্যবহার-মূল্যের, যার নামিক বিনিময়-মূল্য, দাম, তখনও সোনায় উশুল হওয়া বাকি; অন্য দিকে পণ্যসামগ্রীর

* 'অর্থ দুই প্রকার, নামিক ও প্রকৃত; এবং তা ব্যবহার করা যায় পৃথক দু-ভাবে, বস্তুসমূহের মূল্য পরিমাপ করার জন্য এবং সেগুলি ক্রয় করার জন্য। নামিক অর্থ প্রকৃত অর্থের মতোই বস্তুসমূহের মূল্য-নির্ণয়ের উপযুক্ত, এমন কি তা আরও ভালো হতে পারে। ...যেসমস্ত বস্তুর মূল্য-নির্ণয় করা হয়েছে সেগুলি ক্রয় করার জন্যও অর্থ ব্যবহৃত হয়। ...দাম ও চুক্তি হিসাব করা হয় নামিক অর্থে এবং কার্যকর করা হয় প্রকৃত অর্থে' (গালিয়ানি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১২ এবং তার পর)।

ব্যাপারে সোনা পরিচায়ক হয় বিনিময়-মূল্যের যার আনুষ্ঠানিক ব্যবহার-মূল্য তখনও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে এক বৈষয়িক রূপ পরিগ্রহ করা বাকি। পণ্যসামগ্রীর মধ্যে সহজাত দ্বন্দ্বের নিরসন হয় শুধু পণ্যসামগ্রীর এই দ্বিধাবিভক্তির কারণে, যার ফলে তা দেখা দেয় পণ্যসামগ্রী ও সোনা হিসেবে, এবং আবার, যে-সম্পর্কের মধ্যে প্রতিটি চরম প্রান্ত সেখানেই নামিক যেখানে তার বিপরীতটা প্রকৃত এবং সেখানেই প্রকৃত যেখানে তার বিপরীতটা নামিক, সেই দ্বৈত ও বিপরীত সম্পর্কের দরুন; ভাষান্তরে তার নিরসন হয় শুধু দ্বিপার্শ্বিক বিপরীত মেরু হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে উপস্থিত করার সাহায্যে।

এ পর্যন্ত আমরা **প — অ**-কে বিবেচনা করেছি বিক্রয়কর্ম হিসেবে, একটি পণ্যসামগ্রীর অর্থে পরিবর্তন হিসেবে। কিন্তু যদি আমরা বিপরীত দিক থেকে তা বিবেচনা করি তা হলে সেই একই লেনদেন, বিপরীতপক্ষে, দেখা দেয় **অ — প**, ক্রয়কর্ম হিসেবে, একটি পণ্যসামগ্রীতে অর্থের পরিবর্তন হিসেবে। একটি বিক্রয়কর্ম অবশ্যম্ভাবীরূপে ও যুগপৎ তার বিপরীত, একটি ক্রয়কর্ম; লেনদেনটিকে এক দিক দিয়ে দেখলে তা বিক্রয়কর্ম এবং অন্য দিক দিয়ে দেখলে ক্রয়কর্ম। ভাষান্তরে, লেনদেনগুলির মধ্যে পার্থক্য বাস্তবিকপক্ষে শুধু এই যে **প — অ** ক্রিয়ায় উদ্যোগটা আসে পণ্যসামগ্রীর অথবা বিক্রেতার দিক থেকে, আর **অ — প** ক্রিয়ায় তা আসে অর্থ বা ক্রেতার দিক থেকে। আমরা যখন পণ্যসামগ্রীর প্রথম রূপান্তর, প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায়ের ফলে তার অর্থে রূপান্তর বর্ণনা করি, তখন আমরা একই সঙ্গে পূর্বানুমান করে নিই যে আরেকটি পণ্যসামগ্রীও ইতিমধ্যে অর্থে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এবং তাই এখন তা রয়েছে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে, **অ — প** ক্রিয়ায়। এইভাবে আমরা আটকে পরি পূর্বানুমানের এক দুষ্ট চক্রে। বস্তুতপক্ষে, সঞ্চলনই এই দুষ্ট চক্র। আমরা যদি **প — অ** ক্রিয়ায় **অ**-কে আরেকটি পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের অন্তর্গত বলে গণ্য না-করি তা হলে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে বিনিময় ক্রিয়াকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দিই। কিন্তু প্রক্রিয়া থেকে তাকে যদি পৃথক করা হয় তা হলে **প — অ** পর্যায়টি অদৃশ্য হয়ে যায়, থাকে শুধু পরস্পরের সম্মুখীন দুটি পণ্যসামগ্রী, যথা লোহা ও সোনা, যার বিনিময় এই চক্রটির সুস্পষ্ট অংশ নয়, বরং প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়। সোনা যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে তা অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীরই মতো পণ্যসামগ্রী। তার আপেক্ষিক মূল্য ও লোহা অথবা অন্য কোনো পণ্যসামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্য সেখানে প্রতিফলিত

হয় সেই পরিমাণের মধ্যে, যে-পরিমাণে সেগুলি পরস্পরের জন্য বিনিময়-কৃত হয়। কিন্তু এই লেনদেন সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় পূর্বানুমিত, সোনার মূল্য ইতিমধ্যেই প্রদত্ত হয়েছে পণ্যসামগ্রীর দামে। অতএব, একথা ধরে নেওয়াটা একান্তই ভুল হবে যে **সঞ্চলনের কাঠামোর** মধ্যে, সোনা ও পণ্যসামগ্রীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের সম্পর্ক এবং ফলত, তাদের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয় সরল পণ্যসামগ্রী হিসেবে তাদের বিনিময় দিয়ে। মনে হয় যেন সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় সোনা বিনিময় করা হয়েছে শুধু অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বদলে একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে, কিন্তু এই বিভ্রম দেখা দেয় শুধু এই কারণে যে একটি নির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রীর এক নির্দিষ্ট পরিমাণকে সমান করে দেওয়া হয় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার দামের সাহায্যে: অর্থাৎ, তার তুলনা করা হয় সর্বজনীন তুল্যমূল্য. অর্থ হিসেবে সোনার সঙ্গে, এবং **ফলত,** সোনার বদলে প্রত্যক্ষভাবে তা বিনিময় করা যায়। যতদূর পর্যন্ত একটি পণ্যসামগ্রীর দাম সোনায় **উশুল হয়,** ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীটি বিনিময় করা হয় পণ্যসামগ্রী হিসেবে, শ্রম-সময়ের এক বিশেষ বাস্তবায়ন হিসেবে সোনার বদলে; কিন্তু যতদূর পর্যন্ত সোনায় যা উশুল হয় সেটা পণ্যসামগ্রীর **দাম,** ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীটি বিনিময় করা হয় অর্থ হিসেবে সোনার বদলে, পণ্যসামগ্রী হিসেবে নয়, অর্থাৎ সর্বজনীন শ্রম-সময়ের বাস্তবায়ন হিসেবে সোনার বদলে। কিন্তু সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় যে-পরিমাণ সোনার জন্য পণ্যসামগ্রীটি বিনিময় করা হয়, তা উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় বিনিময়ের সাহায্যে নয়, বরং বিনিময়ই নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীটির দাম দিয়ে, সোনার হিসাবে অঙ্ক-কষা তার বিনিময়-মূল্য দিয়ে।*

সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার ভিতরে সোনা সব সময়েই **প — অ** বিক্রয়কর্মের ফলে লব্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু **প — অ,** বিক্রয়কর্ম যেহেতু যুগপৎ **অ — প,** ক্রয়কর্মও বটে, সেই হেতু এ কথা স্বপ্রকাশ যে, প্রক্রিয়াটি যে-পণ্যসামগ্রী শুরু করে সেই **প** তার প্রথম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, অন্য যে-পণ্যসামগ্রীটি বিপরীত চরম প্রান্ত থেকে **অ** রূপে তার সম্মুখীন, সেটি

* এতে অবশ্য পণ্যসামগ্রীর বাজার-দর সেগুলির মূল্যের উপরে ওঠার বা নিচে নামার বাধা হয় না। কিন্তু এই বিষয়টা সরল সঞ্চলনের পরিধির বাইরে, তা একেবারে ভিন্ন একটি ক্ষেত্রের অন্তর্গত, সেটি পরে বিবেচিত হবে, সেই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব মূল্য ও বাজার-দরের সম্পর্ক।

যায় তার দ্বিতীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, এবং তাই তা যায় প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, আর প্রথম পণ্যসামগ্রীটি তখনও থাকে তার প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায়ে।

সঞ্চলনের প্রথম স্তরের, বিক্রয়ের পরিণতি যোগায় অর্থ, দ্বিতীয় স্তরের প্রস্থান-বিন্দু। পণ্যসামগ্রীটির প্রথম রূপটিকে অপসৃত করে তার স্থান এখন গ্রহণ করেছে সোনালী তুল্যমূল্য। এই পরিণতির শুরুতে একটা যতি থাকতে পারে, কারণ পণ্যসামগ্রীটি এখন এক বিশেষ স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার মালিকের হাতে যে-পণ্যসামগ্রীটি ব্যবহার-মূল্য ছিল না, সেটি এখন রয়েছে এমন রূপে যেখানে তা সর্বদাই উপযোগী বলে বিনিময় করা যায় এবং তা নির্ভর করে পণ্যসামগ্রীর জগতে কখন কোথায় তা আবার সঞ্চলনের মধ্যে ছাড়া হবে সেই পরিস্থিতির উপরে। সোনালী শূঙ্গাবস্থা পণ্যসামগ্রীটির জীবনে এক স্বতন্ত্র পর্যায়, এই পর্যায়ে সে থাকতে পারে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অথবা দীর্ঘ কাল। ক্রয় ও বিক্রয়কর্মের পৃথগ্‌ভবন ও স্বাতন্ত্র্য বিনিময়-মূল্য স্রষ্টা শ্রমের এক সাধারণ লক্ষণ, পক্ষান্তরে দ্রব্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিযুক্ত ব্যবহার-মূল্যের বিনিময় আরেকটি বিযুক্ত ব্যবহার-মূল্যের বিনিময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ক্রয়কর্ম, অ — প হল **প — অ**-র বিপরীত গতি এবং সেই সঙ্গে পণ্যসামগ্রীটির দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত রূপান্তর। সোনা হিসেবে কিংবা সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে গণ্য করলে পণ্যসামগ্রীকে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের দিক দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা যায়, সবগুলিই তাদের দামের মধ্য দিয়ে সোনাকে চায় তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা হিসেবে, এবং একই সঙ্গে তারা ইঙ্গিত দেয় সেই মূলসুরের যেটি ধ্বনিত হলে তাদের দেহ, ব্যবহার-মূল্য, বদলে যাবে অর্থের দিকে, আর তাদের আত্মা, বিনিময়-মূল্য পরিণত হবে সোনায়। পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরণের সাধারণ ফল হল পরমভাবে হস্তান্তরিত পণ্যসামগ্রী। সোনার পণ্যসামগ্রীতে পরিবর্তনের কোনো গুণগত সীমা নেই, আছে শুধু এক পরিমাণগত সীমা, এই বিষয়টি যে সোনার পরিমাণ, কিংবা তা যে মূল্যের পরিচায়ক সেটা সীমিত। "সব কিছু কিনব' — সোনার উক্তি।' যেহেতু পণ্যসামগ্রী তার নিজের দাম ও অন্য কারও অর্থের ব্যবহার-মূল্য উশুল করে **প — অ** গতিতে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে তার হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, সেই হেতু তার নিজের ব্যবহার-মূল্য ও অন্য পণ্যসামগ্রীর দাম সে উশুল করে **অ — প** গতিতে বিনিময়-

ম্ল্যে হিসেবে তার হস্তান্তরণের মধ্য দিয়ে। তার দাম উশ্ল করে পণ্যসামগ্রী যেমন য্গপৎ সোনাকে প্রকৃত অর্থে পরিণত করে, ঠিক তেমনি তার প্নঃ-হস্তান্তরণ দ্বারা সে সোনাকে পরিবর্তিত করে তার [পণ্যসামগ্রীর] নিজস্ব নিতান্ত উত্তরণকালীন অর্থ র্পে। পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনে এক অগ্রসর শ্রম বিভাজন এবং সেই হেতু ব্যক্তির পক্ষ থেকে চাহিদার বৈচিত্র্যও প্র্বান্মিত বলে — তার নিজস্ব উৎপাদনের সংকীর্ণ পরিধির সঙ্গে এই বৈচিত্র্যের সম্পর্কটা উল্টো — **অ** — **প** ক্রয়কর্মটি কখনও-কখনও তুল্যম্ল্য হিসেবে একটি পণ্যসামগ্রীর সমীকরণ হয়, এবং অন্য সময়ে হয় ক্রেতার চাহিদা ও তার হাতে অর্থের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত পণ্যের কতকগ্লি তুল্যম্ল্য। একটি বিক্রয়কর্ম যেমন একই সঙ্গে একটি ক্রয়কর্মও হতে হবে, তেমনি ক্রয়কর্মটিও একই সঙ্গে হবে বিক্রয়কর্ম; **অ** — **প** য্গপৎ **প** — **অ**, কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্যোগটা গ্রহণ করে সোনা বা ক্রেতা।

প — **অ** — **প** এই সম্প্র্ণ প্রদক্ষিণপথটিতে ফিরে এলে আমরা দেখতে পাই যে তার মধ্যে একটি পণ্যসামগ্রী তার র্পান্তরের সমগ্র পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই পণ্যসামগ্রীটি যেই তার প্রদক্ষিণপথের প্রথম পর্যায়টি শ্র্ করে এবং প্রথম র্পান্তরের মধ্যে যায়, আরেকটি পণ্যসামগ্রী শ্র্ করে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়, যায় তার দ্বিতীয় র্পান্তরের মধ্য দিয়ে এবং সঞ্চলন থেকে বাদ পড়ে যায়; অন্য দিকে, প্রথম পণ্যসামগ্রীটি প্রবেশ করে প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যায় তার দ্বিতীয় র্পান্তরের মধ্য দিয়ে এবং সঞ্চলন থেকে বাদ পড়ে যায়, আর তৃতীয় একটি পণ্যসামগ্রী প্রবেশ করে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে, যায় তার চক্রগতির প্রথম পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং সম্পন্ন করে তার প্রথম র্পান্তর। এই ভাবে একটি পণ্যসামগ্রীর পরিপ্র্ণ র্পান্তরের পরিচায়ক **প** — **অ** — **প** এই মোট প্রদক্ষিণপথটি য্গপৎ দ্বিতীয় একটি পণ্যসামগ্রীর এক পরিপ্র্ণ র্পান্তরেব শেষ ও তৃতীয় একটি পণ্যসামগ্রীর এক পরিপ্র্ণ র্পান্তরের শ্র্; স্তরাং, তা হল এমন এক পরম্পরামালা যার শ্র্ অথবা শেষ নেই। তা দেখানোর জন্য এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য **প**-কে দ্টি চরম প্রান্তে বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমরা প্থক-প্থক প্রতীক ব্যবহার করব, যথা **প**′ — **অ** — **প**′′। বস্তুতপক্ষে, প্রথম **প**′ — **অ** রাশিটি এ কথা প্র্বান্মান করে নেয় যে **অ** হল আরেকটি **প** — **অ**-র পরিণতি এবং সেই হেতু তা শ্ধ্ **প** — **অ** — **প**′ প্রদক্ষিণপথের শেষ রাশি আব দ্বিতীয়

অ — প″ রাশিটি বোঝায় যে এর ফল হবে **প**″ — অ, এবং তা হল **প**″ — **অ** — **প**‴ প্রদক্ষিণপথের প্রথম রাশি, ইত্যাদি। অধিকন্তু, এ কথা স্বপ্রকাশ যে **অ** যদিও **একটিমাত্র** বিক্রয়কর্মের পরিণতি, শেষ **অ — প** রাশিটি (**অ** — **প**′)+(**অ** — **প**″)+(**অ** —**প**‴) প্রভৃতি রূপ ধারণ করতে পারে; ভাষান্তরে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে অসংখ্য ক্রয়কর্মে, অর্থাৎ অসংখ্য বিক্রয়কর্মে এবং তাই পণ্যসামগ্রীর নতুন পরিপূর্ণ রূপান্তরের অসংখ্য প্রথম রাশিতে। এইভাবে, একটি পণ্যসামগ্রীর পরিপূর্ণ রূপান্তর শুরু বা শেষহীন রূপান্তরের একটিমাত্র ক্রমের শুধু একটি গ্রন্থি নয়, বরং এ রকম বহু ক্রমের গ্রন্থি, তাই পণ্যসামগ্রীর জগতের সঞ্চলন -- যেহেতু প্রতিটি পণ্যসামগ্রীই **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথের মধ্য দিয়ে যায় -- এই গতি-পরম্পরার এক সীমাহীন জটিল জালস্বরূপ, সে গতি সীমাহীন সংখ্যক বিভিন্ন স্থানে নিয়ত শেষ হয় এবং নিয়ত নতুন করে শুরু হয়। কিন্তু প্রতিটি আলাদা বিক্রয়কর্ম বা ক্রয়কর্ম এক স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন লেনদেন হিসেবে থাকে, তার ক্রমানুবর্তন স্বরূপ তার পরিপূরক লেনদেন যে অব্যবহিত পরেই ঘটবে এমন কোনো কথা নেই, বরং তার কাছ থেকে তা পৃথক হতে পারে সময়গতভাবে ও স্থানগতভাবে। একটি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যে রূপান্তর ও আরেকটি পণ্যসামগ্রীর অর্থে রূপান্তরের, অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচায়ক প্রতিটি বিশেষ চক্র **প** — অ বা অ — **প** উভয় পক্ষের এক পৃথক বিরতিস্বরূপ বলে, এবং অন্য দিকে যেহেতু সমস্ত পণ্যসামগ্রী তাদের দ্বিতীয় রূপান্তর শুরু করে, অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রাস্থলে এসে দাঁড়ায় সর্বজনীন তুল্যমূল্য সোনার রূপে, যে-রূপটি তাদের সকলের পক্ষেই অভিন্ন, সেই হেতু সঞ্চলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় যে কোনো **অ — প** যে কোনো বিশেষ **প — অ**-র পরে আসতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো পণ্যসামগ্রীর জীবন-চক্রের দ্বিতীয় অংশ অন্য যে কোনো পণ্যসামগ্রীর জীবন-চক্রের প্রথম অংশের অনুগামী হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **ক** লোহা বিক্রি করল ২ পাউন্ড দামে, তাই **প — অ** বা পণ্যসামগ্রী লোহার প্রথম রূপান্তর ঘটল, কিন্তু আপাতত **ক** আর কিছু কিনল না। একই সময়ে, দু-সপ্তাহ আগে ৬ পাউন্ড দামে দুই কোয়ার্টার গম যে বিক্রি করেছিল সেই **খ** 'মোজেজ অ্যান্ড সন' থেকে সেই ৬ পাউন্ড দিয়ে একটি কোট ও ট্রাউজার্স কিনল, এবং তার দ্বারা সে সম্পূর্ণ করল **অ — প** ক্রিয়া, অথবা পণ্যসামগ্রী গমের দ্বিতীয়

রূপান্তর। দুটি লেনদেন **অ — প** ও **প — অ** একই ক্রমের অংশ বলে প্রতিভাত হয় একমাত্র এই কারণে যে **অ** [অর্থ বা] সোনা হিসেবে সব পণ্যসামগ্রীই এক রকম দেখায় এবং সোনা রূপান্তরিত লোহা বা রূপান্তরিত গম যারই পরিচায়ক হোক না কেন, তার চেহারা অন্য রকম দেখায় না। সুতরাং, সঞ্চলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ায় **প — অ — প** এক অত্যন্ত এলোমেলো সমাপতন ও বিভিন্ন সম্পূর্ণ রূপান্তরের বহুবিধ পর্যায়ের অনুক্রমের পরিচায়ক। অতএব সঞ্চলনের আসল প্রক্রিয়া **প্রতিভাত হয়** পণ্যসামগ্রীর এক পরিপূর্ণ রূপান্তর হিসেবে নয়, অর্থাৎ বিপরীত পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে তার চলা হিসেবে নয়, বরং অসংখ্য এমন কতকগুলি ক্রয় ও বিক্রয়কর্মের নিছক পুঞ্জীভূত রূপ হিসেবে, যেগুলি দৈবাৎ ঘটে যুগপৎ, অথবা পর-পর। প্রক্রিয়াটি তদনুযায়ী তার বিশিষ্ট রূপ হারায়, বিশেষ করে প্রতিটি আলাদা লেনদেন, যেমন একটি বিক্রয়কর্ম যুগপৎ তার বিপরীত, এবং একটি ক্রয়কর্ম আবার তার বিপরীত বলে। অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীর জগতে রূপান্তরই সঞ্চলনের প্রক্রিয়াকে গঠন করে এবং রূপান্তরকে তাই সঞ্চলনের সমগ্র গতির মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে। এই প্রতিফলন বিচার করে দেখা হবে পরবর্তী অংশে। এখানে আমরা শুধু এইটুকু বলব যে **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথের দুটি চরম প্রান্তের প্রত্যেকটিতে **প**-এর একটা পৃথক আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক আছে **অ**-র সঙ্গে। প্রথম **প** একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী, সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী হিসেবে অর্থের সঙ্গে যার তুলনা হয়, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী হিসেবে অর্থের তুলনা হয় এক-একটি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে। **প — অ — প** সূত্রটিকে তাই পর্যবসিত করা যায় বিমূর্ত যুক্তিবিজ্ঞানগত অনুমানবাক্যে: **বি — স — ব্য**, যেখানে বিশেষতা হল প্রথম চরম প্রান্ত, সর্বজনীনতা হল সাধারণ মধ্য রাশির বৈশিষ্ট্যসূচক এবং ব্যক্তিতা হল শেষ চরম প্রান্তের সূচক।

পণ্যসামগ্রী-মালিকরা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল পণ্যসামগ্রীর রক্ষক হিসেবে। এই ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সম্মুখীন হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার বিপ্রতীপ ভূমিকায়, একজন একটি চিনির পিণ্ডের মূর্তিতে, আরেকজন সোনার। চিনির পিণ্ডটা যেভাবে সোনা হয়ে যায়, ঠিক সেই ভাবেই বিক্রেতা হয়ে যায় একজন ক্রেতা। এই বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্র অতএব কোনো মতেই ব্যক্তিগত মানব চরিত্রের দরুন নয়, বরং পণ্যসামগ্রীর বিশেষ

র্পে যারা তাদের সামগ্রী উৎপাদন করে সেই ব্যক্তিদের বিনিময় সম্পর্কের দর্ন। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক এত কম মাত্রায় বিশ্দ্ধ ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিচায়ক যে তারা এই সম্পর্কে আবদ্ধ হয় একমাত্র ততদ্রেই যতদ্র পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিগত শ্রম অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, অর্থাৎ, অর্থে পরিণত হয় অ-ব্যক্তিগত শ্রম হিসেবে। স্তরাং, ব্র্জোয়া অর্থনৈতিক প্রতির্প এই ক্রেতা ও বিক্রেতাকে মানব ব্যক্তিত্বের শাশ্বত সামাজিক র্প বলে গণ্য করা যেমন অবাস্তব, তেমনই অবাস্তব ব্যক্তিত্বের বিল্প্তির দ্যোতক বলে তাদের সম্পর্কে হা-হ্তাশ করা।* তারা হল উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার এক বিশেষ স্তরে উদ্ভূত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। ব্র্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈর চরিত্র অধিকন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার বিপ্রতীপতায় এমন অগভীর ও আন্ষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পায় যে এই বিপ্রতীপতা প্রাক-ব্র্জোয়া সামাজিক গঠনবিন্যাসের মধ্যে থাকে, কারণ তার জন্য দরকার শ্ধ্ এই যে ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পণ্যসামগ্রী মালিকের সম্পর্ক।

প — অ — প প্রদক্ষিণপথের পরিণতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তা **প — প** বিনিময়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। পণ্যসামগ্রী বিনিময় হল পণ্যসামগ্রীর বদলে, ব্যবহার-ম্ল্য ব্যবহার-ম্ল্যের বদলে, এবং পণ্যসামগ্রীর

* শ্রী ইসাক পেরের-এর 'Leçons sur l'industrie et les finances', প্যারিস, ১৮৩২ থেকে নিম্নলিখিত অংশটি দেখায় যে ক্রয় ও বিক্রয় যার পরিচায়ক সেই বৈরভাবের রীতিমত অগভীর দিকটিও স্কুমার চিত্তব্ত্তিকে গভীরভাবে আহত করতে পারে। এই ইসাকই 'Crédit Mobilier' [২০]-এর উদ্ভাবক ও একনায়ক এবং সেহেতু প্যারিস স্টক এক্সচেঞ্জের এক কুখ্যাত নেকড়ে, এই ঘটনাটাই অর্থনীতির এ রকম ভাবপ্রবণ সমালোচনার প্রকৃত তাৎপর্যের ইঙ্গিতবহ। শ্রী পেরের সে সময়ে ছিলেন সাঁ-সিমোঁর প্রচারক-শিষ্য; তিনি বলছেন: 'ব্যক্তিরা যেহেতু তাদের শ্রমেই হোক অথবা উপভোগেই হোক, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্থক সেই হেতু তারা তাদের নিজ-নিজ ব্ত্তির উৎপন্ন সামগ্রী বিনিময় করে। বস্তুনিচয়-বিনিময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে দেখা দেয় তাদের আপেক্ষিক ম্ল্য নির্ধারণের প্রয়োজন। ম্ল্য ও বিনিময়ের ধারণা তাই ঘনিষ্ঠভাবে য্ক্ত এবং তাদের বর্তমান র্পে উভয়েই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈরভাবের অভিব্যক্তি। ...উৎপন্ন সামগ্রীর ম্ল্য নির্ধারিত হয় একমাত্র এই কারণে যে বিক্রয় ও ক্রয় আছে; ভাষান্তরে, এই কারণে যে সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বৈরভাব আছে। দাম ও ম্ল্য নিয়ে ভাবনা থাকে একমাত্র সেখানেই যেখানে বিক্রয় ও ক্রয় আছে, অর্থাৎ যেখানে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়ার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি লড়াই করতে বাধ্য হয়' (প্র্বোক্ত গ্রন্থ, প্ঃ ২, ৩ এবং তার পর)।

অর্থে রূপান্তর, কিংবা অর্থ হিসেবে পণ্যসামগ্রী নিতান্তই এক মধ্যবর্তী স্তর, তা এই বিপাক ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে পণ্যসামগ্রীর শুধু **বিনিময়ের মাধ্যম** হিসেবে, কিন্তু সাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজিত বিনিময়ের মাধ্যম, অর্থাৎ **সঞ্চলনের মাধ্যম** হিসেবে।*

পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের প্রক্রিয়া **প — প**-তে শেষ হয় এবং তাই শুধু অর্থের মধ্যস্থতায় করা দ্রব্য-বিনিময় হিসেবে দেখা দেয় বলে, কিংবা সাধারণভাবে **প — অ — প** শুধু দুটি বিচ্ছিন্ন চক্রগতিতে আলাদাই হয়ে যায় না বরং তা যুগপৎ তাদের গতিশীল ঐক্য বলে যদি এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে ক্রয় ও বিক্রয়ের শুধু ঐক্যই আছে, পৃথগ্‌ভবন নেই, তা হলে তাতে এমন এক চিন্তার ধরন প্রকাশ পাবে, যার সমালোচনা যুক্তিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে, অর্থনীতির আওতায় নয়। বিনিময়ের ক্রয় ও বিক্রয়ে বিভাজন শুধু সামাজিক বিপাকের পথে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা আদিম, পরম্পরাগতভাবে সাধু ও ভাবাবেগগতভাবে অবাস্তব প্রতিবন্ধকগুলিকেই ধ্বংস করে না, এই প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির সাধারণ বিখণ্ডন ও সেগুলির নিয়ত সংঘাতেরও প্রতিনিধিত্ব করে, সংক্ষেপে তার মধ্যে বিধৃত থাকে বাণিজ্যিক সংকটের সাধারণ সম্ভাবনা, বিশেষত এই কারণে যে পণ্যসামগ্রী ও অর্থের দ্বন্দ্ব বুর্জোয়া শ্রম প্রণালীতে নিহিত সকল দ্বন্দ্বের বিমূর্ত ও সাধারণ রূপ। সুতরাং, অর্থের সঞ্চলন সংকট ব্যতিরেকে হতে পারলেও, অর্থের সঞ্চলন ব্যতিরেকে সংকট হতে পারে না। এর অর্থ শুধু এই যে ব্যক্তিগত বিনিময়ের ভিত্তিতে শ্রম যেখানে এখনও এক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে নি, সেখানে তা অবশ্যই এমন ব্যাপার উৎপন্ন করতে রীতিমত অপারগ, যার পূর্বশর্ত হল বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালীর পূর্ণ বিকাশ। যে সমালোচনা মূল্যবান ধাতুগুলির 'বিশেষ সুবিধা' বিলুপ্ত করে এবং তথাকথিত এক যুক্তিসহ আর্থিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার 'ত্রুটিবিচ্যুতি' দূর করতে চায়, তার প্রগাঢ়তা এতেই

* 'অর্থ শুধু মাধ্যম ও নিমিত্ত, পক্ষান্তরে জীবনকে যা উপকৃত করে সেই পণ্যসামগ্রী হল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।' বুয়াগিইবেয়র, 'Le détail de la France', ১৬৯৭, এজেন দের-এর 'Economistes financiers du XVIIIe siècle', খণ্ড ১, প্যারিস, ১৮৪৩, পৃঃ ২১০।

প্রকাশ পায়। অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ বলে খ্যাত একটি প্রতিজ্ঞা, অন্য দিকে অর্থনৈতিক কৈফিয়তের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। খ্যাতনামা ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর পিতা জেমস মিল বলেছেন:

'বার্ষিক উৎপাদের পরিমাণ ... যাই হোক তা কখনোই বার্ষিক চাহিদার পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। ... যারা একটি বিনিময়কর্ম করে সেই দুজনের একজন শুধু একটা সরবরাহ, অন্য জন শুধু একটা চাহিদা নিয়ে আসে না; তাদের প্রত্যেকেই একটি চাহিদা ও একটি সরবরাহ, দুটিই নিয়ে আসে। . . যে সরবরাহ সে নিয়ে আসে তা হল তার চাহিদার উপকরণ; এবং তার চাহিদা ও সরবরাহ অবশ্য পরস্পরের ঠিক সমান। সুতরাং, কোনো কালে কোনো দেশে একটি পণ্যসামগ্রী বা বিবিধ পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ চাহিদার চাইতে বেশি হবে, সেখানে সমান পরিমাণে অন্য কোনো একটি পণ্যসামগ্রী বা বিবিধ পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ চাহিদার থেকে কম থাকবে না, এমনটি হওয়া অসম্ভব।'*

মিল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন সঞ্চলনের প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ে পর্যবসিত করে, কিন্তু অন্য দিকে তিনি সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত মানবমূর্তি, ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পরোক্ষভাবে টেনে আনেন প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্যে। মিল-এর বিভ্রান্তিকর ভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে যে এমন সময়ও আসে যখন সমস্ত পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা অসম্ভব, যেমন

* নভেম্বর ১৮০৭-এ লন্ডনে উইলিয়ম স্পেন্স-এর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'Britain Independent of Commerce'; এর বক্তব্যকে আরও বিশদ করেছিলেন উইলিয়ম কবেট তাঁর 'Political Register' রচনায়, আরও জঙ্গী এক শিরোনামা দিয়ে: 'Perish Commerce' বা 'বাণিজ্য ধ্বংস করো'। এর বিরুদ্ধে জেমস মিল লেখেন তাঁর 'Defence of Commerce' [২১], এটি প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সালে; তাঁর 'Elements of Political Economy' থেকে উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে যে যুক্তি ছিল, সেই রচনাতেও তিনি সেই যুক্তিই উপস্থিত করেন। এই দক্ষ উদ্ভাবনটিকে জে. বি. সে আত্মসাৎ করে ব্যবহার করেন বাণিজ্যিক সংকটের প্রশ্নে সিস্‌মন্দি ও ম্যালথাসের বিরুদ্ধে তাঁর তর্কযুদ্ধে, এবং এই হাস্যোদ্রেককর prince de la science — তাঁর সমকালীন ম্যালথাস, সিস্‌মন্দি ও রিকার্ডোকে তিনি যে পক্ষপাতহীনতায় সুসংগতভাবে অপব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর গুণপনা সেখানেই -- অর্থশাস্ত্রে কোন নতুন চিন্তা দান করেছেন তা স্পষ্ট ছিল না বলে, ইউরোপ মহাদেশীয় গুণমুগ্ধরা তাঁকে ক্রয় ও বিক্রয়ের এক আধিবিদ্যক সমভার সম্পর্কে এক অমূল্য প্রতিজ্ঞার আবিষ্কর্তা বলে ঘোষণা করেছেন।

১৮৫৭-১৮৫৮-র বাণিজ্যিক সংকটের কোনো-কোনো স্তরে লণ্ডন ও হামবুর্গে বস্তুতই বিক্রেতার চাইতে ক্রেতা বেশি ছিল **একটি** পণ্যসামগ্রীর, **অর্থের** এবং ক্রেতার চাইতে বিক্রেতা বেশি ছিল **অর্থের অন্য সমস্ত রূপের,** অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে। ক্রয় ও বিক্রয়ের আধিবিদ্যক ভারসাম্য এই ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে প্রতিটি ক্রয়কর্মই একটি বিক্রয়কর্ম এবং প্রতিটি বিক্রয়কর্মই একটি ক্রয়কর্ম, কিন্তু পণ্যসামগ্রীর যেসব অধিকারী বিক্রয় করতে না-পারার ফলে ক্রয়ও করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা তেমন সান্ত্বনার বিষয় নয়।*

বিক্রয়কর্ম ও ক্রয়কর্মের পৃথকীকরণ শুধু বাণিজ্যকেই নয়, উৎপাদনকারী ও উপভোক্তার মধ্যে পণ্যসামগ্রীর চূড়ান্ত বিনিময় ঘটার আগে অসংখ্য গৌণ লেনদেনও সম্ভব করে তোলে। এইভাবে তা বিরাট সংখ্যক পরগাছাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উপরে আক্রমণ চালাতে ও এই পৃথকীকরণের সুযোগ নিতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু এর অর্থ আবার শুধু এই যে বুর্জোয়া সমাজে শ্রমের সর্বজনীন রূপ, অর্থ সহজাত দ্বন্দ্বের বিকাশ সম্ভব করে তোলে।

* অর্থনীতিবিদরা কীভাবে পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন তা দেখা যায় নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে:

'অর্থ হাতে থাকলে আমাদের কাম্য বস্তুটি লাভ করার জন্য একটিমাত্র বিনিময় ক্রিয়া করতে হয়, অথচ অন্যান্য উদ্বৃত্ত সামগ্রী দিয়ে আমাদের করতে হয় দুটি, তার প্রথমটি (অর্থ যোগাড় করা) দ্বিতীয়টির চাইতে সীমাহীনভাবে বেশি কষ্টসাধ্য' (জর্জ অপডাইক, 'A Treatise on Political Economy', নিউ ইয়র্ক, ১৮৫১, পৃঃ ২৮৭-২৮৮)।

'অর্থের অধিকতর বিক্রয়যোগ্যতা হল পণ্যসামগ্রীর কম বিক্রয়যোগ্যতার যথার্থ ফল বা স্বাভাবিক পরিণতি' (টমাস করবেট, 'An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals, etc.', লণ্ডন, ১৮৪১, পৃঃ ১১৭)।

'অর্থ যার পরিমাপ করে তার বদলে সর্বদা বিনিময়যোগ্য হওয়ার গুণ... অর্থের রয়েছে' (বজান্কেট, 'Metallic, Paper and Credit Currency, etc.', লণ্ডন, ১৮৪২, পৃঃ ১০০)।

'অর্থ সর্বদাই অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে, পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সর্বদা অর্থ ক্রয় করতে পারে না' (টমাস টুক, 'An Inquiry into the Currency Principle', ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৪৪, পৃঃ ১০)।

খ) অর্থের সঞ্চলন

প্রথমত প্রকৃত সঞ্চলন হল যুগপৎ ঘটমান কতকগুলি এলোমেলো ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম। ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যসামগ্রী ও অর্থ পরস্পরের সম্মুখীন হয় একই ভাবে; বিক্রেতা পণ্যসামগ্রীর প্রতিভূ, ক্রেতা অর্থের। সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থ তাই সর্বদাই দেখা দেয় **ক্রয়ের উপায়** হিসেবে, এবং তা এই ঘটনাটিকে অস্পষ্ট করে দেয় যে পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের বিপ্রতীপ পর্যায়গুলিতে তা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

যে লেনদেনে পণ্যসামগ্রী ক্রেতার হাতে হস্তান্তরিত হয় সেই লেনদেনেই বিক্রেতার হাতে অর্থ চলে আসে। পণ্যসামগ্রী ও অর্থ এইভাবে যায় বিপরীত দিকে, এবং এই স্থান-পরিবর্তন — যেটা হওয়ার সময়ে পণ্যসামগ্রী চলে যায় এক দিকে এবং অর্থ অন্য দিকে — যুগপৎ ঘটে বুর্জোয়া সমাজের গোটা উপরিভাগ জুড়ে এক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্থানে। কিন্তু সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর প্রথম চলাটা তার শেষ চলাও বটে।* সোনা তার দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলে (**প — স**), অথবা তা সোনার দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলে (**অ — প**), পণ্যসামগ্রীটি তার স্থান পরিবর্তন করুক বা না করুক, একটিমাত্র চলার, একটিমাত্র স্থান-পরিবর্তনের ফলে তা সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে বিদূরিত হয়ে চলে যায় উপভোগের ক্ষেত্রে। সঞ্চলন হল পণ্যসামগ্রীর, যদিও সর্বদাই বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর এক বিরামহীন গতি, এবং প্রতিটি পণ্যসামগ্রীর চলা মাত্র একবারই। প্রত্যেক পণ্যসামগ্রী তার প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করে সেই একই পণ্যসামগ্রী হিসেবে নয়, পৃথক এক পণ্যসামগ্রী হিসেবে, অর্থাৎ, সোনা হিসেবে। রূপান্তরিত পণ্যসামগ্রীর গতি তাই সোনার গতি। **প — অ** লেনদেনে যে মুদ্রা বা সোনার টুকরোটি একটি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করেছিল সেই মুদ্রা ও ঠিক সেই রকম সোনার টুকরোই আবার হয়ে ওঠে **অ — প**-র প্রারম্ভস্থল এবং এইভাবে আরেকটি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে। যেমনভাবে তা ক্রেতা **খ**-র হাত থেকে চলে গিয়েছিল বিক্রেতা **ক**-র হাতে, ঠিক

---

* একটি পণ্যসামগ্রী বহুবার কেনা ও বিক্রি করা যায়। এ ক্ষেত্রে তা প্রচলিত থাকে শুধু একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবেই নয়, বরং এমন এক কাজ সম্পন্ন করে, সরল সঞ্চলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পণ্যসামগ্রী ও অর্থের সরল বিপ্রতীপতার দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও যার অস্তিত্ব নেই।

তেমনভাবেই এখন তা চলে এল ক্রেতায় পরিণত ক-র হাত থেকে গ-র হাতে। একটি পণ্যসামগ্রীর রূপের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, তার অর্থে রূপান্তর এবং অর্থ থেকে তার পুনঃরূপান্তর; ভাষান্তরে, একটি পণ্যসামগ্রীর সমগ্র রূপান্তরের গতি তাই, দেখা দেয় যে-মুদ্রাটি দুটি ভিন্ন-ভিন্ন পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে দু-বার স্থান পরিবর্তন করে সেই মুদ্রাটিরই বাহ্যিক গতি হিসেবে। যুগপৎ ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মগুলি যত বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিকই হোক না-কেন, প্রকৃত সঞ্চলনের ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা সর্বদাই একজন বিক্রেতার সম্মুখীন, এবং যে-অর্থ বিক্রীত পণ্যসামগ্রীটির স্থান গ্রহণ করে তা নিশ্চয়ই ক্রেতার হাতে পেঁছনোর আগে আরেকটি পণ্যের সঙ্গে একবার ইতিমধ্যেই স্থান পরিবর্তন করেছে। অন্য দিকে, আগেই হোক, অথবা পরেই হোক, ক্রেতায় পরিণত বিক্রেতার হাত থেকে অর্থ আবার চলে যাবে এক নতুন বিক্রেতার হাতে, এবং তার বারংবার স্থান পরিবর্তন পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের পরস্পর-সংবদ্ধতা প্রকাশ করে। সুতরাং, সেই মুদ্রাগুলিই এগিয়ে চলে -- সর্বদাই চালানো পণ্যসামগ্রীগুলির বিপরীত দিকে — প্রদক্ষিণপথের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে; কতকগুলি মুদ্রা চলে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘন-ঘন, কতকগুলি কম ঘন-ঘন, এইভাবে রচিত হয় এক দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর বক্ররেখা। একই মুদ্রার বিভিন্ন গতি একটি অপরটির অনুসারী হতে পারে শুধু সাময়িকভাবে ঠিক যেমন বিপরীতভাবে ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়-কর্মগুলির বহুত্ব ও বিখণ্ডন প্রতিফলিত হয় পণ্যসামগ্রী ও অর্থের যুগপৎ ও স্থানগতভাবে একত্র সংঘটিত স্থান পরিবর্তনের মধ্যে।

পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনের সরল রূপ, **প—অ—প,** ঘটে তখন, যখন ক্রেতার হাত থেকে অর্থ যায় বিক্রেতার হাতে এবং ক্রেতায় পরিণত বিক্রেতার হাত থেকে যায় এক নতুন বিক্রেতার হাতে। এখানেই সমাপ্ত হয় পণ্যসামগ্রীটির রূপান্তর এবং তাই, অর্থের গতি, যতদূর পর্যন্ত তা এই রূপান্তরের অভিব্যক্তি: কিন্তু যেহেতু পণ্যসামগ্রী রূপে ক্রমাগত নতুন নতুন ব্যবহার-মূল্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং, যেগুলিকে অবশ্যই ক্রমাগত নতুন করে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে ছাড়তে হয়, সেই হেতু **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথটির পুনর্নবীকরণ ও পুনরাবৃত্তি ঘটায় সেই পণ্যসামগ্রী-মালিকরাই। ক্রেতা হিসেবে তারা যে-অর্থ ব্যয় করেছে তাদের কাছে তা ফিরে আসে যখন তারা আরেকবার পণ্যসামগ্রীর বিক্রেতায় পরিণত হয়। পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনের বিরামহীন পুনর্নবীকরণ প্রতিফলিত হয় এই ঘটনায় যে বুর্জোয়া সমাজের

সমগ্র উপরি-তলে অর্থ শুধু এক ব্যক্তির কাছ থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে সঞ্চালিত হয় না, বরং সেই সঙ্গেই তা কতকগুলি সুস্পষ্ট ছোট-ছোট প্রদক্ষিণপথ রচনা করে, যাত্রা শুরু করে সীমাহীন ধরনের স্থান থেকে এবং ফিরে আসে সেই স্থানগুলিতেই, যাতে নতুন করে সেই গতির পুনরাবৃত্তি করা যায়।

পণ্যসামগ্রীটির রূপ পরিবর্তন যেমন শুধু অর্থের স্থলে পরিবর্তন হিসেবে দেখা দেয়, এবং সঞ্চলনের গতির অনুক্রমিকতা সম্পূর্ণ রূপে আর্থিক দিকটিতেই থাকে — কারণ পণ্যসামগ্রী সর্বদা অর্থের দিকটির বিপরীত দিকে একটি মাত্র পদক্ষেপ করে, কিন্তু অর্থ অবধারিতভাবেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ করে যাতে পণ্যসামগ্রীর আরব্ধ গতিটি পণ্যসামগ্রী সম্পূর্ণ করতে পারে — তেমনই সমগ্র গতিটি অর্থের দ্বারা সূচিত বলে **বোধ হয়,** যদিও বিক্রয়কর্মের সময়ে পণ্যসামগ্রী অর্থকে চলতে বাধ্য করে, এবং এইভাবে ক্রয়কর্মের সময়ে অর্থ যেমনভাবে পণ্যসামগ্রীটির সঞ্চলন ঘটায় ঠিক তেমনভাবেই তা অর্থের সঞ্চলন ঘটায়। অধিকন্তু অর্থ যেহেতু সর্বদাই পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় **ক্রয়ের উপায়** হিসেবে এবং তাই, পণ্যসামগ্রীগুলিকে শুধু তাদের দাম উশুল করে চলতে বাধ্য করে, সেই হেতু সঞ্চলনের সমগ্র গতিটিকে মনে হয় যুগপৎ, পাশাপাশি অথবা পর-পর ঘটমান পৃথক-পৃথক লেনদেনে — যখন একই মুদ্রা একের পর এক বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে — তাদের দাম উশুল করে পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে অর্থের স্থান পরিবর্তন বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি **প — অ — প′ — অ — প″ — অ — প‴** ইত্যাদি বিচার করে দেখা যায় এবং প্রকৃত সঞ্চলনে যা চেনার অসাধ্য হয়ে ওঠে সেই গুণগত দিকগুলিকে উপেক্ষা করা যায় তা হলে দেখা দেয় শুধু সেই একই একঘেয়ে ক্রিয়াটি। **প**-র দাম উশুল করার পর, **অ** পর-পর উশুল করে **প′**, **প″**, ইত্যাদির দাম, এবং **প′**, **প″**, **প‴** প্রভৃতি পণ্যসামগ্রী অবধারিতভাবেই গ্রহণ করে অর্থের শূন্য স্থান। এইভাবে দেখা যায় যে অর্থ পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে সেগুলির সঞ্চলন ঘটায়। দাম উশুল করতে সহায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নিজে ক্রমাগত সঞ্চালিত থাকে, কখনও শুধু একটা পৃথক স্থানে চলে যায়, অন্য সময়ে রচনা করে একটি বক্র রেখা বা ক্ষুদ্র চক্র, যার মধ্যে প্রস্থানবিন্দু আর প্রত্যাবর্তন বিন্দুটি সমরূপ। সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার নিজস্ব এক সঞ্চলন রয়েছে। সচল পণ্যসামগ্রীগুলির গতি ও পরিবর্তমান রূপ এইভাবে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের

মধ্যস্থ স্বরূপ অর্থের গতি হিসেবে দেখা দেয়, পণ্যসামগ্রীগুলি এমনিতে নিশ্চল। পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলন প্রক্রিয়ার গতির পরিচয় তাই প্রচলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের গতিতে, অর্থাৎ **অর্থের সঞ্চলনের** মধ্যে।

পণ্যসামগ্রী-মালিকরা যেমন একটি বস্তুকে, অর্থাৎ সোনাকে সাধারণভাবে শ্রম-সময়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপে, সুতরাং অর্থে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত শ্রমের ফলকে উপস্থিত করেছিল, ঠিক তেমনভাবে তাদের যে নিজস্ব সর্বজনীন গতি দিয়ে তারা তাদের শ্রমের বৈষয়িক উপাদানগুলির বিনিময় ঘটায়, সেই গতিই তাদের সম্মুখবর্তী হয় একটি বস্তুর বিশেষ গতি হিসেবে, অর্থাৎ সোনার সঞ্চলন হিসেবে। পণ্যসামগ্রী-মালিকদের পক্ষে সামাজিক গতি এক দিকে এক বাহ্যিক প্রয়োজন এবং অন্য দিকে নিতান্ত এক আনুষ্ঠানিক মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা প্রচলনের মধ্যে তার প্রদত্ত পণ্যসামগ্রীগুলির সমান মোট মূল্যের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য লাভ করতে সক্ষম করে তোলে। পণ্যসামগ্রী যখন সঞ্চলনের ক্ষেত্রটি ত্যাগ করে তখন তা কাজ করতে শুরু করে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, অথচ সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থের ব্যবহার-মূল্য তার সঞ্চলনের মধ্যেই। সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর গতি শুধু একটা অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অথচ এই ক্ষেত্রটির ভিতরে অন্তহীন আবর্তনই অর্থের কাজ হয়ে ওঠে। সঞ্চলনের মধ্যে যে বিশেষ কাজ অর্থ সম্পন্ন করে, তা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থকে দেয় এক নতুন ও বিশিষ্ট দিক, এখন যা আরও বিশদে বিশ্লেষণ করা দরকার।

প্রথমত, এ কথা স্পষ্ট যে অর্থের সঞ্চলন সীমাহীনভাবে বিভক্ত এক গতি, কারণ সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মে সীমাহীন বিখণ্ডন, এবং পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের পরিপূরক পর্যায়গুলির সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ তাতে প্রতিফলিত। এ কথা সত্যি যে অর্থের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র যেসব প্রদক্ষিণপথে প্রস্থান-বিন্দু ও প্রত্যাবর্তন-বিন্দুটি সমরূপ, সেখানে এক পৌনঃপুনিক গতি, প্রকৃত চক্রাকার গতি ঘটে থাকে; কিন্তু প্রথমত, যত পণ্যসামগ্রী থাকে, প্রস্থান-বিন্দুও থাকে ততগুলি এবং তাদের অনির্দিষ্ট বহুত্ব এই প্রদক্ষিণপথগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা, পরিমাপ করা ও গণনা করার প্রচেষ্টা ব্যাহত করে। প্রারম্ভ-স্থল থেকে যাত্রা করার ও সেখানে ফিরে আসার মধ্যে যে সময় অতিক্রান্ত হয় তাও সমান অনিশ্চিত। অধিকন্তু, এক বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ এক প্রদক্ষিণপথ বর্ণনা করা হোক বা না হোক, তা রীতিমত অপ্রাসঙ্গিক। কোনো অর্থনৈতিক তথ্যই এর চাইতে সুপরিজ্ঞাত নয় যে,

অর্থ কেউ ব্যয় করতে পারে তা ফেরৎ না পেয়েই। অর্থ তার প্রদক্ষিণ শুরু করে অন্তহীন বহু স্থান থেকে এবং ফিরে আসে অন্তহীন বহু স্থানে, কিন্তু প্রস্থান-বিন্দু ও প্রত্যাবর্তন-বিন্দুর সমাপতন আকস্মিক, কারণ **প — অ — প** গতিটি আবশ্যিকভাবেই এ কথা বোঝায় না যে ক্রেতা আবার একজন বিক্রেতা হয়। অর্থের সঞ্চলনকে একটি কেন্দ্র থেকে পরিধির সকল বিন্দুতে বিকিরিত এবং সমস্ত প্রান্তস্থ বিন্দু থেকে কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত এক গতি হিসেবে দেখানোটাও আরও কম যথার্থ হবে। লোকে যেভাবে কল্পনা করে, অর্থের সেই তথাকথিত প্রদক্ষিণপথটি পর্যবসিত হয় শুধু এই ঘটনায় যে অর্থের আবির্ভাব ও তার অন্তর্ধান, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তার অবিরাম গতি, সর্বত্র দৃশ্যমান। সঞ্চলনের মধ্যস্থতা করার জন্য ব্যবহৃত অর্থের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রূপ, যথা, ব্যাংক-নোটের বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলে আমরা দেখবু যে অর্থ বিলির নিয়ামক শর্তগুলি তার পুনঃপ্রবাহও নির্ধারণ করে। কিন্তু সরল অর্থ সঞ্চলনের বেলায় একজন বিশেষ ক্রেতা আবার বিক্রেতা হয় কি না সেটা আপতিক ব্যাপার। সরল অর্থ সঞ্চলনের ক্ষেত্রে যেখানে প্রকৃত চক্রাকার গতি ক্রমাগত ঘটছে, সেখানে সেগুলি উৎপাদনের অধিকতর বুনিয়াদী প্রক্রিয়াকেই প্রতিফলিত করে মাত্র, যেমন -- শিল্প-মালিক তার ব্যাংকারের কাছ থেকে শুক্রবার যে-অর্থ পায় তাই দিয়ে সে তার শ্রমিকদের মাইনে দেয় শনিবারে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকতর অংশটি তুলে দেয় খুচরো বিক্রেতা প্রভৃতিদের হাতে, এবং শেষোক্তরা তা ব্যাংকারকে ফিরিয়ে দেয় সোমবারে।

আমরা দেখেছি যে চরাচরে সহ-অস্তিমান বহুবিধ ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম-সংবলিত এক নির্দিষ্ট অঙ্কের দামকে অর্থ উশুল করে এবং প্রত্যেক পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তা স্থান পরিবর্তন করে মাত্র একবার। কিন্তু অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীর সম্পূর্ণ রূপান্তরের গতি এবং এই সমস্ত রূপান্তরের গ্রন্থন যতদূর অর্থের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সেই একই মুদ্রা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে এইভাবে অধিকতর বা স্বল্পতর সংখ্যক প্রদক্ষিণ করে। তাই, আমরা যদি এক নির্দিষ্ট কালপর্বে, যেমন এক দিনে, একটি দেশে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া বিচার করি, তা হলে দাম উশুলের জন্য এবং সেই হেতু পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণ নির্ধারিত হয় দুটি বিষয় দিয়ে: এক দিকে, দামের যোগফল এবং অন্য দিকে, একটি স্বর্ণ মুদ্রা যতবার প্রদক্ষিণ করে সেই গড় সংখ্যা। প্রদক্ষিণের সংখ্যা বা

অর্থ সঞ্চলনের বেগ আবার নির্ধারিত হয় রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলমান পণ্যসামগ্রীগুলির গড় বেগ দিয়ে, শৃঙ্খলমালা-সদৃশ রূপান্তর একের পর এক যে দ্রুতিতে ঘটে সেই দ্রুতি দিয়ে, এবং যেগুলি তাদের রূপান্তর সম্পূর্ণ করেছে সেইগুলির স্থান গ্রহণ করার জন্য সঞ্চলনের মধ্যে যে-দ্রুতিতে নতুন পণ্যসামগ্রী ছাড়া হয় সেই দ্রুতি দিয়ে, অথবা এগুলিকে তা শুধু প্রতিফলিত করে। দাম নির্ধারণের সময়ে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যে একই মূল্যের সোনার পরিমাণে নামত পরিণত হয় এবং **অ — প** ও **প — অ** এই দুটি পৃথক লেনদেনে একই মূল্য থাকে এক দিকে পণ্যসামগ্রী রূপে, এবং অন্য দিকে সোনার রূপে; অথচ সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে সোনা এক একটি নিশ্চল পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর চলমান জগতে তার গতিশীল অস্তিত্ব দ্বারা। সোনার কাজ হল তার স্থান পরিবর্তনের দ্বারা পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরণের পরিচয় বহন করা; ভাষান্তরে, যে গতিতে তা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায় সেই দ্রুতি দিয়ে তাদের রূপান্তরের দ্রুতির পরিচয় দেওয়া। সামগ্রিকভাবে এই প্রক্রিয়ায় তার কাজ সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার প্রকৃত পরিমাণকে, কিংবা যা সঞ্চলনের অবস্থায় থাকে তার প্রকৃত পরিমাণকে নির্ধারিত করে।

পণ্যসামগ্রী-সঞ্চলন হল অর্থ সঞ্চলনের পূর্বশর্ত; অধিকন্তু অর্থ সঞ্চলন করায় সেই সব পণ্যসামগ্রীর, যাদের দাম আছে, অর্থাৎ যেসব পণ্যসামগ্রী ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরিমাণ সোনার সঙ্গে নামত সমান হয়ে গিয়েছে সেই সব পণ্যসামগ্রীর। পণ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারণ এ কথা পূর্বানুমান করে যে প্রমাণ পরিমাপ হিসেবে যা কাজ করে সেই সোনার পরিমাণের মূল্য, বা সোনার মূল্য, নির্দিষ্ট আছে। এই অনুমান অনুযায়ী, সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণ তাই প্রথমত নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর যে-অঙ্কটি উশুল করতে হবে সেই অঙ্ক দিয়ে। এই অঙ্কটি কিন্তু আবার নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দিয়ে: ১। দামের স্তর, সোনার হিসাবে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের আপেক্ষিক মাত্রা, এবং ২। নির্দিষ্ট দামে প্রচলিত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের সংখ্যা।*

* অর্থের পরিমাণ অবান্তর বিষয় 'যদি অবশ্য পণ্যসামগ্রীব দ্বারা নির্ধারিত দাম বজায় রাখার মতো যথেষ্ট থাকে।' বুয়াগিইবেয়র, 'Le detail de la France', পৃঃ ২০৯।

এক কোয়ার্টার গমের দাম যদি হয় ৬০ শিলিং, তা হলে তার দাম মাত্র ৩০ শিলিং হলে যত দরকার হত তার দ্বিগুণ সোনা দরকার হবে তা সঞ্চলন করাবার জন্য কিংবা তার দাম উশুল করার জন্য। ৬০ শিলিং দামে ২৫০ কোয়ার্টার সঞ্চলন করাবার জন্য যত দরকার তার দ্বিগুণ সোনা দরকার ৬০ শিলিং দামে ৫০০ কোয়ার্টার সঞ্চলন করাবার জন্য। সব শেষে, ৫০ শিলিং দামে ৪০ কোয়ার্টার সঞ্চলন করাবার জন্য যত দরকার তার মাত্র অর্ধেক সোনা দরকার ১০০ শিলিং দামে ১০ কোয়ার্টার সঞ্চলন করাবার জন্য। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণ বর্ধমান দাম সত্ত্বেও কমে যেতে পারে, যদি সঞ্চলনের ক্ষেত্রের পণ্যসামগ্রীপুঞ্জ বর্ধিত দামের মোট অঙ্কের চাইতে দ্রুত হ্রাস পায়, এবং বিপরীতভাবে, সঞ্চলনের ক্ষেত্রের পণ্যসামগ্রীপুঞ্জ যখন হ্রাস পায় তখন সঞ্চলনের উপায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যদি অবশ্য, তাদের মোট দাম আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এইভাবে, ইংরেজরা অতি বিশদে চমৎকার যেসব অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ডে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ দানাশস্যের অভাবের প্রাথমিক স্তরে বৃদ্ধি পায়, কারণ দানাশস্যের অধিকতর সরবরাহের মোট দাম যা ছিল দানাশস্যের স্বল্পতর সরবরাহের মোট দাম তার চাইতে বেশি, এবং কিছুকাল অন্যান্য পণ্যসামগ্রী আগেকার মতোই তাদের পুরনো দামে চলতে থাকে। কিন্তু দানাশস্যের অভাবের এক পরবর্তী স্তরে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়, কারণ দানাশস্যের সঙ্গে সঙ্গে হয় আরও কম পণ্যসামগ্রী পুরনো দামে বিক্রি হয়, না হয় একই পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয় আরও কম দামে।

কিন্তু, আমরা দেখেছি সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ শুধু পণ্যসামগ্রীর দামের যে-অঙ্ক উশুল করতে হবে তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় না, অর্থ যে-বেগে সঞ্চলিত হয় সেই বেগ দিয়েও, অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট

'চল্লিশ কোটির পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য যদি চার কোটির একটা মুদ্রা দরকার হয়, এবং ...এক-দশমাংশের এই অনুপাত উপযুক্ত স্তর হয়ে থাকে... তা হলে, সঞ্চলিতব্য পণ্যসামগ্রীর মূল্য স্বাভাবিক কারণে পঁয়তাল্লিশ কোটিতে বৃদ্ধি পেলে, তার স্তরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, মুদ্রাও বাড়িয়ে সাড়ে চার কোটি করতে হবে।' উইলিয়ম ব্লেক, 'Observations on the Effects Produced by the Expenditure of Government, etc.', লণ্ডন, ১৮২৩, পৃঃ ৮০, ৮১।

কালপর্বে এই দাম উশ্লল করার কাজটা যে-দ্রুতিতে সম্পন্ন হয় সেই দ্রুতি দিয়েও। যদি এক দিনে একই সভ্রিন এক সভ্রিন দামের একটি পণ্যসামগ্রী-সংবলিত দশটি ক্রয়কর্ম করে, যার ফলে সেটি দশ বার হাত বদল করে, তা হলে সেটি সেই দশটি সভ্রিনের মতোই সমান পরিমাণ ব্যবসায়িক লেনদেন করে যার প্রতিটি সভ্রিন দিনে প্রদক্ষিণ করে মাত্র একবার।* সোনার সঞ্চলনের বেগ এইভাবে তার পরিমাণের স্থান পূরণ করতে পারে; ভাষান্তরে, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার মজুত নির্ধারিত হয় শুধু পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি তুল্যমূল্য হিসেবে কর্মরত সোনা দিয়েই নয়, বরং পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের গতিতে তা যে কাজ সম্পন্ন করে সেই কাজ দিয়েও। কিন্তু মুদ্রার বেগ তার পরিমাণের স্থান পূরণ করতে পারে শুধু কিছুটা পরিমাণে, কারণ যে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে অন্তহীন সংখ্যক পৃথক-পৃথক ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম ঘটে।

সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর মোট দাম যদি মুদ্রার বেগের বৃদ্ধির চাইতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তা হলে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাবে। বিপরীত দিকে, যদি সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর মোট দামের চাইতে দ্রুততর হারে সঞ্চলনের বেগ হ্রাস পায়, তা হলে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ দাম-কমা ও তৎসহ সঞ্চলনের মাধ্যমের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সাধারণ দাম-বাড়া ও তৎসহ সঞ্চলনের মাধ্যমের পরিমাণ হ্রাস — এগুলি হল দামের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রামাণিক ব্যাপারগুলির অন্যতম। কিন্তু যেসব কারণ দামের স্তরে বৃদ্ধি ঘটায় এবং সেই সঙ্গে মুদ্রার বেগের ক্ষেত্রে আরও বেশি বৃদ্ধি ঘটায় তা এর বিপরীত ঘটনাও ঘটায়, সেগুলি সরল সঞ্চলন-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের পরিধির বাইরে। উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে প্রসারমাণ ক্রেডিটের কালপর্বে মুদ্রার বেগ পণ্যসামগ্রীর দামের চাইতে দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়, অথচ সংকোচমান ক্রেডিটের কালপর্বে মুদ্রার বেগ পণ্যসামগ্রীর দামের চাইতে দ্রুততর গতিতে হ্রাস পায়। সরল অর্থ-সঞ্চলনের অগভীর ও আনুষ্ঠানিক চরিত্রের একটা লক্ষণ এই যে সঞ্চলনের উপায়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এমন সব বিষয় দিয়ে — যেমন, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর

* 'অর্থের সঞ্চলনের বেগের দরুনই, ধাতুর পরিমাণের দরুন নয়, বেশি বা কম অর্থ লভ্য বলে মনে হয়' (গালিয়ানি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৯)।

পরিমাণ, দাম, দাম বাড়া বা কমা, যুগপৎ ঘটমান ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের সংখ্যা, এবং মুদ্রার বেগ — যার সবগুলিই পণ্যসামগ্রীর জগতে চলমান রূপান্তরের সাপেক্ষ, যে-রূপান্তর আবার উৎপাদন-ব্যবস্থার সাধারণ চরিত্র, জনসংখ্যার আয়তন, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক, পরিবহণ উপায়ের বিকাশ, অল্পবিস্তর অগ্রসর শ্রম বিভাজন, ক্রেডিট প্রভৃতি, সংক্ষেপে যেসব বিষয় সরল অর্থ সঞ্চলনের কাঠামোর **বাইরে** এবং শুধু তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সেই সব বিষয়-সাপেক্ষ।

সঞ্চলনের বেগ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে সঞ্চলনের উপায়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে। সঞ্চলনের ক্ষেত্রে বেশি বা কম অর্থ রয়েছে, সেই কারণে দাম বেশি বা কম নয়, বরং দাম বেশি বা কম বলেই সঞ্চলনের ক্ষেত্রে বেশি বা কম অর্থ রয়েছে। এ হল অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক নিয়ম এবং দামের ইতিহাসের ভিত্তিতে তার বিশদ প্রতিপাদনই সম্ভবত রিকার্ডো-পরবর্তী ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের একমাত্র কৃতিত্ব। অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে সাময়িক অস্থিরতা, এবং কখনও-কখনও তীব্র অস্থিরতা সত্ত্বেও,* এক বিশেষ দেশে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে ধাতব মুদ্রার স্তর বা সোনা ও রুপোর পরিমাণ দীর্ঘতর কাল ধরে মোটামুটি সুস্থিত থাকতে পারে, গড় স্তর থেকে বিচ্যুতিগুলি নিতান্তই ছোটখাট দোলায়মানতা মাত্র। এই ব্যাপারটির একমাত্র কারণ হল সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ নির্ধারক বিষয়গুলির পরস্পরবিরোধী চরিত্র। এই সমস্ত

* ১৮৫৮ সালে ইংলন্ডে ধাতব মুদ্রার গড় স্তরের নিচে নেমে যাওয়ার একটা ঘটনা ঘটেছিল, লন্ডনের *Economist* [২২] পত্রিকা থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তা দেখা যাবে: 'ঘটনার চরিত্র থেকে' (অর্থাৎ, সরল সঞ্চলনের বিখণ্ডনের দরুন) 'বাজারে, এবং ব্যাঙ্কিং বহির্ভূত শ্রেণীগুলির হাতে কী পরিমাণ নগদ মুদ্রা ওঠা-পড়া করছে সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু, সম্ভবত, বড়-বড় বাণিজ্যিক জাতিগুলির টাঁকশালের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা সেই পরিমাণের বিভিন্নতার ব্যাপারে সবচেয়ে সম্ভাব্য লক্ষণের অন্যতম। যখন চাহিদা থাকে তখন অনেক তৈরি করা হবে; এবং যখন চাহিদা কম হবে তৈরি হবে কম। ...ইংরেজ টাঁকশালে মুদ্রা টঙ্কনের পরিমাণ ছিল ১৮৫৫ সালে ৯২,৪৫,০০০ পাউন্ড; ১৮৫৬ সালে ৬৪,৭৬,০০০ পাউন্ড; ১৮৫৭ সালে ৫২,৯৩,৮৫৮ পাউন্ড। ১৮৫৮ সালে টাঁকশালের বলতে গেলে কিছুই করার ছিল না।' *Economist*, ১০ জুলাই, ১৮৫৮। কিন্তু সেই সঙ্গে এক কোটি আশী লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যের সোনা পড়ে ছিল ব্যাঙ্কের ভল্টে।

বিষয়ের ক্ষেত্রে যুগপৎ ঘটমান পরিবর্তনগুলি তার ফলাফলকে অকার্যকর করে দেয়, তাই সব কিছু যেমন ছিল তেমনই থাকে।

অর্থের সঞ্চলনের দ্রুতি ও পণ্যসামগ্রীর দামের যোগফল যদি নির্দিষ্ট থাকে তা হলে সঞ্চলনের মাধ্যমের পরিমাণ নির্ধারিত হয় — এই নিয়মটিকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায়: পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য ও তাদের রূপান্তরের গড় দ্রুতি যদি নির্দিষ্ট হয়, তা হলে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার পরিমাণ নির্ভর করে তার নিজের মূল্যের উপরে। তাই, সোনার মূল্য, অর্থাৎ তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের মূল্য যদি বাড়ে বা কমে, তা হলে পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়বে অথবা কমবে বিপরীত অনুপাতে এবং বেগ যদি অপরিবর্তিত থাকে তা হলে দামের এই সাধারণ বাড়া বা কমার জন্য দরকার হবে একই পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য অধিকতর বা স্বল্পতর পরিমাণ সোনা। মূল্যের আগেকার মানের জায়গায় যদি আরও বেশি মূল্যবান, কিংবা কম মূল্যবান একটি ধাতুকে আনা হত তা হলেও ফলটা হত একই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তমর্ণদের মত মেনে নিয়ে এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সোনা আবিষ্কারের সম্ভাব্য পরিণতির ভয়ে ভীত হয়ে হল্যান্ড যখন সোনার মুদ্রাকে রূপোর মুদ্রা দিয়ে স্থানান্তরিত করেছিল, তখন একই পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য আগে যত সোনা দরকার হত তার চাইতে ১৪ থেকে ১৫ গুণ বেশি রূপো দরকার হয়েছিল।

সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার পরিমাণ দুটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের উপরে, পণ্যসামগ্রীর দামের মোট পরিমাণ ও প্রচলনের বেগের উপরে নির্ভর করে বলে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে ধাতব মুদ্রার পরিমাণ কমানো ও বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব হবে; সংক্ষেপে, সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী, সোনাকে অবশ্যই কখনও-কখনও সঞ্চলনের মধ্যে ছাড়তে হবে এবং কখনও-কখনও সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় এই শর্তগুলি কীভাবে পূরণ হয় তা আমরা পরে দেখব।

গ) মুদ্রা এবং মূল্যের নিদর্শন

সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কর্মরত সোনা এক বিশেষ আকৃতি গ্রহণ করে, তা একটি মুদ্রায় পরিণত হয়। প্রয়োগগত অসুবিধার দরুন তার

সঞ্চলন যাতে বিঘ্নিত না-হয় সেই জন্য মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের মান অনুসারে সোনার টঙ্কন হয়। মুদ্রাগুলি হল সোনার টুকরো, তার আকৃতি ও ছাপ এটাই বোঝায় যে সেগুলিতে ততটা ওজনের সোনা আছে যতটা বোঝানো হয়েছে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থের নাম দিয়ে, যেমন পাউণ্ড স্টার্লিং, শিলিং ইত্যাদি। টাঁকশালী-দাম স্থির করা ও টঙ্কনের কৃৎকৌশলগত কাজ, দুটিই বর্তায় রাষ্ট্রের উপরে। মুদ্রাকৃতি অর্থ এক **স্থানীয় ও রাজনৈতিক** চরিত্র অর্জন করে। তা ব্যবহার করে বিভিন্ন জাতীয় ভাষা ও পরিধান করে বিভিন্ন জাতীয় সাজ, ঠিক যেমনটি করে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ। মুদ্রাকৃতি অর্থ তাই সঞ্চালিত হয় পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের **আভ্যন্তরিক** ক্ষেত্রে, যে-সঞ্চলন এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ এবং পণ্যসামগ্রীর জগতের **সর্বজনীন** সঞ্চলন থেকে পৃথকীকৃত।

কিন্তু বাট রূপে-সোনা এবং মুদ্রার রূপে সোনার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল মুদ্রাটির আখ্যা এবং তার ধাতুর ওজনের আখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যাকে আখ্যার পার্থক্য বলে মনে হয়, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সেটাই মনে হয় আকৃতির পার্থক্য বলে। সোনার মুদ্রাগুলি গলানোর পাত্রে ফেলে দিয়ে সোনায় পরিণত করা যায় sans phrase [বাক্যব্যয় না-করে], ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে সোনার বাটকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করার জন্য শুধু টাঁকশালে পাঠিয়ে দিলেই হয়। এক রূপের আরেক রূপে পরিবর্তন ও পুনঃপরিবর্তন পুরোপুরি এক কৃৎকৌশলগত ক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয়।

১০০ পাউণ্ড বা ১২০০ আউন্স ট্রয় ২২-ক্যার্যাট সোনার বিনিময়ে ইংরেজ টাঁকশাল থেকে পাওয়া যায় ৪,৬৭২½ পাউণ্ড বা ৪,৬৭২½ সোনার সভ্‌রিন, এবং একটি তুলাদণ্ডের এক পাশে যদি এই সভ্‌রিনগুলি রাখা হয় এবং ১০০ পাউণ্ড সোনার বাট রাখা হয় অন্য পাশে, তা হলে দুটি সমভার হবে। এতে প্রমাণ হয় যে সভ্‌রিন সোনার একটা পরিমাণ মাত্র — তার একটা বিশেষ আকৃতি ও বিশেষ ছাপ আছে — তার ওজন প্রকাশ করা হয় ইংরেজি আর্থিক মানদণ্ডে এই নামটি দিয়ে। ৪,৬৭২½ সোনার সভ্‌রিন বিভিন্ন স্থানে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে ছাড়া হয়, এবং একবার প্রবাহের মধ্যে এসে পড়লে সেগুলি প্রতিদিন কতকগুলি গতির মধ্য দিয়ে যায়, কোনো-কোনো সভ্‌রিন বেশি, অন্যগুলি কম। এক দিনে এক আউন্স সোনা যে গতির মধ্য দিয়ে যায় তার সংখ্যা যদি দশ হত, তা হলে ১,২০০

আউন্স সোনা ১২,০০০ আউন্স বা ৪৬,৭২৫ সভ্‌রিন পরিমাণ মোট পণ্যসামগ্রীর দাম উশ্‌ল করত। এক আউন্স সোনার ওজন, তাকে যত ওলট-পালটই করা হোক না-কেন কখনও দশ আউন্স হবে না। কিন্তু এখানে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় এক আউন্স বস্তুতই দশ আউন্স হয়ে যায়। সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় একটি মুদ্রা হল তার গতির সংখ্যা দিয়ে গুণ-করা তার মধ্যেকার সোনার পরিমাণের সমান। এক নির্দিষ্ট ওজনের সোনার একটি টুকরো হিসেবে তার প্রকৃত অস্তিত্ব ছাড়াও মুদ্রাটি এইভাবে অর্জন করে এক নামিক অস্তিত্ব, যা উদ্ভূত হয় তার কৃত কাজ থেকে। কিন্তু সভ্‌রিনটি একটি বা দশটি যত গতির মধ্য দিয়েই যাক না-কেন, প্রতিটি বিশেষ ক্রয়কর্ম বা বিক্রয়কর্মে তা মাত্র একটি সভ্‌রিন হিসেবেই কাজ করে। লড়াইয়ের দিনে যে-জেনারেল সংকটকালে দশটি ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় আবির্ভূত হয়ে দশটি জেনারেলের স্থান গ্রহণ করেন, অথচ প্রত্যেক জায়গাতে সেই একই জেনারেল থাকেন, তাঁর বেলা যেমন হয়ে থাকে, ফলটা এ ক্ষেত্রেও তেমনই। বেগ দিয়ে পরিমাণকে স্থানান্তরিত করার ফলে উদ্ভূত সঞ্চলনের মাধ্যমের নামিক-রূপ শুধু প্রচলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে মুদ্রাগুলির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তা এক-একটি মুদ্রার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে না।

কিন্তু অর্থের সঞ্চলন এক বাহ্যিক গতি এবং সভ্‌রিন non olet [গন্ধহীন] হলেও, মিশ্র সাহচর্য রক্ষা করে। মুদ্রা সব ধরনের হাত, থলে, পার্স, দেরাজ, সিন্দুক ও বাক্সের সংস্পর্শে আসে, ক্ষয়ে যায়, এক এক কণা সোনা রেখে যায় এখানে-ওখানে, এইভাবে তার জাগতিক কর্মধারায় ঘর্ষণের ফলে ক্রমেই বেশি করে তার স্বকীয় আধেয় হারায়। ব্যবহারে থাকাকালীন তা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। মূল পূর্ণগর্ভ বৈশিষ্ট্যগুলি যখন পর্যন্ত তেমন ক্ষুন্ন হয় নি সেই মুহূর্তে একটি সভ্‌রিনের কথা বিবেচনা করা যাক।

'যে রুটিওলা এক দিন একটি সভ্‌রিন নিয়ে পরের দিন তার মিল মালিককে সেটি দিয়ে দেয়, সে ঠিক সেই সভ্‌রিনটিই দেয় না; সে যখন এটি পেয়েছিল তার চাইতে এখন সেটি সামান্য হালকা...'*

'প্রকৃতিগতভাবেই, টংকন সাধারণ ও অনিবার্য মুদ্রাধাতুক্ষয়ের দরুনই চিরকাল,

* ডড্, 'The Curiosities of Industry', লন্ডন, ১৮৫৪, [পৃঃ ১৬]।

একটির পর একটি এককে, অবশ্যই অবচয়ের অধীন হবে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে... হালকা মুদ্রাগুলিকে সঞ্চলন থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা কোনো সময়ে, এমন কি একটিমাত্র দিনের জন্য, বাস্তবত অসম্ভব।'*

জ্যাকব হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপে ১৮০৯ সালে যে ৩৮ কোটি পাউন্ড ছিল তার মধ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ১৮২৯ সালের মধ্যে মুদ্রাধাতুক্ষয়ের ফলে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।** পণ্যসামগ্রী যেখানে তার প্রথম পদক্ষেপ করে তাকে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে নিয়ে এসে আবার তার বাইরে চলে যায়, সেখানে মুদ্রা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ করার পর তার যা প্রকৃত পরিমাণ ধাতু আছে তার চাইতে বেশি ধাতুর পরিচায়ক হয়ে যায়। এক নির্দিষ্ট বেগে একটি মুদ্রা যত দীর্ঘকাল সঞ্চলিত হয়, কিংবা এক নির্দিষ্ট কালপর্বে সেটি যত দ্রুত সঞ্চলিত হয়, মুদ্রা হিসেবে তার অস্তিত্ব আর এক খন্ড সোনা বা রুপো হিসেবে তার অস্তিত্বের মধ্যে ভিন্নগামিতা তত বেড়ে যায়। যা থাকে তা হল magni nominis umbra [মহা নামের ছায়া], মুদ্রার শরীর এখন ছায়া মাত্র। মূলত সঞ্চলন যেখানে মুদ্রাকে অপেক্ষাকৃত গুরুভার করেছিল, সেখানে এখন তাকে তা অপেক্ষাকৃত হালকা করে দেয়, কিন্তু প্রতিটি আলাদা আলাদা বিক্রয়কর্ম বা ক্রয়কর্মে তখনও সেটি চলে মূল পরিমাণ সোনা বলে। এক ছদ্ম-সভ্রিন, বা ছদ্ম-সোনা হিসেবে সভ্রিনটি এক বৈধ স্বর্ণমুদ্রার কাজ করে চলে। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ঘর্ষণ অন্যান্য অস্তিত্বমান পদার্থের আদর্শরূপের হানি ঘটালেও, প্রয়োগের ফলে মুদ্রা ক্রমেই বেশি করে আদর্শ হয়ে ওঠে, তার সোনা বা রুপোর ভাগ পর্যবসিত হয় শুধু এক ছদ্ম-অস্তিত্বে। ধাতু মুদ্রার এই দ্বিতীয় আদর্শীকরণ, অর্থাৎ সঞ্চলনের প্রক্রিয়াজনিত তার

* 'The Currency Theory Reviewed... By a Banker', এডিনবরা, ১৮৪৫, পৃঃ ৬৯। 'সামান্য একটু ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাকে যদি পুরোপুরি নতুন একটি মুদ্রার তুলনায় অকেজো বলে গণ্য করা হয় তা হলে সঞ্চলন ক্রমাগত ব্যাহত হবে, এবং তর্কবিতর্ক ছাড়া একটিও মূল্যপ্রদান করা যাবে না' (জেরমেন গার্নিয়ে, 'Histoire de la monnaie', খণ্ড ১, পৃঃ ২৪)।

** উইলিয়ম জ্যাকব, 'An Historical Inquiry into the Production and Consumption of the Precious Metals', লন্ডন, ১৮৩১, খণ্ড ২, অধ্যায় ২৬, পৃঃ ৩২২।

নামিক আধেয় ও প্রকৃত আধেয়র মধ্যেকার অসমতার সুযোগ গ্রহণ করেছে সরকারগুলি এবং ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষীরা, তারা নানানভাবে মুদ্রার অপকর্ষ ঘটিয়েছে। মধ্যযুগের গোড়ার দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যবস্থার গোটা ইতিহাসই এরূপ দ্বিপক্ষীয় ও বৈরভাবাপন্ন জালিয়াতির ইতিহাস, এবং কাস্তোদির ইতালীয় অর্থনীতিবিদদের রচনার বিশাল সংকলনে এই বিষয়টিই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

কিন্তু সোনার কাজের সীমার মধ্যে সোনার 'আদর্শ' অস্তিত্বের সঙ্গে তার প্রকৃত অস্তিত্বের সংঘাত বাধে। সঞ্চলন কালে কোনো-কোনো স্বর্ণমুদ্রার ধাতুর পরিমাণ বেশি নষ্ট হয়েছে, কোনো-কোনোটির হয়েছে কম, আর একটি সভ্রিন এখন বস্তুতই আরেকটির চাইতে বেশি দামী। কিন্তু সেগুলি যখন মুদ্রা হিসেবে কাজ করে তখন সমানভাবে বৈধ বলে -- সিকি আউন্স ওজনের একটি সভ্রিনের মূল্য সিকি আউন্সের শুধু পরিচয়বাহী সভ্রিনটির চাইতে বেশি ধরা হয় না -- অপেক্ষাকৃত হালকা মুদ্রাগুলির ক্ষেত্রে সঞ্চলন যা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটিয়েছে, সেই একই ফল কৃত্রিমভাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে কিছু ন্যায়-অন্যায় বিচারহীন মালিক প্রমাণ ওজনের সভ্রিনগুলির উপরে অস্ত্রোপচার করে থাকে। সভ্রিনগুলিকে ছাঁটা হয় এবং তাতে খাদ মেশানো হয়, আর বাড়তি সোনাটুকু চলে যায় গলন-পাত্রে। ৪,৬৭২½ সোনার সভ্রিন তুলাদণ্ডে রাখলে যখন ১,২০০ আউন্সের পরিবর্তে গড়ে মাত্র ৮০০ আউন্স ওজন হয়, তখন সোনার বাজারে তা মাত্র ৮০০ আউন্স সোনা ক্রয় করতে পারবে; ভাষান্তরে, সোনার বাজার-দর টাঁকশালী-দামের চাইতে বেড়ে যায়। সমস্ত সভ্রিনের, এমন কি যেগুলির প্রমাণ ওজন বজায় রয়েছে সেগুলিরও দাম বাটের আকৃতিতে যত হয় তার চাইতে কম হবে মুদ্রা হিসেবে। প্রমাণ ওজনের সভ্রিনগুলিকে আবার পরিণত করা হবে বাটে, এই আকৃতিতে ক্ষুদ্রতর পরিমাণ সোনার চাইতে অধিকতর পরিমাণ সোনার মূল্য বেশি থাকে। ধাতুর পরিমাণ হ্রাস যখন যথেষ্ট সংখ্যক সভ্রিনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যাতে সোনার বাজার-দর তার টাঁকশালী-দামের চাইতে স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন মুদ্রাগুলির সেই একই মূল্য-নির্ণয়ের আখ্যা থাকবে বটে, কিন্তু তখন থেকে সেগুলি হবে ক্ষুদ্রতর পরিমাণ সোনার প্রতিভূ। ভাষান্তরে, অর্থের মান পরিবর্তিত হবে, এবং তখন থেকে সোনার টঙ্কন হবে এই নতুন মান অনুযায়ী। এইভাবে, সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার আদর্শীকরণের পরিণতিতে সোনা

আবার যে বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের মধ্যে তার দামের মান হিসেবে কাজ করত সেই সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাবে। কিছুকাল পরে অনুরূপ এক আবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে; দামের মান ও সঞ্চলনের মাধ্যম দুটি হিসেবে সোনা এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তনসাপেক্ষ হওয়ায় একটি দিকের পরিবর্তন আরেকটি দিকেরও পরিবর্তন ঘটাবে এবং তদ্বিপরীত ঘটনা ঘটাবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ব্যাপারটির, যথা সমস্ত আধুনিক জাতির ইতিহাস দেখায় যে একই মুদ্রা-নাম নিয়ত হ্রাসমান ধাতুর পরিমাণের পরিচায়ক হয়ে চলে, সেই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মেলে এ থেকে। মুদ্রা রূপে সোনা আর দামের মান রূপে সোনার মধ্যে বিরোধ মুদ্রা রূপে সোনা আর সর্বজনীন তুলমূল্য রূপের সোনার মধ্যেকারও বিরোধ হয়ে ওঠে, সর্বজনীন তুল্যমূল্য সঞ্চলিত হয় শুধু একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই নয়, বরং বিশ্বের বাজারেও। মূল্যের পরিমাপ হিসেবে সোনা সর্বদাই তার পূর্ণ ওজন বজায় রেখেছে, কারণ তা শুধু নামত কাজ করেছে সোনা হিসেবে। **প — অ** এই পৃথক লেনদেনে তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করার সময়ে সোনা গতি থেকে অব্যবহিতভাবে চলে আসে বিরামের এক অবস্থায়; কিন্তু যখন তা মুদ্রা হিসেবে কাজ করে তখন তার স্বাভাবিক সারবস্তুটির সঙ্গে তার কাজের নিরন্তর সংঘাত বাধে। সোনার সভ্‌রিনগুলির নামিক সোনায় রূপান্তর পুরোপুরি রোধ করা যায় না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মুদ্রাগুলির সারবস্তু যখন কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে তখন তাকে সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে মুদ্রা হিসেবে নামিক সোনার প্রতিষ্ঠা রোধ করার চেষ্টা করে আইন। যেমন, ইংরেজ আইন অনুযায়ী যে সভ্‌রিনের ওজনের ০.৭৪৭ গ্রেন নষ্ট হয়ে গেছে তা আর বৈধ মুদ্রা থাকে না। ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ব্যাংক অব ইংলণ্ড ৪ কোটি ৮০ লক্ষ সোনার সভ্‌রিন ওজন করেছিল; এই ব্যাঙ্কের কাছে শ্রী কটন উদ্ভাবিত সোনা ওজন করার তুলাদণ্ড আছে। এই যন্ত্রটি শুধু যে দুটি সভ্‌রিনের ওজনের মধ্যে এক গ্রেনের এক-শতাংশ পরিমাণ পার্থক্য ধরতে পারে তাই নয়, বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো, হালকা ওজনের মুদ্রাটিকে ছুঁড়ে দেয় একটি পাতের উপরে, সেখান থেকে সেটি গিয়ে পড়ে আরেকটি যন্ত্রের মধ্যে এবং সেই যন্ত্রটি প্রাচ্যদেশসুলভ নিষ্ঠুরতায় সেটিকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।

এই অবস্থায় অবশ্য সোনার মুদ্রাগুলি আদৌ সঞ্চলিতই হতে পারত না, যদি না সেগুলিকে সঞ্চলনের এমন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা

হত, যেখানে সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কম তাড়াতাড়ি। যতদূর পর্যন্ত সঞ্চলনরত একটি সোনার মুদ্রা এক আউন্সের এক-চতুর্থাংশের মূল্যবাহী, অথচ তার ওজন এক আউন্সের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ, ততদূর পর্যন্ত বস্তুতপক্ষে তা এক আউন্স সোনার কুড়িভাগের একভাগের শুধু একটি নিদর্শন বা প্রতীকে পরিণত হয়, এবং এইভাবে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া সমস্ত সোনার মুদ্রাকেই কিছুটা পরিমাণে পরিবর্তিত করে তাদের সারবস্তুর পরিচায়ক শুধু নিদর্শন বা প্রতীকে। কিন্তু একটি পদার্থ তার নিজেরই প্রতীক হতে পারে না। আঁকা আঙুর প্রকৃত আঙুরের প্রতীক নয়, বরং কাল্পনিক আঙুর। একটি হালকা ওজনের সভ্রিনের পক্ষে প্রমাণ ওজনের সভ্রিনের প্রতীক হওয়ার সম্ভাবনা আরও কম, ঠিক যেমন একটি শীর্ণ ঘোড়া একটি স্থূল ঘোড়ার প্রতীক হতে পারে না। এইভাবে, সোনা যেহেতু নিজের এক প্রতীক হয়ে ওঠে অথচ এক প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারে না, সেই হেতু তা সঞ্চলনের যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যথা যেখানে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম ক্রমাগত চলে সেখানে রুপো বা তামার প্রতিরূপে তা এক প্রতীকী অস্তিত্ব গ্রহণ করে। সোনার মুদ্রাগুলির মোট সংখ্যার একটা নির্দিষ্ট অনুপাত, সর্বদা সেই একই মুদ্রা না-হলেও, চিরকাল এই সমস্ত ক্ষেত্রে সঞ্চলিত হয়। সোনার মুদ্রাগুলির এই অনুপাতকে প্রতিস্থাপিত করে রুপো বা তামার নিদর্শনগুলি। এইভাবে, সোনার পাশাপাশি নানান পণ্যসামগ্রী মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারে, যদিও একমাত্র একটি পণ্যসামগ্রীই মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করতে পারে, এবং তাই এক বিশেষ-বিশেষ দেশের অভ্যন্তরে তা অর্থ হিসেবেও কাজ করতে পারে। সঞ্চলনের এই সম্পূরক উপায়গুলি, যেমন রুপো বা তামার নিদর্শনগুলি, সঞ্চলনের ভিতরকার সোনার মুদ্রার নির্দিষ্ট কতকগুলি ভগ্নাংশের পরিচায়ক। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে যে-পরিমাণ রুপো বা তামা থাকে তা তাই সোনার মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে রুপো বা তামার মূল্যে দিয়ে নির্ধারিত হয় না, তা আইনবলে ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি যে-সোনার মুদ্রার ছোট-ছোট ভগ্নাংশের পরিচায়ক, সেই ভগ্নাংশগুলি যে-পরিমাণে উচ্চতর মূল্যের সোনার মুদ্রাগুলির খুচরো হিসেবে, অথবা পণ্যসামগ্রীর অনুরূপ কম দাম উশুল করার জন্য নিয়ত সঞ্চলিত হবে, একমাত্র সেই পরিমাণেই সেগুলিকে ছাড়া হতে পারে, তার অতিরিক্ত পরিমাণে নয়। রুপোর নিদর্শন ও তামার নিদর্শনগুলি থাকবে খুচরো

বাণিজ্যের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে তাদের সঞ্চলনের বেগ প্রতিটি একক ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মে তারা যে-দাম উশ্বল করে তার, অথবা তারা যে-সোনার মুদ্রার ভগ্নাংশের মূল্যের পরিচায়ক তার বিপরীত অনুপাতে থাকে। সঞ্চলনরত সম্পূরক মুদ্রাগুলির অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর মোট পরিমাণ তাদের নিয়ত সঞ্চলনের বেগের ইঙ্গিতবাহী, ইংলন্ডের মতো একটি দেশে প্রত্যহ যে বিপুল পরিমাণ খুচরো বাণিজ্য চলে সে-কথা যদি মনে রাখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্প্রতি প্রকাশিত এক পার্লামেন্টারি রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালে ইংলন্ডের টাঁকশাল সোনার যে টঙ্কন করেছিল তার পরিমাণ ৪৮,৫৯,০০০ পাউন্ড, আর রুপোর টঙ্কনের নামিক মূল্য ছিল ৭,৩৩,০০০ পাউন্ড এবং ধাতু-মূল্য ছিল ৩,৬৩,০০০ পাউন্ড। ৩১ ডিসেম্বর ১৮৫৭-তে যে-দশ বছর কালপর্ব শেষ হয়েছিল, সেই সময়ে মুদ্রায় পরিণত করা সোনার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫,৫২,৩৯,০০০ পাউন্ড এবং রুপোর মোট পরিমাণ মাত্র ২৪,৩৪,০০০ পাউন্ড। ১৮৫৭ সালে ছাড়া তামার মুদ্রার নামিক মূল্য ছিল মাত্র ৬,৭২০ পাউন্ড, আর তার মধ্যেকার তামার মূল্য ছিল ৩,৪৯২ পাউন্ড; এই মোট পরিমাণের মধ্যে ৩,১৩৬ পাউন্ড ছাড়া হয়েছিল পেনি হিসেবে, ২,৪৬৪ পাউন্ড আধ-পেনি হিসেবে এবং ১,১২০ পাউন্ড ফার্দিং হিসেবে। গত দশ বছরে তৈরি তামার মুদ্রার মোট নামিক মূল্য ছিল ১,৪১,৪৭৭ পাউন্ড, এবং তার ধাতু-মূল্য ৭৩,৫০৩ পাউন্ড। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাতু নষ্ট হয়ে গেলে সোনার মুদ্রার বিমুদ্রীকরণ হয় — এই বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে সোনার মুদ্রাকে যেমন চিরকাল মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয় না, ঠিক তেমনই উল্টোভাবে রুপো ও তামার মুদ্রা বৈধভাবে যে-দাম উশুল করতে পারে সেই দামের স্তর স্থির করে দিয়ে রুপো ও তামার মুদ্রাকে সোনার মুদ্রার পরিধির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং নিজেদের অর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেওয়া হয় না। তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে তামা বৈধ মুদ্রা ৬ পেন্স পর্যন্ত অঙ্কের জন্য এবং রুপো ৪০ শিলিং পর্যন্ত অঙ্কের জন্য। সঞ্চলনের ক্ষেত্রের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যায় রুপো ও তামার নিদর্শনগুলি ছাড়া হলে, তার ফলে পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়বে না, এই সব নিদর্শন গিয়ে জমা হবে খুচরো ব্যবসায়ীদের হাতে যারা অবশেষে সেগুলিকে ধাতু হিসেবে বিক্রি করতে বাধ্য হবে। যেমন, ১৭৯৮ সালে, সাধারণ মানুষের খরচ-করা ২০,৩৫০ পাউন্ড পরিমাণের ইংলন্ডীয় তামার

মুদ্রা সঞ্চিত হয়েছিল দোকানদারদের ক্যাশ-বাক্সে, এবং মুদ্রাগুলিকে আবার সঞ্চালিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের সেগুলিকে ধাতু হিসেবে বিক্রি করতে হয়েছিল তামার বাজারে।*

স্বদেশে সঞ্চলনের বিশিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সোনার মুদ্রার প্রতিভূ রুপো ও তামার নিদর্শনগুলির ধাতুর পরিমাণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু সঞ্চলনের অবস্থায় থাকতে থাকতে, ঠিক সোনার মুদ্রার মতোই, সেগুলি ক্ষয়ে যায় এবং তাদের সঞ্চলনের বেগ ও বিরামহীনতার দরুন সেগুলি আরও দ্রুত পর্যবসিত হয় নিতান্তই এক কাল্পনিক, অথবা ছায়া-অস্তিত্বে। রুপো ও তামার নিদর্শনগুলিও এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাতু নষ্ট হওয়ার পর আর মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারবে না — এটা যদি স্থির করতে হয় তা হলে সেগুলিকে আবার তাদের নিজেদের সঞ্চলনের ক্ষেত্রের কতকগুলি অংশে অন্য কোনো প্রতীকী অর্থ, যেমন লোহা বা সীসা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা দরকার হবে; এবং এইভাবে এক ধরনের প্রতীকী অর্থের অন্য ধরনের প্রতীকী অর্থের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব চলতে থাকবে চিরকাল। মুদ্রা সঞ্চলনের প্রয়োজনই তাই উন্নত সঞ্চলন-ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশকে এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য করে যাতে রুপো ও তামার নিদর্শনগুলি তাদের ধাতুর যতটুকু অংশই নষ্ট হোক না-কেন, মুদ্রা হিসেবে কাজ করতে পারে। এ কথা এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সেগুলি চরিত্রগতভাবেই সোনার মুদ্রার প্রতীক, এই কারণে নয় যে সেগুলি রুপো বা তামা দিয়ে তৈরি; সেগুলির মূল্য আছে, বরং এই কারণে যে তাদের মূল্য নেই বলেই সেগুলি প্রতীক।

অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন জিনিস, যেমন **কাগজ**, সোনার মুদ্রার প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারে। সম্পূরক মুদ্রাগুলি হয় ধাতুর, রুপো, তামা প্রভৃতির, প্রতীক প্রধানত এই কারণে যে অধিকাংশ দেশে কম মূল্যবান ধাতু অর্থ হিসেবে সঞ্চালিত হত — যেমন, ইংলন্ডে রুপো, প্রাচীন রোমক প্রজাতন্ত্র, সুইডেন, স্কটল্যান্ড, প্রভৃতিতে তামা — তার পরে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া সেগুলিকে ছোট মুদ্রার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং সেগুলির জায়গায় বসিয়েছে অধিকতর মূল্যবান এক ধাতুকে। অধিকন্তু,

---

* ডেভিড বুকানান, 'Observations on the Subjects Treated of in Doctor Smith's Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations', এডিনবরা, ১৮১৪· পৃঃ ৩১।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে ধাতু মুদ্রা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত আর্থিক প্রতীক, প্রথমেই আবার একটি ধাতুই হবে। সোনার যে-অংশটিকে খুচরো হিসেবে ক্রমাগত সঞ্চলিত হতে হবে, সেটি যেমন ধাতু-নিদর্শন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, ঠিক তেমনই সোনার যে-অংশটি মুদ্রা হিসেবে সর্বদাই স্বদেশীয় সঞ্চলনের ক্ষেত্রে থাকে, এবং তাই তাকে অবশ্যই চিরকাল সঞ্চলিত থাকতেই হয়, সেই অংশটিকে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে স্বকীয় মূল্যহীন ধাতু দিয়ে। মুদ্রার পরিমাণ কখনও যে-স্তরের নিচে নেমে যায় না, সেই স্তরটি প্রত্যেক দেশে স্থির হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে। মূলত যেটা ছিল ধাতব মুদ্রার প্রকৃত ধাতুর পরিমাণ থেকে নামিক পরিমাণের এক অকিঞ্চিৎকর অপসরণ, সেটাই তাই এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে যেখানে দুটি বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। মুদ্রাগুলির নাম এইভাবে অর্থের সারবস্তু থেকে অসম্বদ্ধ হয়ে যায় এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল্যহীন কাগজের টুকরোর আকারে থাকে। বিনিময়ের ফলে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যেভাবে সোনার অর্থে দানা বাঁধে, সেইভাবে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার অর্থ উন্নীত হয় তার নিজের প্রতীকে, প্রথমে ক্ষয়প্রাপ্ত সোনার মুদ্রার আকারে, তার পরে সম্পূরক ধাতু মুদ্রায় এবং সব শেষে মূল্যহীন প্রতিরূপ, কাগজের টুকরো, নিছক **মূল্যের নিদর্শন** আকারে।

কিন্তু সোনার মুদ্রা প্রথমে ধাতব ও পরে কাগজী প্রতিকল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছিল শুধু এই কারণে যে তার ধাতুক্ষয় সত্ত্বেও তা মুদ্রা হিসেবে কাজ করে চলছিল। তা যে ক্ষয়প্রাপ্ত বলে সঞ্চলিত ছিল তা নয়, বরং তা সঞ্চলিত হয়ে চলেছিল বলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র যতদূর পর্যন্ত সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় সোনার মুদ্রা তার নিজের মূল্যের শুধু প্রতীকে পরিণত হয়, ততদূর পর্যন্ত মূল্যের শুধু নিদর্শনকে তার প্রতিকল্প করা যায়।

প — অ — প প্রদক্ষিণপথটি যতদূর পর্যন্ত **প — অ** ও **অ — প** এই দুটি দিকের — যা প্রত্যক্ষভাবে একটি অপরটিতে পরিবর্তিত হয় — গতিশীল ঐক্য, কিংবা পণ্যসামগ্রী যতদূর পর্যন্ত সমগ্র রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, ততদূর পর্যন্ত তা তার বিনিময়-মূল্যকে দামে এবং অর্থে বিবর্ধিত করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত রূপ পরিত্যাগ করে আরেকবার একটি পণ্যসামগ্রীতে, কিংবা বরং একটি ব্যবহার-মূল্যে পরিণত হয়। পণ্যসামগ্রীটির বিনিময়-মূল্য এইভাবে অর্জন করে শুধু **এক আপাত স্বাধীন অস্তিত্ব**। এক

দিকে আমরা দেখছি যে সোনা যখন শুধু ধাতুমুদ্রা হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ যখন তা অবিরাম সঞ্চলনরত থাকে, তখন তা বস্তুতই শুধু পণ্য-সামগ্রীর রূপান্তরণের একত্র-সংযুক্তির এবং **অর্থ হিসেবে তাদের ক্ষণজীবী অস্তিত্বের** প্রতিভূ। সোনা একটি পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে শুধু আরেকটি পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করার জন্য, কিন্তু তা কখনোই এক বিরামের অবস্থায় বিনিময়-মূল্য হিসেবে, কিংবা এমন কি বিরামের অবস্থায় একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে দেখা দেয় না। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য এই প্রক্রিয়ায় যে-বাস্তবতা অর্জন করে, এবং যা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তা শুধু একটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের বাস্তবতা। আসল সোনা হলেও তা কাজ করে শুধু আপাত-সোনা হিসেবে, এবং তাই এই কাজে তার একটি নিদর্শনকে তার প্রতিকল্প করা যায়।

মূল্যের যে-নিদর্শন, ধরুন এক টুকরো কাগজ, মুদ্রা হিসেবে কাজ করে, তা মুদ্রাটির নাম যে-পরিমাণ সোনার ইঙ্গিত দেয় তার পরিচায়ক, এইভাবে তা **সোনার একটি নিদর্শন**। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা এমনিতে এক মূল্য-সম্পর্ককে প্রকাশ করে না, তার স্থান যে গ্রহণ করে সেই নিদর্শনও তা করে না। সোনার নিদর্শন মূল্যের পরিচায়ক ততদূর পর্যন্তই, যতদূর এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, তা বাস্তবায়িত শ্রম-সময় বলে, এক নির্দিষ্ট মূল্যের অধিকারী। কিন্তু নিদর্শনটি যে-পরিমাণ মূল্যের পরিচায়ক তা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভর করে তা সোনার মাত্রার যে-মূল্যের পরিচায়ক সেই মূল্যের উপরে। পণ্যসামগ্রীর কথা বলতে গেলে, মূল্যের নিদর্শন **তাদের দামের বাস্তবতার** পরিচায়ক এবং তাদের দামের একটি নিদর্শন ও তাদের মূল্যের একটি নিদর্শন একমাত্র এই কারণে যে তাদের মূল্য তাদের দামে প্রকাশিত। **প—অ—প** প্রদক্ষিণপথে, যতদূর পর্যন্ত তা শুধু দুটি রূপান্তরের গতিশীল ঐক্য বা একটি রূপান্তরের আরেকটিতে প্রত্যক্ষ রূপান্তরকে প্রকাশ করে — সঞ্চলনের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে মূল্যের নিদর্শন কাজ করে সেখানে, তা এইভাবেই দেখা দেয় — ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য দামের মধ্যে শুধু এক নামিক অস্তিত্ব গ্রহণ করে এবং অর্থের মধ্যে গ্রহণ করে শুধু এক কাল্পনিক বা প্রতীকী অস্তিত্ব। বিনিময়-মূল্যকে এইভাবে মনে হয় **বিশুদ্ধ** ধারণাগত একটা কিছু, অথবা কাল্পনিক সত্তা মাত্র, অথচ যতদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময় বাস্তবায়িত, ততদূর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীতে ছাড়া তার কোনো **বাস্তবতা** নেই।

ম্ল্যের নিদর্শনকে তাই **প্রত্যক্ষভাবে** পণ্যসামগ্রীর ম্ল্যের পরিচায়ক বলে **মনে হয়**, কারণ তাকে সোনার নিদর্শন বলে মনে হয় না, মনে হয় বিনিময়-ম্ল্যের নিদর্শন বলে, যে বিনিময়-ম্ল্যের অস্তিত্ব একমাত্র পণ্যসামগ্রীর মধ্যে এবং তা শুধু অভিব্যক্ত হয় দামের মধ্যে। কিন্তু আপাতদর্শন রূপটা প্রবঞ্চনাকর। ম্ল্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে শুধু **দামের নিদর্শন**, অর্থাৎ **সোনার নিদর্শন**, এবং শুধু পরোক্ষভাবে পণ্যসামগ্রীটির ম্ল্যের নিদর্শন। পিটার শ্লেমিলের [২৩] মতো সোনা তার ছায়া বিক্রি করে নি, কিন্তু তার ছায়াকে সে ব্যবহার করে ক্রয়ের উপায় হিসেবে। তাই, ম্ল্যের নিদর্শন একমাত্র তখনই কার্যকর যখন বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় তা আরেকটি পণ্যসামগ্রীর দামের তুলনায় একটি পণ্যসামগ্রীর দামের দ্যোতক, কিংবা যখন প্রত্যেক পণ্যসামগ্রী-মালিকের ক্ষেত্রে তা **সোনার পরিচায়ক** হয়। প্রথমত একটি বিশেষ, অপেক্ষাকৃত ম্ল্যহীন বস্তুকে, এক খণ্ড চামড়া, এক টুকরো কাগজ প্রভৃতিকে প্রথাই অর্থের বস্তু-উপাদানের এক নিদর্শনে পরিণত করে, কিন্তু তা তার অবস্থান বজায় রাখতে পারে একমাত্র যদি প্রতীক হিসেবে তার কাজটি পণ্যসামগ্রী-মালিকদের সাম্হিক অভিপ্রায়ের দ্বারা নিশ্চিতিপ্রদত্ত হয়; ভাষান্তরে, যদি তা এক আইনসম্মত প্রথাসিদ্ধ অস্তিত্ব এবং এইভাবে এক আইনসম্মত বিনিময়-হার অর্জন করে। রাষ্ট্রের দ্বারা প্রচারিত এবং এক আইনসম্মত হার প্রদত্ত কাগজী অর্থ **ম্ল্যের নিদর্শনের** অগ্রসর ধরন, এবং একমাত্র ধরনের কাগজী অর্থ যা ধাতব মুদ্রা থেকে কিংবা সরল পণ্যসামগ্রী সঞ্চলন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত। **ক্রেডিট অর্থ** সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এক অগ্রসরতর স্তরের ব্যাপার এবং তা একেবারে আলাদা নিয়ম অনুসারে চলে। প্রতীকী কাগজী অর্থের বস্তুতপক্ষে সম্পূরক ধাতু মুদ্রার সঙ্গে আদৌ কোনো পার্থক্য নেই, তফাৎ শুধু এই যে তার সঞ্চলনের ক্ষেত্রটা বিস্তৃততর। দামের মানের, কিংবা টাঁকশালী-দামের এমন কি নিছক খুঁটিনাটি বিকাশ, এবং পরবর্তীকালে সোনার বাটের সোনার মুদ্রায় বাহ্যিক রূপান্তরের ফলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটেছে এবং ফলত, পণ্যসামগ্রীর সাধারণ সঞ্চলন থেকে আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের এক দর্শনীয় পৃথগ্ভবন ঘটেছে, এই বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছে ম্ল্যের নিদর্শনে মুদ্রার রূপান্তরের দরুন। সঞ্চলনের সরল মাধ্যম হিসেবে অর্থ এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করতে পারে একমাত্র আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরেই।

আমাদের বর্ণনা দেখিয়েছে যে মুদ্রার আকারে, অর্থাৎ সোনার স্বকীয় অন্তর্বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন মূল্যের নিদর্শন হিসেবে সোনা সঞ্চলনেরই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়, কোনো বন্দোবস্ত বা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে তৈরি হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মূল্যের নিদর্শনের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে রাশিয়া। সে দেশে যে-সময়ে চামড়া ও পশুলোম অর্থ হিসেবে কাজ করত, তখন বিনাশশীল ও ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধাজনক পদার্থ এবং সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজের মধ্যে বিরোধের ফলে তার প্রতিকল্প হিসেবে ছাপ-দেওয়া ছোট-ছোট চামড়ার টুকরো ব্যবহারের প্রথা দেখা দিল; এই টুকরোগুলি এইভাবে পরিণত হল চামড়া ও পশুলোমে প্রদেয় অর্থ-পরিশোধের নির্দেশে। পরে সেগুলি অভিহিত হল কোপেক নামে এবং রুপোর রুবলের ভগ্নাংশগুলির পরিচায়ক নিদর্শনমাত্র হয়ে উঠল এবং এখানে-ওখানে ব্যবহৃত হতে লাগল ১৭০০ সাল পর্যন্ত; এর পরে পিটার দি গ্রেট রাষ্ট্রের প্রচারিত ছোট-ছোট তামার মুদ্রা দিয়ে সেগুলিকে প্রতিস্থাপিত করার আদেশ দেন।* প্রাচীন কালের যেসব লেখক শুধু ধাতব মুদ্রার ব্যাপারটিই লক্ষ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্লাটো** ও আরিস্টটল***

* হেনরি স্তর্ক, 'Cours d'économie politique etc.' জি. বি. সে [Say]-এর মন্তব্য সহ, প্যারিস, ১৮২৩, খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৯। স্তর্ক তাঁর রচনাটি ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে। জি. বি. সে এর সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে একটি পুনর্মুদ্রণ বার করেন, তার সঙ্গে যোগ করেন তথাকথিত টীকা, যার মধ্যে বস্তুতপক্ষে মামুলি কিছু উক্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না; তাঁর রচনায় 'prince de la science' কর্তৃক সংযোজনে স্তর্কের যে-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আদৌ মার্জিত ছিল না (দ্রষ্টব্য তাঁর 'Considérations sur la nature du revenu national', প্যারিস, ১৮২৪)।

** প্লাটো, 'De Republica', গ্রন্থ ২: 'মুদ্রা হল বিনিময়ের নিদর্শন' (জি. স্টালবাউমের সম্পাদনায়, লন্ডন, ১৮৫০, পৃঃ ৩০৪)। প্লাটো বিশ্লেষণ করেছেন অর্থের শুধু দুটি দিক, অর্থাৎ মূল্যের মান হিসেবে অর্থ ও মূল্যের নিদর্শন হিসেবে অর্থ; দেশের ভিতরে সঞ্চলিত মূল্যের নিদর্শন ছাড়াও তিনি মূল্যের আরেকটি নিদর্শনের কথা বলেছেন যেটি অন্যান্য দেশের সঙ্গে গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাজ করবে (তু. তাঁর 'Laws'-এর ৫ম গ্রন্থ)।

*** আরিস্টটল, 'Ethica Nicomachea', গ্রন্থ ৫, অধ্যায় ৮, [পৃঃ ৯৪]: 'কিন্তু অর্থ প্রচলিত রীতি অনুসারে চাহিদার এক ধরনের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে; এবং সেই জনাই তার নাম হয়েছে 'অর্থ' — কারণ তার অস্তিত্ব প্রকৃতিগত নয়, 'আইন'গত, এবং তাকে পরিবর্তিত করা ও অকেজো করে দেওয়া আমাদের ক্ষমতাধীন।' অর্থ সম্পর্কে

অনুধাবন করেছিলেন যে সোনার মুদ্রা মূল্যের একটি প্রতীক বা নিদর্শন। বিনিময়ের বৈধ হারসম্পন্ন কাগজী অর্থ আগে দেখা দেয় চীনের মতো দেশে, যেখানে ক্রেডিট ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।* পরবর্তীকালের কাগজী অর্থের প্রবক্তারাও সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার দ্বারাই সংঘটিত ধাতু মুদ্রার মূল্যের

আরিস্টটলের ধারণা প্লাটোর ধারণার চাইতে অনেক বেশি জটিল ও প্রগাঢ় ছিল। বিভিন্ন লোক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের ফলে কীভাবে একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রীকে, অর্থাৎ যে-পদার্থের নিজেরই মূল্য আছে এমন পদার্থকে, অর্থে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তা তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'একটি দেশের অধিবাসীরা যখন আরেকটি দেশের অধিবাসীদের উপরে আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, এবং যা তাদের প্রয়োজন তা আমদানি করল ও যা তাদের খুব বেশি আছে তা রপ্তানি করল, তখন আবশ্যিকভাবেই অর্থ ব্যবহৃত হতে লাগল. . এবং তাই, পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনে মানুষ এমন কিছু প্রয়োগ করতে সম্মত হল যা স্বকীয়ভাবেই উপযোগী এবং জীবনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহজেই প্রযোজ্য, যেমন লোহা, রুপো ও এই রকম জিনিস' (আরিস্টটল, 'De Republica', গ্রন্থ ১, অধ্যায় ৯)। মিশেল শেভালিয়ে হয় আরিস্টটল পড়েন নি, না-হয় বোঝেন নি; তিনি এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন এটা দেখাবার জন্য যে আরিস্টটলের মতে সঞ্চলনের মাধ্যমকে অবশ্যই এমন এক পদার্থ হতে হবে যা নিজেই মূল্যবান। আরিস্টটল কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে শুধু সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত অর্থ নিতান্তই এক প্রথাগত বা বৈধ সত্তা, এমন কি তার নামই তা বোঝায়, এবং ধাতুমুদ্রা হিসেবে তার ব্যবহার-মূল্য বস্তুতপক্ষে শুধু তার কাজের দরুনই, কোনো স্বকীয় ব্যবহার-মূল্যের দরুন নয়। 'অন্যান্যরা এই মত পোষণ করেন যে মুদ্রারূপী অর্থ নিতান্তই একটা ফাঁকি, এমন জিনিস যা স্বাভাবিক নয়, শুধু প্রথাগত, কারণ ব্যবহারকারীরা যদি তার বদলে আরেকটি পণ্যসামগ্রীকে প্রতিকল্প হিসেবে নেয়, তা হলে তা মূল্যহীন, এবং কারণ জীবনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লাভের উপায় হিসেবে তা উপযোগী নয়' (আরিস্টটল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫)।

* স্যর জন ম্যান্ডেভিল, 'Voyages and Travels', লন্ডন, ১৭০৫, পৃঃ ১০৫: 'এই সম্রাট' (কাটাই বা চীনের) 'হিসাব না করেই যথেচ্ছ ব্যয় করতে পারেন। কারণ তিনি অর্থ খরচও করেন না, তৈরিও করেন না, খরচ করেন ছাপ-মারা চামড়া বা কাগজ। এবং যখন সেই অর্থ এত দীর্ঘকাল চলে যে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে, লোকে তখন তা সম্রাটের কোষাগারে নিয়ে আসে, তার পরে পুরনোর বদলে নতুন অর্থ নিয়ে যায়। আর সেই অর্থ চলে সারা দেশ জুড়ে ও তাঁর সমস্ত রাজ্যে... তারা সোনা বা রুপো দিয়ে অর্থ তৈরি করে না', এই বলে ম্যান্ডেভিল যোগ করেছেন, 'সুতরাং, তিনি নতুন করে ও অসংযতভাবে খরচ করতে পারেন।'

নিদর্শনে রূপান্তরের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন* ও বিশপ বার্কলির** রচনায়।

টুকরো-টুকরো করে কাটা কত রীম কাগজ অর্থ হিসেবে চলতে পারে? এই আকারে প্রশ্নটা অবাস্তব। মূল্যহীন নিদর্শনগুলি মূল্যের নিদর্শন হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই যখন সেগুলি সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার ভিতরে সোনার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেগুলি তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে একমাত্র যে-পরিমাণ সোনা মুদ্রা হিসেবে চলবে সেই পরিমাণে, এই পরিমাণটা নির্ভর করে সোনার মূল্যের উপরে, যদি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য ও তাদের রূপান্তরের বেগ নির্দিষ্ট থাকে। ৫ পাউন্ড আখ্যাবিশিষ্ট যত সংখ্যক কাগজের টুকরোকে সঞ্চলনে ব্যবহার করা যাবে, সেই সংখ্যাটা হবে ১ পাউন্ড আখ্যাবিশিষ্ট কাগজের টুকরোর সংখ্যাগুলির এক-পঞ্চমাংশ, আর সমস্ত মূল্য-পরিশোধ যদি শিলিং নোটে করতে হয়, তা হলে পাউন্ড-নোটের চাইতে কুড়ি গুণ বেশি শিলিং নোট সঞ্চলিত করতে হবে। যদি বিভিন্ন আখ্যার নোট, যথা ৫ পাউন্ডের নোট, ১ পাউন্ডের নোট ও ১০ শিলিং-এর নোট সোনার মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করত, তা হলে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যের নিদর্শনের সংখ্যাটা শুধু সামগ্রিকভাবে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণ দিয়েই নির্ধারিত হত না, বরং প্রতিটি বিশেষ ধরনের নোটের সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হত। একটি দেশের অর্থ সঞ্চলন যে-স্তরের নিচে কখনও নামে নি, ১ কোটি ৪০ লক্ষ

* বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, 'Remarks and Facts Relative to the American Paper Money', ১৭৬৪, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩৪৮: 'ঠিক এই সময়ে, ইংলন্ডে এমন কি রূপোর অর্থ পর্যন্ত তার মূল্যের একাংশের জন্য বৈধমুদ্রার কাছে দায়বদ্ধ; সেই অংশটি, যেটি তার প্রকৃত ওজন ও তার দামের আখ্যার মধ্যেকার পার্থক্য। এখন চলতি শিলিং ও ছ-পেন্সগুলির বড় অংশ ক্ষয়ের দরুন ৫, ১০, ২০, এবং কোনো-কোনো ছ-পেনি এমন কি ৫০% পর্যন্ত লঘুভার হয়ে যায়। প্রকৃত আর নামিকের মধ্যে এই পার্থক্যের জন্য আপনার হাতে কোনো স্বকীয় মূল্য নেই; কাগজ পর্যন্ত নেই, কিছুই নেই। একই মূল্যের জন্য তাকে সহজেই আবার চালানো যাবে, এই জ্ঞানটা নিয়েই বৈধমুদ্রা তিন পেনি দামের রূপোকে চালিয়ে দিতে পারে একটি ছ-পেন্স হিসেবে।'

** বার্কলি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, [পৃঃ ৩]: 'দামের আখ্যাগুলি রেখে দিয়ে, ধাতুপিন্ড যদিও নেই... তা হলেও কি... বাণিজ্যের একটা সঞ্চলন বজায় রাখা যায় না?'

পাউন্ড যদি সেই স্তর হয় (ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কিং আইনের এটাই পূর্বানুমান, যদিও অবশ্য মুদ্রার ব্যাপারে নয়, ক্রেডিট অর্থের ব্যাপারে), তা হলে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কাগজের টুকরো, প্রত্যেকটি ১ পাউন্ড পরিচায়ক মূল্যের নিদর্শন, চলতে পারে। সোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমে গেছে বা বেড়ে গেছে বলে সোনার মূল্য যদি কমে বা বাড়ে তা হলে চলতি পাউন্ড-নোটগুলির সংখ্যা বাড়বে অথবা কমবে সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিপরীত অনুপাতে, অবশ্য যদি সেই একই পণ্যসামগ্রী-পুঞ্জের বিনিময়-মূল্য অপরিবর্তিত থাকে। ধরা যাক, মূল্যের মান হিসেবে রুপো গ্রহণ করেছে সোনার স্থান এবং সোনার তুলনায় রুপোর আপেক্ষিক-মূল্য ১:১৫, তা হলে এখন থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষের বদলে চালাতে হবে ২১ কোটি পাউন্ড-নোট, যদি আগে যে-পরিমাণ রুপো সোনার প্রতিনিধিত্ব করত, এখন থেকে প্রতিটি কাগজের টুকরো সেই পরিমাণ রুপোরই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, কাগজের টুকরোর সংখ্যা নির্ধারিত হয় সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সেগুলি যে-সোনার মুদ্রার পরিচায়ক তার পরিমাণ দিয়ে, এবং সেগুলি যতদূর পর্যন্ত সোনার মুদ্রার স্থান গ্রহণ করে ততদূর পর্যন্ত সেগুলি শুধু মূল্যের নিদর্শন বলে, তাদের মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের **পরিমাণ** দিয়ে। সুতরাং, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনার পরিমাণ যেখানে পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে নির্ভর করে, সেখানে অন্য দিকে, সঞ্চলনের ক্ষেত্রে কাগজের মূল্য নির্ভর করে একমাত্র তার পরিমাণের উপরে।

বৈধ বিনিময়-হারসম্পন্ন কাগজী অর্থ — আমরা শুধু এই ধরনের কাগজী অর্থের কথাই বলছি — প্রচার করে রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক নিয়মকে বাতিল করে দেয় বলে মনে হয়। রাষ্ট্রের টাঁকশালী-দাম শুধু সোনার এক নির্দিষ্ট ওজনকে একটা নাম দিয়েছে এবং তার টাঁকশাল সোনার উপরে শুধু তার ছাপ এঁকে দিয়েছে, সেই রাষ্ট্রই এখন যেন তার ছাপের জাদুশক্তিতে কাগজকে সোনায় রূপান্তরিত করছে বলে মনে হয়। কাগজের টুকরোগুলির একটা বৈধ বিনিময়-হার আছে বলে, সেগুলিকে যথেচ্ছ সংখ্যায় সঞ্চলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া থেকে এবং ১ পাউন্ড, ৫ পাউন্ড, বা ২০ পাউন্ড-এর মতো যে কোনো আর্থিক আখ্যা দিয়ে ইচ্ছামতো সেগুলিতে ছাপ মারা থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। নোটগুলি একবার চালু হলে সেগুলিকে বিতাড়িত করা অসম্ভব, কারণ এক দিকে, দেশের সীমান্ত সেগুলির গতিকে সীমিত করে, অন্য দিকে সঞ্চলনের

ক্ষেত্রের বাইরে সেগুলি সমস্ত মূল্য হারায়, ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য, দুটিই। সেগুলির কাজ ছাড়া, সেগুলি অকেজো কাগজের টুকরো মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা বিভ্রমমাত্র। রাষ্ট্র যে কোনো দামের যে কোনো সংখ্যক কাগজের নোট সঞ্চলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এই যান্ত্রিক ক্রিয়াটির সঙ্গেই তার নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়। মূল্যের নিদর্শন বা কাগজী অর্থ যেই সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখনই তা এই ক্ষেত্রটির সহজাত নিয়মসাপেক্ষ হয়ে যায়।

ধরা যাক, পণ্যসামগ্রীব সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণ হল ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং রাষ্ট্র প্রতিটি ১ পাউণ্ড নামাঙ্কিত ২১ কোটি নোট সঞ্চলনের মধ্যে ছেড়ে দিল; এই ২১ কোটি নোট তখন ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দামের মোট সোনার প্রতিভূ হবে। রাষ্ট্রের ছাড়া নোটগুলিকে যদি এমন এক ধাতুর প্রতিনিধিত্ব করতে হত যার মূল্য সোনার মূল্যের পনেরো ভাগের এক ভাগ, কিংবা প্রতিটি নোটকে যদি সোনার আগেকার ওজনের পনেরো ভাগের এক ভাগের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে ছাড়া হত, তা হলে যা হত, এর অন্তফলটাও হবে তারই মতো। এতে দামের মানের নাম ছাড়া আর কিছু বদলাতো না, এই নামটা অবশ্য একান্তই প্রথাগত, আর্থিক মানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে অথবা এক নতুন নিম্নতর মান অনুযায়ী প্রচারিত কাগজের নোটের সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন পরোক্ষভাবে তা ঘটেছে কি না তাতে কিছু আসে যায় না। পাউণ্ড স্টার্লিং নামটি এখন সোনার আগেকার পরিমাণের পনেরো ভাগের এক ভাগ বোঝাবে বলে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর দাম হবে পনেরো গুণ বেশি এবং ২১ কোটি পাউণ্ড-নোট এখন বস্তুতপক্ষে ঠিক ততটাই প্রয়োজনীয় হবে, আগে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ যতটা প্রয়োজনীয় ছিল। মূল্যের এক একটি নিদর্শন সোনার যে-পরিমাণের পরিচায়ক ছিল সেই পরিমাণ হ্রাস ঘটবে এই নিদর্শনগুলির বর্ধিত মোট মূল্যের আনুপাতিক হারে। যে সঞ্চলনের প্রক্রিয়া মূল্যের নিদর্শনগুলিকে জোর করে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে তাদের সোনার যে-পরিমাণকে প্রতিস্থাপিত করার কথা সেই পরিমাণের সমহারে স্থাপিত করে, দাম বৃদ্ধি হবে সেই প্রক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়ামাত্র।

ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের তরফ থেকে মুদ্রার মূল্যহানির ইতিহাসে এমন কতকগুলি ঘটনা দেখা যায়, যেখানে দাম বৃদ্ধি রুপোর মুদ্রার মূল্যহানির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে হয় নি। এর কারণটা ছিল শুধু এই

যে মুদ্রার পরিমাণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি তার মূল্যহানির সঙ্গে সমানুপাতিক ছিল না; ভাষান্তরে, পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যদি ভবিষ্যতে মূল্যের নিম্নতম মান অনুযায়ী স্থির করতে হত এবং উশুল করতে হত এই নিম্নতর মানানুগ মুদ্রায়, তা হলে অপেক্ষাকৃত কম ধাতু-উপাদানসহ মুদ্রা প্রচার করা হয়েছিল অপ্রচুর সংখ্যায়। লক্ ও লন্ডস-এর মধ্যেকার বিরোধে যে অসুবিধার মীমাংসা হয় নি, এটাই হল তার সমাধান। মূল্যের একটি নিদর্শন — তা কাগজের বা মেকি সোনার ও রুপোর কি না সে-কথা রীতিমতো অপ্রাসঙ্গিক — যে-হারে টাঁকশালী-দাম অনুযায়ী হিসাব করা সোনা ও রুপোর নির্দিষ্ট পরিমাণের স্থান গ্রহণ করতে পারে, তা নির্ভর করে সঞ্চলনের অবস্থায় থাকা নিদর্শনগুলির সংখ্যার উপরে, সেগুলি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনো মতেই তার উপরে নয়। এই সম্পর্ক অনুধাবন করতে অসুবিধার কারণটি এই যে অর্থের দুটি কাজ — মূল্যের মান ও সঞ্চলনের মাধ্যম — পরিচালিত হয় পরস্পরবিরোধী নিয়মে নয়, বরং এমন নিয়ম দিয়ে যেগুলিকে দুটি কাজের বিপ্রতীপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিবদমান বলে বোধ হয়। অর্থ যখন শুধু মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে এবং সোনা শুধু নামিক সোনা হিসেবে কাজ করে, সেই অবস্থায় মূল্যের মান হিসেবে তার কাজের কথা বলতে গেলে, ব্যবহৃত ভৌত পদার্থটিই চরম বিষয়। রুপোর হিসাব অনুযায়ী অভিব্যক্ত অথবা রুপোর দাম হিসেবে অভিব্যক্ত বিনিময়-মূল্য, অবশ্যই সোনার হিসাব অনুযায়ী কিংবা সোনার দাম হিসেবে অভিব্যক্ত বিনিময়-মূল্য থেকে একেবারে আলাদা। অন্য দিকে, যখন তা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, অর্থ যখন শুধু কাল্পনিক নয়, বরং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি একটি বাস্তব জিনিস হিসেবে তাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয়, তখন তার উপাদানটা অপ্রাসঙ্গিক, তার পরিমাণই হয়ে ওঠে চরম বিষয়। এক পাউন্ড সোনা, রুপো বা তামা যাই হোক না-কেন, সেটা প্রমাণ পরিমাপের পক্ষে নিয়ামক হলেও, শুধু সংখ্যাই মুদ্রাকে তার নিজস্ব উপাদান নির্বিশেষে এই সব প্রমাণ পরিমাপের যে কোনোটির উপযুক্ত প্রতিরূপ করে তোলে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে এই ব্যাপারটাকে মেলানো যায় না যে বিশুদ্ধ কাল্পনিক অর্থের ক্ষেত্রে সব কিছুই নির্ভর করে ভৌত পদার্থটির উপরে, অথচ বাস্তব মুদ্রার ক্ষেত্রে সব কিছু নির্ভর করে এমন এক সংখ্যাগত সম্পর্কের উপরে, যা নামিক।

কাগজের নোটের পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস — যেখানে কাগজের নোটই

সঞ্চলনের একমাত্র মাধ্যম — অনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস তাই সঞ্চলনের প্রক্রিয়া কর্তৃক বলপূর্বক এমন একটি নিয়মের প্রতিষ্ঠা, বহিঃস্থ ক্রিয়ায় যা যান্ত্রিকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল; অর্থাৎ এই নিয়মটি যে — সঞ্চলনরত সোনার পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং সঞ্চলনরত মূল্যের নিদর্শনগুলির পরিমাণ নির্ধারিত হয় তারা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ সোনার মুদ্রাকে প্রতিস্থাপিত করে তাই দিয়ে। অন্য দিকে, সঞ্চলনের প্রক্রিয়া যে কোনো সংখ্যক কাগজের নোটকে আত্মভূত করে নেবে, কিংবা যেন হজম করে ফেলবে, কারণ সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সময়ে মূল্যের নিদর্শনটি সোনার যে নামই বহন করুক না-কেন, তার পরিবর্তে চলার মতো সোনার পরিমাণের এক নিদর্শনে তা সংনমিত।

মূল্যের নিদর্শনগুলির সঞ্চলনে প্রকৃত অর্থের সঞ্চলন-নিয়ামক সমস্ত নিয়মই যেন উল্টে যায়। সোনা চলে কারণ তার মূল্য আছে, পক্ষান্তরে কাগজের মূল্য আছে কারণ তা চলে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে সঞ্চলনরত সোনার পরিমাণ নির্ভর করে তার মূল্যের উপরে, অথচ কাগজের নিদর্শনগুলির মূল্য নির্ভর করে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে নিদর্শনগুলির সংখ্যার উপরে। সঞ্চলনরত সোনার পরিমাণ বাড়ে বা কমে পণ্যসামগ্রীর দামের ওঠা-পড়ার সঙ্গে, অথচ পণ্যসামগ্রীর দাম মনে হয় সঞ্চলনরত কাগজের পরিবর্তনশীল পরিমাণের সঙ্গে বাড়ে বা কমে। পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলন আত্মীভূত করে নিতে পারে সোনার মুদ্রার শুধু নির্দিষ্ট একটা পরিমাণকে, সঞ্চলনরত অর্থের পরিমাণের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণ তদনুযায়ী প্রকাশ পায় এক অবশ্যম্ভাবী নিয়ম হিসেবে, অথচ যে কোনো পরিমাণ কাগজী অর্থ সঞ্চলন কর্তৃক আত্মীভূত হয়ে যায় বলে মনে হয়। যে-রাষ্ট্র প্রমাণ ওজনের নিচে এমন কি এক গ্রেনের ১/১০০ ভাগ কম ওজনের মুদ্রা ছাড়ে, সে সোনা ও রুপোর মুদ্রার মূল্যহানি ঘটায় এবং তাই, সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজকে বিপর্যস্ত করে, অথচ টঙ্কনের আখ্যা ছাড়া ধাতুর সঙ্গে যার কোনোই মিল নেই সেই মূল্যহীন কাগজের টুকরো ছাড়াটা একেবারে ঠিক কাজ। সোনার মুদ্রা স্পষ্টতই পণ্যসামগ্রীর মূল্যের পরিচায়ক একমাত্র সোনার হিসাব অনুযায়ী মূল্য নির্ণীত হওয়ার কিংবা দাম হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পরেই, অথচ মূল্যের নিদর্শন যেন সরাসরি পণ্যসামগ্রীর মূল্যের পরিচায়ক হয়। তাই,

এ কথা স্পষ্ট যে অর্থ সঞ্চলন বিষয়ক অধ্যয়নকে যিনি বৈধ বিনিময়-হারসম্পন্ন কাগজী অর্থের সঞ্চলন বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, তিনি অর্থ সঞ্চলনের সহজাত নিয়মগুলিকে ভুল বুঝবেনই। এই নিয়মগুলিকে বস্তুতই মূল্যের নিদর্শনের সঞ্চলনে শুধু উল্টে-রাখা বলেই মনে হয় না, এমন কি বাতিল বলে মনে হয়, কারণ কাগজী অর্থের গতি, যখন তা উপযুক্ত পরিমাণে ছাড়া হয়, মূল্যের নিদর্শন হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যসূচক নয়, পক্ষান্তরে তার বিশেষ গতির কারণ হল সোনার সঙ্গে তার সঠিক অনুপাত লঙ্ঘন, এবং তা পণ্যসামগ্রীর রূপান্তর থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয় না।

৩। অর্থ

মুদ্রা থেকে পৃথকভাবে **অর্থ** হল **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথের ফল এবং **অ — প — অ** প্রদক্ষিণপথের, অর্থাৎ অর্থের বদলে পণ্যসামগ্রী বিনিময় করার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর বদলে অর্থ বিনিময়ের যাত্রাস্থল। **প — অ — প** রূপের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর লেনদেনের শুরু এবং শেষ; **অ — প — অ** রূপে সেটা হল অর্থ। প্রথম প্রদক্ষিণপথে অর্থ পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের মধ্যস্থতা করে, দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথে পণ্যসামগ্রী অর্থের অর্থে বিবর্তনের মধ্যস্থতা করে। প্রথম প্রদক্ষিণপথে যে-অর্থ শুধু মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, সেই অর্থই দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথে দেখা দেয় সঞ্চলনের লক্ষ্য হিসেবে, পক্ষান্তরে, যে-পণ্যসামগ্রী প্রথম প্রদক্ষিণপথে লক্ষ্য ছিল, দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথে তা দেখা দেয় নিছক একটা উপায় হিসেবে। অর্থ নিজেই **প — অ — প** প্রদক্ষিণপথের ফল বলে, সঞ্চলনের ফলকেও **অ — প — অ** রূপের মধ্যে তার প্রস্থান-বিন্দু বলে বোধ হয়। পদার্থের বিনিময় হল **প — অ — প**-র আধেয়, অথচ দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথ **অ — প — অ**-র প্রকৃত আধেয় হল পণ্যসামগ্রীটি প্রথম প্রদক্ষিণপথ থেকে যে-রূপে আবির্ভূত হয়েছে সেই পণ্যসামগ্রী।

প — অ — প সূত্রে দুটি চরম প্রান্ত একই মূল্যের পণ্যসামগ্রী, সেগুলি অবশ্য একই সময়ে গুণগতভাবে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য। সেগুলির বিনিময়, **প — প**, পদার্থের প্রকৃত বিনিময়। অন্য দিকে **অ — প — অ** সূত্রে, উভয় চরম প্রান্তই সোনা এবং অধিকন্তু একই মূল্যের সোনা। কিন্তু সোনার বদলে পণ্যসামগ্রী বিনিময় করার উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর বদলে সোনা বিনিময়

করা, কিংবা শেষ ফল **অ—অ**-র কথা যদি বিবেচনা করা হয়, সোনার বদলে সোনা বিনিময় করা অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু **অ—প—অ**-কে যদি এই সূত্রে পরিণত করা হয় — **বিক্রয়** করার উদ্দেশ্যে **ক্রয়** করা, যার অর্থ হল এক মধ্যবর্তী গতির সাহায্যে সোনার বদলে সোনা বিনিময় করা, তা হলে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রাধান্যপূর্ণ রূপটি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারা যায়। তা সত্ত্বেও, বাস্তব জীবনে লোকে বিক্রি করার জন্য কেনে না, বরং উঁচু দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কম দামে কেনে। তারা পণ্যসামগ্রীর বদলে অর্থ বিনিময় করে তার পরে সেগুলিকে আরও বেশি পরিমাণ অর্থের বদলে বিনিময় করার উদ্দেশ্যে, যার ফলে **অ, অ** চরম প্রান্ত দুটি, এমন কি যদি গুণগতভাবে নাও হয়, পরিমাণগতভাবে পৃথক। এই পরিমাণগত পার্থক্যে **অ-তুল্যমূল্যের বিনিময়** পূর্বানুমিত, পক্ষান্তরে পণ্যসামগ্রী ও অর্থ শুধু পণ্যসামগ্রীরই বিপ্রতীপ রূপ; ভাষান্তরে, একই মূল্যের বিভিন্ন রূপের অস্তিত্ব। **অ—প—অ** প্রদক্ষিণপথে অর্থ ও পণ্যসামগ্রী তাই উৎপাদনের অগ্রসরতর সম্পর্কের অর্থবোধক, এবং সরল সঞ্চলনের ভিতরে প্রদক্ষিণপথটি এক জটিলতর চরিত্রের গতির প্রতিফলন মাত্র। সঞ্চলনের মাধ্যম থেকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থ তাই আসবে পণ্যসামগ্রী-সঞ্চলনের অব্যবহিত রূপ **প—অ—প** থেকে।

সোনা, অর্থাৎ যে-বিশেষ পণ্যসামগ্রীটি মূল্যের মান ও সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তা **অর্থে** পরিণত হয় সমাজের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই। রূপো ইংলণ্ডে অর্থে পরিণত হয় নি, সেখানে তা না মূল্যের মান, না সঞ্চলনের প্রধান মাধ্যম, অনুরূপভাবে হল্যাণ্ডে মূল্যের মানের অবস্থান থেকে চ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনা আর অর্থ নেই। তাই, প্রথমত, যে-পণ্যসামগ্রীর মধ্যে মূল্যের মান এবং সঞ্চলনের মাধ্যমের কাজ একীভূত সেই পণ্যসামগ্রীই অর্থে পরিণত হয়, কিংবা মূল্যের মান ও সঞ্চলনের মাধ্যমের ঐক্যই অর্থ। কিন্তু এরূপ এক ঐক্য হিসেবে সোনা আবার এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী, যেটা এই দুই কাজ থেকে আলাদা। মূল্যের মান হিসেবে সোনা শুধুই নামিক অর্থ ও নামিক সোনা; বিশুদ্ধভাবে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তা প্রতীকী অর্থ ও প্রতীকী সোনা, কিন্তু তার সরল ধাতব বাস্তবতায় সোনা হল অর্থ কিংবা অর্থ হল প্রকৃত সোনা।

এক মুহূর্তের জন্য পণ্যসামগ্রী সোনাকে, অর্থাৎ অর্থকে, বিরামের

অবস্থায় এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিবেচনা করা যাক। পণ্যসামগ্রীর সমস্ত দামই সোনার নির্দিষ্ট পরিমাণের সূচক: সেগুলি এইভাবে শুধু ধারণাগত সোনা বা ধারণাগত অর্থ, অর্থাৎ **সোনার প্রতীক,** ঠিক যেমন, অন্য দিকে, মূল্যের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত অর্থকে মনে হয়েছিল শুধু পণ্যসামগ্রীর দামের প্রতীক বলে।* সুতরাং, সমস্ত পণ্যসামগ্রীই যেহেতু নিছক ধারণাগত অর্থ, সেই হেতু অর্থ হল একমাত্র বাস্তব পণ্যসামগ্রী। যে-পণ্যসামগ্রী শুধু বিনিময়-মূল্যের, সর্বজনীন সামাজিক শ্রমের ও বিমূর্ত সম্পদের স্বতন্ত্র রূপের পরিচায়ক, তার বিষম বৈশিষ্ট্যে সোনা হল **বিমূর্ত সম্পদের বৈষয়িক দিক**। ব্যবহার-মূল্যের ব্যাপারে, প্রতিটি পণ্যসামগ্রী এক বিশেষ চাহিদার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভৌত সম্পদের একটিমাত্র উপাদানের, সম্পদের একটিমাত্র পৃথক দিকের পরিচায়ক। কিন্তু অর্থ যে কোনো চাহিদা পূরণ করে, কারণ তাকে যে কোনো চাহিদার বস্তুতে সঙ্গে সঙ্গে পরিণত করা যায়। তার নিজের ব্যবহার-মূল্য উশুল হয় তার তুল্যমূল্যস্বরূপ অন্তহীন সারির ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে। পণ্যসামগ্রীর জগতে বিবর্ধিত সমস্ত ভৌত সম্পদ অনুস্যূত হয়ে আছে সুপ্ত অবস্থায় এই সারবান ধাতুখণ্ডটির মধ্যে। এইভাবে, পণ্যসামগ্রীর দাম যেখানে সোনার, সর্বজনীন তুল্যমূল্য বা বিমূর্ত সম্পদের পরিচায়ক, সেখানে সোনার ব্যবহার-মূল্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের পরিচায়ক। সোনা তাই, **ভৌত সম্পদের বৈষয়িক প্রতীক**। তা হল 'সকল বস্তুর সংক্ষিপ্ত-সার' (বুয়াগিইবেয়র), সামাজিক সম্পদের সংক্ষিপ্তসার। তার আকারের কথা বলতে গেলে, তা হল সর্বজনীন শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্তরূপ, আর তার আধেয়র কথা বলতে গেলে, সমস্ত মূর্ত শ্রমের বিশুদ্ধ সারাংশ। তা হল এক ব্যক্তিগত আকারে সর্বজনীন সম্পদ।** সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সোনা সব ধরনের আঘাত ভোগ করেছে, তাকে ছাঁটা হয়েছে, এমন কি বিশুদ্ধ প্রতীকী কাগজের টুকরোর নামিয়ে আনা হয়েছে। যখন তা অর্থ

* 'শুধু যে মূল্যবান ধাতুগুলিই বস্তুসমূহের নিদর্শন তাই নয়... বিপরীতভাবে বস্তুসমূহও... সোনা ও রুপোর নিদর্শন।' জেনোভেজি, 'Lezioni di Economia Civile', ১৭৬৫, কাস্তোদির সংস্করণ। আধুনিক যুগ, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৮১।

** সোনা ও রুপো 'সর্বজনীন সম্পদ'। পেটি, 'Political Arithmetick', পৃঃ ২৪২।

হিসেবে কাজ করে তখন ফিরে আসে তার স্বর্ণাভ দীপ্তি। দাস হয় প্রভু।* যে ছিল নিছক আজ্ঞাধীন সে হয়ে ওঠে পণ্যসামগ্রীর ঈশ্বর।**

ক) মজুত

অর্থ হিসেবে সোনা প্রথমে সঞ্চলনের মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কারণ পণ্যসামগ্রীটির রূপান্তর ব্যাহত হয়েছিল এবং পণ্যসামগ্রীটি থেকে গিয়েছিল সোনা আকারে। একটি বিক্রয়কর্ম যখন অব্যবহিতভাবে একটি ক্রয়কর্মে পরিণত না-হয়, তখনই এটা ঘটে। সোনা যে অর্থ হিসেবে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে, এই ঘটনাটিই সর্বোপরি সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্নতার অথবা পাশাপাশি বিদ্যমান দুটি অসংবদ্ধ ও পৃথক লেনদেনে পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। মুদ্রার গতি ব্যাহত হওয়ামাত্রই তা অর্থ হয়ে ওঠে। যে-বিক্রেতা একটি পণ্যসামগ্রীর প্রতিদানে এটি পায়, তার হাতে তা অর্থ, মুদ্রা নয়; কিন্তু সেটি যখন তার হাত থেকে চলে যায়

* এডওয়ার্ড মিসেলডেন, 'Free Trade, or the Means to Make Trade Florish', লন্ডন, ১৬২২। 'বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিষয় হল পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্যের দিক থেকে বণিকরা যাকে অভিহিত করেছে পণ্যসামগ্রী বলে। বাণিজ্যের কৃত্রিম বিষয় হল অর্থ, যা যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের শক্তির উৎস নাম লাভ করেছে। ... অর্থ যদিও চরিত্রে ও সময়ের দিক দিয়ে পণ্যদ্রব্যের পরে, তবুও এখন যেভাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে, তা হয়ে উঠছে মুখ্য' (পৃঃ ৭)। পণ্যসামগ্রী ও অর্থের অবস্থানকে তিনি তুলনা করেছেন 'ওল্ড জ্যাকবের' বংশধরদের অবস্থানের সঙ্গে, যে 'ওল্ড জ্যাকব' 'তাঁর পৌত্রদের আশীর্বাদ করে তাঁর হাতদুটি আড়াআড়ি করে রাখলেন, এবং তাঁর ডান হাতটি রাখলেন কনিষ্ঠের উপরে, ও বাঁ হাতটি রাখলেন জ্যেষ্ঠের উপরে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। বুয়াগিইবেয়র, 'Dissertion sur la nature des richesses'. 'এইভাবে বাণিজ্যের ক্রীতদাস তার প্রভু হয়ে উঠেছে... জাতিসমূহের দুর্দশার কারণ এই যে ক্রীতদাসকে পরিণত করা হয়েছে প্রভুতে কিংবা বরং এক অত্যাচারীতে' (পৃঃ ৩৯৫, ৩৯৯)।

** 'এই ধাতুগুলিকে (সোনা ও রুপো) পরিণত করা হয়েছে উপাস্য বস্তুতে, এবং বাণিজ্যে তাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার কথা ছিল, অর্থাৎ বিনিময় ও প্রতিদানমূলক হস্তান্তরে নিদর্শন হিসেবে কাজ করার যে কথা ছিল তা উপেক্ষা করে এগুলিকে এই কাজ পরিত্যাগ করতে দেওয়া হয়েছে প্রায় পুরোপুরি দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, বিচারবুদ্ধিহীন প্রাচীন কালে মেকি দেবতাদের কাছে যত বলিদান করা হয়েছে তার চাইতে বেশি সামগ্রী, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও এমন কি মানুষকেও বলিদান করা হয়েছে এই দেবতাদের কাছে...' (বুয়াগিইবেয়র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯৫।

তখন আবার মুদ্রা হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বিক্রি করে সেই বিশেষ পণ্যসামগ্রীটি যেটি সে উৎপন্ন করে, কিন্তু সে কেনে সামাজিক প্রাণী হিসেবে তার দরকারি অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী। কত ঘন-ঘন সে বিক্রেতা হিসেবে বাজারে উপস্থিত হচ্ছে, সেটা নির্ভর করে তার পণ্যসামগ্রীটি উৎপন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের উপরে, পক্ষান্তরে ক্রেতা হিসেবে তার উপস্থিতি নির্ধারিত হয় তার নিত্যনতুন মৌল চাহিদা দিয়ে। বিক্রি না-করে কিনতে পারার উদ্দেশ্যে, তাকে নিশ্চয়ই না-কিনে কিছু বিক্রি করতে হয়েছে। **প—অ—প** প্রদক্ষিণপথটি বস্তুতই ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের গতিশীল ঐক্য শুধু ততদূরই, যতদূর পর্যন্ত তা যুগপৎ তাদের বিচ্ছিন্নতারও ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া। মুদ্রা হিসেবে অর্থ যাতে ক্রমাগত প্রবহমান হতে পারে, সেজন্য মুদ্রাকে অবশ্যই অর্থের মধ্যে ক্রমাগত জমাট বাঁধতে হবে। মুদ্রার ক্রমান্বিত গতির সঙ্গেই সংরক্ষিত তহবিলে অধিকতর বা ক্ষুদ্রতর পরিমাণে তার স্থায়ী অচলাবস্থা সংশ্লিষ্ট, সর্বত্র তা সঞ্চলনের কাঠামোর মধ্যে দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গেই তা সঞ্চলনের একটা শর্তও। এই তহবিলগুলির গঠন, বণ্টন, ভাঙন ও পুনর্গঠন নিয়ত পরিবর্তিত হয়; বিদ্যমান তহবিলগুলি ক্রমাগত লোপ পায় এবং সেগুলির বিলুপ্তি এক ক্রমান্বিত ঘটনা। নিরন্তরভাবে মুদ্রার অর্থে রূপান্তর এবং অর্থের মুদ্রায় রূপান্তরকে অ্যাডাম স্মিথ প্রকাশ করেছেন এই কথা বলে যে, প্রত্যেক পণ্যসামগ্রী-মালিক যে বিশেষ পণ্যসামগ্রীটি বিক্রি করে তদতিরিক্ত এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সাধারণ পণ্যসামগ্রী তাকে সর্বদা মজুত রাখতেই হয়, এই সাধারণ পণ্যসামগ্রী দিয়েই সে ক্রয় করে। আমরা দেখেছি যে **প—অ—প** প্রদক্ষিণপথের দ্বিতীয় অঙ্গ **অ—প** কতকগুলি ক্রয়কর্মের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, তার সবগুলি একসঙ্গে প্রভাবিত হয় না, হয় পর-পর এক নির্দিষ্ট কালপর্ব ধরে, যার ফলে **অ**-র একটা অংশ চলে মুদ্রা হিসেবে, অন্য অংশটা অর্থ হিসেবে থাকে বিরামের অবস্থায়। এই ক্ষেত্রে, অর্থ প্রকৃতপক্ষে শুধুই **নিলম্বিত মুদ্রা** এবং সঞ্চলনরত টঙ্কনের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ত পরিবর্তমান রূপে দেখা দেয় — কখনও এক আকারে, কখনও আরেক আকারে। সঞ্চলনের মাধ্যমের অর্থে প্রথম রূপান্তর তাই নিতান্তই অর্থের সঞ্চলনের এক প্রয়োগগত দিক।*

প্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্ধিত সম্পদের ধরনটি হল উৎপন্ন সামগ্রীর,

---

* বুয়াগিইবেয়র সন্দেহ করেন যে perpetuum mobile [চিরচলিষ্ণু]-এর প্রথম নিশ্চলকরণ, অর্থাৎ সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার কাজের নেতিকরণ, সঙ্গে সঙ্গে

অর্থাৎ উৎপন্ন সামগ্রীর যে-অংশ ব্যবহার-মূল্য হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় নয় তার বাড়তি অংশ বা আধিক্য, কিংবা তা না হলে এমন সব উৎপন্ন সামগ্রী হাতে থাকা যেগুলির ব্যবহার-মূল্য নিছক প্রয়োজনের আওতার বাইরে। পণ্যসামগ্রী থেকে অর্থে উত্তরণ আলোচনা করার সময়ে আমরা দেখেছি যে উৎপাদনের এক আদিম স্তরে উৎপন্ন সামগ্রীর এই বাড়তি অংশ বা আধিক্যই প্রকৃতপক্ষে পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রটি গঠন করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন সামগ্রীগুলিই হয় বিনিময়যোগ্য উৎপন্ন সামগ্রী বা পণ্যসামগ্রী। এই উদ্বৃত্তের উপযুক্ত রূপ হল সোনা ও রুপো, বিমূর্ত সামাজিক সম্পদ হিসেবে সম্পদ রাখা হয় প্রথম রূপে। পণ্যসামগ্রীকে শুধু যে সোনা ও রুপো রূপে, অর্থাৎ অর্থের বস্তুগত আকারে মজুত করাই সম্ভব তা নয়, সোনা ও রুপো হল সুরক্ষিত রূপে সম্পদ। প্রতিটি ব্যবহার-মূল্যই, সেটি ব্যবহৃত হওয়ার, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ পূরণ করে, কিন্তু অর্থ হিসেবে সোনার ব্যবহার-মূল্য বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক হবে, এক অনিয়তাকার কাঁচা-মাল হিসেবে সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হবে। অনিয়তাকার ধাতু হিসেবে বিনিময়-মূল্যের রূপটা অবিনশ্বর। এইভাবে নিশ্চল সোনা বা রুপো হল **মজুত ভাণ্ডার**। প্রাচীন জাতিগুলির মতো যেসব জাতির শুধুই ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা আছে, তাদের ক্ষেত্রে মজুতদারি ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত একটা সর্বব্যাপী কাজ হয়ে ওঠে, রাষ্ট্র আগলে রাখে তার রাষ্ট্রীয় মজুত ভাণ্ডার। গোড়ার দিকে এশিয়ায় ও মিশরে এই মজুতগুলি থাকত রাজা ও যাজকদের রক্ষণাধীনে এবং প্রধানত তাদের ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে কাজ করত। গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্রীয় মজুত সৃষ্টি সরকারি কর্মনীতির একটা মূলনীতি হয়ে উঠেছিল, কারণ এই রূপে বাড়তি সম্পদ সর্বদাই নিরাপদ এবং যে কোনো মুহূর্তে ব্যবহার করা যায়। বিজেতাদের দ্বারা এই ধরনের মজুতের এক দেশ থেকে আরেক দেশে দ্রুত স্থানান্তর এবং সঞ্চলনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সেগুলির আকস্মিক নির্গমন পুরাকালের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

পণ্যসামগ্রীসমূহ থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে ফেলবে। তিনি বলেন, অর্থ থাকবে 'নিয়ত গতির মধ্যে, যতক্ষণ তার গতি থাকে ততক্ষণই তা কার্যকর, গতিহীন হয়ে গেলেই সব শেষ' (বুয়াগিইবেয়র, 'Le détail de la France', পৃঃ ২১৩)। যে-বিষয়টি তিনি উপেক্ষা করেছেন তা হল, এই নিষ্ক্রিয়তাই তার গতির পূর্বশর্ত। আসলে তিনি যা চান তা এই যে পণ্যসামগ্রীর মূল্য রূপ হবে সেগুলির বিপাকের রীতিমত অকিঞ্চিৎকর দিক, তবে কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হবে না।

বাস্তবায়িত শ্রম-সময় হিসেবে সোনা হল তার নিজের মূল্যের মাত্রার এক জামানত স্বরূপ, এবং তা **সর্বজনীন** শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ বলে, বিনিময়-মূল্য হিসেবে তার ক্রমান্বিত কাজ সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার দ্বারাই নিশ্চিত-প্রদত্ত। পণ্যসামগ্রীর মালিক যে তার পণ্যসামগ্রীগুলিকে বিনিময়-মূল্যের রূপে রাখতে পারে, কিংবা বিনিময়-মূল্যকে পণ্যসামগ্রী হিসেবে রাখতে পারে, এই সহজ ঘটনাটিই পণ্যসামগ্রীর বিনিময়কে সঞ্চলনের বিশেষ কারিকা করে তোলে, যাতে সেগুলিকে সোনায় রূপান্তরিত অবস্থায় আদায় করা যায়। পণ্যসামগ্রীর **প — অ** রূপান্তর ঘটে সেগুলির রূপান্তরের খাতিরে, বিশেষ ভৌত সম্পদকে সর্বজনীন সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে। রূপের পরিবর্তন - বস্তুর বিনিময়ের পরিবর্তে - এক স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যে বিনিময়-মূল্য ছিল নিতান্ত একটি রূপ মাত্র, তা পরিণত হয় গতির আধেয়তে। পণ্যসামগ্রীগুলি সম্পদ থাকে, অর্থাৎ পণ্যসামগ্রী থাকে একমাত্র তখনই যখন সেগুলি সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে, এবং সেগুলি এই চলতি অবস্থায় থাকে শুধু সেগুলি সোনা ও রূপোয় দৃঢ়ীভূত হওয়া পর্যন্ত। সেগুলি চলতি থাকে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার কেলাসন হিসেবে। কিন্তু সোনা ও রূপো নিজেদের অর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ পর্যন্তই, যতক্ষণ সেগুলি সঞ্চলনের উপায় হিসেবে কাজ করে না! **সেগুলি অর্থ হয় সঞ্চলনের উপায়-নয় হিসেবে**। সঞ্চলন থেকে সোনার রূপে পণ্যসামগ্রীকে প্রত্যাহার করে নেওয়াটা তাই সেগুলিকে ক্রমাগত সঞ্চলনে রাখার একমাত্র উপায়।

পণ্যসামগ্রীর মালিক সঞ্চলন থেকে অর্থ হিসেবে ততটাই তুলে নিতে পারে যতটা সে পণ্যসামগ্রীর রূপে তার মধ্যে রেখেছিল। পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মজুতের প্রথম শর্ত হল নিয়ত বিক্রয়, পণ্যসামগ্রীকে নিরন্তর সঞ্চলনের মধ্যে ছাড়া। অন্য দিকে, সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় নিরত অদৃশ্য হয়ে যায়, কারণ সারাক্ষণই তা উশুল হচ্ছে ব্যবহার-মূল্যে এবং বিলীন হয়ে যাচ্ছে ক্ষণজীবী ভোগে। সুতরাং, তাকে অবশ্যই সঞ্চলনের প্রবাহ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়; ভাষান্তরে, অর্থ যাতে ক্রয়ের উপায় হিসেবে কাজ করতে না-পারে, সেজন্য পণ্যসামগ্রীকে অবশ্যই তাদের রূপান্তরের প্রথম স্তরে রাখতে হবে। পণ্যসামগ্রীর যে-মালিক এখন অর্থের মজুতদার হয়েছে, তাকে অবশ্যই যথাসম্ভব বেশি বিক্রি করতে হবে এবং যথাসম্ভব কম কিনতে হবে, প্রবীণ

কাটো পর্যন্ত যে-বাণী প্রচার করেছেন — patrem familias vendacem, non emacem esse [২৪]। ব্যয়কুণ্ঠা হল মজুতের নেতিবাচক পূর্বশর্ত, ঠিক যেমন শ্রমশীলতা তার ইতিবাচক পূর্বশর্ত। সঞ্চলন থেকে বিশেষ-বিশেষ পণ্যসামগ্রী বা ব্যবহার-মূল্য রূপী পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্য হিসেবে যা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তার অনুপাত যত কম, অর্থ বা বিনিময়-মূল্য রূপী অনুপাতটা তত বেশি।* সর্বজনীন রূপে সম্পদের উপযোজনের নিহিত অর্থ তাই সম্পদের বস্তুগত বাস্তবতা পরিত্যাগ। অতএব, মজুতের চালিকা শক্তি হল **অর্থলিপ্সা**, যার কাম্য ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী নয়, বরং একটি পণ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার-মূল্য। সর্বজনীন রূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দখল করার জন্য বিশেষ-বিশেষ চাহিদাকে অবশ্যই বিলাস ও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে গণ্য করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৫৯৩ সালে দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে করতেজ একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি:

'ভাল্লাদোলিদের করতেজ ১৫৮৬ সালে মহামান্য সম্রাটকে অনুরোধ করেছিল, যাতে এই রাজ্যে বিদেশ থেকে মোমবাতি, কাচের জিনিসপত্র, জহরত, ছুরি ও অনুরূপ সামগ্রী আর আমদানি করার অনুমতি না-দেওয়া হয়; মানুষের জীবনে এগুলি কোনো কাজে না লাগলেও তার বিনিময়ে সোনা দিতে হয়, স্পেনীয়রা যেন **ইণ্ডিয়ান**।'

পোকা বা মরচে যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এবং যা পুরোপুরি দিব্য ও পুরোপুরি জাগতিক এমন শাশ্বত সম্পদের পিছনে ছোটার উদ্দেশ্যে অর্থ মজুতদার পার্থিব, ঐহিক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসকে ঘৃণা করে।

উপরে উদ্ধৃত রচনায় মিসেলডেন লিখেছেন: 'আমাদের অর্থাভাবের সাধারণ পরোক্ষ কারণ হল বিদেশের যেসব পণ্যসামগ্রী আমাদের কাছে অ-পণ্যসামগ্রী স্বরূপ, সেগুলি ব্যবহারের ব্যাপারে, ঐসমস্ত তুচ্ছ বস্তুর পরিবর্তে অন্যথায় যে সম্পদ আনীত হত, সেই সম্পদ থেকে এতখানি আমাদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে এই রাজ্যের মাত্রাধিক্য।... আমরা... আমাদের মধ্যে ব্যবহার করি প্রচুর পরিমাণ স্পেনের, ফ্রান্সের, রেনের, লেভান্তের মদ... স্পেনের মনাক্কা, লেভান্তের ধনে, হ্যানল্টের মিহি লন ও ক্যাম্ব্রিক কাপড়... ইতালির রেশম, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-এর চিনি ও তামাক, ইস্ট-ইণ্ডিজ-এর মশলা। এর সবগুলির আমাদের কাছে **অত্যাবশ্যকীয় নয়**, অথচ সেগুলি কেনা হয় গেদ অর্থ দিয়ে।'**

* 'মালপত্রের দিক দিয়ে... মজুত যত বাড়ে, সম্পদের দিক দিয়ে তা তত কমে যায়।' এডওয়ার্ড মিসেলডেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩।

** এ. মিসেলডেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১-১৩ ও তার পর।

সোনা ও রুপোর আকারে সম্পদ অবিনশ্বর কারণ বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক এক অবিনাশী ধাতু এবং বিশেষ করে এই কারণে যে সোনা ও রুপোকে সঞ্চলনের উপায় হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয় না এবং এইভাবে পণ্যসামগ্রীর নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী আর্থিক দিক হয়ে উঠতে দেওয়া হয় না। নশ্বর আধেয়টিকে এইভাবে বলি দেওয়া হয় অবিনশ্বর রূপটির কাছে।

'ধরা যাক... প্রয়োজনাতিরিক্ত পান-ভোজনে, কিংবা অন্য কোনো বিনাশশীল সামগ্রীতে যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে তার কাছ থেকে (করের সাহায্যে) অর্থ নেওয়া হল; এবং তা হস্তান্তরিত করা হল এমন একজনের কাছে যে তা ব্যয় করে বসন-ভূষণের পিছনে; আমি বলি, এমন কি এই ক্ষেত্রেও কমনওয়েলথের কিছু লাভ হয়; কারণ মাংস ও পানীয়ের মতো অত তাড়াতাড়ি বসন-ভূষণ পুরোপুরি বিনষ্ট হয় না। কিন্তু সেই অর্থ যদি ব্যয় করা হয় বাড়ির আসবাবপত্রের পিছনে, তা হলে লাভটা আরও একটু বেশি; যদি ব্যয় করা হয় গৃহনির্মাণে, তা হলে আরও বেশি; যদি ব্যয় করা হয় জমি উন্নয়নে, খনি, মৎস্যপালন প্রভৃতি কাজের পিছনে, তা হলে আরও বেশি; কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাভ সোনা ও রুপো দেশে নিয়ে আসায়; কারণ সেই জিনিসগুলি শুধু যে অবিনশ্বর তাই নয়, বরং সর্বদা ও সর্বত্র সম্পদ রূপে পরিগণিত; পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সম্পদ বটে, কিন্তু pro hic et nunc* [এক বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে]।

সঞ্চলনের ধারা থেকে অর্থ প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং সামাজিক বিপাক থেকে তাকে রক্ষা করার বাসনার একটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি হল তাকে মাটির নিচে **লুকিয়ে রাখা,** যার ফলে সামাজিক সম্পদ পরিণত হয় এক অবিনশ্বর ভূ-গর্ভস্থ সঞ্চয়ে, পণ্যসামগ্রী-মালিকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণরূপে অলক্ষিত এক সংগোপন সম্পর্ক থাকে। ডক্টর বার্নিয়ে দিল্লিতে আওরঙজেবের রাজসভায় কিছুকাল কাটিয়েছিলেন; তিনি বলেছেন যে বণিকদের, বিশেষ করে অ-মুসলমান কাফেরদের হাতেই প্রায় সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমস্ত অর্থ কেন্দ্রীভূত, তারা গোপনে মাটির অনেক নিচে তাদের অর্থ লুকিয়ে রাখে,

'এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে তাদের জীবদ্দশায় তারা যে-অর্থ লুকিয়ে রাখছে তাদের মৃত্যুর পর তা পরলোকে তাদের কাজে লাগবে।'**

* পেটি, 'Political Arithmetick', পৃঃ ১৯৬।

** ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে, 'Voyages contenant la description des états du Grand Mogol', তু. ১৮৩০-এর প্যারিস সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১২-৩১৪।

প্রসঙ্গত, অর্থ মজুতদার অধ্যবসায়ী পরিশ্রমের সঙ্গে কঠোর তপশ্চর্যা মেলায় বলে ধর্মের দিক দিয়ে সে সহজাতভাবে প্রটেস্ট্যান্ট এবং ততোধিক পিউরিট্যান।

'এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্ম আবশ্যকীয় আচরণ, তা বাদ দেওয়া যায় না এবং নিশ্চয়ই তা খ্রীষ্টীয় ধরনে ব্যবহার করা যায়, বিশেষত যেসব সামগ্রী প্রয়োজন ও সম্মান পূরণ করে; কারণ এইভাবেই গবাদি পশু, পশম, শস্য, মাখন, দুধ ও অন্যান্য সামগ্রী গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা ক্রীত ও বিক্রীত হয়। এগুলি হল ঈশ্বরের দান, তিনি তা জমি থেকে উৎপন্ন করেন এবং মানুষের মধ্যে ভাগ করে দেন। কিন্তু যে বহির্বাণিজ্য কালিকট ও ভারত ও অন্যান্য স্থান থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে আসে — মূল্যবান রেশম ও জহরত ও মশলার মতো পণ্যসম্ভার, যেগুলি ব্যবহার করা হয় শুধু দেখানোর জন্য, কোনো প্রয়োজন তা পূরণ করে না — এবং দেশ ও জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ বার করে নেয়, আমাদের যদি একটা সরকার থাকত ও রাজন্যরা থাকতেন তা হলে তা করতে দেওয়া উচিত হত না। কিন্তু আমি এখন এ-বিষয়ে লিখতে চাই না, কারণ আমি মনে করি যে শেষে আমাদের যখন আর অর্থ থাকবে না, তখন তা পরিত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে চমৎকারিত্ব আর ঔদরিকতাও; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন ও দারিদ্র্যের দরুন আমরা বাধ্য না-হচ্ছি ততক্ষণ সমস্ত লেখা আর উপদেশই বৃথা হবে।'*

---

* ডক্টর মার্টিন লুথার, 'Bücher vom Kaufhandel und Wucher', ১৫২৪। লুথার এই অনুচ্ছেদেই লিখেছেন: 'ঈশ্বরের এমনই বিধান যে আমরা জার্মানরা আমাদের সোনা ও রুপো উজাড় করে দেব বাইরের দেশগুলিতে, ঐশ্বর্যবান করে দেব সারা পৃথিবীকে অথচ আমরা নিজেরা থাকব ভিক্ষুক। ইংলন্ড নিশ্চয়ই কম সোনা পেত, জার্মানি যদি তার বস্ত্র নিতে অসম্মত হত, এবং পোর্তুগালের রাজাও কম পেতেন, যদি আমরা তাঁর মশলা নিতে রাজী না-হতাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে একটা মেলার সময়ে জার্মান ভূখন্ড থেকে প্রয়োজন বা কারণ ছাড়াই কত অর্থ বার করে নেওয়া হয়, যদি আপনারা তার হিসাব করেন তা হলে সবিস্ময়ে ভাববেন এখনও জার্মানিতে একটি ফার্দিংও যে রয়েছে তা কী করে সম্ভব। ফ্রাঙ্কফুর্ট হল সোনা ও রুপোর এক নালা, এখানে যা কিছু উদ্ভূত হয় ও জন্মায়, যা কিছু টাঁকশালে তৈরি হয় বা টঙ্কন হয় সে সবই দেশের বাইরে চলে যায় তার মধ্য দিয়ে; এই গর্তটি যদি বন্ধ করা হত তা হলে বর্তমানের এই অভিযোগ শুনতে হত না যে সর্বত্র চরম ঋণ রয়েছে, অর্থ নেই, সমগ্র গ্রামাঞ্চল ও সমস্ত শহরগুলি তেজারতিতে হৃতসর্বস্ব। কিন্তু চিন্তা নেই, তা সত্ত্বেও সব কিছু এইভাবেই চলবে: আমাদের জার্মানদের তো জার্মানই থাকতে হবে, বাধ্য হয়ে বিরত হতে না-হলে আমরা বিরত হই না' [পৃঃ ৪-৫]।

উপরে উদ্ধৃত রচনায় মিসেলডেন চান যাই ঘটুক না-কেন সোনা ও রুপো খ্রীষ্টীয়-জগতের সীমার মধ্যেই থাকুক: 'অর্থাভাবের অপর দূরবর্তী কারণ হল খ্রীষ্টীয়-

এমন কি অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগুলিতে সামাজিক বিপাক প্রক্রিয়ায় আলোড়নের সময়ে অর্থের সঞ্চয় সমাধিস্থ করে রাখা হয়। এ হল সামাজিক আন্দোলন থেকে সামাজিক আসঞ্জনকে — পণ্যমালিকের কাছে এই আসঞ্জনের পরিচায়ক হল পণ্যসামগ্রী, আর পণ্যসামগ্রীর যথোপযুক্ত মূর্ত রূপ হল অর্থ — তার সংবদ্ধ রূপে রক্ষা করার চেষ্টা। বস্তুনিচয়ের সামাজিক পেশীতন্তুকে সমাধিস্থ করা হয় সেগুলি যে দেহের পেশীতন্তু সেই দেহেরই পাশে।

সঞ্চলনের সঙ্গে মজুত-ধনের নিয়ত টান না-থাকলে, সেই মজুত-ধন এখন নিতান্তই এক রাশ অকেজো ধন হয়ে যেত, তার আর্থিক আত্মা অদৃশ্য হয়ে যেত এবং সঞ্চলনের ভস্মাবশেষ ছাড়া, তার caput mortuum [মূল্যহীন অবশেষ] ছাড়া আর কিছু থাকত না। অর্থ, অর্থাৎ যে বিনিময়-মূল্য এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করেছে, তা প্রকৃতিগতভাবে বিমূর্ত সম্পদের মূর্ত রূপ; কিন্তু অন্য দিকে, যে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মূল্যের এক পরিমাণগত সসীম মাত্রা। বিনিময়-মূল্যের পরিমাণগত সীমানির্দেশের সঙ্গে তার গুণগত সর্বজনীনতার সংঘাত বাধে এবং মজুতদার সীমাবদ্ধতাকে গণ্য করে এক বিধিনিষেধ বলে, যেটা বস্তুতপক্ষে পরিণত হয় এক গুণগত বিধিনিষেধেও, অর্থাৎ মজুত ধনকে বৈষয়িক সম্পদের নিছক এক সীমাবদ্ধ পরিচয়ে পরিণত করা হয়। আমরা দেখেছি, সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে অর্থকে এক সমীকরণের রাশিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা যায়, যে সমীকরণে রয়েছে তার একটি দিক, আর অন্য দিকটি হল পণ্যসামগ্রীর এক অন্তহীন

জগতের বাইরে তুরস্ক, পারস্য ও ইস্ট-ইণ্ডিজের সঙ্গে বাণিজ্য, যে বাণিজ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয় নগদ অর্থ দিয়ে, অথচ খ্রীষ্টীয়-জগতের নিজের অভ্যন্তরে যেভাবে বাণিজ্য হয় তার থেকে পৃথকভাবে। কারণ খ্রীষ্টীয়-জগতের অভ্যন্তরে বাণিজ্য নগদ অর্থ দিয়ে চালানো হলেও সেই অর্থ থাকে এবং চলে খ্রীষ্টীয়-জগতের সীমানার মধ্যেই। খ্রীষ্টীয়-জগতের নিজের অভ্যন্তরে যে অর্থের লেনদেন হয় সেখানে বস্তুতপক্ষে এক প্রবাহ ও পুনঃপ্রবাহ, জোয়ার-ভাঁটা চলে; কারণ কখনও খ্রীষ্টীয়-জগতের এক অংশে থাকে বেশি, কখনও আরেক অংশে থাকে কম, এক দেশের অভাব থাকে, আরেক দেশের থাকে প্রাচুর্য: তা আসে যায় এবং খ্রীষ্টীয়-জগতের চক্র বরাবর আবর্তিত হয়, কিন্তু তা হলেও তার সীমানার মধ্যেই থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়-জগতের বাইরে উপরোক্ত অংশগুলিতে বাণিজ্য বাবদ যে অর্থ বেরিয়ে যায় তা ক্রমাগত নিঃসৃতই হয়, আর কখনও ফিরে আসে না' [পৃঃ ১৯-২০]।

সারি। বিনিময়-মূল্যের উশুল যে মাত্রায় এরূপ এক সীমাহীন সারির কাছাকাছি হয়, ভাষান্তরে, বিনিময়-মূল্যের ধারণার সঙ্গে তা কতখানি মেলে, সেটা নির্ভর করে তার মাত্রার উপরে। সাধারণভাবে, স্বয়ংচল হিসেবে বিনিময়-মূল্যের গতি শুধু তার পরিমাণগত সীমার সম্প্রসারণই হতে পারে। কিন্তু মজুত ধনের এক প্রস্ত পরিমাণগত সীমা অতিক্রম করতে গিয়ে নতুন নতুন বিধিনিষেধ তৈরি হয়, সেগুলিকে আবার দূরীভূত করা দরকার হয়। বিধিনিষেধ বলে যা প্রতীয়মান হয় সেটা মজুতের একটা বিশেষ সীমা নয়, বরং তার যে কোনো সীমাবদ্ধতা। মজুত গঠনের তাই কোনো স্বকীয় সীমা নেই, স্বতই কোনো সীমা নেই, বরং তা এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, যার প্রতিটি বিশেষ ফল নতুন আরম্ভের প্রেরণা যোগায়। মজুত যদিও একমাত্র রক্ষা করেই বাড়ানো যায়, পক্ষান্তরে তা একমাত্র রক্ষা করা যায় বাড়িয়েই।

অর্থ নেহাতই ধনলিপ্সার **একটি** বস্তু নয়, তার **আসল** বস্তু। এই কামনা আবশ্যিকভাবেই auri sacra fames [জঘন্য স্বর্ণলালসা]। বিশেষ বৈষয়িক সম্পদ, অর্থাৎ পোশাক, জহরত, পশুপাল প্রভৃতির মতো ব্যবহার-মূল্য পাওয়ার কামনার বৈপরীত্যে ধনলিপ্সা সম্ভব হয় একমাত্র তখনই, যখন সর্বজনীন সম্পদের পরিচায়ক হয় একটি বিশেষ বস্তু এবং তাই তাকে এক বিশেষ পণ্যসামগ্রী হিসেবে রাখা যায়। অর্থ তাই ধনলাভের বাসনার বস্তু ও উৎস উভয় রূপেই দেখা দেয়।* অন্তর্নিহিত কারণ বস্তুতপক্ষে এই যে বিনিময়-মূল্যই হয়ে ওঠে একটা লক্ষ্য, এবং ফলত বিনিময়-মূল্যের এক সম্প্রসারণও। অর্থলিপ্সা মজুতকে আঁকড়ে থাকে, অর্থকে সঞ্চলনের মাধ্যম হতে দেয় না, কিন্তু সোনার লালসা মজুতের আর্থিক আত্মাকে রক্ষা করে এবং সঞ্চলনের সঙ্গে নিয়ত টানের অবস্থায় তাকে বজায় রাখে।

যে ক্রিয়া মজুত-ধন রাশীকৃত করে তা হল, এক দিকে, নিয়ত পুনরাবৃত্ত বিক্রয়কর্মের দ্বারা সঞ্চলন থেকে অর্থ প্রত্যাহার, এবং অন্য দিকে, নিতান্ত পুঞ্জীকরণ, **সঞ্চয়**। বস্তুতপক্ষে, একমাত্র সরল সঞ্চলনের ক্ষেত্রেই এবং বিশেষভাবে মজুত রূপেই সম্পদের সঞ্চয় ঘটে, পক্ষান্তরে অন্যান্য তথাকথিত সঞ্চয়ের রূপ আমরা পরেই দেখতে পাব, রীতিমত অনুচিতভাবে এবং

* 'কিন্তু অর্থ থেকে উদ্ভূত হয় ধনলিপ্সা... স্তরে স্তরে তা বেড়ে পরিণত হয় উন্মত্ততায়, আর তা ধনলিপ্সা নয় বরং রীতিমত স্বর্ণক্ষুধা।' প্লিনি, 'Historia naturalis', গ্রন্থ ৩৩, অধ্যায় ৩।

একমাত্র অর্থের সরল সঞ্চয়ের উপমা রূপে সঞ্চয় বলে পরিগণিত হয়। অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয় ব্যবহার-মূল্য হিসেবে, এবং এই ক্ষেত্রে সেগুলির সঞ্চয়ের ধরন নির্ধারিত হয় সেগুলির ব্যবহার-মূল্যের বিশেষ লক্ষণ দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শস্য মজুত করার জন্য দরকার বিশেষ সাজসরঞ্জাম; মেষ সংগ্রহ করতে হলে একজন লোককে হতে হয় মেষপালক; ক্রীতদাস ও জমি সংগ্রহ করার জন্য দরকার হয় আধিপত্য ও দাস্যের সম্পর্ক, ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের সম্পদের মজুত গড়ার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ-বিশেষ পদ্ধতি এবং ব্যক্তিমানুষের মধ্যে তা বিকাশ ঘটায় বিশেষ চারিত্রলক্ষণের বিকাশ, জিনিস রাশীকৃত করার সহজ-সরল কাজের মতো তা নয়। কিংবা পণ্যসামগ্রীর আকারে সম্পদ সঞ্চিত করা যেতে পারে বিনিময়-মূল্য হিসেবে, এবং এক্ষেত্রে সঞ্চয় হয়ে ওঠে এক বাণিজ্যিক অথবা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়া। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠে একজন শস্য ব্যবসায়ী, গবাদি পশু ব্যবসায়ী, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি সোনা-রূপো সঞ্চয় করে তার কোনো ক্রিয়ার ফলে সোনা ও রূপো অর্থ নয়, বরং তার সহায়তা ছাড়াই সঞ্চলনের যে প্রক্রিয়া ঘটে তার কেলাস হিসেবেই সেগুলি অর্থ। সেই ব্যক্তির সেগুলিকে আলাদা করে রাখা ছাড়া, একটির উপরে আরেকটি রাশীকৃত করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার করে না, সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন এই কাজটি যদি অন্য কোনো পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তা হলে ফল হবে তার অবমূল্যায়ন।*

* হোরেস, অতএব, সম্পদ মজুত করার দর্শন সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তাই তিনি বলেন ('Satir', গ্রন্থ ২, তৃতীয় ব্যঙ্গকবিতা): 'একজন লোককে যদি বীণা কিনতে হত, এবং কেনার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিকে একত্র রাশীকৃত করতে হত; যদিও বীণা, অথবা কোনো কলাচর্চাতেই কোনো আগ্রহ তার নেই; যদি মুচি না হয়েও সে জুতো, ছুরি ও পায়ের ছাঁচ নিয়েও তাই করে; বণিকের জীবনের বিপরীত দিকে খাটানো হলেও জাহাজের পাল নিয়ে তাই করে — তা হলে সকলে তাকে বলবে খ্যাপা ও উন্মাদ এবং যথার্থভাবেই যে-ব্যক্তি সোনা ও রূপো মজুত করে চলে, যদিও জানে না তার মাল সে কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তা স্পর্শ করতে ভয় পায় যেন তা পবিত্র বস্তু, তার সঙ্গে এদের পার্থক্য কী?'

শ্রী সিনিয়র বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশি জানেন: 'অর্থ মনে হয় একমাত্র বস্তু যার জন্য কামনা সর্বজনীন; এবং তার কারণ অর্থ হল বিমূর্ত সম্পদ। তার অধিকারী তার যে কোনো প্রয়োজনই পূরণ করতে পারে।' 'Principes fondamentaux de l'économie politique', কাউন্ট জাঁ আরিভাবেন-এর অনুবাদ, প্যারিস, ১৮৩৬, পৃঃ

আমাদের মজ্বতদার বিনিময়-ম্ল্যের এক শহীদ, ধাতব মিনারের শীর্ষে উপবিষ্ট এক পবিত্রচেতা তপস্বী। সম্পদ তার প্রেয় শ্বধ্ব সম্পদের সামাজিক র্পে, তাই সে সমাজের কাছ থেকে তা ল্বকিয়ে রাখে। পণ্যসামগ্রী সে চায় এমন এক র্পে, যে-র্পে সেগ্বলি সব সময়ে সঞ্চালিত হতে পারে, তাই সেগ্বলিকে সে সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। বিনিময়-ম্ল্যকে সে ভক্তি করে, ফলত বিরত থাকে বিনিময় থেকে। সম্পদের তরল ও শিলীভূত র্প, সঞ্জীবনী স্বধা ও পরশ পাথরকে উন্মত্তভাবে একত্রে মেশানো হয় অপরসায়নবিদের অপচ্ছায়ার মতো। তার কাল্পনিক সীমাহীন ভোগতৃষ্ণা তাকে সমস্ত ভোগ ত্যাগ করায়। সমস্ত সামাজিক চাহিদা প্রণ করতে চায় বলে সে সবচেয়ে জর্বরী শারীরিক চাহিদা মেটায় না। সম্পদের ধাতব বাস্তবতায় সম্পদকে আঁকড়ে রেখে মজ্বতদার তাকে পর্যবসিত করে নিছক অলীক কল্পনায়। কিন্তু অর্থের খাতিরে অর্থ সঞ্চয় বস্তুতপক্ষে উৎপাদনের খাতিরে উৎপাদনের বর্বর র্প, অর্থাৎ চিরাচরিত চাহিদার সীমার বাইরে সামাজিক শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ। পণ্যসামগ্রী উৎপাদন যত কম অগ্রসর, মজ্বত -- বিনিময়-ম্ল্য যেখানে অর্থ হিসেবে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করে সেই প্রথম র্প -- তত বেশি গ্বর্ত্বপ্র্ণ, এবং তাই তা এক গ্বর্ত্বপ্র্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাচীন জাতিগ্বলির মধ্যে, এশিয়ায় এখনও পর্যন্ত, এবং সমকালীন কৃষিপ্রধান জাতিগ্বলির মধ্যে, সেখানে বিনিময়-ম্ল্য এখনও উৎপাদনের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে নি। তবে, ধাতব ম্দ্রার ব্যাপারে মজ্বত যে বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা বিবেচনা করার আগে, মজ্বতের আরেকটি র্প লক্ষ করা যাক।

নান্দনিক গ্বণাবলী নির্বিশেষে সোনা ও র্পোকে অর্থে পরিণত করা যায়, কারণ সেগ্বলির বস্তু-উপাদান অর্থের বস্তু-উপাদান, ঠিক যেমন সোনার ম্দ্রা ও সোনার বাটকে এর্প সামগ্রীতে র্পান্তরিত করা যায়। সোনা ও র্পো বিম্র্ত সম্পদের বস্তু-উপাদান বলে ম্র্ত ব্যবহার-ম্ল্য হিসেবে সেগ্বলির প্রয়োগ সম্পদের সবচেয়ে জাজ্বল্যমান প্রকাশ, এবং উৎপাদনের কোনো-কোনো স্তরে পণ্য-মালিক যদিও তার ধন ল্বকিয়ে রাখে, তব্বও

২২১: কিংবা স্তর্কও: 'অর্থ অন্য সর্বপ্রকার সম্পদের পরিচায়ক বলে, প্থিবীতে বিদ্যমান অন্য সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ করার জন্য তা সঞ্চয় করলেই চলে' (প্রের্বাক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, প্ঃ ১৩৫)।

যখনই সে নিরাপদে পারে, অন্যান্য পণ্য-মালিককে সে দেখাতে অনুপ্রাণিত হয় যে সে ধনী ব্যক্তি। সে নিজেকে ও তার বাড়ি সাজায় সোনা দিয়ে।* এশিয়ায়, এবং বিশেষ করে ভারতে, যেখানে মজুত গঠন উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থায় বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থার মতো অধীনস্থ ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু যেখানে সম্পদের এই রূপটিকে এখনও চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয়, সেখানে সোনা ও রুপোর সামগ্রী, বস্তুতপক্ষে, নান্দনিক রূপে নিতান্তই মজুত। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডে আইন সোনা ও রুপোর সামগ্রীকে শুধু এক ধরনের মজুত-ধন বলে গণ্য করত, কারণ সেগুলিতে প্রযুক্ত মোটা ধরনের শ্রম সেগুলির মূল্য বাড়াত সামান্যই। সেগুলিকে আবার সঞ্চলনের মধ্যে ছাড়াই উদ্দেশ্য ছিল এবং সেগুলি যে ধাতু দিয়ে তৈরি হত সূক্ষ্মতা তাই মুদ্রার মতো একই ভাবে নির্দেশিত হত। ক্রমবর্ধমান সম্পদের ফলে বিলাস-সামগ্রী রূপে সোনা ও রুপোর বর্ধিত ব্যবহার ঘটে, এই ঘটনাটা এতই সহজ বিষয় যে প্রাচীন চিন্তানায়করা** তা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, অথচ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা উপস্থিত করেন এই বেঠিক প্রতিজ্ঞাটি যে রুপো ও সোনার সামগ্রীর ব্যবহার সম্পদ বৃদ্ধির সমানুপাতে বাড়ে না, বাড়ে মূল্যবান ধাতুগুলির মূল্য হ্রাসের সমানুপাতে। সুতরাং, ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সোনার ব্যবহার সম্পর্কে অন্যথায় যথাযথ তাঁদের ব্যাখ্যায় সব সময়েই একটা ত্রুটি থাকে, কারণ তাঁদের মতে, কাঁচা মাল হিসেবে সোনার বর্ধিত প্রয়োগের যাথার্থ্য তার অনুরূপ মূল্য হ্রাস দিয়ে প্রতিপন্ন হয় না। মার্কিন উপনিবেশগুলি ও স্পেনের মধ্যে লড়াই [২৫] এবং বিপ্লবের দরুন খনির কাজে ছেদের ফলে মূল্যবান ধাতুগুলির গড় বার্ষিক উৎপাদন ১৮১০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কমে গিয়েছিল। ইউরোপে চালু মুদ্রার পরিমাণ ১৮০৯ সালের তুলনায় ১৮২৯ সালে কমে গিয়েছিল প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশ। এইভাবে উৎপাদন যদিও কমেছিল

* পণ্যসামগ্রীর ব্যক্তি-মালিক এমন কি যখন সভ্য হয়েছে এবং পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে তখনও তার ভিতরকার মানুষটির যে কী সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তার প্রমাণ মেলে এক আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং সংস্থার জনৈক লণ্ডনস্থ প্রতিনিধির কাছ থেকে; ইনি ফ্রেমে-বাঁধানো একটি এক লক্ষ পাউণ্ডের নোটকে উপযুক্ত পারিবারিক মর্যাদাসূচক নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য হল সঞ্চলন প্রক্রিয়ার প্রতি সেই নোটটির উপহাসপূর্ণ ও উন্নাসিক অবজ্ঞা।

** ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় জেনোফোন থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এবং উৎপাদন-ব্যয় (অবশ্য, যদি তার আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে) বেড়েছিল, তা সত্ত্বেও এমন কি যুদ্ধের সময়েও ইংলন্ডে এবং প্যারিস সন্ধির পর মহাদেশে বিলাস-সামগ্রী হিসেবে মূল্যবান ধাতুগুলির ব্যবহার অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেগুলির ব্যবহার বেড়েছিল সাধারণভাবে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে।* একে এক সাধারণ নিয়ম বলে গণ্য করা যেতে পারে যে সোনা ও রুপোর মুদ্রার বিলাস-সামগ্রীতে রূপান্তর শান্তির সময়েই প্রধান, আর সেগুলির বাটে ও মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর শুধু প্রধান হয় সংক্ষোভের সময়ে।** অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত পরিমাণের তুলনায় বিলাস-সামগ্রী রূপে সোনা ও রুপোর কী বিরাট অংশ থাকে তা এই ঘটনায় দেখা যায় যে, জ্যাকবের মতে, ১৮২৯ সালে ইংলন্ডে অনুপাতটা ছিল ২:১, আর সামগ্রিকভাবে ইউরোপে, এবং আমেরিকায় মুদ্রা রূপে যত মূল্যবান ধাতু ব্যবহৃত হয়েছিল তার চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল বিলাস-সামগ্রী রূপে।

আমরা দেখেছি যে অর্থের সঞ্চলন পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের, অথবা সামাজিক বিপাকের সহজ রূপান্তরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। চলতি সোনার মোট পরিমাণকে তাই অবশ্যই চলতি পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তমান মোট দাম অনুযায়ী, অর্থাৎ এক দিকে তাদের যুগপৎ ঘটমান রূপান্তরের মাত্রা এবং অন্য দিকে তাদের রূপান্তরের বিদ্যমান বেগ অনুযায়ী অবিরাম বাড়তে অথবা কমতে হবে। তা একমাত্র সম্ভব তখনই যখন এক নির্দিষ্ট দেশে অর্থের মোট পরিমাণের সঙ্গে চলতি অর্থের অনুপাত ক্রমাগত ভিন্ন হয়। মজুত গঠনের কল্যাণে এই শর্ত পালিত হয়। দাম যদি কমে অথবা সঞ্চলনের বেগ বেড়ে যায়, তা হলে সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে নির্গত অর্থ মজুতদারদের ভান্ডারে বিশোষিত হয়ে যায়; দাম যদি বাড়ে অথবা সঞ্চলনের বেগ কমে যায়, তা হলে এই সব মজুত উন্মুক্ত হয় এবং সেগুলির একটা অংশ সঞ্চলনের মধ্যে ফিরে আসে। সঞ্চলনরত অর্থের ঘনীভবন এবং মজুত-ধনের সঞ্চলনের মধ্যে প্রবহণ এক নিরন্তর পরিবর্তমান ও দোলায়মান

* জ্যাকব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, অধ্যায় ২৫ ও ২৬।

** 'বিরাট আলোড়ন ও অনিশ্চিতির সময়ে, বিশেষতর আভ্যন্তরিক আন্দোলন বা আক্রমণের সময়ে, সোনা ও রুপোর সামগ্রীকে দ্রুত অর্থে পরিণত করা হয়; অথচ শান্তি ও সমৃদ্ধির সময়ে অর্থকে পরিণত করা হয় পট্ট ও জহরতে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৫৭)।

গতি, এবং এক বা অপর প্রবণতার বিদ্যমানতা পুরোপুরি নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনে ওঠা-পড়া দিয়ে। মজুতগুলি এইভাবে সঞ্চলনরত অর্থের সরবরাহ বা প্রত্যাহারের খাত হিসেবে কাজ করে, যার ফলে মুদ্রা হিসেবে সঞ্চলনরত অর্থের পরিমাণ সর্বদাই সঞ্চলনের আশু চাহিদার পক্ষে পর্যাপ্ত থাকে। সঞ্চলনের মোট পরিমাণ যদি হঠাৎ বেড়ে যায় এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের চলিষ্ণু ঐক্য প্রাধান্য বিস্তার করে যার ফলে উশুল করার মতো দামের মোট পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনের বেগের চাইতেও দ্রুত বেড়ে যায়, তা হলে মজুত দর্শনীয়ভাবে কমে যায়; যখনই সামগ্রিকভাবে গতিতে একটা অস্বাভাবিক অচলাবস্থা দেখা দেয়, অর্থাৎ বিক্রয়কর্ম থেকে ক্রয়কর্মের বিচ্ছেদ প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন সঞ্চলনের মাধ্যম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘনীভূত হয়ে অর্থে পরিণত হয় এবং মজুতদারদের ভাণ্ডার গড় স্তরের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে পূর্ণ হয়। যেসব দেশে পুরোপুরি ধাতব মুদ্রা আছে কিংবা যেসব দেশ উৎপাদনের বিকাশের প্রারম্ভিক স্তরে রয়েছে, সেখানে মজুতগুলি অত্যন্ত খণ্ডবিচ্ছিন্ন ও সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, পক্ষান্তরে অগ্রসর বুর্জোয়া দেশগুলিতে সেগুলি ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে কেন্দ্রীভূত। মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের সঙ্গে মজুতকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল সর্বদা সঞ্চলনরত অর্থের মোট পরিমাণের অঙ্গস্বরূপ, অথচ মজুত ও সঞ্চলনের মাধ্যমের সক্রিয় সম্পর্কের পূর্বশর্ত হল অর্থের মোট পরিমাণ কমবে অথবা বাড়বে। আমরা দেখেছি, সোনা ও রুপোর সামগ্রীও মূল্যবান ধাতু প্রত্যাহারের খাত তথা সরবরাহের প্রচ্ছন্ন উৎস হিসেবে কাজ করে। সাধারণ অবস্থায় শুধু প্রথম কাজটি ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।*

* নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে জেনোফোন অর্থের দুটি বিশেষ ও পৃথক দিক — অর্থ ও মজুত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন: 'আমি যে-সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে এটিই একমাত্র ক্রিয়া যেখানে শিল্পের আরও বিকাশে কোনো প্রকার ঈর্ষা বোধ হয় না। ... আবিষ্কৃত আকরিক ধাতুর পরিমাণ যত বেশি এবং নিষ্কাশিত রুপোর পরিমাণ যত বেশি, সেই কাজে তত বেশি সংখ্যক লোক নিযুক্ত হতে প্রস্তুত থাকে। ... নিজের বাড়ির জন্য যথেষ্ট আসবাবপত্র যার আছে এমন কেউই এই বাবদ আরও ক্রয় করার কথা কল্পনা করে না, কিন্তু রুপোর ব্যাপারে, কেউই কখনও এতখানির মালিক হয় নি যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয়েছে 'আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে'। বরংচ, কেউ যদি কখনও অমিত পরিমাণের অধিকারী হয়ও তা হলে সে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে এবং তাকে তার

খ) পরিশোধের উপায়

এখন পর্যন্ত সঞ্চলনের মাধ্যম থেকে পৃথক অর্থের দুটি রূপ আলোচিত হয়েছে, যথা **নিলম্বিত মুদ্রা** ও **মজুত**। প্রথম রূপটিতে — মুদ্রার অর্থে সাময়িক রূপান্তর — এই বিষয়টি প্রতিফলিত যে সঞ্চলনের বিশেষ এক ক্ষেত্রে **প—অ—প**-এর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ **অ—প**, ক্রয়কর্ম, অবশ্যই পর-পর কতকগুলি ক্রয়কর্মে বিভক্ত হয়। কিন্তু মজুতের কারণ হয় **প—অ** লেনদেনের পৃথগ্‌ভবন, যে-লেনদেন **অ—প** পর্যন্ত যায় না; না-হয় তা পণ্যসামগ্রীর প্রথম রূপান্তরের এক স্বতন্ত্র বিকাশ; অর্থ, অথবা সঞ্চলনের মাধ্যম থেকে আলাদা সমস্ত পণ্যসামগ্রীর অস্তিত্বের হস্তান্তরিত রূপ, যা পণ্যসামগ্রীর সর্বদা বিক্রয়যোগ্য রূপের পরিচায়ক। সংরক্ষিত মুদ্রা ও মজুত শুধু সঞ্চলনের অ-উপায় হিসেবেই অর্থ এবং সেগুলি সঞ্চলনের অ-উপায় শুধু এই কারণে যে সেগুলি সঞ্চালিত হয় না। অর্থের যে বিশিষ্ট রূপটি আমরা এখন আলোচনা করছি তা সঞ্চালিত হয়, অথবা সঞ্চলনের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সঞ্চলনের উপায় হিসেবে কাজ করে না। সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থ সর্বদাই ছিল ক্রয়ের উপায়, কিন্তু এখন তা সেই অবস্থায় কাজ করে না।

মজুতের ফলে অর্থ যখন বিমূর্ত সামাজিক সম্পদের মূর্ত রূপ এবং পার্থিব সম্পদের বাস্তব প্রতিভূ হয়ে ওঠে তখন অর্থের এই দিকটি সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া অর্জন করে। অর্থ যখন নিতান্ত

প্রকৃত প্রয়োগ হিসেবে মজুত করে সমধিক সুখ লাভ করে।... কোনো রাষ্ট্র যখন সমৃদ্ধিশালী হয় তখন লোকে রূপোর মতো এত বেশি আর কিছুর কামনা করে না। লোকে অর্থ চায় সুন্দর বর্ম আর চমৎকার ঘোড়ার পিছনে, বাড়ি আর নানা ধরনের সাজসরঞ্জামের পিছনে খরচ করার জন্য। মেয়েরা চায় ব্যয়বহুল আভরণ আর স্বর্ণালঙ্কার। কিংবা ফসল ও অন্যান্য ফলমূলের অজন্মার দরুন, অথবা যুদ্ধের দরুন রাষ্ট্র যখন হীনবল হয় তখন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বা সামরিক সাহায্যের মূল্য পরিশোধের জন্য চলতি মুদ্রার চাহিদা আরও বেশি আবশ্যিক হয়ে ওঠে (খেত যখন অনুৎপাদী থাকে)' (জেনোফোন, 'De Vectigalibus', অধ্যায় ৪)। আরিস্টটল তাঁর 'De Republica'-র প্রথম গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে **প—অ—প** এবং **অ—প—অ** সঞ্চলনের দুটি প্রদক্ষিণপথ বর্ণনা করেছেন; তাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'ইকনমিকস' ও 'ক্রেমাটিসটিকস' বলে; তিনি এ দুটির পার্থক্যও দেখিয়েছেন। গ্রীক ট্রাজেডি রচয়িতারা, বিশেষত ইউরিপিডিস 'ন্যায়' ও 'লোভ' এই নামে দুটি রূপের পরস্পর-বৈপরীত্য দেখিয়েছেন।

সঞ্চলনের উপায় হিসেবে এবং সেই হেতু ক্রয়ের উপায় হিসেবে সঞ্চালিত হয় তখন এই বিষয়টি পূর্বানুমিত যে পণ্যসামগ্রী ও অর্থ যুগপৎ পরস্পরের সম্মুখীন; ভাষান্তরে, একই মূল্য দুবার লভ্য, এক প্রান্তে বিক্রেতার হাতে পণ্যসামগ্রী হিসেবে এবং অপর প্রান্তে ক্রেতার হাতে অর্থ হিসেবে। বিপরীত প্রান্তে দুটি তুল্যমূল্যের যুগপৎ অস্তিত্ব এবং তাদের যুগপৎ স্থান পরিবর্তন, কিংবা তাদের পারস্পরিক হস্তান্তরে আবার এই বিষয়টি পূর্বানুমিত যে বিক্রেতা ও ক্রেতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শুধু প্রকৃতই বিদ্যমান পণ্যসামগ্রীর মালিক হিসেবে। কিন্তু পণ্যসামগ্রীর যে রূপান্তরের কালে অর্থের বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ বিবর্ধিত হয়, সেই রূপান্তর পণ্যসামগ্রীর মালিকদেরও রূপান্তরিত করে এবং পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা যে সামাজিক ভূমিকা পালন করে তাও বদলে দেয়। পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের কালে পণ্যসামগ্রীর রক্ষক তত ঘন-ঘনই তার চেহারা বদলায় যত ঘন-ঘন পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তন ঘটে কিংবা অর্থ আত্মপ্রকাশ করে এক নতুন রূপে। পণ্যসামগ্রী-মালিকরা তাই গোড়াতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল নিছক পণ্যসামগ্রী-মালিক হিসেবে; তার পর তাদের মধ্যে একজন হয়ে গেল বিক্রেতা, আরেকজন ক্রেতা; তার পর প্রত্যেকেই পালাক্রমে হল ক্রেতা ও বিক্রেতা; তার পর তারা হল মজুতদার এবং শেষ পর্যন্ত ধনী লোক। সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে নিষ্ক্রান্ত পণ্যসামগ্রী-মালিকরা তাই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা প্রবেশ করছে তাদের থেকে আলাদা। সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় অর্থ যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তা বস্তুত শুধু পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের দানা-বাঁধা চেহারা, পণ্যসামগ্রী-মালিকরা যে পরিবর্তমান সম্পর্কের মধ্যে তাদের বিনিময় চালায় এই রূপান্তর আবার শুধু তারই বিষয়গত অভিব্যক্তি। সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় আদান-প্রদানের নতুন নতুন সম্পর্ক দেখা দেয়, এবং এই সমস্ত পরিবর্তিত সম্পর্কের প্রতিভূ পণ্যসামগ্রী-মালিকরা অর্জন করে নতুন নতুন অর্থনৈতিক চারিত্রবৈশিষ্ট্য। আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরে যেমন হয় তেমনভাবেই অর্থ হয়ে ওঠে নামিক, এবং সোনার পরিচয়বাহী শুধু এক টুকরো কাগজ অর্থ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়, তাই, যে ক্রেতা বা বিক্রেতা অর্থ বা পণ্যসামগ্রীর নিছক প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে আসে, অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ অর্থ বা ভবিষ্যৎ পণ্যসামগ্রীর প্রতিভূ, সেই একই প্রক্রিয়ায় সে প্রকৃত ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়।

অর্থ হিসেবে সোনা যে বিভিন্ন বিশেষ-বিশেষ রূপ তৈরি করেছে, সে সবই পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দিকগুলির বহিঃপ্রকাশ মাত্র, কিন্তু এই দিকগুলি অর্থের সরল সঞ্চলনে, মুদ্রা হিসেবে দৃশ্যমান অর্থের মধ্যে ও গতিশীল ঐক্য হিসেবে **প—অ—প** প্রদক্ষিণপথে পৃথক রূপ পরিগ্রহ করে নি, কিংবা হয়তো সেগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল নিতান্ত সুপ্ত ক্ষমতা হিসেবে, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা দিয়েছিল পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের ছেদ। আমরা দেখেছি, **প—অ** লেনদেনের সময়ে প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য ও নামিক বিনিময়-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে প্রকৃত বিনিময়-মূল্য ও শুধু নামিক ব্যবহার-মূল্য হিসেবে অর্থের সংস্পর্শে আনা হয়। ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রী হস্তান্তরিত করে বিক্রেতা উশুল করে সেটির বিনিময়-মূল্য ও অর্থের ব্যবহার-মূল্য। এর বিপরীতে, বিনিময়-মূল্য হিসেবে অর্থ হস্তান্তরিত করে ক্রেতা উশুল করে অর্থের ব্যবহার-মূল্য ও পণ্যসামগ্রীর দাম। পণ্যসামগ্রী ও অর্থ তদনুযায়ী স্থান পরিবর্তন করে। এই দ্বিপক্ষীয় প্রান্তগত বিপ্রতীপতার সক্রিয় প্রক্রিয়া আবার সম্পন্ন হওয়ার সময়ে পৃথক হয়ে যায়। বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে পণ্যসামগ্রীটি হস্তান্তরিত করে বটে কিন্তু তার দাম উশুল করে প্রথমত শুধু নামতই। পণ্যসামগ্রীটিকে তার দামে সে বিক্রি করেছে বটে কিন্তু দাম উশুল হবে শুধু এক পূর্বনির্ধারিত পরবর্তীকালে। ক্রেতা ক্রয় করে ভবিষ্যৎ অর্থের প্রতিভূ হিসেবে, অথচ বিক্রেতা বিক্রয় করে আশু লভ্য একটি পণ্যসামগ্রীর মালিক হিসেবে। এক দিকে, বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার-মূল্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীটি হস্তান্তরিত করে প্রকৃতপক্ষে তার দাম উশুল না-করেই; অন্য দিকে, ক্রেতা বিনিময়-মূল্য হিসেবে অর্থ প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত না-করেই পণ্যসামগ্রীটির ব্যবহার-মূল্যে তার অর্থ প্রকৃতপক্ষে উশুল করে নেয়। ঠিক যেমন আগে মূল্যের এক নিদর্শন অর্থের পরিচায়ক ছিল তেমনই এখন স্বয়ং ক্রেতাই তার প্রতীকী প্রতিভূ। আগে যেমন সর্বজনীন নিদর্শন হিসেবে মূল্য-নিদর্শনের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে ছিল রাষ্ট্রীয় নিশ্চিতি ও এক বৈধ হার, এখন ঠিক তেমনই ব্যক্তিক প্রতীক হিসেবে ক্রেতা পণ্যসামগ্রী-মালিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত, আইনত বলবৎযোগ্য চুক্তির উদ্ভব ঘটায়।

বিপরীতভাবে, **অ—প** লেনদেনে ক্রয়ের প্রকৃত উপায় হিসেবে অর্থ হস্তান্তরিত হতে পারে, অর্থের ব্যবহার-মূল্য উশুল হওয়ার আগে, কিংবা পণ্যসামগ্রী হস্তান্তরিত হওয়ার আগে পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে নিতে

পারে। এটা ঘটে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অগ্রিম-পরিশোধের সুবিদিত রূপে; ভারতীয় রায়তদের কাছ থেকে আফিম ক্রয়ের জন্য ইংরেজ সরকার পরিশোধের যে রূপটি ব্যবহার করে তার মধ্যেও; রাশিয়ায় বসবাসকারী বিদেশী বণিকরা সেদেশে উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পরিশোধের এই রূপ অনেকাংশে ব্যবহার করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্য অর্থ কাজ করে শুধু ক্রয়ের উপায়ের পরিচিত রূপে এবং তাই, নতুন কোনো সংজ্ঞার্থের, কিংবা আরও আলোচনার প্রয়োজন নেই।* এখানে **অ—প** এবং **প—অ** এই দুটি লেনদেন যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে, সেই বিষয়ে আমরা শুধু বলব যে ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের যে বিশুদ্ধ ধারণাগত প্রভেদ সঞ্চলনে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দেয় তা এখন হয়ে ওঠে বাস্তব প্রভেদ, কারণ এক ক্ষেত্রে থাকে শুধু অর্থ এবং অন্য ক্ষেত্রে শুধু পণ্যসামগ্রী: এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লভ্য একমাত্র চরমটিই, যেখান থেকে উদ্যোগ আসে। অধিকন্তু, উভয় রূপের পক্ষেই এই বিষয়টি অভিন্ন যে তাদের প্রত্যেকটিতে একটি তুলামূল্য থাকে শুধু ক্রেতা ও বিক্রেতার সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্ত পরস্পরের পক্ষে অবশ্যমান্য এবং তাকে এক সুস্পষ্ট বৈধ রূপ দেওয়া হয়।

বিক্রেতা ও ক্রেতা হয়ে যায় উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ। মজুতের রক্ষক হিসেবে পণ্যসামগ্রী-মালিক ছিল রীতিমত হাস্যকর চরিত্র, অথচ এখন সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর, কারণ সে, নিজেকে নয়, তার প্রতিবেশীকে এক নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের মূর্ত রূপ বলে গণ্য করে এবং নিজেকে নয়, তার প্রতিবেশীকে পরিণত করে বিনিময়-মূল্যের বলিতে। প্রাক্তন ধর্মবিশ্বাসী হয়ে যায় উত্তমর্ণ, এবং ধর্মশাস্ত্র থেকে দৃষ্টি ফেরায় ব্যবহারশাস্ত্রের দিকে।

'I stay here on my bond!'**

প—অ-র পরিবর্তিত রূপে, পণ্যসামগ্রী যেখানে প্রকৃতই হাতে থাকে আর অর্থের শুধু প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেখানে অর্থ কাজ করে প্রথমত মূল্যের পরিমাপ হিসেবে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মূল্যায়ন হয়

* অবশ্য, পুঁজিও অর্থ-রূপে অগ্রিম দেওয়া হয়, তাই এও সম্ভব যে অগ্রিম-দেওয়া অর্থ হল অগ্রিম-দেওয়া পুঁজি, কিন্তু এই দিকটি সরল সঞ্চলনের আওতার মধ্যে পড়ে না।

** শেকসপীয়রের 'Merchant of Venice' নাটক থেকে শাইলকের উক্তি (অঙ্ক ৪, দৃশ্য ১)। — সম্পাঃ

তার পরিমাপ হিসেবে অর্থতে, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী মূল্যায়ন করা বিনিময়-মূল্য, অর্থাৎ দাম, শুধু যে বিক্রেতার মনেই অস্তিমান তা নয়, সেটা ক্রেতার দায়েরও পরিমাপ। দ্বিতীয়ত, অর্থ এখানে কাজ করে ক্রয়ের উপায় হিসেবে, যদিও তা হল নিতান্তই তার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের পূর্বগামী ছায়া, কারণ পণ্যসামগ্রীকে তা বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে এনে দেয়। চুক্তির বন্দোবস্তের দিন অর্থ প্রবেশ করে সঞ্চলনের মধ্যে, কারণ তা প্রাক্তন ক্রেতার হাত থেকে চলে যায় প্রাক্তন বিক্রেতার হাতে। কিন্তু সঞ্চলনের উপায় বা ক্রয়ের উপায় হিসেবে তা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে আসে না। তার অস্তিত্বের আগেই সে এই সব কাজ সম্পন্ন করেছে এবং দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছে এই সব কাজ সাঙ্গ করার পরে। সঞ্চলনের মধ্যে তা প্রবেশ করে পণ্যসামগ্রীর একমাত্র উপযুক্ত তুল্যমূল্য হিসেবে, বিনিময়-মূল্যের পরম মূর্ত রূপ হিসেবে, বিনিময়-প্রক্রিয়ার শেষ কথা হিসেবে, সংক্ষেপে অর্থ হিসেবে, এবং অধিকন্তু **সর্বজনীন পরিশোধের উপায়** রূপে কর্মরত অর্থ হিসেবে। পরিশোধের উপায় রূপে কর্মরত অর্থকে মনে হয় পরম পণ্যসামগ্রী, কিন্তু তা থাকে সঞ্চলনের ক্ষেত্রের মধ্যে, মজুত-ধনের বেলায় যেমন ঘটে তেমন বাইরে নয়। ক্রয়ের উপায় আর পরিশোধের উপায়ের মধ্যেকার পার্থক্য বাণিজ্য সংকটের সময়ে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হয়ে ওঠে অপ্রীতিকরভাবে।*

সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পণ্যের অর্থে পরিণত হওয়াটা পণ্যসামগ্রী-মালিকের নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন হিসেবে মূলত দেখা দেয়, যখন তার নিজের পণ্য নিজের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য নয়, হস্তান্তরণের মারফৎ ব্যবহার-মূল্য হয়ে ওঠা তখনও বাকি। চুক্তিগত বন্দোবস্তের দিনে মূল্য পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে তাকে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে হয়েছে। সঞ্চলন প্রক্রিয়ার বিবর্তন এইভাবে বিক্রয়কর্মকে তার পক্ষে এক সামাজিক প্রয়োজনে পরিণত করে, তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক। পণ্যসামগ্রীর প্রাক্তন ক্রেতা হিসেবে সে অন্যান্য সামগ্রীর বিক্রেতা হতে বাধ্য অর্থ লাভ করার জন্য, সে অর্থ ক্রয়ের উপায় হিসেবে নয়, বরং পরিশোধের উপায়

* ক্রয়ের উপায় ও পরিশোধের উপায়ের মধ্যেকার প্রভেদের উপরে লুথার জোর দিয়েছেন। [লেখকের কপিতে টীকা।]

হিসেবে, বিনিময়-মূল্যের পরম রূপ হিসেবে। শেষ ক্রিয়া হিসেবে পণ্যসামগ্রীর অর্থে পরিণত হওয়া কিংবা চরম লক্ষ্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীর প্রথম রূপান্তর — মজুতের বেলায় যে চরম লক্ষ্য পণ্যসামগ্রী-মালিকের খেয়াল বলে বোধ হয়েছিল — এখন এক অর্থনৈতিক ক্রিয়া হয়ে উঠেছে। পরিশোধের জন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ও আধেয়ই সঞ্চলন প্রক্রিয়ার আধেয়, তার রূপটি থেকেই উদ্ভূত এক আধেয়।

এই ধরনের বিক্রয়ে পণ্যসামগ্রী যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, যদিও তার প্রথম রূপান্তর, তার অর্থে পরিণত হওয়া, বিলম্বিত হয়। কিন্তু ক্রেতার দিকে, প্রথম রূপান্তর ঘটার আগে, অর্থাৎ পণ্যসামগ্রীর অর্থে পরিণত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় রূপান্তর সাধিত হয়ে যায়, অর্থাৎ অর্থ পুনরায় পরিণত হয় পণ্যসামগ্রীতে। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে প্রথম রূপান্তরটি যেন দ্বিতীয় রূপান্তরের চাইতে দেরিতে হয়। তাই, প্রথম রূপান্তরে পণ্যসামগ্রী যে রূপ লাভ করে, সেই অর্থ এক নতুন বিশিষ্ট গুণ অর্জন করে। অর্থ, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের স্বতন্ত্র বিকাশ, আর পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনের মধ্যবর্তী পর্যায় থাকে না, তার শেষ ফল হয়ে ওঠে।

লেনদেনের দুটি প্রান্ত যেখানে সময়ের দিক থেকে পৃথক, সেই ধারে ক্রয় যে পণ্যসামগ্রীর সরল সঞ্চলনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্ধিত হয়, তা দেখাবার জন্য বিশদ কোনো প্রমাণ দরকার করে না। প্রথমে এটাই ঘটে যে সঞ্চলন কালে কিছু-কিছু পণ্যসামগ্রী-মালিক বারবার পরস্পরের সম্মুখীন হয় ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে। এ রকম বারবার ঘটা ঘটনা শুধুই আকস্মিক থাকে না, দৃষ্টান্তস্বরূপ পণ্যসামগ্রীর ফরমাশ দেওয়া হতে পারে ভবিষ্যতের একটা তারিখের জন্য, সেই তারিখে সেগুলি সরবরাহ করতে হবে এবং সেগুলির দাম পরিশোধ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রী ও অর্থের প্রকৃত উপস্থিতি ছাড়াই বিক্রয়কর্ম ঘটে শুধু নামত, অর্থাৎ আইনগতভাবে। অর্থের দুটি রূপ -- সঞ্চলনের উপায় ও পরিশোধের উপায় — এখানে তখনও একই রকম, কারণ এক দিকে পণ্যসামগ্রী ও অর্থ স্থান পরিবর্তন করে যুগপৎ, এবং অন্য দিকে, অর্থ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে না, পূর্বে বিক্রীত পণ্যসামগ্রীর দাম উশুল করে। অধিকন্তু, কতকগুলি ব্যবহার-মূল্যের বিশেষ প্রকৃতির দরুন সেগুলি বস্তুতপক্ষে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয় না, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ইজারা দেওয়ার মধ্যেই হস্তান্তরিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যখন একমাসের

জন্য একটি বাড়ির ব্যবহার-স্বত্ব বিক্রি করে, সেই বাড়ির ব্যবহারমূল্য আদায় হয় শুধু মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই, যদিও বাড়িটি হাত-বদল করে মাসের শুরুতে। এক্ষেত্রে ব্যবহার-মূল্যের প্রকৃত স্থানান্তর ও তার বাস্তব হস্তান্তরণ কালের দিক দিয়ে পৃথক বলে তার দামও উশুল হয় যে-তারিখে সেটির হাত-বদল ঘটেছে সেই তারিখের পরে। সব শেষে, বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কালসীমার পার্থক্যের দরুন একজন উৎপাদক বিক্রেতা হিসেবে বাজারে আসে আরেকজন ক্রেতা হিসেবে কাজ করার আগেই, এবং যদি একই পণ্যসামগ্রী-মালিকরা বারবার একে অপরের উৎপন্ন পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে, তা হলে লেনদেনের দুটি দিক পৃথকীভূত হয় তাদের পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের অবস্থা অনুযায়ী। এর ফলে পণ্যসামগ্রী-মালিকদের মধ্যে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করা যেতে পারে এমন কি ক্রেডিট ব্যবস্থার জন্মের আগেই, যদিও সেই সম্পর্কগুলিই ক্রেডিট ব্যবস্থার স্বাভাবিক বনিয়াদ। এ কথা অবশ্য স্পষ্ট যে ক্রেডিট ব্যবস্থার বিবর্তন এবং সেই হেতু সাধারণভাবে বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালীর বিবর্তন অর্থকে দিয়ে ক্রমেই বেশি করে পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করায়, ক্রয়ের উপায় হিসেবে এবং তদুপরি মজুতের উপাদান হিসেবেও তার ক্রিয়ার ক্ষতিসাধন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ডে মুদ্রা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই খুচরো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদক ও উপভোক্তাদের মধ্যে ছোটখাট লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথচ পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বড়-বড় বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।*

* সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে শ্রী ম্যাকলিয়ডের মতান্ধ খুঁতখুতুনি সত্ত্বেও সবচেয়ে মামুলি অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির তিনি এতদূর অপব্যাখ্যা করেন যে জোর দিয়ে বলেন, সাধারণভাবে অর্থ উদ্ভূত হয় তার অগ্রসরতম রূপটি থেকে, অর্থাৎ পরিশোধের উপায় থেকে। তিনি অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে এ কথাও বলেছেন যে লোকের সর্বদা একই সময়ে ও একই মূল্যে পরস্পরের সেবা দরকার হয় না বলে 'প্রথম জনের কাছ থেকে দ্বিতীয় জনের প্রাপ্য সেবার পরিমাণের কিছুটা পার্থক্য থাকবে, এবং এটাই হবে ঋণস্বরূপ।' এই ঋণের অধিকারীর দরকার হতে পারে এমন এক তৃতীয় ব্যক্তির সেবা যার তখনই প্রথমোক্ত জনের সেবার প্রয়োজন নেই, তা হলে 'দ্বিতীয় জনের পক্ষে প্রথম জনের কাছ থেকে তার প্রাপ্য ঋণ তৃতীয় জনের কাছে হস্তান্তরিত করার চাইতে বেশি স্বাভাবিক আর কী হতে পারে।' 'একটি ঋণের সাক্ষ্য, এক হাত থেকে আরেক হাতে

সর্বজনীন পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থ হয়ে ওঠে চুক্তির **সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী**, যদিও প্রথমে শ্ধ্ইু পণ্য সঞ্চলনের ক্ষেত্রের ভিতরে।* কিন্তু অর্থের এই কাজ যত বিকাশ লাভ করে, অন্য সমস্ত ধরনের পরিশোধ ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় অর্থে পরিশোধে। অর্থ যে পরিমাণে পরিশোধের অনন্যসংস্রব উপায় হিসেবে কাজ করে তার দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায় উৎপাদনের উপরে বিনিময়-ম্ল্যের আধিপত্য কত গভীর ও ব্যাপক।**

পরিশোধের উপায় হিসেবে চলতি অর্থের পরিমাণ সর্বপ্রথমে নির্ধারিত হয় পরিশোধের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ সরল অর্থ সঞ্চলনের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন বিক্রীতব্য পণ্যসামগ্রীর মোট দাম দিয়ে নয়, বরং বিক্রীত পণ্যসামগ্রীর মোট দাম দিয়ে। কিন্তু এইভাবে নির্ধারিত পরিমাণ দ্টিু বিষয়ের দ্বারা নির্ণয়-সাপেক্ষ: প্রথমে একটি ম্দ্রা যে বেগ নিয়ে একই ক্রিয়ার প্নরাবৃত্তি ঘটায় তার দ্বারা, অথবা পরিশোধের এক গতিশীল মালাস্বর্প পরিশোধের সংখ্যার দ্বারা। **ক** পরিশোধ করে **খ**-কে, তার পর **খ** পরিশোধ

যাবে;.. যাকে বলা হয় ম্দ্রা-ব্যবস্থা। ...এক ব্যক্তি যখন ধাতব ম্দার দ্বারা অভিব্যক্ত দায় গ্রহণ করে তখন সে শ্ধ্ ম্ল অধমর্ণের সেবাই নয়, সমগ্র পরিশ্রমী সম্প্রদায়েরই সেবা দাবি করতে সক্ষম হয়।' ম্যাকলিয়ড, 'The Theory and Practice of Banking', খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৮৫৫, অধ্যায় ১ [প্ঃ ২৪, ২৯]।

* 'অর্থ হল চুক্তির সাধারণ পণ্যসামগ্রী, অথবা সম্পত্তি সম্পর্কে ভবিষ্যতে সম্পাদিতব্য অধিকাংশ চুক্তি যা দিয়ে করা হয়।' বেইলি, প্র্বোক্ত গ্রন্থ, প্ঃ ৩।

** সিনিয়র (প্র্বোক্ত গ্রন্থ, প্ঃ ২২১) বলেন: 'এক নির্দিষ্ট কালপর্বের মধ্যে সব কিছ্র ম্ল্য পরিবর্তিত হয় বলে লোকে পরিশোধের উপায় হিসেবে এমন একটি জিনিস বেছে নেয়, যার ম্ল্য পরিবর্তিত হয় সবচেয়ে কম এবং সামগ্রী ক্রয়ের এক নির্দিষ্ট গড় ক্ষমতা যার সবচেয়ে দীর্ঘকাল থাকে। এইভাবে, অর্থ হয়ে ওঠে ম্ল্যের অভিব্যক্তি বা প্রতিনিধি।' বিপরীতপক্ষে, সোনা র্পো প্রভৃতি পরিশোধের সাধারণ উপায় হয়, কারণ সেগ্লি অর্থ হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ বিনিময়-ম্ল্যের স্বতন্ত্র ম্র্ত র্প হয়ে উঠেছে। শ্রী সিনিয়র-কথিত অর্থের ম্ল্যের স্থিরতা যখন গণ্য করা হয়, অর্থাৎ ঘটনাচক্রে অর্থ যখন পরিশোধের সর্বজনীন উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক সেই রকম সময়েই লোকে অর্থের ম্ল্যের অদলবদল সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠে। এই রকম একটা সময় ছিল ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় য্গ, যখন ম্ল্যবান ধাতুগ্লির দর্শনীয় অবচয়ের দর্ন লর্ড বার্লে ও স্যর টমাস স্মিথ পার্লামেণ্টে একটি অ্যাক্ট পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন যার দ্বারা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের জমির খাজনার এক-তৃতীয়াংশ গম ও যবে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

করে গ-কে এবং এইভাবে চলতে থাকে। একই মুদ্রা যে বেগ নিয়ে বারবার পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে, তা নির্ভর করে, এক দিকে, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ হিসেবে পণ্যসামগ্রী-মালিকদের সম্পর্কের পরস্পর-সংযোগের উপরে, তাতে একজন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উত্তমর্ণ সেই একই পণ্যসামগ্রী-মালিক আরেক জনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধমর্ণ, এবং এইভাবেই চলে; আর অন্য দিকে, তা নির্ভর করে পরিশোধ যখন করণীয় সেই বিভিন্ন তারিখের মধ্যবর্তী কালপর্বের উপরে। পরিশোধের পরম্পরাগুলি, কিংবা পরে সম্পাদিত প্রথম রূপান্তরের পরম্পরাগুলি সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থের গতির দ্বারা পরিচিত রূপান্তরের পরম্পরা থেকে গুণগতভাবে পৃথক। দ্বিতীয় পরম্পরাটি শুধু যে সময়গত পর্যায়ক্রমেই দেখা দেয় তা নয়, এইভাবে তা সৃষ্টিও হয়। একটি পণ্যসামগ্রী অর্থে পরিণত হয়, তার পর আবার পরিণত হয় একটি পণ্যসামগ্রীতে, এইভাবে তা আরেকটি পণ্যসামগ্রীর অর্থে পরিণত হওয়া এবং আবার পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হওয়া সম্ভব করে তোলে: ভাষান্তরে, একজন বিক্রেতা হয়ে ওঠে একজন ক্রেতা এবং তার দ্বারা আরেক জন পণ্যসামগ্রী-মালিক হয়ে ওঠে একজন বিক্রেতা। এই পারম্পর্য পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের মধ্য দিয়েই আকস্মিকভাবে ঘটে যায়। কিন্তু **ক** যে অর্থ **খ**-কে পরিশোধ করে, এবং পরে **খ** তা ব্যবহার করে **গ**-কে পরিশোধ করার জন্য এবং তার পরে **গ** ব্যবহার করে **ঘ**-কে পরিশোধ করার জন্য, ইত্যাদি এবং তদুপরি পরিশোধগুলি দ্রুত একের পর এক ঘটে চলে, এই ঘটনাটি, এই বাহ্যিক সম্পর্ক পূর্বে-বিদ্যমান এক সামাজিক সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। একই মুদ্রা অনেক হাত ঘোরে এই কারণে নয় যে তা পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে; বরং তা পরিশোধের উপায় হিসেবে হাতে-হাতে ঘোরে কারণ এই হাতগুলি ইতিমধ্যেই সংযুক্ত হয়েছে। মুদ্রা বা ক্রয়ের উপায় হিসেবে অর্থের বেগের চাইতে তাই পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থের বেগ দিয়ে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তির আরও বিস্তৃততর অঙ্গীভবন সূচিত হয়।

যুগপৎ, এবং সেই হেতু চরাচরে সহ-অস্তিমান, ক্রয় ও বিক্রয়ের মোট দাম এমন এক সীমা যার বাইরে মুদ্রা-ব্যবস্থার বেগকে তার পরিমাণের জায়গায় প্রতিস্থাপিত করা যায় না। কিন্তু অর্থ যখন পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখন এই গন্ডীটা থাকে না। যদি যুগপৎ

পরিশোধনীয়গুলি একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়, পণ্যসামগ্রী-সঞ্চলনের বিরাট উৎসবিন্দুতে যা প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, তা হলে পরিশোধগুলি একটি অপরটির ভারসাম্য রক্ষা করে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক রাশির মতো: **ক** পরিশোধ করবে **খ**-কে, সেই **ক** একই সময়ে পরিশোধ পেতে পারে **গ**-র কাছ থেকে, ইত্যাদি। পরিশোধের উপায় হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ এইভাবে যুগপৎ প্রদেয় পরিশোধের মোট পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না, বরং তাদের কেন্দ্রীভবনের উপরে এবং ঋণাত্মক ও ধনাত্মক পরিমাণগুলি পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করার পর অবশিষ্ট অংশের আয়তনের উপরে নির্ভর করে। এমন কি যদি কোনো ক্রেডিট ব্যবস্থা না-ও গড়ে উঠে থাকে, তা হলেও এই ধরনের সমতার বিশেষ ব্যবস্থা দেখা দেয়, যেমন ঘটেছিল প্রাচীন রোমে। কিন্তু এখানে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যেক দেশে কিছু সামাজিক বর্গের লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক বন্দোবস্তের তারিখ সম্পর্কে আলোচনার চাইতে বেশি প্রাসঙ্গিক হবে না। এখানে আমরা শুধু বলব যে চলতি অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক বিভিন্নতার উপরে এই তারিখগুলির নির্দিষ্ট প্রভাব সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে অতি সম্প্রতি মাত্র।

পরিশোধগুলি যখন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশি হিসেবে পরস্পরকে বাতিল করে তখন দৃশ্যপটে প্রকৃতপক্ষে কোনো অর্থ আবির্ভূত না হলেও চলে। অর্থ এখানে পণ্যসামগ্রীর দাম ও পারস্পরিক দায়ের আয়তন উভয়ের ক্ষেত্রেই শুধু মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। তার নামিক অস্তিত্ব ছাড়া বিনিময়-মূল্য তাই এক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করে না, এমন কি মুদ্রার নিদর্শনের রূপেও নয়; ভাষান্তরে অর্থ পরিণত হয় নিতান্ত মূল্য-নির্ণয়ের নামিক অর্থতে। পরিশোধের উপায় হিসেবে কর্মরত অর্থের মধ্যে তাই এক স্ববিরোধ থাকে: এক দিকে, পরিশোধগুলি যখন সমভার হয় তখন তা কাজ করে শুধু এক নামিক পরিমাপ হিসেবে; অন্য দিকে, প্রকৃত পরিশোধ যখন করতে হয় অর্থ তখন সঞ্চলনের মধ্যে প্রবেশ করে সঞ্চলনের ক্ষণস্থায়ী উপায় হিসেবে নয়, বরং সর্বজনীন তুল্যমূল্যের স্থিতীয় দিক হিসেবে, অন্য-নিরপেক্ষ পরম পণ্যসামগ্রী হিসেবে, সংক্ষেপে, অর্থ হিসেবে। যেখানে পরিশোধ-পরম্পরা এবং সেগুলির মীমাংসার এক কৃত্রিম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেখানে পরিশোধের বহমানতা

বলপূর্বক ব্যাহত করে এবং তাদের পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে এমন যে কোনো উত্থান-পতনই মূল্যের পরিমাপ হিসেবে অর্থ যে অস্পষ্ট অদ্ভুত রূপ অর্জন করেছিল তা থেকে তাকে পরিণত করে নগদ মুদ্রায় অথবা পরিশোধের উপায়ে। অগ্রসর বুর্জোয়া উৎপাদনের অবস্থায়, যখন পণ্যসামগ্রী-মালিক বহুকাল হল পুঁজিপতি হয়ে গেছে, অ্যাডাম স্মিথ তার আয়ত্তে এবং একমাত্র সোনা আর রূপোই অর্থ কিংবা অন্যান্য পণ্যসামগ্রী থেকে বিশিষ্টভাবে পৃথক রূপে অর্থই পরম পণ্যসামগ্রী — এই কুসংস্কারকে সে উন্নাসিকতাভরে উপহাস করে — তখন অর্থ অকস্মাৎ সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে নয়, আরেকবার বিনিময়-মূল্যের একমাত্র উপযুক্ত রূপ হিসেবে, মজুতদার তাকে যেমনভাবে গণ্য করে ঠিক সেই রকম সম্পদের এক অনন্য রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থ যে সম্পদের একমাত্র মূর্ত রূপ এই বিষয়টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমস্ত পার্থিব সম্পদের প্রকৃত অবমূল্যায়ন ও মূল্যহীনতায়, নিছক কাল্পনিক অবমূল্যায়নে নয়, যেমন ঘটে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থব্যবস্থায়। বিশ্ব বাজারের সংকটের এই বিশেষ পর্যায়টি আর্থিক সংকট বলে পরিচিত। সেই সময়ে লোকে যার জন্য সোরগোল করে সেই summum bonum [পরম সুখ], সম্পদের একমাত্র রূপ হল অর্থ, নগদ মুদ্রা, এবং তার তুলনায় অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রী — সেগুলি ব্যবহার-মূল্য বলেই — অকেজো, নিতান্তই তুচ্ছ খেলনা, কিংবা আমাদের ডক্টর মার্টিন লুথারের কথায়, নিছক অলঙ্কার ও অতিভোজন মনে হয়। ক্রেডিট ব্যবস্থার অকস্মাৎ এক অর্থ ব্যবস্থায় এই রূপান্তর প্রকৃতই বিদ্যমান শঙ্কার সঙ্গে তত্ত্বগত আতঙ্ক যোগ করে, এবং সঞ্চলন প্রক্রিয়ার কারকগুলি তাদের নিজেদের সম্পর্কের চারপাশের দুর্ভেদ্য রহস্যে অভিভূত হয়ে পড়ে।*

* বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক যাতে খোদ বুর্জোয়াদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত না হয় বুয়াগিইবেয়র সেটাই কামনা করেন; যে-সমস্ত রূপে অর্থ আত্মপ্রকাশ করে, অর্থের সেই রূপগুলিকে তিনি নিতান্ত নামিক বা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার বলে বিবেচনা করাই শ্রেয় মনে করেন। আগে তিনি সঞ্চলনের উপায়কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন, এখন দেখেন পরিশোধের উপায়কে। কিন্তু তিনি অর্থের নামিক রূপের অকস্মাৎ বাহ্যিক বাস্তবে রূপান্তর দেখতে পান না এবং এমন কি মূল্যের নিতান্ত ধারণাগত পরিমাপের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নগদ মুদ্রা, তাও দেখেন না। বুয়াগিইবেয়র বলেন, পাইকারি বাণিজ্য — যেখানে 'পণ্যসামগ্রীর মূল্যাবধারণের' পর বিনিময় সম্পন্ন হয় অর্থের হস্তক্ষেপ ছাড়া —

পরিশোধের জন্য আবার প্রয়োজন হয় সংরক্ষিত তহবিল, পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থের সঞ্চয়। মজুতের সঙ্গে তার অমিল এই যে, সংরক্ষিত তহবিল গঠনকে আর সঞ্চলন-বহিঃস্থ ক্রিয়া বলে মনে হয় না, কিংবা মুদ্রা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন মুদ্রার নিতান্ত নামমাত্র স্থাণুত্ব বলে মনে হয় না; বরং পরিশোধের যখন সময় হবে ভবিষ্যতের সেই নির্দিষ্ট তারিখে যাতে লভ্য হয় সেই জন্য অর্থ ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় করা দরকার হয়। সুতরাং, বুর্জোয়া উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে ধনবৃদ্ধি বলে পরিগণিত বিমূর্ত ধরনের মজুতদারি হ্রাস পেলেও, বিনিময় প্রক্রিয়ারই জন্য যে ধরনের মজুতদারি প্রয়োজন হয়, সেটা বাড়ে; সম্পদের যে অংশ সাধারণত পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সঞ্চিত হয় তা পরিশোধের উপায়ের সংরক্ষিত তহবিলের মধ্যে আকৃষ্ট হয়। বুর্জোয়া উৎপাদন যত অগ্রসর হয়, এই সমস্ত তহবিল ত বেশি করে অপরিহার্য ন্যূনতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। সুদের হার কমানো সম্পর্কে লক্-এর রচনায়* তাঁর সময়ে এই সমস্ত সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আছে। তাতে দেখা যায়, যখন ব্যাঙ্কিংয়ের বিকাশ হতে শুরু করেছিল ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডে চলতি অর্থের কী বিরাট অংশকে পরিশোধের উপায়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডার গ্রাস করে নিয়েছিল।

অর্থের সরল সঞ্চলন-বিষয়ক আলোচনা থেকে চলতি অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে যে নিয়মটি বেরিয়ে এসেছিল সেটি পরিশোধের উপায়ের সঞ্চলনের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিশোধিত হয়। সঞ্চলনের উপায় ও পরিশোধের উপায় দুই হিসেবেই অর্থের বেগ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে এক বিশেষ কালে চলতি অর্থের মোট পরিমাণ নির্ধারিত হয় উশুল করার মতো পণ্যসামগ্রীর দামের মোট পরিমাণ, যুক্ত এই সময়ে প্রদেয় পরিশোধের মোট পরিমাণ, বিযুক্ত পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষাকারী পরিশোধ দিয়ে। চলতি অর্থের পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে নির্ভর করে -- এই সাধারণ নিয়মটি এতে আদৌ প্রভাবিত হয় না, কারণ পরিশোধের মোট পরিমাণই

দেখায় যে অর্থ পণ্যসামগ্রীরই একটি দিক মাত্র। 'Le détail de la France', পৃঃ ২১০।

* লক্, Some Considerations on the Lowering of Interest', পৃঃ ১৭, ১৮।

নির্ধারিত হয় চুক্তিতে স্থিরীকৃত দাম দিয়ে। এ কথা অবশ্য রীতিমত স্পষ্ট যে এক নির্দিষ্ট সময়ে, ধরুন এক দিনে, চলতি পণ্যসামগ্রীর মোট দাম সেই দিনেই চলতি অর্থের পরিমাণের সমপরিমাণ কোনো মতোই নয়, এমন কি যদি সঞ্চলনের বেগ ও পরিশোধের অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলি অপরিবর্তিত থাকছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাও নয়, কারণ পণ্যসামগ্রীর এক নির্দিষ্ট পরিমাণ চালু রয়েছে যার দাম অর্থে উশুল হবে কিছু পরে, এবং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ চলতি অর্থ রয়েছে সেই সব পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে যেগুলি বহুকাল আগে সঞ্চলনের ক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। অর্থের এই পরিমাণটা আবার নির্ভর করে সেই দিনে প্রদেয় পরিশোধের মূল্যের উপরে, যদিও সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয়েছিল অতি ভিন্ন-ভিন্ন তারিখে।

আমরা দেখেছি যে সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন মূল্যের পরিমাপ ও মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে তাদের কাজকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু মজুত-করা অর্থের ব্যাপারে এই পরিবর্তন নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন, কারণ সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে ওঠা বা পড়ার সঙ্গে সোনা বা রুপোর মজুতের মূল্য বাড়বে অথবা কমবে। এই পরিবর্তন পরিশোধের উপায় হিসেবে অর্থের পক্ষে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিশোধ সম্পন্ন করা হয় পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের পরের কোনো তারিখে; অর্থাৎ বলা যায়, অর্থ দুটি ভিন্ন কালে দুটি ভিন্ন কাজ করে, প্রথমে করে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে এবং তার পরে এই পরিমাপের উপযুক্ত পরিশোধের উপায় হিসেবে। ইতিমধ্যে যদি বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্যের ক্ষেত্রে, কিংবা সেগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে সেই একই পরিমাণ সোনা বা রুপোর যে মূল্য ছিল, তার চাইতে যখন তা পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখন তার মূল্য হবে বেশি অথবা কম। একটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী, যেমন সোনা বা রুপো, অর্থ হিসেবে, কিংবা স্বতন্ত্র রূপগ্রাহী বিনিময়-মূল্য হিসেবে যে কাজ করে, এখানে তার সংঘাত বাধে বিশেষ পণ্যসামগ্রীর ধরনের সঙ্গে, যার মূল্য নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের ভিন্নতার উপরে। এ কথা সুবিদিত যে ইউরোপে যেমন বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্য হ্রাসের দরুন এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল, তেমন প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য তার ইতিহাসের আদি পর্বে তামার

মূল্য বৃদ্ধির দরুন এক বিপরীতগামী বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছিল এবং সাধারণ নাগরিকদের ঋণগ্রস্ত করানো হত এই ধাতু দিয়ে। বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্যের ওঠা-পড়া বুর্জোয়া অর্থনীতির উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে তা আরও পর্যালোচনা না করেও এ কথা পরিষ্কার যে বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্য হ্রাস হলে উত্তমর্ণদের স্বার্থের বিনিময়ে অধমর্ণদের লাভ হয়, আর সেগুলির মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে অধমর্ণদের স্বার্থের বিনিময়ে লাভ হয় উত্তমর্ণদের।

গ) বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ

সোনা মুদ্রার থেকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থে পরিণত হয়, প্রথমে সঞ্চলন থেকে প্রত্যাহৃত ও সঞ্চিত হয়ে, তার পরে সঞ্চলনের অ-উপায় হিসেবে সঞ্চলনের মধ্যে প্রবেশ করে, সব শেষে অবশ্য পণ্যসামগ্রীর জগতে সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করার জন্য আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের গণ্ডী ভেঙে। এইভাবে তা হয়ে ওঠে **বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ**।

আদিতে যেমন বহুমূল্য ধাতুগুলির সাধারণভাবে ব্যবহৃত ওজন মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করত, সেইভাবেই বিশ্ব বাজারে আর্থিক রাশিগুলি তদনুরূপ ওজনের রাশিতে পুনঃপরিবর্তিত হয়। অনিয়তাকার কাঁচা ধাতু (aes rude) যেমন সঞ্চলনের উপায়ের মূল রূপ ছিল, এবং আদিতে মুদ্রাকৃত রূপ ছিল নিছক ধাতব ওজনের সরকারি ইঙ্গিত মাত্র, ঠিক তেমনই সর্বজনীন মুদ্রা হিসেবে কার্যরত বহুমূল্য ধাতু তার বিশেষ আকৃতি ও ছাপ বর্জন করে ফিরে যায় অক্রিয় পিণ্ড রূপে; অর্থাৎ যখন জাতীয় মুদ্রাগুলি, যথা রুশ ইম্পিরিয়াল, মেক্সিকান ডলার ও ইংরেজি সভ্‌রিন বিদেশে চালু হয় তখন তাদের নাম গুরুত্বহীন হয়ে যায়, গণ্য হয় শুধু তাদের সারপদার্থ। সব শেষে, আন্তর্জাতিক অর্থ হিসেবে বহুমূল্য ধাতুগুলি আবার তাদের বিনিময়ের উপায়ের মূল কাজটি সম্পন্ন করে: এই কাজটি পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের মতোই উদ্ভূত হয়েছিল বিভিন্ন আদিম লোকসমাজের মধ্যে সংস্পর্শ স্থলগুলিতে, লোকসমাজগুলির অভ্যন্তরে নয়। বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে কার্যরত অর্থ তার আদি স্বাভাবিক রূপে ফিরে আসে। আভ্যন্তরিক সঞ্চলন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে অর্থ বিশেষ-বিশেষ এলাকার ভিতরে বিনিময়ের বিকাশের দরুন গৃহীত বিশেষ বিশেষ রূপ, অথবা দামের পরিমাপ হিসেবে অর্থের নেওয়া

স্থানীয় রূপগুলি — ধাতুমুদ্রা, খুচরো মুদ্রা, ও মূল্যের নিদর্শন — পরিত্যাগ করে।

আমরা দেখেছি যে কোনো দেশের ভিতরে মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে একটিমাত্র পণ্যসামগ্রী। কিন্তু যেহেতু এক দেশে সোনা এই কাজ করে, আরেক দেশে করে রূপো, সেই হেতু বিশ্ব বাজারে মূল্যের এক দ্বিবিধ মান স্বীকৃত হয়, এবং অর্থের সব কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সোনার দাম থেকে রূপোর দামে পরিণত করা এবং তার বিপরীতটা করা সর্বদাই নির্ভর করে দুটি ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের উপরে; এই আপেক্ষিক মূল্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় এবং তাই তার নির্ধারণ হয়ে ওঠে এক ক্রমাগত প্রক্রিয়া। প্রত্যেক দেশে পণ্যসামগ্রী-মালিকরা বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পালাক্রমে সোনা ও রূপো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, এইভাবে বাইরের একটি দেশে যে ধাতু তাদের অর্থ হিসেবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার বদলে তারা দেশের ভিতরে অর্থ হিসেবে চালু ধাতুটি বিনিময় করে। প্রত্যেক জাতি এইভাবে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপো দুটিকেই কাজে লাগায়।

আন্তর্জাতিক পণ্যসামগ্রী সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সোনা ও রূপো সঞ্চলনের উপায় হিসেবে নয়, বরং **বিনিময়ের সর্বজনীন উপায়** হিসেবে দেখা দেয়। বিনিময়ের সর্বজনীন উপায় অবশ্য শুধুই **ক্রয়ের উপায়** ও **পরিশোধের উপায়** হিসেবে কাজ করে, এই দুটি ধরনের বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি, কিন্তু বিশ্ব বাজারে তাদের সম্পর্ক উল্টে যায়। আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অর্থ যখন ব্যবহৃত হয়েছিল মুদ্রা হিসেবে, অর্থাৎ **প — অ — প** এই গতিশীল ঐক্যের মধ্যবর্তী যোগসূত্র হিসেবে, কিংবা পণ্যসামগ্রীর অবিরাম গতির সময়ে বিনিময়-মূল্যের নিছক এক ক্ষণস্থায়ী রূপ হিসেবে --- তখন তা কাজ করেছিল একান্তভাবেই ক্রয়ের উপায় হিসেবে। বিশ্ব বাজারে ঘটনাটা এর উল্টো। এখানে সোনা ও রূপো কাজ করে ক্রয়ের উপায় হিসেবে, যদি বিনিময় শুধু একতরফা হয় এবং সেই হেতু ক্রয় ও বিক্রয় পৃথক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিয়াখতায় সীমান্ত বাণিজ্য, বস্তুতপক্ষে এবং চুক্তির শর্তাদি অনুযায়ী [২৬], পণ্য-বিনিময়, তাতে রূপো শুধু ব্যবহৃত হয় মূল্যের পরিমাপ হিসেবে। ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের যুদ্ধ [২৭] চীনাদের প্ররোচিত করেছিল ক্রয় না-করে বিক্রয় করতে। তাতে রূপো হঠাৎ ক্রয়ের উপায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল। চুক্তির শর্তকে

মর্যাদা দিয়ে রুশরা ফরাসী পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রাগুলিকে পরিণত করেছিল কাঁচা রুপোর সামগ্রীতে, সেগুলি ব্যবহৃত হত বিনিময়ের উপায় হিসেবে। রুপো সর্বদাই ক্রয়ের উপায় হিসেবে কাজ করেছে এক দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষে এবং অন্য দিকে যেখানে তা মজুতে পুঞ্জীভূত হয়ে যায় সেই এশিয়ার পক্ষে। অধিকন্তু, বহুমূল্য ধাতুগুলি ক্রয়ের আন্তর্জাতিক উপায় হিসেবে কাজ করে, যখন দুটি জাতির মধ্যে পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাধারণ ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, যথা, মন্দ ফসল যখন তাদের একটিকে অস্বাভাবিক পরিসরে ক্রয় করতে বাধ্য করে। সব শেষে, বহুমূল্য ধাতুগুলিকে ক্রয়ের আন্তর্জাতিক উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সোনা ও রুপো উৎপাদনকারী দেশগুলি, যেখানে সেগুলি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন পণ্য এবং পণ্যসামগ্রীও বটে, পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তিত রূপ নয়। সঞ্চলনের বিভিন্ন জাতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আন্তর্জাতিক সমতা স্থির করার জন্য **পরিশোধের উপায়** হিসেবে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ যে কাজ সম্পন্ন করে, সেটিরও বিকাশ ঘটে।

আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের মতো, আন্তর্জাতিক সঞ্চলনেও সোনা ও রুপোর নিয়ত পরিবর্তমান পরিমাণ দরকার হয়। ফলত, প্রত্যেক জাতিই সঞ্চিত মজুত-ধনের একাংশকে বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে, পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের ক্ষেত্রে ওঠা-পড়া অনুযায়ী এই তহবিল কখনও হ্রাস পায়, কখনও আবার পূর্ণ হয়।* সঞ্চলনের জাতীয় ক্ষেত্রের ভিতরে যা পিছন দিকে ও সামনের দিকে প্রবাহিত হয় সেই বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের বিশেষ গতি ছাড়াও, বিশ্বগ্রাহ্য অর্থের একটা সর্বজনীন গতি আছে; তার প্রস্থান-বিন্দুটি হল উৎপাদনের উৎস, সোনা ও রুপো সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর সকল বাজারে যায়। এইভাবে সোনা ও রুপো পণ্যসামগ্রী হিসেবে বিশ্বব্যাপী সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে অনুস্যূত শ্রম-সময় অনুপাতে আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের ক্ষেত্রে পোঁছবার আগে পণ্যসামগ্রীর তুল্যমূল্যের বদলে সেগুলির বিনিময় হয়। তাই, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা যখন হাজির হয় তখনই তার একটা নির্দিষ্ট মূল্য থাকে।

* 'সঞ্চিত অর্থ যুক্ত হয় সেই অংকের সঙ্গে, যেটি প্রকৃতই সঞ্চলনে থাকার জন্য এবং বাণিজ্যের সম্ভাবনা পূর্ণ করার জন্য, **সঞ্চলনেরই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে।**' কাস্তোদির সংস্করণে পূর্বোক্ত গ্রন্থ — ভেরি, 'Meditazioni sulla Economia Politica', খণ্ড ১৫, পৃঃ ১৬২ এর জন্য কার্লি-র মন্তব্য।

বিশ্ব বাজারে তাদের আপেক্ষিক মূল্য তাই তাদের উৎপাদন-ব্যয়ের প্রতিটি হ্রাস বা বৃদ্ধিতে সমানভাবে প্রভাবিত হয় এবং সঞ্চলনের বিভিন্ন জাতীয় ক্ষেত্র সোনা বা রূপোকে কতখানি টেনে নেয় তাদের আপেক্ষিক মূল্য তার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। ধাতু-প্রবাহের যে একটি শাখা পণ্যসামগ্রীর জগতের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আটকা পড়ে, সেটি তৎক্ষণাৎ অর্থের আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাগুলির বদলি হিসেবে; আরেকটি চলে যায় বিভিন্ন সঞ্চয়াধারে যেখানে মুদ্রা, পরিশোধের উপায় ও বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ সঞ্চিত হয়; তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয় বিলাসসামগ্রী তৈরির জন্য এবং বাদবাকি শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় নিছক মজুতে। বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা যেখানে এক অগ্রসর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে মজুত গঠনটা সঞ্চলন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন শাখার যন্ত্রবিন্যাসের অবাধ ক্রিয়ার জন্য শাখাগুলির প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মাত্রায় পর্যবসিত হয়। এই অবস্থায় মজুত বলতে বোঝায় শুধুই অব্যবহৃত সম্পদ, যদি না তা দেনাপাওনার সমতায় এক সাময়িক উদ্বৃত্তের পরিচায়ক হয়, যেটা পণ্যসামগ্রীর আদানপ্রদানে একটা ব্যাঘাতের ফল এবং সেই হেতু প্রথম রূপান্তরের ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত পণ্যসামগ্রী।

তত্ত্বে যেমন অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপো সর্বজনীন পণ্যসামগ্রী, ঠিক তেমনই বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হল সর্বজনীন পণ্যসামগ্রীর অস্তিত্বের উপযুক্ত রূপ। সমস্ত পণ্যসামগ্রী যেমন সোনা ও রূপোর বদলে বিনিময় হয়, ঠিক সেই অনুপাতেই এগুলি হয়ে ওঠে সকল পণ্যসামগ্রীর অন্য মূর্তিতে পরিবর্তিত রূপ এবং সেই হেতু সর্বজনীনভাবে বিনিময়যোগ্য পণ্যসামগ্রী। মূর্ত শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীর আদানপ্রদান যে মাত্রায় বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে সেই মাত্রাতেই সর্বজনীন শ্রম-সময়ের মূর্ত রূপ হিসেবে সেগুলি উশুল হয়। যে-সমস্ত বিশেষ-বিশেষ তুল্যমূল্য তাদের বিনিময়ের ক্ষেত্রস্বরূপ, তার বিকাশের অনুপাতেই সেগুলি সর্বজনীন তুল্যমূল্য হয়ে ওঠে। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য আন্তর্জাতিক সঞ্চলনে সর্বজনীনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত বলে তা আন্তর্জাতিক অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপোয় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয়। পণ্যসামগ্রী-মালিক জাতিগুলি তাদের বহুমুখী শিল্প ও সর্বব্যাপী বাণিজ্যের ফলে সোনাকে যথোপযুক্ত অর্থে পরিণত করেছে বলে, তারা শিল্প ও বাণিজ্যকে নিতান্তই এমন একটা উপায় বলে মনে করে যা বিশ্ব বাজার থেকে সোনা ও রূপোর আকারে অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে তাদের

সক্ষম করে তোলে। আন্তর্জাতিক অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপো তাই পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন সঞ্চলন ও তার পরিসর প্রসারিত করার উপায় — উভয়েরই ফল। যারা সোনা তৈরি করতে চেয়েছিল সেই অপরসায়নবিদরা যেমন রসায়ন শাস্ত্রের অভ্যুদয় সম্পর্কে সচেতন ছিল না, ঠিক তেমনি পণ্যসামগ্রীর কুহকিনী রূপের পিছনে ধাবমান পণ্যসামগ্রী-মালিকরা জায়মান বিশ্ব শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। সোনা ও রূপো বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে তাদের অর্থ-বিষয়ক ধারণায় তার অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়ে। তাদের জাদুকরি প্রভাব কোনো মতেই বুর্জোয়া সমাজের শৈশবাবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পণ্যসামগ্রীর জগতের প্রতিনিধিদের কাছে তাদের নিজেদেব সামাজিক শ্রম যে বিপরীতভাবে প্রতিভাত হয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; বিভিন্ন নতুন এলাকায় সোনা আবিষ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপরে যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এর একটি প্রমাণ।

অর্থ যেমন আন্তর্জাতিক অর্থতে বিকাশ লাভ করে, তেমনই পণ্যসামগ্রী-মালিক হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন। মানুষের এক জনের সঙ্গে আরেক জনের বিশ্বজনীন সম্পর্ক আদিতে থাকে শুধু পণ্যসামগ্রী-মালিক হিসেবে তাদের সম্পর্ক। পণ্যসামগ্রী সমস্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক, জাতীয় ও ভাষাগত বেড়া সম্পর্কে উদাসীন। তাদের সর্বজনীন ভাষা হল দাম এবং অভিন্ন বন্ধন হল অর্থ। কিন্তু জাতীয় মুদ্রার বিপরীতে আন্তর্জাতিক অর্থের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে পণ্যসামগ্রী-মালিকের বিশ্বজনীনতা, মানবজাতির বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে যা ব্যাহত করে সেই পরম্পরাগত ধর্মীয়, জাতীয় ও অন্যান্য সংস্কারের বিরুদ্ধে বাস্তব বিচারবুদ্ধির এক তন্ত্র। পণ্যসামগ্রী-মালিক উপলব্ধি করে যে জাতীয়তা 'হল গিনির ছাপ মাত্র', কারণ একই পরিমাণ যে সোনা মার্কিন ঈগলের আকারে ইংলণ্ডে গিয়ে পেঁছিয়, তা পরিণত হয় সভ্‌রিনে, তিন দিন বাদে প্যারিসে তা চলে নাপোলিয়ঁ হিসেবে এবং কয়েক সপ্তাহ পরে ভেনিসে তাকে দেখা যেতে পারে ডাক্যাট হিসেবে। যে মহৎ চিন্তায় সারা পৃথিবী তার কাছে মিলে একাকার হয়ে যায়, তা হল একটি বাজারের, **বিশ্ব বাজারের** চিন্তা।*

* 'জাতিতে-জাতিতে আদানপ্রদান সারা ভূমণ্ডলকে এমন বেষ্টন করে যে প্রায় এ কথা বলা যেতে পারে, সারা পৃথিবীটা একটামাত্র শহর, সেখানে সমস্ত পণ্যসামগ্রী নিয়ে স্থায়ী এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জমি, পশু ও মনুষ্যশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন

৪। বহুমূল্য ধাতু

বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রথমে ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা দখল করে এক বিদ্যমান ও তৈরি হাতিয়ার হিসেবে, যেটি ক্রমে ক্রমে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে থাকলেও, মূল কাঠামোর দিক থেকে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অর্থের উপাদান হিসেবে কেন সোনা ও রুপো ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো পণ্যসামগ্রী হয় না - এ প্রশ্ন বুর্জোয়া ব্যবস্থার গন্ডীর বাইরে। আমরা তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির সারসংক্ষেপ দেওয়া চাইতে বেশি কিছু করব না।

সর্বজনীন শ্রম-সময় নিজে যেহেতু শুধু পরিমাণগত পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারে, সেই হেতু তার বিশেষ মূর্ত রূপ হিসেবে স্বীকার্য বস্তুটি অবশ্যই বিশুদ্ধ পরিমাণগত পার্থক্য প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, একই প্রকার, সমধর্মী গুণ তাতে পূর্বানুমিত। একটি পণ্যসামগ্রীকে যদি মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করতে হয়, তা হলে এই প্রথম শর্তটি পূরণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যদি সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্য-নির্ধারণ করে, ষাঁড়, পশুচর্ম, শস্য প্রভৃতির হিসাবে, তা হলে বস্তুতপক্ষে সেগুলির পরিমাপ করতে হবে আদর্শ গড়পড়তা ষাঁড়, গড়পড়তা পশুচর্ম ইত্যাদি দিয়ে, কারণ একটি ষাঁড় ও আরেকটি ষাঁড়ের মধ্যে, এক ভাগ শস্য ও আরেক ভাগ শস্যের মধ্যে এবং একটি পশুচর্ম ও আরেকটি পশুচর্মের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে। অন্য দিকে, সহজ পদার্থ হিসেবে সোনা ও রুপো সর্বদাই সমরূপ এবং ফলত, তাদের সমান পরিমাণের সমান মূল্য থাকে।* যে পণ্যসামগ্রী সর্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করবে তাকে আরও যে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে, এবং তার বিশুদ্ধ পরিমাণগত পার্থক্যের পরিচায়ক

সমস্ত বস্তুকে অর্থের সাহায্যে যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের বাড়িতে সংগ্রহ ও ভোগ করতে পারে। এক চমৎকার উদ্ভাবন।' মন্তানারি, 'Della Moneta' (১৬৮৩), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০।

* 'ধাতুগুলির এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে একমাত্র সেগুলিরই মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক কমে এসে দাঁড়ায় একটিমাত্র সম্পর্কের মধ্যে, তা হল সেগুলির পরিমাণ, কারণ প্রকৃতিগতভাবে আভ্যন্তরিক গঠনবিন্যাসে, কিংবা বাহ্যিক রূপ ও কাঠামোতে পার্থক্যের দ্বারা সেগুলি বিশিষ্টভাবে পরিচিত নয়' (গালিয়ানি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৬-১২৭)।

হওয়ার কাজ থেকে যে শর্তটি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত, তা হল -- যে কোনো বাঞ্ছিত-সংখ্যক অংশে তার বিভাজ্যতা এবং সেগুলিকে আবার যুক্ত করার সম্ভাব্যতা, যাতে মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ স্পষ্টত প্রতীয়মান রূপেও পরিচিত হতে পারে। সোনা ও রূপো অসাধারণ মাত্রায় এই সমস্ত গুণের অধিকারী।

সঞ্চলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রূপোর অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় একটি সুবিধা আছে, তা এই যে তাদের উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্ব -- অপেক্ষাকৃত কম জায়গায় অনেকখানি ওজনের পরিচায়ক -- অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণের মধ্যে অনেকখানি শ্রম-সময়, অর্থাৎ অনেকখানি বিনিময়-মূল্য ধারণ করার দিক দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক আপেক্ষিক গুরুত্বের সমকক্ষ। তা পরিবহণ, এক হাত থেকে আরেক হাতে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তর সহজতর করে, সোনা ও রূপোকে হঠাৎ আবির্ভূত হতে এবং সেই রকমই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে সম্ভব করে তোলে -- সংক্ষেপে এই গুণগুলি প্রদান করে শারীর সচলতা, যে-পণ্যসামগ্রীটিকে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার perpetuum mobile [অনন্ত চলিষ্ণুতা] হিসেবে কাজ করতে হবে, তার sine qua non [অপরিহার্য শর্ত]।

বহুমূল্য ধাতুগুলির উচ্চ বিশেষ মূল্য, তাদের স্থায়িত্ব, আপেক্ষিক অবিনশ্বরতা, বায়ুর সংস্পর্শে এলে সেগুলি যে জারিত হয় না এবং বিশেষ করে সোনা যে aqua regia* ছাড়া অন্য কোনো অ্যাসিডে অদ্রবণীয় -- এই সমস্ত ভৌত ধর্ম বহুমূল্য ধাতুগুলিকে মজুতের স্বাভাবিক বস্তু করে তোলে। আপাতদৃষ্টে বিরাট চকোলেট-প্রেমী শহীদ পিটার তাই, মেক্সিকোতে যা এক ধরনের অর্থ হিসেবে কাজ করত সেই কোকোর বস্তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> 'মহিমান্বিত অর্থ, যা মানবজাতিকে সুমিষ্ট ও পুষ্টিদায়ক এক পানীয় যোগায় এবং তার নিষ্পাপ অধিকারীদের জঘন্য অর্থলিপ্সার ব্যাধি থেকে রক্ষা করে, কারণ তা দীর্ঘকাল মজুত করে রাখা যায় না, মাটির নিচেও লুকিয়ে রাখা যায় না!' ('De orbe novo' [২৮]।)

সাধারণভাবে ধাতুগুলি প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তাদের বিরাট গুরুত্বের জন্য উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে তাদের ব্যবহারের কাছে ঋণী। সোনা

* যে আরকে সোনা ও প্লাটিনাম দ্রব হয়। -- সম্পাঃ

ও রূপো, তাদের দুর্লভতা ছাড়াও, এইভাবে ব্যবহার করা যায় না, কারণ লোহা, এমন কি তামার (প্রাচীনকালের লোকেরা তাকে যে অবস্থায় ব্যবহার করত সেই কঠিনীভূত অবস্থায়) তুলনাতেও সেগুলি অত্যন্ত কোমল এবং তাই, সাধারণভাবে ধাতুগুলির ব্যবহার-মূল্য যে গুণের উপরে নির্ভর করে সেই গুণ তাদের অনেকখানিই নেই। প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বহুমূল্য ধাতুগুলি যেমন অকেজো. ঠিক তেমনই জীবনধারণের উপায় হিসেবে, অর্থাৎ উপভোগের সামগ্রী হিসেবে সেগুলিকে অনাবশ্যক বোধ হয়। উৎপাদন ও উপভোগকে বিঘ্নিত না করেই সামাজিক সঞ্চলন প্রক্রিয়ার ভিতরে যথেচ্ছভাবে সেগুলির যে কোনো পরিমাণ রাখা যেতে পারে। তাদের নিজ-নিজ ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়ার সংঘাত বাধে না। অন্য দিকে, সোনা ও রূপো যে শুধু নেতিবাচকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাৎ পরিহার্য বস্তু তাই নয়, তাদের নান্দনিক গুণাবলীই তাদের করে তোলে জাঁকজমক, অলঙ্কার, চটক, উৎসবাদির প্রয়োজনের, সংক্ষেপে অতিপ্রাচুর্য ও সম্পদের ইতিবাচক অভিব্যক্তির স্বাভাবিক বস্তু। বলা যেতে পারে, তারা যেন দেখা দেয় মৃদ্গত এক জগৎ থেকে উত্তোলিত ঘনীভূত আলোক রূপে, কারণ মূল গঠনবিন্যাসে আলোকের সব কটি রশ্মিই প্রতিফলিত হয় রূপোয়, আর একমাত্র রক্তবর্ণ, সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন বর্ণ, প্রতিফলিত হয় সোনায়। অধিকন্তু, বর্ণবোধ হল সাধারণভাবে নান্দনিক উপলব্ধির সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বহুমূল্য ধাতুগুলির নাম এবং বর্ণ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গের মধ্যে শব্দপ্রকরণগত সম্পর্ক দেখিয়েছেন জাকব গ্রিম (দ্রষ্টব্য, তাঁর 'Geschichte der deutschen Sprache' [২৯]।

সব শেষে, সোনা ও রূপোকে যে মুদ্রা থেকে বাটে, বাট থেকে বিলাস-সামগ্রীতে এবং তার বিপরীতভাবে রূপান্তরিত করা যায়, একবার তাদের যে বিশেষ উপযোগী রূপ দেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার যে সুবিধা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তাদের বেশি আছে, সেই বিষয়টাই তাদের করে তোলে অর্থের স্বাভাবিক বস্তু-উপাদান, যাকে ক্রমাগত এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তিত হতে হয়।

প্রকৃতি যেমন ব্যাঙ্কার বা বিনিময়-হার উৎপন্ন করে না, তেমনি অর্থও নয়। কিন্তু বুর্জোয়া উৎপাদনে যেহেতু ভক্তিবস্তু হিসেবে সম্পদকে অবশ্যই এক বিশেষ পদার্থের মধ্যে দানা বাঁধতে হয়, সেই হেতু সোনা ও রূপোই

তার যথোপযুক্ত মূর্ত রূপ। সোনা ও রূপো প্রকৃতিগতভাবে অর্থ নয়, কিন্তু অর্থ প্রকৃতিগতভাবে সোনা ও রূপো দিয়ে তৈরি। অর্থের দানা-বাঁধা রূপ হিসেবে সোনা অথবা রূপো, এক দিকে, শুধু সঞ্চলন প্রক্রিয়াজাত ফল নয়, বরং, প্রকৃতপক্ষে, তার একমাত্র স্থিতিশীল ফল; অন্য দিকে, সোনা ও রূপো হল তৈরি প্রাথমিক উৎপাদ, এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে এই দুটি দিকেরই পরিচায়ক, এই দুটি দিক নির্দিষ্ট রূপ দ্বারা বিশিষ্ট নয়। সামাজিক প্রক্রিয়ার সর্বজনীন উৎপাদ, কিংবা উৎপাদ হিসেবে পরিগণিত সামাজিক প্রক্রিয়াটাই একটা বিশেষ প্রাকৃতিক উৎপাদ, একটা ধাতু, যা ভূত্বকের ভিতরে থাকে এবং খুঁড়ে তোলা যায়।*

আমরা দেখেছি যে সোনা ও রূপো এই দাবি পূরণ করতে পারে না যে অর্থ হিসেবে তাদের অপরিবর্তনীয় মূল্য থাকতে হবে। তা সত্ত্বেও তাদের মূল্য গড়পড়তা অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মূল্যের চাইতে বেশি স্থিতিশীল, এমন কি আরিস্টটলও তা লক্ষ করেছেন। বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্যবৃদ্ধি বা অবচয়ের সাধারণ পরিণাম ছাড়াও সোনা ও রূপোর আপেক্ষিক মূল্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্ববাজারে অর্থের বস্তু-উপাদান হিসেবে দুটিই পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। মূল্যের এরূপ পরিবর্তনের বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণ — পুরাকালে ধাতুর মূল্যের উপরে যা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করত সেই রাজ্যজয় ও রাজনৈতিক আলোড়ন নিতান্তই স্থানীয় ও সাময়িক প্রভাব বিস্তার-করে — অবশ্যই এই ধাতুগুলির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিবর্তন। এই শ্রম-সময় নির্ভর করবে প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের আপেক্ষিক দুর্লভতা এবং বিশুদ্ধ ধাতব রূপে তা সংগ্রহ করার কাজের সঙ্গে জড়িত অসুবিধার উপরে। বস্তুত, সোনাই মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম ধাতু। এক দিকে, বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য রূপে তা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় এমন এক পৃথক পদার্থ হিসেবে যা অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে

* ৭৬০ সালে বিরাট একদল গরিব লোক প্রাগের দক্ষিণ দিকে নদীর বালি থেকে ধুয়ে সোনা বার করার জন্য জড়ো হত, এক দিনে তিন জন লোক বার করতে পারত এক মার্ক [আধ পাউন্ড] সোনা; এর ফলে 'খোঁড়াখুঁড়ির' কাজে দলবদ্ধভাবে লোক আসা এত বেশি হয়েছিল এবং কৃষিকাজ থেকে আসা লোকের সংখ্যা এত বেশি হয়েছিল যে পরের বছর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় (দ্রষ্টব্য, গিওর্গ কোরনার, 'Abhandlung von dem Altertume des böhmischen Bergwerks', শ্নেয়েবার্গ, ১৭৫৮ [পৃঃ ৩৭-৩৮])।

রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত নয়, কিংবা অপরসায়নবিদদের ভাষায়, কুমারী অবস্থায়; অন্য দিকে প্রকৃতি নিজেই নদীতে বিরাট আকারে সোনা ধোওয়ার ব্যবস্থা করে প্রয়োগগত কাজটি করে দেয়। নদী কিংবা পাললিক সঞ্চয় থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য মানুষের পক্ষে দরকার হয় শুধু স্থূলতম শ্রমের; অথচ রুপো উৎপাদনের জন্য দরকার হয় খনিকর্ম এবং সাধারণভাবে কৎকৌশলগত বিকাশের এক অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তর। রুপোর মূল্য তাই আদিতে সোনার মূল্যের চাইতে বেশি, যদিও তা পরমভাবে কম দুর্লভ। আরবীয় একটি উপজাতি এক পাউন্ড লোহার জন্য দশ পাউন্ড সোনা, এবং এক পাউন্ড রুপোর জন্য দু পাউন্ড সোনা দিত — স্ট্র্যাবোর এই উক্তি কোনো ক্রমেই অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু সোনার মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে রুপোর মূল্য হ্রাস পেতে থাকে, কারণ সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং ফলত, জটিল শ্রমের উৎপাদের তুলনায় সরল শ্রমের উৎপাদ হয়ে ওঠে অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ভূত্বক ক্রমেই আরও বেশি করে উন্মুক্ত হওয়ায় উপরিতলে সোনার মূল উৎস নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। সব শেষে, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগের উপায়ের বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে সোনা অথবা রুপো-সংবলিত নতুন-নতুন অঞ্চল আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন এশিয়ায় সোনা আর রুপোর অনুপাত ছিল ৬:১ কিংবা ৮:১; শেষ অনুপাতটি চীন ও জাপানে প্রচলিত ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও; ১০:১, জেনোফোনের সময়ে বিদ্যমান এই অনুপাতকে পুরাকালের মধ্যভাগের গড় অনুপাত বলে গণ্য করা যেতে পারে। কার্থেজ এবং পরে রোম স্পেনীয় রুপোর খনিগুলিতে যে কাজ করেছিল প্রাচীন পৃথিবীর উপরে তার প্রভাব পড়েছিল আধুনিক ইউরোপের উপরে মার্কিন খনিগুলির আবিষ্কারের প্রভাবেরই অনুরূপ। রোম সম্রাটদের আমলে ১৫ কিংবা ১৬:১-কে আনুমানিক গড় বলে ধরা যেতে পারে, যদিও রোমে রুপোর মূল্য প্রায়শই আরও নিচে নেমে যেত। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত এই পরবর্তী কালপর্বে অনুরূপ এক চলাচল ঘটে, যার শুরু সোনার আপেক্ষিক অবচয় দিয়ে এবং শেষ রুপোর মূল্য হ্রাস দিয়ে। জেনোফোনের আমলের মতো, মধ্যযুগে গড় অনুপাত ছিল ১০:১, এবং আমেরিকায় খনিগুলি আবিষ্কারের ফলে অনুপাতটা আবার

হয়ে দাঁড়ায় ১৬ কিংবা ১৫:১। অস্ট্রেলিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ও কলম্বিয়ায় সোনা আবিষ্কারের ফলে সম্ভবত আরেকবার সোনার মূল্য হ্রাস ঘটবে।*

গ। সঞ্চলনের মাধ্যম ও অর্থ-বিষয়ক তত্ত্ব

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যখন শৈশবাবস্থায় ছিল, তখন যেমন বিভিন্ন জাতি ও নৃপতিরা অর্থের কামনা-তাড়িত হয়ে স্বর্ণ-থালির** সন্ধানে দূর দূর দেশে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হত, ঠিক তেমনই আধুনিক পৃথিবীর প্রথম ভাষ্যকাররা, আর্থিক ব্যবস্থার — বাণিজ্যিক ব্যবস্থা এর রকমফের মাত্র — আদি রূপকাররা ঘোষণা করেছিলেন যে সোনা ও রুপোই, অর্থই একমাত্র সম্পদ। তাঁরা সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে বুর্জোয়া সমাজের বৃত্তি হল অর্থার্জন, এবং তাই, সরল পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন চিরস্থায়ী মজুত গঠন, পোকা বা মর্চেতে যা বিনষ্ট হয় না। এক টন লোহা, যার দাম ৩ পাউন্ড, সোনাতে ৩ পাউন্ডের যা মূল্য সেই এক টন লোহার তারই সমান মূল্য — এই দিকে

---

* সোনা ও রুপোর আপেক্ষিক মূল্য অস্ট্রেলীয় ও অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে এখনও পর্যন্ত প্রভাবিত হয় নি। এর বিপরীতটাই ঘটেছে — মিশেল শেভালিয়ে-র এই বক্তব্যের মূল্য এই প্রাক্তন সাঁ-সিমোঁপন্থীটির সমাজতন্ত্রের চাইতে বেশি নয়। লন্ডনের বাজারের কোটেশন থেকে দেখা যায় যে ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে সোনার হিসাবে রুপোর গড় দাম ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ সাল অবধি কালপর্বের তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি ছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধি ঘটেছিল নিতান্তই এশীয় দেশগুলির রুপোর চাহিদার দরুন। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে রুপোর দাম বিভিন্ন বছর ও মাসে পরিবর্তিত হয় **একমাত্র** এই **চাহিদা** অনুযায়ী, নবাবিষ্কৃত উৎসগুলি থেকে সোনা সরবরাহ অনুযায়ী কোনো মতেই নয়। লন্ডনের বাজার-দর অনুসারে সোনার হিসাবে রুপোর দামের একটা সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হল।

এক আউন্স রুপোর দাম

বছর	মার্চ	জুলাই	নভেম্বর
১৮৫২	৬০ ১/৮ পেন্স	৬০ ১/৪ পেন্স	৬১ ৭/৮ পেন্স
১৮৫৩	৬১ ৩/৮ „—“	৬১ ১/২ „—“	৬১ ৭/৮ „—“
১৮৫৪	৬১ ৭/৮ „—“	৬১ ৩/৪ „—“	৬১ ১/২ „—“
১৮৫৫	৬০ ৭/৮ „—“	৬১ ১/২ „—“	৬০ ৭/৮ „—“
১৮৫৬	৬০ „—“	৬১ ১/৪ „—“	৬২ ১/৮ „—“
১৮৫৭	৬১ ৩/৪ „—“	৬১ ৫/৮ „—“	৬১ ১/২ „—“
১৮৫৮	৬১ ৫/৮ „—“	— —	— —

** 'সোনা চমৎকার জিনিস! এর অধিকারী তার কাম্য সব কিছুরই প্রভু। সোনা এমন কি আত্মার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশও সম্ভব করে তোলে।' (জামাইকা থেকে ১৮০৩ সালে লিখিত একটি চিঠিতে কলম্বাস)। [লেখকের কপিতে মন্তব্য।]

অঙ্গুলিনির্দেশ করাটা আর্থিক ব্যবস্থাকে খণ্ডন করা নয়। বিচার্য বিষয়টি বিনিময়-মূল্যের বিস্তার নয়, বরং তার পর্যাপ্ত ধরন। আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতি এবং যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটে সেই জাতীয় শ্রমের এক-একটি শাখার প্রতি — যেগুলিকে সম্পদের বা অর্থের একমাত্র প্রকৃত উৎস বলে গণ্য করা হয় — যে বিশেষ মনোযোগ দেয়, সেই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সেই আমলে জাতীয় উৎপাদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলত সামন্ততান্ত্রিক ধরনগুলির কাঠামোর ভিতরে এবং কাজ করত খোদ উৎপাদনকারীদের জীবিকার আশু উৎস হিসেবে। অধিকাংশ উৎপাদ পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে নি; সেগুলি তাই অর্থেও পরিবর্তিত হয় নি, সামাজিক সার্বিক বিপাকের ভিতরেও আদৌ প্রবেশ করে নি; সুতরাং, সেগুলি সর্বজনীন বিমূর্ত শ্রমের বাস্তবায়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নি এবং বস্তুত সেগুলি বুর্জোয়া সম্পদ ছিল না। সঞ্চলনের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অর্থ হল উৎপাদনের নির্ধারক উদ্দেশ্য ও চালিকা শক্তি হিসেবে বিনিময়-মূল্য অথবা বিমূর্ত সম্পদের প্রতিভূ, সম্পদের কোনো ভৌত উপাদানের নয়। সেই ভুল-বোঝা অনাগতবিধাতারা যে বিনিময়-মূল্যের সারবান, অনুভবযোগ্য ও ঝক্‌ঝকে রূপটিকে, সমস্ত বিশেষ পণ্যসামগ্রী থেকে বিশিষ্টভাবে সর্বজনীন পণ্যসামগ্রীর রূপে বিনিময়-মূল্যকে আঁকড়ে ছিলেন, সেটা বুর্জোয়া উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। পণ্যসামগ্রী-সঞ্চলনের ক্ষেত্রটি সেই সময়ে ছিল একান্তভাবে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। তাঁরা তাই বুর্জোয়া উৎপাদনের সমগ্র জটিল প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই মূল ক্ষেত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অর্থকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন পুঁজির সঙ্গে। আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের নিরন্তর লড়াইয়ের হেতু প্রধানত এই যে বুর্জোয়া উৎপাদনের গোপন কথা, অর্থাৎ তা যে বিনিময়-মূল্যের আধিপত্যাধীন সেই কথাটা এই ব্যবস্থাগুলি অমার্জিত রূঢ়ভাবে প্রকাশ করে দেয়। যদিও এ থেকে ভুল সিদ্ধান্ত টেনে রিকার্ডো কোনো জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে এমন কি দুর্ভিক্ষের সময়েও শস্য আমদানি করা হয়, কারণ তার দ্বারা শস্য-ব্যবসায়ী অর্থোপার্জন করে, জাতি অনাহারে রয়েছে বলে নয়। অর্থশাস্ত্র আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে নিছক বিভ্রম বলে, পুরোপুরি ভ্রান্ত তত্ত্ব বলে আক্রমণ করে সেই ব্যবস্থার সমালোচনাত্মক বিচারের ক্ষেত্রে ভুল করে এবং দেখতে পায় না যে সেগুলির

মধ্যে আদিম রূপে নিহিত রয়েছে তারই নিজের মূল পূর্বানুমিতিগুলি। অধিকন্তু এই ব্যবস্থাগুলি শুধু ইতিহাসগতভাবে বলবৎ থাকে তাই নয়, আধুনিক অর্থনীতির কতকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের পরিপূর্ণ বৈধতা রক্ষা করে। বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে যখন সম্পদ পণ্যসামগ্রীর প্রাথমিক রূপ ধারণ করে, তখন বিনিময়-মূল্য ধারণ করে অর্থের প্রাথমিক রূপ, এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে সম্পদ এক মুহূর্তের জন্য আবার ফিরে আসে পণ্যসামগ্রীর সর্বজনীন প্রাথমিক রূপে। সঞ্চলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রূপোর কাজের বিপরীতে এবং অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর প্রতিতুলনায় অর্থ হিসেবে সোনা ও রূপোর কাজ এমন কি অগ্রসরতম বুর্জোয়া অর্থনীতিতেও লুপ্ত হয় না, শুধু সীমাবদ্ধ হয়; আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাও তদনুযায়ী বলবৎ থাকে। সামাজিক শ্রমের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ হিসেবে, এবং সেই হেতু বিমূর্ত সম্পদের অভিব্যক্তি হিসেবে সোনা ও রূপো যে অন্যান্য অপবিত্র পণ্যসামগ্রীর সম্মুখীন হয় এই ক্যাথলিক ঘটনাটি অবশ্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের প্রটেস্ট্যাণ্ট মর্যাদা-বিধিকে লঙ্ঘন করেছে, এবং আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারজাত ভয়ে তারা যে কিছুকাল অর্থ সঞ্চলনের ব্যাপারটি সম্পর্কে বৈষম্যবোধ হারিয়েছিল — নিচের বিবরণ থেকে তা দেখা যাবে।

অর্থ যেখানে শুধু সঞ্চলনের এক স্ফটিকতুল্য উৎপাদ রূপে পরিচিত, সেই আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র যে প্রথমে অর্থের চলিষ্ণু রূপটিকে, অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের যে রূপটি পণ্যসামগ্রীর রূপান্তরের ভিতরে উদ্ভূত ও অদৃশ্য হয় সেই রূপটিকে চিনবে, তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। পণ্যসামগ্রী-সঞ্চলনকে **প — অ — প**, একান্তভাবে এই রূপে — এবং তা আবার একমাত্র ক্রয়কর্ম ও বিক্রয়কর্মের গতিশীল ঐক্য হিসেবে — দেখা হয় বলে সঞ্চলনের উপায় হিসেবে অর্থের বিশেষ দিকটি অর্থ হিসেবে তার বিশেষ দিকটির বিরুদ্ধে বহাল থাকে। মুদ্রা হিসেবে কর্মরত সঞ্চলনের উপায়ের কাজটিকে যদি বিচ্ছিন্ন করা হয়, তা হলে আমরা দেখেছি, তা হয়ে ওঠে মূল্য-নিদর্শন। কিন্তু ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র যেহেতু প্রথমে মুদ্রার প্রধান ধরন হিসেবে ধাতব মুদ্রার সম্মুখীন হয়েছিল, সেই হেতু তা ধাতব অর্থকে গণ্য করত মুদ্রা বলে এবং মুদ্রাকে নিছক মূল্যের নিদর্শন বলে। মূল্য-নিদর্শনের সঞ্চলন-সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী তখন এই প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করা হয় যে পণ্যসামগ্রীর দাম চলতি অর্থের পরিমাণের

উপরে নির্ভর করে, পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে চলতি অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে না। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় অর্থনীতিবিদরা এই অভিমত অল্পবিস্তর পরিষ্কারভাবেই বিবৃত করেছিলেন; লক্ কখনও তা স্বীকার করেছেন, কখনও অস্বীকার করেছেন, এবং তা দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে *Spectator* (১৯ অক্টোবর, ১৭১১-র সংখ্যায়) তথা মঁতেস্ক্যু ও হিউমের রচনায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিউমই এই তত্ত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা বলে, আমরা আমাদের সমীক্ষা শুরু করব তাঁকে নিয়ে।

কোনো-কোনো অবস্থায় চলতি ধাতুমুদ্রার, অথবা চলতি মূল্য-নিদর্শনের সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বা হ্রাস পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে **অনুরূপ** প্রভাব বিস্তার করে বলে মনে হয়। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য দাম হিসেবে যা দিয়ে পরিমাপ করা হয় সেই সোনা ও রুপোর মূল্যের ক্ষেত্রে যদি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা হলে তাদের মূল্যের মানের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে দাম বাড়ে অথবা কমে যায়; এবং দাম বেড়েছে অথবা কমেছে বলে মুদ্রা হিসেবে সোনা ও রুপোর এক বর্ধিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণ চালু থাকে। লক্ষণীয় ব্যাপারটি অবশ্য এই যে সঞ্চলনের উপায়ের ক্রমবর্ধমান বা হ্রাসমান পরিমাণের সঙ্গে দাম পরিবর্তিত হয়, অথচ পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য স্থির থাকে। অন্য দিকে যদি চলতি মূল্য-নিদর্শনগুলির পরিমাণ প্রয়োজনীয় স্তরের নিচে নেমে যায়, কিংবা তার উপরে ওঠে, তা হলে পণ্যসামগ্রীর দামের হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা তাকে জোর করে সেই স্তরে নিয়ে আসা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই কার্যটি একই কারণের দ্বারা সংঘটিত বলে বোধ হয়, আর হিউম এই বাহ্যিক রূপটিকেই আঁকড়ে থাকেন।

সঞ্চলনের উপায়ের পরিমাণ এবং পণ্যসামগ্রীর দামের গতির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানে এ কথা ধরেই নিতে হবে যে আর্থিক বস্তু-উপাদানের মূল্য নির্দিষ্ট রয়েছে। হিউম কিন্তু একান্তভাবে সেই কালপর্বগুলিই বিবেচনা করেন যখন বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ মূল্যের মানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে। মার্কিন খনিগুলি আবিষ্কারের পরিণতিস্বরূপ ধাতুমুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ সংঘটিত পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিই তাঁর তত্ত্বের ঐতিহাসিক পটভূমি, এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি যে তর্কযুদ্ধ চালিয়েছিলেন তার বাস্তব উদ্দেশ্য। বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন ব্যয় যখন অপরিবর্তিত থাকে, তখন সেগুলির সরবরাহ বাড়ানো খুবই

সম্ভব। অন্য দিকে, সেগুলির মূল্য হ্রাস, অর্থাৎ সেগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় হ্রাসের প্রমাণ পাওয়া যাবে একমাত্র সেগুলির সরবরাহ বৃদ্ধিতে। হিউমের শিষ্যরা তাই পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে বহুমূল্য ধাতুগুলির হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য সঞ্চলনের উপায়ের বর্ধমান পরিমাণে প্রতিফলিত এবং সঞ্চলনের উপায়ের বর্ধমান পরিমাণ প্রতিফলিত বর্ধিত পণ্যসামগ্রীর দামে। কিন্তু বাস্তবে শুধু রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি ঘটে, সেই পণ্যসামগ্রীগুলি বিনিময় হয় পণ্যসামগ্রী হিসেবে সোনা ও রুপোর বদলে, সঞ্চলনের উপায় হিসেবে সোনা ও রুপোর বদলে নয়। সেই পণ্যসামগ্রীগুলির যে দাম হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যের সোনা ও রুপোয় পরিমাপ হয়, তা অন্য যে-সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য তখনও সোনা ও রুপোয় পরিমাপ হয়ে চলে সেগুলির পূর্বতন উৎপাদন ব্যয়ের মাপকাঠি অনুযায়ী, সেই সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে বাড়ে। কোনো নির্দিষ্ট দেশে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের এরূপ দ্বৈত মূল্যায়ন অবশ্য ঘটতে পারে শুধু সাময়িকভাবেই; সোনা ও রুপোর দাম বিনিময়-মূল্যগুলিরই সঙ্গে মানানসই হতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য মূল্যায়ন করা হয় আর্থিক বস্তু-উপাদানের নতুন মূল্য অনুযায়ী। এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া কিংবা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য কীভাবে বাজার-দরের ওঠা-পড়ার মধ্যে টিকে থাকে তা বিবেচনা করার স্থান এটা নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পণ্যসামগ্রীর দামের গতি সম্বন্ধে সাম্প্রতিক সমালোচনামূলক অনুসন্ধান চূড়ান্তভাবে দেখিয়েছে যে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের গোড়ার স্তরগুলিতে এ ধরনের বিন্যাস অতি ক্রমান্বিতভাবেই অগ্রসর হয়, চলে দীর্ঘ কালপর্ব ধরে, চলতি নগদ অর্থের সঙ্গে কোনো ক্রমেই পা-মিলিয়ে চলে না।* ম্যাসিডোনিয়া, মিশর ও এশিয়া মাইনর বিজয়ের দরুন রোমে দাম বৃদ্ধির উল্লেখ — হিউমের শিষ্যদের মধ্যে তা প্রচলিত — মোটেই যথাযথ নয়। মজুত-করা অর্থের এক দেশ থেকে, আরেক দেশে আকস্মিক ও বলপূর্বক স্থানান্তর প্রাচীন পৃথিবীর একটি বিশেষ লক্ষণ; কিন্তু কোনো এক বিশেষ দেশে লুণ্ঠনের সাদামাঠা পদ্ধতিতে অর্জিত

* প্রসঙ্গত, হিউম স্বীকার করেন যে বিন্যাসটা ঘটে ক্রমে ক্রমে, যদিও তাঁর নীতির সঙ্গে এটা মেলে না। দ্রষ্টব্য, ডেভিড হিউম, 'Essays and Treatises on Several Subjects', লন্ডন, ১৭৭৭, খণ্ড ১, পৃঃ ৩০০।

বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন ব্যয়ের সাময়িক হ্রাস অর্থ সঞ্চলনের সহজাত নিয়মগুলিকে ক্ষুণ্ণ করে না, যেমন রোমে বিনামূল্যে মিশরীয় ও সিসিলীয় শস্য বণ্টন শস্যের দাম নিয়ামক সাধারণ নিয়মকে ক্ষুণ্ণ করে না। অর্থের সঞ্চলনের বিশদ বিশ্লেষণের জন্য হিউমের, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্য সমস্ত লেখকদের মতোই অভাব ছিল প্রয়োজনীয় মালমসলার; অর্থাৎ, এক দিকে, পণ্যসামগ্রীর দামের এক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস, এবং অন্য দিকে, সঞ্চলনের মাধ্যমের প্রসার ও সংকোচন সম্পর্কে, বহুমূল্য ধাতুগুলির অন্তঃপ্রবাহ বা প্রত্যাহার সম্পর্কে সরকারি ও ধারাবাহিক পরিসংখ্যান প্রভৃতি; ভাষান্তরে যেসব মালমসলা মোটের উপরে ব্যাঙ্কিং পুরোপুরি বিকাশলাভ করলেই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলিতেই রয়েছে হিউমের সঞ্চলন তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার। ১) কোনো নির্দিষ্ট দেশে পণ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয় সেখানে বিদ্যমান অর্থের (প্রকৃত বা নিদর্শন অর্থ) পরিমাণ দিয়ে। ২) কোনো নির্দিষ্ট দেশে চালু অর্থ সেই দেশে যে-সমস্ত পণ্যসামগ্রী রয়েছে তার পরিচায়ক। অর্থের পরিমাণ যত বাড়ে, প্রতিটি একক তদনুযায়ী সেই সমস্ত জিনিসের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অনুপাতের পরিচায়ক হয়। ৩) পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ যদি বাড়ে, তা হলে সেগুলির দাম কমে যায় অথবা অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থের পরিমাণ যদি বাড়ে, তা হলে কিন্তু পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং অর্থের মূল্য কমে যায়।*

হিউম বলছেন, 'প্রচুর অর্থের ফলে সব কিছুর মহার্ঘতা যে কোনো প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যের পক্ষে একটি কুফল, যা দরিদ্রতর দেশগুলিকে সমস্ত বিদেশী বাজারে অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলির কাছে অবিক্রয় করতে সক্ষম করে তোলে...।'** 'একটি জাতিকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ধরলে মুদ্রার যেখানে অধিকতর প্রাচুর্য সেখানে একই পরিমাণ সামগ্রীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তার অধিকতর পরিমাণ প্রয়োজনে ভালো বা মন্দ কোনো প্রভাবই পড়তে পারে না; যেমন তা ব্যবসায়ীর হিসাব-বইয়ে কোনো অদলবদল ঘটাতে পারে না, যদি সেই ব্যবসায়ী কম চিহ্ন দরকার হয় এমন আরবিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির পরিবর্তে অনেক চিহ্ন দরকার হয় এমন রোমান অঙ্কপাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে। তবে, রোমান চিহ্নের মতো, অর্থের অধিকতর পরিমাণ অসুবিধাজনক এবং তা রাখা ও চালানো দুয়ের জন্যই অপেক্ষাকৃত বেশি ঝামেলা দরকার হয়।'***

* তু. স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৪-৪০০।

** ডেভিড হিউম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০০।

*** ঐ, পৃঃ ৩০২-৩০৩।

এই দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি কিছু প্রমাণ করতে হত, তা হলে হিউমকে দেখাতে হত যে এক **নির্দিষ্ট** অঙ্কপাতন ব্যবস্থায় প্রযুক্ত চিহ্নগুলির পরিমাণ সংখ্যাগত মূল্যের উপরে নির্ভর করে না, বরং সংখ্যাগত মূল্যই নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত চিহ্নগুলির পরিমাণ দিয়ে। এ কথা খুবই সত্যি যে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যের সোনা বা রুপোয় পণ্যসামগ্রীর মূল্য নিরূপণ বা 'গণনা' করায় কোনো সুবিধা নেই; তাই, চলতি পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যেতে থাকায় জাতিগুলি অবধারিতভাবেই স্থির করেছিল যে তামার তুলনায় রুপোয় এবং রুপোর তুলনায় সোনায় গণনা করা বেশি সুবিধাজনক। জাতিগুলি যে-অনুপাতে সমৃদ্ধতর হয়েছে, সেই অনুপাতে তারা কম মূল্যবান ধাতুগুলিকে পরিণত করেছে সম্পূরক মুদ্রায় এবং বেশি মূল্যবান ধাতুকে পরিণত করেছে অর্থে। হিউম অধিকন্তু ভুলে যান যে সোনা ও রুপোয় হিসাবে মূল্য হিসাব করার জন্য সোনা বা রুপো কোনোটাই 'উপস্থিত থাকা' দরকার হয় না। মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ আর সঞ্চলনের উপায় তাঁর কাছে একই ব্যাপার এবং দুটিকেই তিনি মুদ্রা বলে গণ্য করেন। মূল্যের মানের মূল্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, মূল্য-নির্ণয়ের অর্থ হিসেবে যা কাজ করে সেই বহুমূল্য ধাতুগুলির ক্ষেত্রে পরিবর্তন পণ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায় বলে, এবং তাই, অর্থের বেগ অপরিবর্তিত থাকলে, চলতি অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায় বলে, হিউম সিদ্ধান্ত করেন যে পণ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস চলতি অর্থের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। ইউরোপীয় খনিগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে হিউম সিদ্ধান্ত টানতে পারতেন যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সোনা ও রুপোর পরিমাণই যে শুধু বেড়েছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছিল। আমদানি-করা মার্কিন সোনা ও রুপোর পরিমাণের পাশাপাশি ইউরোপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়েছিল; ফলত, প্রত্যেক দেশে পণ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয় দেশে যত সোনা ও রুপো আছে সেই পরিমাণ দিয়ে। এই হল হিউম-অনুমিত প্রথম 'আবশ্যিক পরিণতি'।* ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহুমূল্য ধাতুগুলির বর্ধিত পরিমাণের সঙ্গে পা-মিলিয়ে দাম বাড়ে নি; পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে আদৌ **কোনো** পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠার আগে কেটে গিয়েছিল অর্ধ-শতাব্দীর বেশি, এবং এমন কি তার পরেও সাধারণভাবে

* ডেভিড হিউম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৩।

পণ্যসামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ সোনা ও রূপোর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য অনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য সাধারণত হিসাব হওয়ার আগে অনেক কাল কেটে গিয়েছিল। হিউম তাঁর নিজের দর্শনেরই নীতির বিপরীতে একতরফাভাবে ব্যাখ্যাত ঘটনাগুলিকে বিনা সমালোচনায় সাধারণ প্রতিজ্ঞায় পরিণত করে এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, ফলত, পণ্যসামগ্রীর দাম অথবা অর্থের মূল্য একটি দেশে উপস্থিত অর্থের অনপেক্ষ পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং প্রকৃতপক্ষে চলতি সোনা ও রূপোর পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয়; শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেশে উপস্থিত সমস্ত সোনা ও রূপো সঞ্চলনের ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।* এ কথা পরিষ্কার যে সঞ্চলনের অন্য সমস্ত নিয়ম নির্বিশেষে সোনা ও রূপোর নিজেদের যদি মূল্য থাকে, তা হলে শুধু এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও রূপোই পণ্যসামগ্রীর এক নির্দিষ্ট মোট মূল্যের তুল্যমূল্য হিসেবে চালু হতে পারে। তাই, পণ্যসামগ্রীর মোট মূল্য নির্বিচারে ঘটনাক্রমে দেশে যত সোনা ও রূপো আছে সে সবই পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তা হলে সোনা ও রূপোর কোনো স্বকীয় মূল্য নেই এবং বস্তুতপক্ষে সেগুলি আসল পণ্যসামগ্রী নয়। এই হল হিউমের তৃতীয় 'আবশ্যিক পরিণতি'। হিউমের মতে, পণ্যসামগ্রী দাম ছাড়া এবং সোনা ও রূপো মূল্য ছাড়াই সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। তিনি তাই কখনোই পণ্যসামগ্রীর মূল্য ও সোনার মূল্য উল্লেখ করেন না, শুধু তাদের ব্যতিহারমূলক পরিমাণের কথা বলেন। লক্ ইতিপূর্বেই বলেছেন যে সোনা ও রূপোর বিশুদ্ধ কাল্পনিক বা প্রথাগত মূল্য আছে; একমাত্র সোনা ও রূপোরই খাঁটি মূল্য আছে, আর্থিক ব্যবস্থার এই বক্তব্যের সেটাই ছিল সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট বিরোধিতা! সোনা ও রূপো সামাজিক বিনিময় প্রক্রিয়ায়

* 'এ কথা স্পষ্ট যে দাম দেশের ভিতরকার পণ্যসামগ্রীর ও অর্থের অনপেক্ষ পরিমাণের উপরে ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে বাজারে আসতে পারে এমন পণ্যসামগ্রীর ও চালু অর্থের অনপেক্ষ পরিমাণের উপরে। মুদ্রা যদি সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় তা হলে দামের ব্যাপারে, তা বিলুপ্ত করলে যা হয় সেই একই জিনিস ঘটে, পণ্যসামগ্রী যদি ভাণ্ডারে ও দোকানে মজুত করে রাখা হয়, তারও ফল হয় অনুরূপ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থ ও পণ্যসামগ্রীর কখনও সাক্ষাৎ হয় না বলে তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে না।... সমস্ত (দাম) অবশেষে রাজ্যের ভিতরে ধাতুমুদ্রার নতুন পরিমাণের সঙ্গে একটা যথাযথ অনুপাতে গিয়ে পেঁছয়।' ডেভিড হিউম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮।

যে-কাজ করে শুধু তার ফল হিসেবেই অর্থ, এই বিষয়টিকে ধরা হয় এই অর্থে যে তাদের বিশেষ মূল্য ও তাই তাদের মূল্যের মাত্রার হেতু হল তাদের সামাজিক ক্রিয়া।* সোনা ও রুপো তাই মূল্যহীন পদার্থ, কিন্তু সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, যেখানে তারা **পণ্যসামগ্রীর প্রতিনিধিত্ব করে,** তারা অর্জন করে এক কল্পিত মূল্য। এই প্রক্রিয়া তাদের অর্থে পরিণত করে না, মূল্যে পরিণত করে: যে-মূল্য নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর পরিমাণের সঙ্গে তাদের নিজেদের পরিমাণের অনুপাত দিয়ে, কারণ দুটি পরিমাণকে অবশ্যই সমভার হতে হবে। হিউমের মতে, যদিও তখন সোনা ও রুপো পণ্যসামগ্রীর জগতে প্রবেশ করে অ-পণ্যসামগ্রী হিসেবে, তা হলেও যেই তারা মুদ্রা হিসেবে কাজ করে তিনি তাদের রূপান্তরিত করেন নিছক পণ্যসামগ্রীতে, যেগুলি অন্যান্য সামগ্রীর বদলে বিনিময় করা হয় সরল পণ্য-বিনিময়ের দ্বারা। পণ্যসামগ্রীর জগৎ যদি একটিমাত্র পণ্যসামগ্রী যথা, দশ লক্ষ কোয়ার্টার শস্য দিয়ে গঠিত হত, তা হলে এমন কল্পনা করা রীতিমত সহজ হত যে কুড়ি লক্ষ আউন্স সোনা থাকলে দু-আউন্স সোনার বিনিময়ে এক কোয়ার্টার শস্য পাওয়া যেত কিংবা যদি দু-কোটি আউন্স সোনা থাকত তা হলে কুড়ি আউন্স সোনার বিনিময়ে এক কোয়ার্টার শস্য পাওয়া যেত; পণ্যসামগ্রীর দাম ও অর্থের মূল্য এইভাবে অর্থের লভ্য পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে বাড়ত অথবা কমত।** কিন্তু পণ্যসামগ্রীর জগতে আছে অসীম বিচিত্র ব্যবহার-মূল্য, যেগুলির আপেক্ষিক মূল্য কোনো মতেই তাদের আপেক্ষিক পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় না। সোনার বদলে এই পণ্যসামগ্রীর বিনিময়কে হিউম তা হলে বিবেচনা করেন কীভাবে? নিজেকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখেন এই অস্পষ্ট বিমূর্ত ধারণার মধ্যে যে প্রতিটি পণ্যসামগ্রী পণ্যসামগ্রীগুলির মোট পরিমাণের একটি অংশ বলে তা বিনিময় হয় সোনাব পরিমাণের এক প্রমেয় অংশের বদলে। পণ্যসামগ্রীর গতিশীল চলাচল — যে চলাচলের উদ্ভব পণ্যসামগ্রীতে অনুস্যূত বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্যের বিরোধের মধ্যে, যার প্রতিফলন অর্থের সঞ্চলনের মধ্যে

* সোনা ও রুপো অর্থ হিসেবে যে কাজ করে তা থেকে সেগুলি যে-উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করে বলে কথিত সে বিষয়ে ল ও ফ্র্যাঙ্কলিনের বক্তব্য দ্রষ্টব্য। ফোরবোনেও দ্রষ্টব্য। [লেখকের কপিতে মন্তব্য।]

** এই উদ্ভাবন প্রকৃতই মঁতেস্ক্যুর রচনায় দেখা যায়। [লেখকের কপিতে মন্তব্য।]

এবং শেষোক্তের বিভিন্ন বিশিষ্ট দিকের মধ্যে যার সাররূপ — এইভাবে বিলুপ্ত করে তার জায়গায় বসানো হয় এক বিশেষ দেশে উপস্থিত বহুমূল্য ধাতুগুলির পরিমাণ ও যুগপৎ লভ্য পণ্যসামগ্রীর পরিমাণের এক কাল্পনিক যান্ত্রিক সমানীকরণকে।

স্যার জেমস স্টুয়ার্ট ধাতুমুদ্রা ও অর্থ সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেছেন হিউম ও মঁতেস্কুর বিশদ সমালোচনা করে।* বস্তুতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেছেন চলতি অর্থের পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে নির্ধারিত হয়, না পণ্যসামগ্রীর দাম চলতি অর্থের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। মূল্যের পরিমাপ সম্বন্ধে তাঁর উদ্ভট ধারণায়, সাধারণভাবে বিনিময়-মূল্য বিষয়ে তাঁর সংগতিহীন বিচারে এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থার স্মৃতি-উদ্রেককারী যুক্তিতে তাঁর ব্যাখ্যা দোষদুষ্ট হলেও তিনি অর্থের আবশ্যিক দিকগুলি এবং অর্থের সঞ্চলনের সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করেন, কারণ তিনি যান্ত্রিকভাবে এক দিকে পণ্যসামগ্রীকে ও অন্য দিকে অর্থকে স্থাপন করেন না, বরং বস্তুতই পণ্যসামগ্রী-বিনিময়ে বিভিন্ন মুহূর্ত থেকে তার নানাবিধ কাজ অনুমান করেন।

'এই ব্যবহারগুলিকে' (আভ্যন্তরিক সঞ্চলনে অর্থের ব্যবহারগুলিকে) 'দুটি সাধারণ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রথম, যা প্রদেয় তা পরিশোধ করা; দ্বিতীয়, যা দরকার তা ক্রয় করা; একটিকে ও অপরটিকে অভিহিত করা যায় নগদ-অর্থের চাহিদা এই সাধারণ পরিভাষায়।... এখন বাণিজ্যের অবস্থা, পণ্যোৎপাদন, জীবনযাপনের ধরন ও অধিবাসীদের প্রথাগত ব্যয়, সব কিছু একত্রে, যাকে আমরা অভিহিত করতে পারি নগদ-অর্থের চাহিদার, অর্থাৎ হস্তান্তরণের মোট পরিমাণ, তা নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। পরিশোধের এই বহুবিধতা চালানোর জন্য অর্থের বিশেষ একটা অনুপাত দরকার হয়। এই অনুপাত আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী বাড়তে অথবা কমতে পারে; যদিও হস্তান্তরণের পরিমাণ থাকবে একই।... এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে একটি দেশের সঞ্চলন অর্থের শুধু এক নির্ধারিত পরিমাণকেই অঙ্গীভূত করে নিতে পারে।'**

'প্রত্যেক জিনিসের দামের মান' নির্ধারিত হয় 'চাহিদা ও প্রতিযোগিতার জটিল ক্রিয়া' দিয়ে, যা 'দেশে সোনা ও রুপোর পরিমাণের সঙ্গে কোনোই নির্ধারিত অনুপাত বহন করে না।' 'তা হলে বাড়তি পরিমাণ মুদ্রার কী হবে?' — 'তা ধনভাণ্ডারে মজুত

* জেমস স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯৪ ও তার পরে।

** জেমস স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৯ ও তার পরে।

হয়ে যাবে' কিংবা পরিবর্তিত হবে বিলাস-সামগ্রীতে। 'একটি দেশের মুদ্রা যদি... বিক্রয়ের জন্য দেওয়া শিল্পজাত পণ্যের অনুপাতের নিচে নেমে যায়... তা হলে তার একটা তুল্যমূল্য যোগানোর জন্য প্রতীকী অর্থ ধরনের উদ্ভাবনার আশ্রয় নেওয়া হবে।'

'যখন এক অনুকূল ভারসাম্য মুদ্রার প্রয়োজনাতিরিক্ততা নিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে তাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য বাণিজ্যের চাহিদাকে রুদ্ধ করে, তখন তা প্রায়শই গিয়ে পড়ে ধনপেটিকায়; সেখানে তা যেন খনির মধ্যে রয়েছে এমনভাবে অকেজো হয়ে থাকে।'*

স্টুয়ার্ট আবিষ্কৃত দ্বিতীয় নিয়মটি এই যে ক্রেডিট-ভিত্তিক মুদ্রা তার প্রস্থান-বিন্দুতে ফিরে আসে। সব শেষে তিনি বহুমূল্য ধাতুগুলির রপ্তানি ও আমদানির উপরে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সুদের হারের বহুবিধতাজনিত পরিণতি বিশ্লেষণ করেছেন। উপরোক্ত দিক দুটির উল্লেখ এখানে করা হল একমাত্র সম্পূর্ণ একটি চিত্রের জন্য, কারণ আমাদের বিষয়বস্তু, যথা সরল সঞ্চলন থেকে তা বহুদূরবর্তী।** প্রতীকী অর্থ বা ক্রেডিট অর্থ — স্টুয়ার্ট এখনও অর্থের এই দুটি ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করেন নি — বহুমূল্য ধাতুগুলির জায়গায় ক্রয়ের উপায় ও পরিশোধের উপায় হিসেবে

* জেমস স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮০ ও ৩৯৭-৪০৭।

** 'বাড়তি মুদ্রা সম্ভবত তালাবদ্ধ করে রেখে দেওয়া হবে, অথবা পাতে পরিণত করা হবে। ... কাগজী অর্থের বেলায়, যে তা নিয়েছিল তার চাহিদা সরবরাহ করার প্রথম উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই... তা তার অধমর্ণের কাছে ফিরে গিয়ে উশুল হয়ে যাবে; .. একটা দেশের ধাতুমুদ্রা তাই যতই বিপুল অনুপাতে বর্ধিত বা হ্রাসকৃত হোক না-কেন, পণ্যসামগ্রীর তখনও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে চাহিদা ও প্রতিযোগিতার নীতি অনুযায়ী, এবং সেগুলি নিয়তই নির্ভর করবে যাদের সম্পত্তি আছে কিংবা দেওয়ার মতো যে কোনো ধরনের তুল্যমূল্য আছে তাদের ঝোঁকের উপরে; কিন্তু তাদের হাতে যে মুদ্রা আছে তার পরিমাণের উপরে কখনোই নয়। ... তা' (অর্থাৎ একটি দেশে ধাতুমুদ্রার পরিমাণ) অনেক কমিয়ে দেওয়া হোক, দেশে যতক্ষণ যে কোনো পরিমাণের স্থাবর সম্পত্তি আছে, এবং যারা তার অধিকারী তাদের মধ্যে উপভোগের প্রতিযোগিতা আছে ততক্ষণ দাম চড়া হবে, পণ্য-বিনিময়, প্রতীকী অর্থ, পারস্পরিক পূর্ব-বন্দোবস্ত এবং অন্য হাজারো উদ্ভাবনার সাহায্যে। ... এ কথা কি পরিষ্কার নয় যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে যদি এই দেশের যোগাযোগ থাকে তা হলে সেখানে ও অন্যত্র নানা ধরনের পণ্যদ্রব্যের দামের মধ্যে অবশ্যই একটা সমানুপাত থাকবে, এবং ধাতুমুদ্রার আকস্মিক বৃদ্ধি বা হ্রাস — তা নিজে থেকেই দাম বাড়ানো বা কমানোর ক্রিয়া করতে

কাজ করতে পারে আভ্যন্তরিক সঞ্চলনের ক্ষেত্রে, বিশ্ব বাজারে নয়। ফলত, কাগজী নোট হল 'সমাজের অর্থ,' আর সোনা ও রূপো 'পৃথিবীর অর্থ'।*

'আইনের ইতিহাসাশ্রিত ধারায়' [৩০] শব্দটিকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সেই অর্থে 'ঐতিহাসিক' বিকাশসম্পন্ন জাতিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তারা সব সময়েই নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত হয়। তাই, এই অর্ধ শতবর্ষে পণ্যসামগ্রীর দাম ও মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি যদিও পার্লামেন্টে ক্রমাগত আলোড়ন তুলেছে এবং ইংলণ্ডে ছোট-বড় হাজার হাজার পুস্তিকার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তা হলেও লেসিং-এর সময়ে মোজেস মেণ্ডেলসনের কাছে স্পিনোজাকে যেমন মনে হয়েছিল, স্ট্যুয়ার্ট তার চাইতেও বেশি 'গতায়ু সারমেয়' থেকে গেছেন। এমন কি 'মুদ্রার' অধুনাতম ইতিহাসতত্ত্ববিদ ম্যাকলারেনও অ্যাডাম স্মিথকে স্ট্যুয়ার্টের তত্ত্বের উদ্ভাবক

পারে এই অনুমান করে নিয়ে—বিদেশী প্রতিযোগিতার দ্বারা তার কাজে সংযত হবে?' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১, পৃঃ ৪০০-৪০১) 'প্রত্যেক দেশের সঞ্চলন... যেসব পণ্যসামগ্রী বাজারে আসে তার উৎপাদনকারী অধিবাসীদের শ্রমের অনুপাতে সর্বদাই হতে হবে। ... সুতরাং, যদি একটি দেশের মুদ্রা বিক্রয়ের জন্য নিবেদিত শ্রমজাত পণ্যের অনুপাতের নিচে নেমে যায়... তা হলে তার এক তুল্যমূল্য যোগানোর জন্য প্রতীকী অর্থের মতো উদ্ভাবনার শরণ নেওয়া হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় ধাতুমুদ্রা শ্রমের অনুপাতের উপরে, তা হলে দাম বাড়ানোর ব্যাপারে তার কোনো প্রভাব পড়বে না, তা সঞ্চলনের মধ্যেও প্রবেশ করবে না: **সম্পদভাণ্ডারে তা মজুত করে রাখা হবে**। ... বাকি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন যে কোনো জাতির মধ্যে অর্থের পরিমাণ যাই হোক না-কেন, ধনীর ভোগের এবং দরিদ্র অধিবাসীদের শ্রমের প্রায় আনুপাতিক একটা পরিমাণ সঞ্চলনে কখনও না থেকে পারে না' এবং এই অনুপাত 'দেশের ভিতরে প্রকৃতপক্ষে যে অর্থ আছে তার পরিমাণ দিয়ে' নির্ধারিত হয় না (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৭)। 'সব জাতিই যে-দেশে অর্থের সুদ তাদের নিজেদের অর্থের বিচারে চড়া, সেই দেশে তাদের নিজেদের সঞ্চলনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নগদ অর্থ ঢালার প্রয়াস করবে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৫)। 'ইউরোপের সবচেয়ে ধনী জাতি চলতি ধাতুমুদ্রার দিক দিয়ে দরিদ্রতম হতে পারে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৬)। [লেখকের প্রতিলিপিতে মন্তব্য:] দ্রষ্টব্য, আর্থার ইয়ং-এর রচনায় স্ট্যুয়ার্টের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল।

* স্ট্যুয়ার্ট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৭০। যার সহজ মানে আভ্যন্তরিক, জাতীয় অর্থ, সেই 'সমাজের অর্থকে' লুই ব্লাঁ রূপান্তরিত করেন সমাজতান্ত্রিক অর্থতে, যার মানে কিছুই বোঝায় না, এবং রীতিমত সংগতিপূর্ণভাবে জন ল-কে পরিণত করেন একজন সমাজতন্ত্রীতে (তাঁর ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

বানিয়েছেন আর রিকার্ডোকে বানিয়েছেন হিউমের তত্ত্বের উদ্ভাবক।* রিকার্ডো যেখানে হিউমের তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটান, অ্যাডাম স্মিথ সেখানে স্টুয়ার্টের গবেষণার ফলকে নিষ্প্রাণ তত্ত্ব হিসেবে নথীবদ্ধ করেন। 'সামান্য কিছু পেলে প্রায়শই অনেক কিছু পাওয়া সহজ, কিন্তু সামান্য কিছু পাওয়াটাই কঠিন ব্যাপার' — এই স্কটিশ প্রবাদটিকে অ্যাডাম স্মিথ বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন এবং যে সামান্য কিছুকে তিনি বস্তুতই অনেক কিছুতে পরিণত করেন সেই সামান্য কিছুর জন্য তিনি যেসব উৎসের কাছে ঋণী সেগুলিকে তাই তিনি অতি সযত্নে গোপন রেখেছেন। একাধিকবার, যথাযথ সংজ্ঞার্থের ব্যবহার যখন তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য করতে পারত, তিনি একটি সমস্যার ক্ষুরধার ভোঁতা করে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। একটি দেশে লভ্য সোনা ও রূপোর একাংশ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, একাংশ সঞ্চিত হয় যেসব দেশে ব্যাঙ্ক নেই সেখানে ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে ও যেসব দেশে ক্রেডিট ব্যবস্থা আছে সেখানে ব্যাঙ্ক আমানত হিসেবে, একাংশ কাজ করে আন্তর্জাতিক পরিশোধের বিন্যাসের জন্য মজুত হিসেবে, এবং একাংশকে বিলাস-সামগ্রীতে পরিবর্তিত করা হয় -- এই কথা বলে অ্যাডাম স্মিথ নীরবে স্টুয়ার্টের তত্ত্ব মেনে নেন। রীতিমত অনুচিতভাবে অর্থকে সরল পণ্যসামগ্রী হিসেবে গণ্য করে তিনি চলতি মুদ্রার পরিমাণ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিঃশব্দে এড়িয়ে যান।** অ্যাডাম স্মিথের এই স্খলন পুরোপুরি ছলনাবিহীন নয়, তাকেই প্রচুর আড়ম্বর সহকারে আপ্তবাক্যে পরিণত করেছেন*** তাঁর স্থূলতাসাধক, নীরস জে. বি. সে, ফরাসীরা যাকে আখ্যায়িত করেছে

* ম্যাকলারেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩ ও তার পরে। অকালে মৃত জনৈক জার্মান লেখক (গুস্টাভ জুলিয়াস) রিকার্ডীয় ধারার বিশেষজ্ঞ পন্ডিত হিসেবে বৃদ্ধ বুশ-এর বিরোধিতা করেছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। শ্রদ্ধেয় বুশ স্টুয়ার্টের চমৎকার ইংরেজি ভাষা অনুবাদ করেছেন হামবুর্গের উত্তর-জার্মান স্থানিক ভাষায় এবং যেখানেই সম্ভব মূলকে বিকৃত করেছেন।

** এ কথা যথার্থ নয়। বরং, কোনো-কোনো অনুচ্ছেদে স্মিথ আইন সম্পর্কে সঠিকভাবেই ভাবপ্রকাশ করেছেন। [লেখকের কপিতে মন্তব্য।]

*** 'মুদ্রা' ও 'অর্থের মধ্যেকার, অর্থাৎ সঞ্চলনের উপায় ও অর্থের মধ্যেকার প্রভেদ, তাই 'Wealth of Nations'-এ দেখা যায় না। হিউম ও স্টুয়ার্টের রচনা সযত্নে

prince de la science [বিজ্ঞানের রাজকুমার], ঠিক যেমন জোহান ক্রিস্টফ গটশেড তাঁর শ্যোনাইখকে বলেন হোমার এবং পিয়েত্রো আরেতিনো নিজেকে বলেন terror principum [রাজরাজড়ার বিভীষিকা] ও lux mundi [জগজ্জ্যোতি]। বাণিজ্যিক ব্যবস্থার বিভ্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রামজনিত উত্তেজনা অ্যাডাম স্মিথকে ধাতব মুদ্রার ব্যাপারটি বিষয়গতভাবে বিবেচনা করতে বাধা দিয়েছে, অথচ কাগজী অর্থ সম্পর্কে তাঁর অভিমত মৌলিক ও প্রগাঢ়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন ও জীবসৃষ্টির ইতিহাস-বিষয়ক জীবাশ্মবিজ্ঞানগত তত্ত্বগুলিতে যেমন অবশ্যম্ভাবী রূপেই এমন একটা অন্তঃপ্রবাহ আছে যার উদ্ভব বাইবেলোক্ত মহাপ্রলয়ের পরম্পরার সমালোচনামূলক অথবা কৈফিয়তমূলক বিচার, ঠিক তেমনই অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত আর্থিক তত্ত্বের বাহ্যিক চেহারার আড়ালে এক প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চালানো হয়েছে আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যার প্রেতচ্ছায়া বুর্জোয়া অর্থনীতির শৈশবশয্যায় প্রহরা দিয়েছে এবং এখনও তার ঘন ছায়া বিস্তার করছে আইনের উপরে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল ব্যাংক-নোটের সঞ্চলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারটি, ধাতব মুদ্রার সঞ্চলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপার ততটা নয়। শেষোক্তটির শুধু উল্লেখ করা হয়েছিল ব্যাংক-নোটের সঞ্চলন নিয়ামক আইনগুলি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে। ১৭৯৭ সালে ব্যাংক অব ইংলণ্ডের নগদ পরিশোধ বন্ধ করে দেওয়া, তার পরেই অনেক পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়া, সোনার টাঁকশালী-দাম তার বাজার-দরের নিচে নেমে যাওয়া, এবং বিশেষ করে ১৮০৯ সালের পর ব্যাংক-নোটের অবচয় ছিল পার্লামেণ্টের ভিতরে পার্টিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার বাইরে তত্ত্বগত লড়াইয়ের আশু ব্যবহারিক উপলক্ষ, দুটিই চলেছিল সমান প্রচণ্ডতায়। বিতর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি যুগিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাগজী অর্থের ক্রমবিকাশ, ল-এর ব্যাংকের চরম ব্যর্থতা [৩১], মূল্য-নিদর্শনগুলির ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ও তার সহগামী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শুরু থেকে উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির প্রাদেশিক

অধ্যয়ন করেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ; তাঁর আপাত অকপটতায় বিপথচালিত হয়ে সত্তাপবায়ণ ম্যাকলারেন মন্তব্য করেন: 'মুদ্রার পরিসরের উপরে দামের নির্ভরতার তত্ত্ব তখনও মনোযোগ আকর্ষণ করে নি; তাই ডঃ স্মিথ, লকের মতো' (লকের অভিমতে পার্থক্য আছে। 'ধাতব মুদ্রাকে একটি পণ্যসামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন। ম্যাকলারেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪।

ব্যাঙ্ক-নোটের অবচয়; তার পরে এল আইনগতভাবে চাপিয়ে দেওয়া কাগজী অর্থ, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মার্কিন সরকারের ছাড়া কণ্টিনেণ্টাল বিল, এবং সব শেষে, আরও বৃহত্তর পরিসরে চালানো এক পরীক্ষা - ফরাসী কাগজী মুদ্রা অ্যাসিনুইয়া। সেই সময়কার অধিকাংশ ইংরেজ লেখকই পুরোপুরি ভিন্ন নিয়মে নির্ধারিত ব্যাঙ্ক-নোটের সঞ্চলনকে গুলিয়ে ফেলেন বিহিত মুদ্রা মূল্য-নিদর্শন কিংবা সরকারি বণ্ডের সঞ্চলনের সঙ্গে, এবং এই জবরদস্তি মুদ্রার ব্যাপারটিকে তাঁরা ধাতব মুদ্রার নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করার ভান করলেও, আসলে তাঁরা প্রথমোক্ত ব্যাপারটি থেকেই ধাতব মুদ্রার নিয়মগুলি লাভ করেন। ১৮০০ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেই সব অসংখ্য লেখকের কথা বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি রিকার্ডোর কথায় আসছি, তার কারণ তিনি যে শুধু অধিকতর যথাযথতায় তাঁর পূর্ববর্তীদের সারনির্যাস পর্যালোচনা করে তাঁদের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করেছেন তাই নয়, অর্থ-সংক্রান্ত তত্ত্বকে তিনি যে রূপ দিয়েছেন সেটি বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং-এর নিয়মের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে বলেও। তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো রিকার্ডোও মুদ্রার সরল নিদর্শনের সঞ্চলনের সঙ্গে ব্যাঙ্ক-নোট বা ক্রেডিট অর্থের সঞ্চলনকে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁর চিন্তার উপরে যে বিষয়টি প্রাধান্য বিস্তার করে তা হল যুগপৎ ঘটমান কাগজী অর্থের অবচয় ও পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি। হিউমের কাছে মার্কিন খনিগুলি যে ভূমিকা পালন করেছিল, থ্রেডনীডল স্ট্রীটের যেসব ছাপাখানা কাগজী নোট ছাড়ে সেই ছাপাখানাগুলি রিকার্ডোর পক্ষে একই ভূমিকা পালন করেছে; এবং একটি অনুচ্ছেদে রিকার্ডো সুস্পষ্টভাবে এই দুটি কারণকে সমান করে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম লেখাগুলিতে শুধু আর্থিক বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছিল, লেখাগুলি বেরিয়েছিল এমন সময়ে যখন মন্ত্রিবর্গ ও যুদ্ধবাদী পার্টির সমর্থনপুষ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এবং যাদের কেন্দ্র করে পার্লামেণ্টারি বিরোধীপক্ষ, হুইগ ও শান্তিবাদী পার্টি একত্রে জড়ো হয়েছিল সেই প্রতিপক্ষের মধ্যে অতি প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত ১৮১০ সালের বুলিয়ন কমিটির রিপোর্টের অগ্রদূত হিসেবে, এই রিপোর্ট রিকার্ডোর ধ্যানধারণাকেই গ্রহণ করেছিল।* রিকার্ডো

* ডেভিড রিকার্ডো, 'The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank-notes', ৪র্থ সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮১১ (প্রথম সংস্করণ

ও তাঁর সমর্থকরা, যাঁরা এই মত পোষণ করতেন যে অর্থ নিতান্তই মূল্যের একটা নিদর্শন, তাঁদের যে 'বুলিয়নিস্ট' বলে অভিহিত করা হয়েছিল তার কারণ শুধু এই কমিটির নামই নয়, রিকার্ডোর তত্ত্বের সারবস্তুও। রিকার্ডো তাঁর অর্থশাস্ত্র-সংক্রান্ত রচনায় একই ধ্যানধারণা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন এবং আরও বিশদ করেছেন, কিন্তু যেভাবে তিনি বিনিময়-মূল্য, মুনাফা, খাজনা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, অর্থ সম্পর্কে সেভাবে বিচার করেন নি।

শুরুতেই, রিকার্ডো অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের মতো, সোনা ও রুপোর মূল্য নির্ধারণ করেন সেগুলির মধ্যে বাস্তবায়িত শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে।* অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপ করা হয় বহুমূল্য ধাতুগুলির হিসাবে, এই ধাতুগুলি এক নির্ধারিত মূল্যের পণ্যসামগ্রী।** একটি দেশে প্রযুক্ত সঞ্চলনের মাধ্যমের পরিমাণ এইভাবে নির্ধারিত হয় এক দিকে অর্থের মানের মূল্য দিয়ে, এবং অন্য দিকে পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের মোট পরিমাণ দিয়ে। পরিশোধ যে-মিতব্যয়িতায় করা হয় তাই দিয়ে পরিমিত হয় এই পরিমাণ।*** সুতরাং, এক নির্দিষ্ট মূল্যের অর্থ কতটা পরিমাণে সঞ্চলিত হতে পারে তা নির্ধারিত বলে, এবং সঞ্চলনের কাঠামোর ভিতরে তার মূল্য শুধু তার পরিমাণেই প্রকাশ পায় বলে, সঞ্চলনের ক্ষেত্রের

প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৯ সালে)। এছাড়া: 'Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observations on the Report of the Bullion Committee', লন্ডন, ১৮১১।

* ডেভিড রিকার্ডো, 'On the Principles of Political Economy and Taxation', পৃঃ ৭৭। 'যে সাধারণ নিয়ম কাঁচা উৎপাদ ও তৈরি পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে সেই একই নিয়ম ধাতুগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেগুলির মূল্য নির্ভর করে, ধাতুটি লাভ করা ও তা বাজারে আনার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের মোট পরিমাণের উপরে।'

** পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৭, ১৮০, ১৮১।

*** রিকার্ডো, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪২১। 'একটি দেশে যে-পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করা যায়, তা অবশ্যই নির্ভর করবে তার মূল্যের উপরে: পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য যদি একমাত্র সোনা নিয়োগ করা হত তা হলে একই উদ্দেশ্যে রুপো ব্যবহার করলে যতখানি লাগত তার মাত্র পনেরো ভাগের একভাগ পরিমাণ দরকার হত।' এছাড়াও দ্রষ্টব্য, রিকার্ডো, 'Proposals for an Economical and Secure Currency', লন্ডন, ১৮১৬, পৃঃ ৮: সেখানে তিনি লিখছেন: 'কাগজী অর্থ যদি আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় তা হলে কাগজী অর্থ যে-পরিমাণ ধাতুর প্রতিকল্প তা অবশ্যই নির্ভর করবে তিনটি জিনিসের উপরে: প্রথম, তার মূল্যের উপরে; — দ্বিতীয়ত, পরিশোধের পরিমাণ বা মূল্যের উপরে: — এবং তৃতীয়ত, সেই সমস্ত পরিশোধ করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার মাত্রার উপরে।'

ভিতরে অর্থ প্রতিস্থাপিত হতে পারে সরল মূল্য-নিদর্শন দিয়ে, যদি অবশ্য অর্থের মূল্য দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে সেগুলি ছাড়া হয়। অধিকন্তু

'মুদ্রা তার সবচেয়ে নিখুঁত অবস্থায় থাকে তখনই যখন তা পুরোপুরি কাগজী অর্থ, কিন্তু যে-সোনার প্রতিনিধিত্বকারী বলে তা দাবি করে তার সমান মূল্যের কাগজী অর্থ।'*

সুতরাং, এযাবৎ রিকার্ডো ধরে নিয়েছেন যে অর্থের মূল্য নির্দিষ্ট, এবং তিনি পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে সঞ্চলনের উপায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন: তাঁর কাছে মূল্যের নিদর্শন হিসেবে অর্থ এমন একটি নিদর্শন যা সোনার এক নির্ধারিত পরিমাণের পরিচায়ক, হিউমের কাছে যেমন ছিল তেমন পণ্যসামগ্রীর প্রতিভূ এক মূল্যহীন প্রতীক নয়।

রিকার্ডো যখন তাঁর ব্যাখ্যানের মসৃণ অগ্রগতিতে হঠাৎ ছেদ টেনে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তখন তিনি তা করেন বহুমূল্য ধাতুগুলির আন্তর্জাতিক চলাচল সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং অবান্তর পরক দিকগুলির অবতারণা করে সমস্যাটিকে জটিল করে তোলেন। তাঁর চিন্তার ধারা অনুসরণ করে প্রথমেই সমস্ত কৃত্রিম ও আপতিক দিকগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে যে সমস্ত দেশে বহুমূল্য ধাতুগুলি অর্থ হিসেবে চলে সেই সব দেশের ভিতরে সোনা ও রুপোর খনিগুলির স্থাননির্দেশ করা যাক। এখন পর্যন্ত রিকার্ডোর বিশ্লেষণ থেকে একমাত্র যে প্রতিজ্ঞাটি বেরিয়ে আসে তা এই যে সোনার মূল্য যদি নির্দিষ্ট থাকে তা হলে চলতি অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় পণ্যসামগ্রীর দাম দিয়ে। একটি দেশে চলতি সোনার পরিমাণ তাই সেই নির্দিষ্ট সময়ে চলতি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য দিয়েই নির্ধারিত হয়। এখন অনুমান করা যাক যে এই বিনিময়-মূল্যগুলির মোট পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কারণ হয় পুরনো বিনিময়-মূল্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, না হয় একই পরিমাণ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীগুলি অপেক্ষাকৃত কম বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক। কিংবা এর বিপরীতে ধরে নেওয়া যাক যে মোট বিনিময়-মূল্য বেড়ে গেছে, কারণ অধিকতর পরিমাণ পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে অথচ উৎপাদন ব্যয় থেকে গেছে অবিচল, অথবা শ্রমের

* রিকার্ডো, 'Principles of Political Economy', পৃঃ ৪৩২, ৪৩৩।

উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার ফলে হয় পণ্যসামগ্রীর একই পরিমাণ, না হয় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণের অধিকতর মূল্য আছে। এই দুটি ক্ষেত্রে চলতি ধাতুর বিদ্যমান পরিমাণের কী হয়? শুধু সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে চলে বলেই সোনা যদি অর্থ হয়, যদি রাষ্ট্রের দ্বারা জবরদস্তি প্রচলিত কাগজী অর্থের মতো (আর রিকার্ডো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন) তাকে জোর করে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে রাখা হয়, তা হলে প্রথম ক্ষেত্রে, চলতি অর্থের পরিমাণ ধাতুর বিনিময়-মূল্যের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তা তার স্বাভাবিক মূল্যের নিচে নেমে যাবে। বিশেষ মূল্যে সমৃদ্ধ বলেও সোনা এইভাবে হয়ে ওঠে একটি নিদর্শন, প্রথম ক্ষেত্রে যা তার নিজস্ব বিনিময়-মূল্যের চাইতে কম বিনিময়-মূল্যবিশিষ্ট একটি ধাতুর প্রতিভূ হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রতিভূ হয় অধিকতর মূল্যের একটি ধাতুর। মূল্যের নিদর্শন হিসেবে সোনা প্রথম ক্ষেত্রে তার প্রকৃত মূল্যের নিচে নেমে যাবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে (এবারেও জবরদস্তি প্রচলিত কাগজী অর্থ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে)। প্রথম ক্ষেত্রে, সোনার চাইতে কম মূল্যের ধাতুতে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যায়ন করা হলে যা হত, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অধিকতর মূল্যের ধাতুতে সেগুলির মূল্যায়ন হলে যা হত, ফলটা হবে সেই রকম। সুতরাং, পণ্যসামগ্রীর দাম প্রথম ক্ষেত্রে বাড়বে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কমে যাবে। পণ্যসামগ্রীর দামের গতি, সেগুলির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হবে, উভয় ক্ষেত্রেই, চলতি সোনার পরিমাণের আপেক্ষিক প্রসার বা সংকোচন, যার দরুন তা তার নিজস্ব মূল্যের উপযুক্ত স্তরের অর্থাৎ তার নিজের মূল্য ও যেসব পণ্যসামগ্রী চালানো হবে সেগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত স্বাভাবিক পরিমাণের উপরে উঠবে অথবা নিচে নেমে যাবে।

চলতি পণ্যসামগ্রীর মোট দাম যদি অবিচল থাকত, অথচ চলতি সোনার পরিমাণ উপযুক্ত স্তরের নিচে নেমে যেত, অথবা উপরে উঠত, তা হলে এই একই প্রক্রিয়া ঘটত: প্রথমটি ঘটতে পারত যদি চলতি অবস্থায় ক্ষয়ে-যাওয়া সোনার মুদ্রা খনি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ নতুন উৎপাদন দিয়ে প্রতিস্থাপিত না হত, শেষোক্তটি ঘটত যদি খনি থেকে আসা নতুন সরবরাহ সঞ্চলনের চাহিদা ছাপিয়ে যেত। উভয় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সোনার উৎপাদন ব্যয় বা তার মূল্য অপরিবর্তিত থাকছে।

কয়েকটি বিষয় আবার স্মরণ করা যাক: পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য যদি নির্দিষ্ট হয় তা হলে চলতি অর্থ তার উপযুক্ত স্তরে থাকে তখনই,

যখন তার পরিমাণ নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব ধাতুমূল্য দিয়ে। যখনই পণ্যসামগ্রীর মোট বিনিময়-মূল্য কমে যায়, অথবা খনি থেকে সোনার সরবরাহ বাড়ে, তখনই তা এই স্তরকে ছাড়িয়ে যায়, সোনা তার নিজস্ব ধাতুমূল্যের নিচে নেমে যায় এবং পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। যখনই পণ্যসামগ্রীর মোট বিনিময়-মূল্য বাড়ে, অথবা খনি থেকে সোনার সরবরাহ ক্ষয়ে-যাওয়া সোনাকে প্রতিস্থাপিত করার পক্ষে অপ্রচুর হয় তখনই অর্থের পরিমাণ তার উপযুক্ত স্তরের নিচে নেমে যায়, সোনা ওঠে তার নিজের ধাতুমূল্যের উপরে এবং পণ্যসামগ্রীর দাম কমে যায়। এই দুটি ক্ষেত্রেই চলতি সোনা হল মূল্যের নিদর্শন, যা তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে বেশি অথবা কম মূল্যের পরিচায়ক। তা নিজেরই উপচিত বা অবচিত নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে। অর্থের নতুন মূল্য অনুসারে যখন সাধারণত পণ্যসামগ্রীর মূল্যায়ন করা হয় এবং সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রীর দাম তদনুযায়ী বাড়ে বা কমে, তখন চলতি সোনার পরিমাণ আরেকবার সঞ্চলনের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে (রিকার্ডো বিশেষ সন্তোষের সঙ্গে এই ফলটির উপরে জোর দিয়েছেন). কিন্তু বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য থাকবে, এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে পণ্যসামগ্রী হিসেবে বহুমূল্য ধাতুগুলির সম্পর্কেরও বৈসাদৃশ্য থাকবে। সাধারণভাবে রিকার্ডোর বিনিময়-মূল্য তত্ত্ব অনুযায়ী, সোনার নিজের বিনিময়-মূল্যের উপরে, ভাষান্তরে, তাতে অনুস্যূত শ্রম-সময় দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের উপরে, ওঠার ফলে সোনার বর্ধিত উৎপাদন ঘটবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বর্ধিত সরবরাহ আবার তাকে তার উপযুক্ত মূল্যে নামিয়ে না-আনে। বিপরীতভাবে, সোনা তার মূল্যের নিচে নেমে গেলে সোনার উৎপাদন হ্রাস পাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্য আবার তার উপযুক্ত স্তরে উঠে না-আসে। এই বিপরীত গতিগুলি সোনার ধাতুমূল্য ও সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে তার মূল্যের মধ্যেকার বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাবে; চলতি সোনার পরিমাণ তার উপযুক্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং পণ্যসামগ্রীর দাম আবার হবে মূল্যের মান অনুযায়ী। সোনার মূল্যের এই ওঠা-নামা সমান মাত্রায় প্রভাবিত করবে সোনার বাটকে, কারণ অনুমিতি অনুযায়ী, বিলাস-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত নয় এমন সমস্ত সোনাই সঞ্চলনে রয়েছে। এমন কি মুদ্রা বা বাটের আকৃতিতে সোনা তার নিজস্ব মূল্যের চাইতে বেশি অথবা কম মূল্যের পরিচায়ক এক মূল্য-নিদর্শন হতে পারে, তা দেখার পর এ কথা স্বপ্রকাশ যে চলতি যে কোনো পরিবর্তনযোগ্য

ব্যাংক-নোটেরও ভাগ্য একই। ব্যাংক-নোট পরিবর্তনযোগ্য এবং সেগুলির প্রকৃত মূল্য সেগুলির নামিক মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলেও 'ধাতু ও পরিবর্তনযোগ্য নোট নিয়ে গঠিত মোট মুদ্রার' উপচয় বা অবচয় ঘটতে পারে যদি ইতিপূর্বে বর্ণিত কারণে মোট পরিমাণটা চলতি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য ও সোনার ধাতুমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত স্তরের উপরে ওঠে, অথবা নিচে নেমে যায়। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, পরিবর্তনযোগ্য কাগজী অর্থের তুলনায় অপরিবর্তনযোগ্য কাগজী অর্থের একটিই মাত্র সুবিধা আছে, অর্থাৎ দু ভাবে তার অবচয় হতে পারে। অতিরিক্ত ছাড়া হয়েছে বলে তা ধাতুর যে-মূল্যের পরিচায়ক বলে দাবি করে সেই মূল্যের নিচে নেমে যেতে পারে, কিংবা তা যে-ধাতুর পরিচায়ক সেই ধাতু নিজস্ব মূল্যের নিচে নেমে গেছে বলে তার মূল্যহ্রাস হতে পারে। সোনার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে নোটের নয়, বরং একসঙ্গে সোনা ও নোটের, অর্থাৎ একটি দেশের সঞ্চলনের মোট উপায়সমূহের এই অবচয় রিকার্ডোর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার, লর্ড ওভারস্টোন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা একে কাজে লাগিয়েছেন এবং স্যার রবার্ট পীলের ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের ব্যাংক আইনের মূলনীতিতে পরিণত করেছেন।

যা দেখানো দরকার ছিল তা এই যে পণ্যসামগ্রীর দাম কিংবা সোনার মূল্য চলতি সোনার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। যে-বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে তা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে তার প্রমাণ; অর্থাৎ, স্বকীয় মূল্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্বিশেষে অর্থ হিসেবে কর্মরত বহুমূল্য ধাতুর যে কোনো পরিমাণ অবশ্যই, সঞ্চলনের মাধ্যম, বা মুদ্রা হবে এবং এইভাবে, মূল্যের মোট পরিমাণ নির্বিশেষে চলতি পণ্যসামগ্রীর মূল্যের নিদর্শন হয়ে উঠবে। ভাষান্তরে, এই প্রমাণটা দাঁড়িয়ে আছে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজটুকু ছাড়া অর্থের অন্য সমস্ত কাজ উপেক্ষা করার উপরে। রিকার্ডো যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েন, যেমন বোজানকেটের সঙ্গে তাঁর বিতর্কে, তখন তিনি — পরিমাণের দরুন মূল্য-নিদর্শনগুলির অবচয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি অভিভূত হয়ে — মতান্ধ গা-জোরি উক্তির আশ্রয় নেন।*

আমরা যেমন করেছি, রিকার্ডো যদি তেমন বিমূর্ত রূপে. মূল সমস্যার

* ডেভিড রিকার্ডো, 'Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observations', পৃঃ ৪৯। 'অর্থের বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের অনুপাতে দামের ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটবে **আমি তা অকাট্য ঘটনা বলে মনে করি।**'

সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক মূর্ত বিষয় ও আপাতিক দিকগুলির অবতারণা না করে, তাঁর তত্ত্বটি উপস্থিত করতেন তা হলে সেটির শূন্যগর্ভতা রীতিমত স্পষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি তাঁর গোটা বিশ্লেষণের উপরে একটা **আন্তর্জাতিক** আভরণ চাপান। কিন্তু সহজেই দেখানো যায় যে পরিসরের আপাতব্যাপ্তি কোনো মতেই মূল ধ্যানধারণার অকিঞ্চিৎকরতার বদল ঘটায় না।

প্রথম প্রতিজ্ঞাটা, তাই ছিল: চলতি ধাতুমুদ্রার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে যদি তা ধাতুমুদ্রার ধাতব মূল্যের হিসাবে চলতি পণ্যসামগ্রীর মোট মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে বিন্যস্ত করলে তা দাঁড়ায় এই রকম: সঞ্চলন যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন প্রত্যেক দেশে অর্থের পরিমাণ তার সম্পদ ও শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চলতি অর্থের মূল্য অনুরূপ হয় তার প্রকৃত মূল্যের, অর্থাৎ তার উৎপাদন-ব্যয়ের; ভাষান্তরে, **সব দেশে** অর্থের একই মূল্য।* অর্থ তাই কখনোই এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত (রপ্তানি, অথবা আমদানি) হবে না।** এইভাবে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার (চলতি অর্থের মোট পরিমাণ) মধ্যে একটা ভারসাম্যের অবস্থা থাকবে। জাতীয় মুদ্রার উপযুক্ত স্তর এখন প্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভারসাম্যের রূপে, এবং বস্তুতপক্ষে তার সহজ মানেটা এই যে জাতিসত্তা সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মকে আদৌ প্রভাবিত করে না। আমরা এখন আবার আগেকার মতো সেই একই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এসে পৌঁছেছি। উপযুক্ত স্তর কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, কথাটা এখন দাঁড়াচ্ছে এই রকম: বিভিন্ন মুদ্রার আন্তর্জাতিক ভারসাম্য কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, কিংবা সব দেশে অর্থের কেন একই মূল্য থাকে না, কিংবা সবার শেষে, প্রত্যেক দেশে তার বিশেষ মূল্য থাকে না কেন? পণ্যসামগ্রীর মোট মূল্য অপরিবর্তিত ছিল, অথচ চলতি অর্থের পরিমাণ বেড়েছিল বা কমেছিল বলে, অথবা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্য বেড়েছিল বা কমেছিল,

* রিকার্ডো, 'The High Price of Bullion', সব দেশে অর্থের **একই মূল্য** থাকবে' (পৃঃ ৪)। রিকার্ডো তাঁর 'Principles of Political Economy' গ্রন্থে এই প্রতিজ্ঞাটিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছেন, কিন্তু তা এমনভাবে নয় যা এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

** পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩-৪।

অথচ চলতি অর্থের পরিমাণ অবিচল ছিল বলে আগে যেমন উপযুক্ত স্তরটি বিপর্যস্ত হয়েছিল; ঠিক তেমনই এখন, ধাতুর মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিক স্তরটি বিপর্যস্ত হয়েছে কারণ, এক দেশে সোনার পরিমাণ বেড়েছে সেই দেশে নতুন নতুন সোনার খনি আবিষ্কারের ফলে,* কিংবা কারণ, এক বিশেষ দেশে চলতি পণ্যসামগ্রীর মোট বিনিময়-মূল্য বাড়ে অথবা কমে। আগে যেমন বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন কমেছিল অথবা বেড়েছিল মুদ্রা কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী পণ্যসামগ্রীর দাম কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন অনুযায়ী, ঠিক তেমনই এখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে রপ্তানি ও আমদানিতে একই ফল অর্জিত হয়। যে-দেশে দাম বেড়েছে এবং প্রসারিত সঞ্চলনের দরুন, সোনার মূল্য তার ধাতুমূল্যের নিচে নেমে গেছে, সেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে সোনার অবচয় ঘটবে, এবং ফলত, পণ্যসামগ্রীর দাম অন্যান্য দেশের চাইতে বেশি হবে। অতএব, সোনা রপ্তানি হবে এবং আমদানি হবে পণ্যসামগ্রী। উল্টো পরিস্থিতিতে ঘটবে এর বিপরীত গতি। আগে যেমন সোনা ও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে মূল্যের যথাযথ অনুপাত যতক্ষণ পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি ততক্ষণ সোনার উৎপাদন চলেছে, ঠিক তেমন এখন যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাগুলির ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সোনার আমদানি অথবা রপ্তানি, তার সঙ্গে পণ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস চলতে থাকবে। প্রথম উদাহরণে যেমন সোনা তার মূল্যের উপরে অথবা নিচে ছিল একমাত্র এই কারণে সোনার উৎপাদন বেড়েছে অথবা কমেছে, ঠিক তেমন এখন সোনার আন্তর্জাতিক চলাচল ঘটছে একই কারণে। পূর্বোক্ত উদাহরণে যেমন চলতি ধাতুর পরিমাণ এবং তদ্দ্বারা দাম প্রভাবিত হয়েছিল সোনার উৎপাদনের প্রতিটি পরিবর্তনে, ঠিক তেমন এখন সেগুলি অনুরূপভাবে প্রভাবিত সোনার আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তানিতে। সোনা ও পণ্যসামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্য, কিংবা সঞ্চলনের উপায়ের স্বাভাবিক পরিমাণ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সোনার আরও উৎপাদন ঘটে না, এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে সোনার রপ্তানি বা আমদানি আর ঘটে না, ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রার প্রতিস্থাপন ও বিলাস-সামগ্রী শিল্পের ব্যবহারের জন্য ছাড়া। এ থেকে তাই এই কথাটা আসে,

---

* ঐ, পৃঃ ৪।

'যে সামগ্রীর বিনিময়ে অর্থ রপ্তানি করার প্রলোভন, কিংবা যাকে বলা হয় প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, তা প্রয়োজনাতিরিক্ত মুদ্রা থেকে ছাড়া কখনও উদ্ভূত হয় না।'*

সোনার আমদানি বা রপ্তানি অবধারিতভাবেই সংঘটিত হয় উপযুক্ত স্তরের উপরে মুদ্রার প্রসার, অথবা সেই স্তরের নিচে তার সংকোচের দরুন ধাতুর অত্যল্পমূল্য কিংবা অত্যধিক মূল্য-নির্ণয়ের ফলে।** এ থেকে আরও বলা যায়: আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে সোনার উৎপাদন প্রসারিত ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলে, এবং আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সোনা আমদানি ও রপ্তানি হয় বলে একমাত্র এই কারণে যে তার পরিমাণ তার উপযুক্ত স্তরের উপরে উঠেছে অথবা নিচে নেমে গেছে, কারণ তার মূল্য-নির্ণয় করা হয়েছে তার ধাতুমূল্যের চাইতে বেশি অথবা কম করে, এবং ফলত, পণ্যসামগ্রীর দাম অত্যন্ত বেশি অথবা অত্যন্ত কম — এই গতিগুলির প্রত্যেকটিই কাজ করে তার সংশোধক হিসেবে*** কারণ, চলতি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে, অথবা কমিয়ে দাম আবার নিয়ে আসা হয় সঠিক স্তরে, যা নির্ধারিত হয় প্রথম ক্ষেত্রে সোনার মূল্য ও পণ্যসামগ্রীর মূল্য দিয়ে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুদ্রাগুলির আন্তর্জাতিক স্তর দিয়ে। অন্য কথায় বলতে গেলে, অর্থ বিভিন্ন দেশে সঞ্চলিত হয় একমাত্র এই কারণে যে তা প্রত্যেক দেশে সঞ্চলিত হয় মুদ্রা হিসেবে। অর্থ হল নিতান্ত ধাতুমুদ্রা এবং এক দেশে উপস্থিত সোনার পরিমাণকে অবশ্যই সঞ্চলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে; নিজেরই পরিচায়ক একটি নিদর্শন হিসেবে তা তাই তার মূল্যের উপরে উঠতে পারে, অথবা নিচে নেমে যেতে পারে। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক জটিলতার ঘোরা-পথ ধরে আমরা আবার ফিরে আসতে পেরেছি প্রস্থান-বিন্দু স্বরূপ সরল প্রতিপাদ্যটিতে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে, রিকার্ডো তাঁর বিমূর্ত তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রকৃত ব্যাপারগুলিকে কী রকম যথেচ্ছভাবে সাজিয়েছেন। যেমন, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ফসলহানির সময়ে -- ১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে ইংলন্ডে তা ঘন ঘন ঘটেছে -- সোনা

* রিকার্ডো, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১, ১২।

** 'মুদ্রার রপ্তানি ঘটে তার শস্তাদরের দরুন, এবং তা এক প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের কারণ, কার্য নয়' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪)।

*** পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭।

রপ্তানি হয়, শস্য দরকার এবং সোনা হল অর্থ, অর্থাৎ বিশ্ব বাজারে তা সর্বদাই ক্রয়ের এক ফলপ্রদ উপায় ও পরিশোধের উপায় বলে নয়, বরং এই কারণে যে সোনার মূল্য অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে কমে গেছে এবং তাই, ফসলহানির ভুক্তভোগী দেশটির মুদ্রা অন্যান্য জাতীয় মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে অবচিত হয়েছে। তার মানে, খারাপ ফসল চলতি পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে চলতি অর্থের বিদ্যমান পরিমাণ তার স্বাভাবিক স্তর ছাড়িয়ে যায় এবং ফলত, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে।* এই স্ববিরোধী ব্যাখ্যার বিপরীতে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৭৯৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইংলণ্ডে ফসলহানির ক্ষেত্রে সঞ্চলনের উপায়ের বিদ্যমান পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত তো ছিলই না, বরং অপ্রচুর ছিল, এবং তাই, আগে যত অর্থ চালু ছিল তার চাইতে বেশি অর্থ চালু থাকা অবশ্যম্ভাবী ছিল।**

* রিকার্ডো, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪,৭৫। 'মন্দ ফসলের ফলে ইংলণ্ড এমন একটি দেশের অবস্থায় আসবে, যে তার পণ্যসামগ্রীর একাংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাই, যার হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণে সঞ্চলন-মাধ্যম দরকার। যে মুদ্রা আগে তার পরিশোধের সমান ছিল, এখন তার হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদনের... সমানুপাতে তা হবে মাত্রাতিরিক্ত ও অপেক্ষাকৃত শস্তা; এই অঙ্কের রপ্তানি, অতএব, অন্যান্য দেশের মুদ্রার মূল্যের পাশে তার মুদ্রার মূল্যকে ফিরিয়ে আনবে।' অর্থ ও পণ্যসামগ্রী এবং অর্থ ও ধাতুমুদ্রা তিনি যেভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন তা রীতিমত হাস্যকরভাবে দেখা যায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে। 'আমরা যদি অনুমান করতে পারি যে প্রতিকূল ফসলের পর, ইংলণ্ডে যখন শস্যের অস্বাভাবিক গুরুত্ব থাকার কারণ আছে, তখন আরেকটি দেশ অতি প্রচুর পরিমাণে সেই সামগ্রীটির অধিকারী, কিন্তু তার কোনো পণ্যসামগ্রীরই চাহিদা নেই, তা হলে প্রশ্নাতীতভাবে এটাই হবে ঘটনা যে এ রকম একটি জাতি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে তার শস্য রপ্তানি করবে না: কিন্তু **অর্থের জন্যও সে শস্য রপ্তানি করবে না**, কারণ তা এমন একটি পণ্যসামগ্রী যাকে কোনো জাতিই অনপেক্ষভাবে চায় না, চায় আপেক্ষিকভাবে' (পৃঃ ৭৫)। পুশকিন তাঁর মহাকাব্যে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর নায়কের পিতা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছেন না যে পণ্যসামগ্রী হল অর্থ, কিন্তু রুশরা যে দীর্ঘকাল আগেই এ কথা বুঝেছিল যে অর্থ একটা পণ্যসামগ্রী তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২-এর ইংলণ্ডীয় শস্য আমদানি থেকেই নয়, বরং তাদের বাণিজ্যের গোটা ইতিহাস থেকেও।

** তু. টমাস টুক, 'History of Prices', এবং জেমস উইলসন, 'Capital, Currency and Banking'. (শেষোক্তটি লণ্ডনের *Economist* পত্রিকায় ১৮৪৪, ১৮৪৫ ও ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধমালার পুনর্মুদ্রণ।)

নেপোলিয়নের 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' [৩২] ও ইংলন্ডীয় 'ব্লকেড ডিক্রি' [৩৩]-র সময়ে রিকার্ডো অনুরূপভাবে বলেছিলেন যে ব্রিটিশরা পণ্যসামগ্রীর পরিবর্তে ইউরোপ মহাদেশে সোনা রপ্তানি করেছিল, কারণ মহাদেশীয় দেশগুলির অর্থের পাশে তাদের অর্থের অবচয় ঘটেছিল, তাদের পণ্যসামগ্রীর দাম তাই ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি এবং পণ্যসামগ্রীর চাইতে বরং সোনা রপ্তানিই ছিল অধিকতর লাভজনক বাণিজ্যিক লেনদেন। তাঁর মতে, ইংলন্ডের বাজারে পণ্যসামগ্রী ছিল মহার্ঘ এবং অর্থ শস্তা, পক্ষান্তরে ইউরোপ মহাদেশে পণ্যসামগ্রী ছিল শস্তা এবং অর্থ মহার্ঘ।

জনৈক ইংরেজ লেখক অবশ্য বলেন: 'এই ঘটনা . . আমি বলছি যুদ্ধের গত ছ-বছরে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' চালু থাকাকালীন আমাদের তৈরি-পণ্য ও আমাদের ঔপনিবেশিক উৎপাদনের মারাত্মক কম দামের কথা। ...যেমন, মহাদেশে সোনায় হিসাব করা চিনি ও কফির দাম ইংলন্ডে ব্যাঙ্ক-নোটে হিসাব করা দামের চাইতে চার অথবা পাঁচ গুণ বেশি ছিল। আমি বলছি... সেই সময়কার কথা যখন ফরাসী রসায়নবিদরা বীট-মূলে চিনি আর চিকোরিতে কফির বিকল্প আবিষ্কার করেছিলেন; এবং যখন পশুপালকরা ষাঁড়কে চিনি জ্বাল-দেওয়া জলীয় অংশ আর গুড় খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করার পরীক্ষা চালিয়েছিল — সেই সময়কার কথা যখন আমরা হেলিগোল্যান্ড দ্বীপের দখল নিয়েছিলাম সেখানে মালের একটা গুদাম তৈরি করার জন্য, যাতে সম্ভব হলে, সেগুলিকে ইউরোপের উত্তরে সহজে পাচার করা যায়; এবং যখন হাল্‌কা ধরনের ব্রিটিশ পণ্য তুরস্কের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। ...পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয়েছিল আমাদের গুদামগুলিতে, সেখানে সেগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল, শুধু সামান্য কিছু পরিমাণ ছাড়া হয়েছিল একটি ফরাসী লাইসেন্সে, যার জন্য হামবুর্গ অথবা আমস্টার্ডামের বণিকরা হয়তো নেপোলিয়নকে দিয়েছিল চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। বেশিদরের বাজার থেকে শস্তাদরের বাজারে পণ্যের বোঝা নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার জন্য যারা এত বড় একটা অংক দিয়েছিল... তারা নিশ্চয়ই অদ্ভুত ধরনের বণিক। বণিকদের আপাতদৃশ্য বিকল্প কী ছিল? ...হয় ব্যাঙ্ক-নোটে এক পাউন্ড ওজনের কফি ৬ পেন্স দরে কিনে তা এমন জায়গায় পাঠানো যেখানে তা তৎক্ষণাৎ সোনায় প্রতি পাউন্ড ৩ শিলিং বা ৪ শিলিং দরে বিক্রি হয়ে যাবে, কিংবা ব্যাঙ্ক-নোট দিয়ে প্রতি আউন্স ৫ পাউন্ড দরে সোনা কিনে তা এমন জায়গায় পাঠানো যেখানে তা প্রতি আউন্স ৩ পাউন্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স দরে নেওয়া হবে। ...অবশ্য, কথাটা এতই উদ্ভট যে বলা যায় না... যে শ্রেয়তর বণিক্‌বৃত্তি হিসেবে কফির পরিবর্তে সোনা পাঠানো হয়েছিল। ...এক আউন্স সোনার বিনিময়ে এত বিপুল পরিমাণ কাম্য সামগ্রী যেখানে পাওয়া যেত সেই ইংলন্ডের মতো আর কোনো দেশ পৃথিবীতে ছিল না।... বোনাপার্ট... সর্বদা ইংলন্ডীয় চলতি দর পরীক্ষা করে দেখছিলেন। ...যতদিন তিনি দেখেছেন যে ইংলন্ডে সোনা মহার্ঘ

ও কফি শস্তা, ততদিন তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁর 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' ভালোই চলছে।'*

১৮১০ সালে — ঠিক যে-সময়ে রিকার্ডো তাঁর মুদ্রা তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন এবং বুলিয়ন কমিটি তার পার্লামেণ্টারি রিপোর্টে তাকে মূর্ত করেছিল — সমস্ত ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর দাম ১৮০৮ ও ১৮০৯-এর দামের স্তরের তুলনায় মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল, অথচ সোনার আপেক্ষিক মূল্য বেড়েছিল। কৃষিজাত পণ্য ছিল ব্যতিক্রম, কারণ বাইরে থেকে তার আমদানি ব্যাহত হয়েছিল এবং দেশের ভিতরে লভ্য পরিমাণ বিরাটভাবে কমে গিয়েছিল মন্দ ফসলের দরুন।** পরিশোধের আন্তর্জাতিক উপায়সমূহে বহুমূল্য ধাতুগুলি যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, রিকার্ডো তা এত সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছিলেন যে লর্ডস সভার কমিটির (১৮১৯) সামনে তাঁর সাক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন:

'যে নগদ পরিশোধ আবার যেই শুরু করা হবে, এবং মুদ্রাকে তার ধাতু-স্তরে ফিরিয়ে আনা হবে, তখনই রপ্তানির নির্গমন পথগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।'

১৮২৫ সালের সংকটের সূত্রপাত তাঁর পূর্বাভাসের ভ্রান্ততা দেখিয়ে দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। রিকার্ডোর সাহিত্যকর্ম যে কালসীমার মধ্যে পড়ে, সেই সময়টা বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিসেবে বহুমূল্য ধাতুগুলির সম্পাদিত ক্রিয়া অধ্যয়ন করার পক্ষে খুব একটা অনুকূল ছিল না। 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' চাপিয়ে দেওয়ার আগে ব্রিটেনের প্রায় ক্রমাগতই অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল, এবং 'সিস্টেম' বলবৎ থাকাকালীনও ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তার লেনদেন এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে ইংলণ্ডীয় বিনিময় হারের উপরে তার প্রভাব পড়ে নি। অর্থ স্থানান্তরের চরিত্রটা ছিল প্রধানত রাজনৈতিক এবং ব্রিটিশ সোনা রপ্তানির ক্ষেত্রে ভরতুকি যে-ভূমিকা পালন করত রিকার্ডো মনে হয় তা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন।***

রিকার্ডোর সমকালীনদের মধ্যে তাঁর অর্থশাস্ত্রের নীতির সবচেয়ে

---

* জেমস ডিকন হিউম, 'Letters on the Corn Laws', লণ্ডন, ১৮৩৪, পৃঃ ২৯-৩১।

** টমাস টুক, 'History of Prices', লণ্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ১১০।

*** তু. উইলিয়ম ব্লেক, 'Observations', পূর্বে উদ্ধৃত।

গুরুত্বপূর্ণ অনুরাগী ছিলেন জেমস মিল। রিকার্ডোর ধারণার অপ্রতুলতাকে যা গোপন করে সেই অবান্তর আন্তর্জাতিক জটিলতাগুলিকে বাদ দিয়ে, এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কাজের সমস্ত বিতর্কমূলক প্রসঙ্গোল্লেখ বাদ দিয়ে তিনি রিকার্ডোর আর্থিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন সরল ধাতুমুদ্রার ভিত্তিতে। তাঁর প্রধান-প্রধান বক্তব্য নিম্নরূপ:*

'অর্থের মূল্য বলতে এখানে বুঝতে হবে অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বদলে তা যে-অনুপাতে বিনিময় হয়, অথবা অন্যান্য জিনিসের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বদলে তার যে-পরিমাণ বিনিময় হয়। ...যে কোনো দেশে অর্থের মোট পরিমাণই নির্ধারণ করে সেই পরিমাণের কতটা অংশ সেই দেশের মাল অথবা পণ্যসামগ্রীর এক নির্দিষ্ট অংশের জন্য বিনিময় করা হবে। যদি মনে করি দেশের সব মাল এক দিকে, সব অর্থ আরেক দিকে এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ একটি অপরটির বদলে বিনিময় হয়, তা হলে এ কথা স্পষ্ট যে অর্থের মূল্য সম্পূর্ণরূপে তার পরিমাণের উপরে নির্ভর করবে। দেখা যাবে যে প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক একই রকম। একটি দেশের সমস্ত মাল তৎক্ষণাৎ সমস্ত অর্থের বদলে বিনিময় হয় না; মাল বিনিময় হয় বিভিন্ন অংশে, প্রায়শই অতি ছোট-ছোট অংশে, এবং বিভিন্ন সময়ে, সারা বছর ধরে। একটি বিনিময়ের বেলায় আজ অর্থের যে অংশটি দেওয়া হল, আরেকটি বিনিময়ে আগামীকাল সেই অংশটিই দেওয়া হতে পারে। কতকগুলি অংশ ব্যবহৃত হবে অনেকগুলি বিনিময়ে, কতকগুলি অতি কমসংখ্যক বিনিময়ে এবং কতকগুলি ঘটনাক্রমে মজুত হয়ে যাওয়ার দরুন আদৌ কোনো বিনিময়েই ব্যবহৃত হবে না। এই সমস্ত বহুবিধতার মধ্যে থাকবে কতকগুলি গড় সংখ্যক বিনিময়, সমস্ত অংশগুলি এক সমান সংখ্যক কাজ করলে প্রতিটি যতখানি কাজ করত সেই গড় সংখ্যক বিনিময়ই থাকবে; সেই গড়টা আমরা ইচ্ছামতো যে কোনো সংখ্যা বলে ধরে নিতে পারি; যেমন, ধরা যাক, দশ। দেশে অর্থের অংশগুলির প্রত্যেকটি যদি দশটি ক্রয়কর্ম সম্পন্ন করে, তা হলে সমস্ত অংশগুলিকে দশ দিয়ে গুণ করলে এবং প্রত্যেকটি মাত্র একটি করে ক্রয়কর্ম সম্পন্ন করলে যা হয়, ব্যাপারটা ঠিক তাই দাঁড়ায়। দেশের সমস্ত মালের মূল্য সমস্ত অর্থের মূল্যের দশগুণের সমান।... অর্থের পরিমাণটা যদি বছরে দশটি বিনিময়কর্ম সম্পন্ন করার পরিবর্তে, তার চাইতে দশগুণ বেশি হত এবং বছরে মাত্র একটি বিনিময়কর্ম সম্পন্ন করত, তা হলে এ কথা স্পষ্ট যে সমগ্র পরিমাণের সঙ্গে যাই যোগ করা হোক না-কেন, পৃথক-পৃথকভাবে প্রতিটি ছোট পরিমাণের ক্ষেত্রে তা আনুপাতিক মূল্যাবনতি ঘটাত। যেসব মালের বদলে সমস্ত অর্থ তৎক্ষণাৎ বিনিময় হচ্ছে সেই মালের পরিমাণ একই ধরে নেওয়া হচ্ছে বলে,

* জেমস মিল, 'Elements of Political Economy'. [১৮২৩ সালে প্যারিসে জ. ত. পারিজো কর্তৃক ফরাসী ভাষা থেকে অনূদিত জার্মান অনুবাদ মার্কস এখানে ব্যবহার করেছিলেন।]

পরিমাণটা বাড়ানোর পর সমস্ত অর্থের মূল্য এই বাড়ানোর আগে যা ছিল তার চাইতে বেশি নয়। যদি তা এক-দশমাংশ বাড়ানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় তা হলে প্রত্যেক অংশের মূল্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক আউন্সের মূল্য, অবশ্যই এক-দশমাংস হ্রাস পাবে। ... সুতরাং, অর্থের পরিমাণ যে মাত্রাতেই বাড়ানো অথবা কমানো হোক না-কেন, আর সব কিছু একই রকম, সেই একই সমানুপাতে থাকলে, সমগ্রের মূল্য এবং প্রত্যেক অংশের মূল্য ব্যতিহারমূলকভাবে কমে যায় অথবা বাড়ে। এ কথা স্পষ্ট যে, এ হল, সর্বত্র সত্য একটি প্রতিজ্ঞা। যখনই অর্থের মূল্য বেড়েছে অথবা কমেছে (যে মালের বদলে তা বিনিময় হয় তার পরিমাণ এবং সঞ্চলনের দ্রুততা একই রকম থাকলে), সেই পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে পরিমাণের তদনুরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধির দরুন; অন্য কিছুরই দরুন তা ঘটতে পারে না। মালের পরিমাণ যদি কমে যায়, অথচ অর্থের পরিমাণ একই থাকে, তা হলে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হলে যা ঘটে, ব্যাপারটা সেই রকমই হয়, এবং এর উল্টো। সঞ্চলনের দ্রুততায় যে কোনো পরিবর্তন ঘটলে এরূপ পরিবর্তন ঘটে।... অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে যে ফল হয়, এই সমস্ত ক্রয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলও তারই মতো; হ্রাসপ্রাপ্তিতে হয় বিপরীত। ...যদি বার্ষিক উৎপাদের এমন কোনো অংশ থাকে যা আদৌ বিনিময় হয় না, উৎপাদকই যা ভোগ করে; অথবা যা অর্থের বদলে বিনিময় করা হয় না, তাকে হিসাবে ধরা হয় না, কারণ অর্থের বদলে যা বিনিময় করা হয় না তা অর্থের ব্যাপারে একই অবস্থায় আছে, যেন তার অস্তিত্বই নেই। ...যখনই অর্থের টঙ্কন অবাধ, তখনই তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় ধাতুর মূল্য দিয়ে। ... সোনা ও রূপো বাস্তবিকপক্ষে পণ্যসামগ্রী। ...উৎপাদন ব্যয়ই... অন্যান্য সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্যের মতো, এগুলির মূল্য নির্ধারণ করে।'*

মিল-এর সমস্ত বিজ্ঞতাই এক সারি অনুমানে পর্যবসিত, সেগুলি একাধারে যথেচ্ছ ও মামুলি। তিনি প্রমাণ করতে ইচ্ছুক যে 'যে কোনো দেশে অর্থের মোট পরিমাণই' পণ্যসামগ্রীর দাম বা অর্থের মূল্য নির্ধারণ করে। কেউ যদি **অনুমান করে নেয়** যে চলতি পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও বিনিময়-মূল্য অবিচল থাকে, অনুরূপভাবে থাকে সঞ্চলনের বেগ ও উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত বহুমূল্য ধাতুর মূল্য, এবং একই সঙ্গে যদি কেউ **অনুমান করে নেয়** যে তা সত্ত্বেও **চলতি** ধাতুমুদ্রার পরিমাণ এক দেশে **বিদ্যমান** অর্থের পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে বাড়ে অথবা কমে, তা হলে সত্যিই এটা 'স্পষ্ট' যে সে যা প্রমাণ করার ভান করেছে তা সে অনুমান করে নিয়েছে। মিল, অধিকন্তু, হিউমের মতো একই ভুল করেন, যথা নির্ধারিত বিনিময়-মূল্যবিশিষ্ট পণ্যসামগ্রীগুলিকে নয়, বরং ব্যবহার-

* জেমস মিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৮-১৩৬ ও তার পরে।

মূল্যগুলিকে সঞ্চলনের মধ্যে স্থাপন করেন; তাঁর প্রতিজ্ঞাটা, অতএব, ভুল, এমন কি যদি তাঁর সমস্ত 'অনুমান' মেনে নেওয়া হয় তা হলেও। সঞ্চলনের বেগ অপরিবর্তিত থাকতে পারে, অনুরূপভাবে বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্য ও চলতি পণ্যসামগ্রীর পরিমাণও, তা সত্ত্বেও তাদের বিনিময়-মূল্যের পরিবর্তনের ফলে তাদের সঞ্চলনের জন্য কখনও বেশি কখনও কম পরিমাণ অর্থ তাদের প্রয়োজন হতে পারে। মিল লক্ষ করেছেন যে একটি দেশে বিদ্যমান অর্থের একাংশ চালু থাকে, অথচ আরেক অংশ থাকে স্থাণু। অদ্ভুত এক গড় নিয়মের সাহায্যে তিনি অনুমান করে নেন যে একটি দেশে উপস্থিত সমস্ত অর্থই প্রকৃতপক্ষে চালু, যদিও বাস্তবে তা মনে হয় না। যদি অনুমান করে নেওয়া হয় যে নির্দিষ্ট একটি দেশে এক কোটি রুপোর টলার এক বছরের মধ্যে দু-বার সঞ্চলিত হয়, তা হলে প্রতিটি টলার যদি একটিমাত্র ক্রয়কর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, চালু থাকতে পারে ২ কোটি। এবং যদি দেশে সব আকারের রুপোর মোট পরিমাণ ১০ কোটি হয়ে থাকে তা হলে অনুমান করা যেতে পারে যে সেই ১০ কোটিই চালু থাকতে পারত যদি প্রতিটি মুদ্রা পাঁচ বছরে একটি ক্রয়কর্ম সম্পন্ন করত। তা হলে একথাও অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত অর্থ হ্যাম্পস্টেডে সঞ্চলিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রতিটি অংশ, ধরুন, বছরে তিনটি চক্রাবর্তন না করে ৩০,০০,০০০ বছরে করেছে একটি চক্রাবর্তন। পণ্যসামগ্রীর দামের মোট পরিমাণ ও মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে একটি অনুমান অপরটির মতোই প্রাসঙ্গিক। এক নির্দিষ্ট কালে একটি বিশেষ দেশে পণ্যসামগ্রী আর সমগ্র অর্থের মধ্যে — শুধু চলতি অর্থের পরিমাণ নয় — একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের আত্যন্তিক গুরুত্ব সম্বন্ধে মিল সচেতন। তিনি স্বীকার করেন যে একটি দেশের সমগ্র মাল সমগ্র অর্থের বদলে 'তৎক্ষণাৎ' বিনিময় হয় না, কিন্তু বলেন যে মালগুলির পৃথক-পৃথক অংশ অর্থের বিভিন্ন অংশের বদলে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিনিময় হয়। এই অসংগতি অপসারণ করার জন্য তিনি অনুমান করে নেন যে তা নেই। প্রসঙ্গত, পণ্যসামগ্রী ও অর্থের প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখীন হওয়া এবং তাদের প্রত্যক্ষ বিনিময়ের গোটা ধারণাটাই এসেছে সরল ক্রয় ও বিক্রয়ের গতি থেকে কিংবা ক্রয়ের উপায় হিসেবে অর্থ যে কাজ করে তাই থেকে। এমন কি যখন অর্থ পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখনই পণ্যসামগ্রী ও অর্থের যুগপৎ আত্মপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্য সংকট, এবং বিশেষ করে ১৮২৫ ও ১৮৩৬ সালের ঘোর সংকটের ফলে রিকার্ডোর মুদ্রা তত্ত্বের অধিকতর কোনো বিকাশ ঘটে নি, বরং তার নতুন নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল। তা আর একটিমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপার ছিল না — ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে হিউমের সামনে যেমন এসেছিল বহুমূল্য ধাতুগুলির অবচয়, কিংবা রিকার্ডোর সামনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাগজী মুদ্রার অবচয় — ছিল বিশ্ব বাজারে বড়-বড় ঝঞ্ঝার বিষয়, যার মধ্যে বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সমস্ত উপাদানের বিরোধ ফেটে পড়ে; এই সমস্ত ঝঞ্ঝার উৎস ও সেগুলির বিরুদ্ধে রক্ষার উপায় সন্ধান করা হয়েছিল এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে অগভীর ও বিমূর্ত ক্ষেত্র — মুদ্রার ক্ষেত্রের ভিতরে। যে তত্ত্বগত অনুমান প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক আবহাওয়া-বিশারদদের প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে কাজ করে তা হল এই অন্ধমত যে বিশুদ্ধ ধাতব মুদ্রার নিয়ামক নিয়মগুলি রিকার্ডো আবিষ্কার করেছিলেন। ক্রেডিট অর্থ বা ব্যাঙ্ক-নোটের সঞ্চলনকে এই নিয়মগুলির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার কাজটা তাই তাঁরা করেছিলেন।

বাণিজ্য সংকটের সহগামী সবচেয়ে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যাপারটি হল দীর্ঘকাল সাধারণ দাম বৃদ্ধির পর পণ্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর হঠাৎ নেমে যাওয়া। পণ্যসামগ্রীর দামের সাধারণ হ্রাসকে প্রকাশ করা যেতে পারে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে অর্থের মূল্যে বৃদ্ধি বলে, এবং অপর দিকে, সাধারণ দাম বৃদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে হ্রাস বলে। এই দুটি উক্তির প্রতিটিই ব্যাপারটিকে বর্ণনা করে মাত্র, ব্যাখ্যা করে না। কাজটা কি সাধারণ হ্রাসের সঙ্গে পালা করে পর্যায়ক্রমে দামের সাধারণ স্তর বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা, না সেই কাজটাই হল পণ্যসামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্যের তুলনায় অর্থের আপেক্ষিক মূল্যের পালা করে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা — পরিভাষাগুলি জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করলে যে রকম হবে, ভিন্ন-ভিন্ন পারিভাষিক শব্দ কাজটির উপরে ঠিক সেই রকম সামান্যই প্রভাব বিস্তার করবে। রিকার্ডোর আর্থিক তত্ত্ব অসাধারণ যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ তা এক পৌনঃপুনিক উক্তিকে দিয়েছিল কার্য-কারণ সম্পর্কের আভাস। পণ্যসামগ্রীর দামের যে সাধারণ হ্রাস পর্যায়ক্রমে ঘটে তার কারণ কী? কারণ হল পর্যায়ক্রমে ঘটা অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে বৃদ্ধি। অন্য দিকে, পণ্যসামগ্রীর দামের পুনঃপুনঃ সাধারণ

বৃদ্ধির কারণ কী? কারণ হল অর্থের আপেক্ষিক মূল্য পুনঃপুনঃ হ্রাস। এ কথা বলাও সমান ঠিক হবে যে দামের পুনঃপুনঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটিত হয় তাদের পুনঃপুনঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস দ্বারা। যে প্রতিজ্ঞাটি উপস্থিত করা হয়েছে তাতে এ কথা পূর্বানুমিত যে অর্থের স্বকীয় মূল্য, অর্থাৎ বহুমূল্য ধাতুগুলির উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত তার মূল্য, অপরিবর্তিত থাকে। পৌনঃপুনিক উক্তিটি যদি পৌনঃপুনিক উক্তির চাইতে বেশি কিছু বলে বোঝানো হয়, তা হলে তার ভিত্তি হল প্রাথমিকতম ধারণাগুলি সম্পর্কে ভুল অর্থবোধ। আমরা জানি যে খ-এর রাশিতে ব্যক্ত ক-এর বিনিময়-মূল্য যদি হ্রাস পায়, তা হলে তা হতে পারে হয় ক-এর মূল্য হ্রাসের দরুন, না হয় খ-এর মূল্য বৃদ্ধির দরুন; বিপরীতপক্ষে, খ-এর রাশিতে ব্যক্ত ক-এর বিনিময়-মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলেও ব্যাপারটা ঘটে একই রকম। পৌনঃপুনিক উক্তিটির এক কার্য-কারণ সম্পর্কে রূপান্তর যদি বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে বাকি সব কিছু সহজেই তদনুবর্তী হয়। পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির হেতু হল অর্থের মূল্য হ্রাস, কিন্তু রিকার্ডোর কাছ থেকে আমরা জেনে গিয়েছি, অর্থের মূল্য হ্রাসের হেতু হল অত্যধিক মুদ্রা, অর্থাৎ এই ঘটনা যে চলতি অর্থের পরিমাণ তার স্বকীয় মূল্য ও পণ্যসামগ্রীর স্বকীয় মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত স্তরের উপরে ওঠে। অনুরূপভাবে বিপরীত ক্ষেত্রে, পণ্যসামগ্রীর দামের সাধারণ হ্রাসপ্রাপ্তির হেতু হল মুদ্রার অপ্রচুর পরিমাণের ফলে অর্থের মূল্যের স্বকীয় মূল্যের উপরে ওঠা। সুতরাং, দাম পর্যায়ক্রমিকভাবে বাড়ে এবং কমে, কারণ পর্যায়ক্রমে চলতি অর্থ থাকে অত্যন্ত বেশি অথবা অত্যন্ত কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ কথা যদি প্রমাণ করা হয় যে দাম বৃদ্ধি চলতি অর্থের হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল এবং দাম হ্রাস মিলেছিল বর্ধিত পরিমাণের সঙ্গে, তা হলে এ কথা তা সত্ত্বেও বলা সম্ভব যে চলতি পণ্যসামগ্রীর কিছুটা হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিণামে -- পরিসংখ্যানগতভাবে তা কোনো মতেই নির্ণয় করা যায় না — চলতি অর্থের পরিমাণ অনপেক্ষভাবে না হলেও, আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে। আমরা দেখেছি যে, রিকার্ডোর মতে, এমন কি যখন বিশুদ্ধ ধাতব মুদ্রা প্রয়োগ করা হয় তখনও দামের স্তরের এই পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পালাক্রমে ঘটে বলে একটি অপরটিকে অক্রিয় করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুদ্রার অপ্রচুর পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর দাম কমিয়ে দেয়, পণ্যসামগ্রীর দাম কমলে তা অন্যান্য দেশে পণ্যসামগ্রীর রপ্তানির প্রেরণা

যোগায়, কিন্তু এই রপ্তানির ফলে দেশের ভিতরে অর্থের অন্তঃপ্রবাহ ঘটে, অর্থের অন্তঃপ্রবাহ আবার পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ায়। যখন মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক হয় তখন ঘটে এর বিপরীত: পণ্যসামগ্রী আমদানি করা হয় আর অর্থ রপ্তানি করা হয়। রিকার্ডোর ধাতব মুদ্রার চরিত্র থেকেই উদ্ভূত দামের এই সমস্ত সাধারণ গতি সত্ত্বেও সেগুলির কঠোর ও প্রচণ্ড রূপ, সংকটের রূপ যেহেতু বিকাশপ্রাপ্ত ক্রেডিট ব্যবস্থাসম্পন্ন কালপর্বগুলির ব্যাপার, সেই হেতু এ কথা স্পষ্ট যে ব্যাঙ্ক-নোট বিলি ধাতব মুদ্রার নিয়ম দিয়ে ঠিক পরিচালিত হয় না। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রতিবিধান হল বহুমূল্য ধাতুগুলির আমদানি ও রপ্তানি, যে-ধাতুগুলি অব্যবহিতভাবে সঞ্চলনে ছাড়া হয় মুদ্রা হিসেবে, তাদের অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহ পণ্যসামগ্রীর দাম কমায় অথবা বাড়ায়। ব্যাঙ্কগুলিকে এখন ধাতব মুদ্রার নিয়ম-কানুন অনুকরণ করে পণ্যসামগ্রীর দামের উপরে কৃত্রিমভাবে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে হয়। সোনা যদি বাইরে থেকে ভিতরে আসতে থাকে তা হলে তা এই বিষয়ের একটি প্রমাণ যে মুদ্রার পরিমাণ যথেষ্ট নয়, অর্থের মূল্য অত্যধিক এবং পণ্যসামগ্রীর দাম অত্যল্প এবং ব্যাঙ্ক-নোটগুলিকে তাই নতুন আমদানি-করা সোনা অনুযায়ী সঞ্চলনের মধ্যে ছাড়তে হবে। অন্য দিকে, দেশ থেকে সোনার বহিঃপ্রবাহ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক-নোটগুলিকে সঞ্চলন থেকে বার করে নিতে হবে। ভাষান্তরে, ব্যাঙ্ক-নোট বিলি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে বহুমূল্য ধাতুগুলির আমদানি ও রপ্তানি অনুযায়ী অথবা বিনিময় হার অনুযায়ী। রিকার্ডোর এই ভ্রান্ত অনুমান যে সোনা নিতান্তই ধাতুমুদ্রা এবং ফলত, সমস্ত আমদানি-করা সোনা ব্যবহৃত হয় চলতি অর্থ বাড়ানোর জন্য ও তদ্দ্বারা দাম বৃদ্ধি ঘটে, এবং রপ্তানি-করা সমস্ত সোনা ধাতুমুদ্রার পরিমাণের হ্রাসপ্রাপ্তির পরিচায়ক, যার ফলে দাম কমে যায় - এই তত্ত্বগত অনুমানকে এখন **চলতি ধাতুমুদ্রার পরিমাণকে সর্বদা দেশের সোনার পরিমাণের সঙ্গে মানানসই করে এক ব্যবহারিক পরীক্ষায়** পরিণত করা হয়। লর্ড ওভারস্টোন (জোনস লয়েড, ব্যাঙ্কার), কর্নেল টরেনস, নর্ম্যান, ক্লে, আরবাথনট এবং ইংলণ্ডে 'মুদ্রা ঘরানা' হিসেবে পরিচিত অসংখ্য অন্যান্য লেখক এই মতবাদ শুধু প্রচারই করেন নি, একে স্যর রবার্ট পীলের ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের সাহায্যে বর্তমান ইংলণ্ডীয় ও স্কটিশ ব্যাঙ্কিং বিধানের ভিত্তিও করেছেন। বৃহত্তম জাতীয় পরিসরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তত্ত্বে ও প্রয়োগে তাঁরা যে কলঙ্কজনক ব্যর্থতা ভোগ করেছিলেন, তার বিশ্লেষণ

করা যেতে পারে একমাত্র ক্রেডিট তত্ত্ব বিষয়ক অংশে।* এ কথা অবশ্য স্পষ্ট যে অর্থের চালিষ্ণু রূপ মুদ্রাকে যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা হয়েছে, রিকার্ডোর সেই তত্ত্ব শেষ হয় বহুমূল্য ধাতুগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি ও হ্রাসের উপরে বুর্জোয়া অর্থনীতির এমন এক পরম প্রভাব আরোপ করে, যা এমন কি আর্থিক ব্যবস্থার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাতেও কখনও কল্পনা করা হয় নি। কাগজী অর্থই অর্থের সবচেয়ে ত্রুটিহীন রূপ এই কথা যিনি ঘোষণা করেছিলেন সেই রিকার্ডো এইভাবে হয়ে উঠেছিলেন 'বুলিয়নিস্টদের' গুরুদেব।

হিউমের তত্ত্ব, কিংবা আর্থিক ব্যবস্থার বিমূর্ত বিরোধিতা, চরম উপসংহার পর্যন্ত বিকশিত করার পর, অর্থ সম্পর্কে স্ট্যুয়ার্টের মূর্ত-নির্দিষ্ট ভাষ্যকে তার ন্যায়সংগত স্থানে শেষ পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন টমাস টুক।** টুক তাঁর নীতিগুলি আহরণ করেন বিশেষ কোনো তত্ত্ব থেকে নয়, বরং ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পণ্যসামগ্রীর দামের ইতিহাসের সযত্ন বিশ্লেষণ থেকে। ১৮২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'History

* ১৮৫৭ সালের বাণিজ্য সংকট শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে কমন্স সভার একটি কমিটি ১৮৪৪ ও ১৮৪৫-এর ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের ক্রিয়া সম্পর্কে তদন্ত করেছিল। এই অ্যাক্টগুলির তাত্ত্বিক জনক লর্ড ওভারস্টোন কমিটির কাছে তাঁর সাক্ষ্যে এই মর্মে দম্ভ প্রকাশ করেন: '১৮৪৪ এর অ্যাক্টের নীতিসমূহ কঠোর ও তৎপরভাবে মেনে চলায়, সব কিছু কেটে গেছে নিয়মিত ও সহজভাবে; আর্থিক ব্যবস্থা নিরাপদ ও অটল, দেশের সমৃদ্ধি তর্কাতীত, ১৮৪৪-এর অ্যাক্টের বিজ্ঞতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা রোজই বাড়ছে: এবং যেসব নীতির উপরে তা দাঁড়িয়ে আছে তার সারবত্তা, কিংবা তা যেসব সুফল নিশ্চিত করেছে তার আরও বাস্তব দৃষ্টান্ত যদি কমিটি চান, তবে কমিটির কাছে সত্য ও যথেষ্ট উত্তরটা হবে, আপনাদের চার দিকে দেখুন, দেশের বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা দেখুন, তাকিয়ে দেখুন জনসাধারণের পরিতৃপ্তি; সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি পরিব্যাপ্ত তা দেখুন; তার পরে, তা করার পর, কমিটিকে ন্যায্যতই বলা যেতে পারে, যে-অ্যাক্টের এই সব ফল ফলেছে তা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কি না স্থির করুন।' ওভারস্টোন এইভাবে নিজের ঢাক পিটিয়েছিলেন ১৪ জুলাই, ১৮৫৭ তারিখে, আর সেই বছরেরই ১২ নভেম্বর তারিখে ১৮৪৪-এর এই অত্যাশ্চর্য অ্যাক্ট মন্ত্রিসভাকে রদ করতে হয়েছিল নিজ দায়িত্বে।

** স্ট্যুয়ার্টের রচনা সম্পর্কে টুক যে একেবারেই অনবহিত ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর 'History of Prices from 1839 to 1847' গ্রন্থে; লন্ডন থেকে ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি অর্থের তত্ত্বগুলির ইতিহাসের সারসংক্ষেপ উপস্থিত করেছেন।

of Prices' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেও টুক রিকার্ডীয় তত্ত্বে পুরোপুরি আচ্ছন্ন এবং এই তত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনাকে মেলানোর বৃথা চেষ্টায় ব্রতী। ১৮২৫ সালের সংকটের পরে প্রকাশিত তাঁর 'On the Currency' পুস্তিকাটিকে গণ্য করা যায় সেই সমস্ত অভিমতের প্রথম সুসংগত প্রকাশ বলে, পরে ওভারস্টোন যা বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু দামের ইতিহাস সম্বন্ধে নিরন্তর অনুসন্ধান টুককে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল যে এই তত্ত্বে পূর্বানুমিত দাম ও মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরস্পর-সম্পর্ক পুরোপুরি কাল্পনিক, বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্য যখন অবিচল থাকে তখন মুদ্রার পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস সর্বদাই দামের ওঠা-পড়ার পরিণতি, কখনোই কারণ নয়, সব মিলিয়ে অর্থ সঞ্চলন নিতান্তই এক গৌণ গতি, এবং সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা ছাড়াও উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়ায় অর্থ অন্য বহুবিধ কাজ করে। তাঁর বিশদ গবেষণা সরল ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রটির অন্তর্গত নয় এবং তাই, এই স্তরে সেটি অথবা একই চিন্তাধারাসম্পন্ন উইলসন ও ফুলারটন-এর রচনা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়।* এই লেখকদের কেউই অর্থ সম্পর্কে একদেশদর্শী নন, বরং তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিবেচনা করেন, যদিও পরস্পরের সঙ্গে কিংবা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বর্গগুলির সঙ্গে এই দিকগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে শুধু যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা করেন। তাই, তাঁরা মুদ্রা থেকে পৃথকভাবে অর্থকে পুঁজির সঙ্গে কিংবা এমন কি পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ভ্রান্তিটি করেন; যদিও অন্য দিকে তাঁরা মাঝে মাঝে বাধ্য হয়েই বলেন যে এই দুটি বর্গ ও অর্থের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে।** দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোনা

* টুকের প্রধান রচনা — তাঁর সহযোগী নিউমার্চ কর্তৃক ছয় খণ্ডে প্রকাশিত 'History of Prices' ছাড়া — 'An Inquiry into the Currency Principle, the Connection of Currency with Prices...' ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮৪৪। উইলসনের বইয়ের প্রসঙ্গ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লেখ করা বাকি জন ফুলারটনের 'On the Regulation of Currencies', ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৮৪৫।

** পণ্যদ্রব্য রূপে বিবেচিত সোনা, অর্থাৎ পুঁজি, আর মুদ্রা রূপে বিবেচিত সোনার মধ্যে... আমাদের.. প্রভেদ করা উচিত..' (টমাস টুক, 'An Inquiry into the Currency Principle', পৃঃ ১০)। 'সোনা ও রুপোর উপরে.. নির্ভর করা যায়, সেগুলি গিয়ে পৌঁছলে যে অঙ্ক প্রদান করা প্রয়োজন তা প্রায় যথাযথ উশুল করবে। .. অন্য সমস্ত ধরনের পণ্যদ্রব্যের তুলনায় সোনা ও রুপোর সুবিধা অপরিসীম.. অর্থ হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়ার... দরুন। ...বৈদেশিক বা অভ্যন্তরিক কোনো ঋণই চা,

যখন বিদেশে পাঠানো হয় তখন বস্তুত পুঁজিই বিদেশে পাঠানো হয়, কিন্তু যখন লোহা, তুলো, শস্য, সংক্ষেপে যে কোনো পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয় তখনও ব্যাপারটা তাই হয়। দুটিই পুঁজি এবং তাদের মধ্যেকার পার্থক্য তাই এইখানে নয় যে একটি হল পুঁজি, বরং এইখানে যে একটি অর্থ এবং অপরটি পণ্যসামগ্রী। বিনিময়ের আন্তর্জাতিক উপায় হিসেবে সোনার ভূমিকা তাই পুঁজি হিসেবে তার যে বিশিষ্ট রূপ আছে তার দরুন নয়, বরং অর্থ হিসেবে তা যে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তারই দরুন। অনুরূপভাবে, সোনা কিংবা তার স্থান যেগুলি গ্রহণ করে সেই ব্যাঙ্ক-নোট যখন আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে পরিশোধের উপায় হিসেবে কাজ করে তখন সেগুলি একই সময়ে পুঁজিও বটে। কিন্তু তার পরিবর্তে পণ্যসামগ্রীর আকারে পুঁজি ব্যবহার করা অসম্ভব হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংকটগুলি অত্যন্ত প্রকটভাবেই তা দেখায়। আবারও, পণ্যসামগ্রী এবং পুঁজি হিসেবে তার কাজ নয় বরং অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত সোনার মধ্যেকার পার্থক্যই সোনাকে পরিশোধের উপায়ে পরিণত করে। এমন কি যখন পুঁজি সরাসরি রপ্তানি হয় পুঁজি হিসেবে, যেমন, বিদেশে সুদে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তখনও তা পণ্যসামগ্রীর আকারেই রপ্তানি হোক অথবা সোনার আকারেই রপ্তানি হোক, নির্ভর করে বাজারের অবস্থার উপরে; এবং তা যদি সোনা হিসেবে রপ্তানি হয়, সেটা করা হয় বহুমূল্য ধাতুগুলি পণ্যসামগ্রীর বিপ্রতীপে অর্থ হিসেবে যে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তার দরুন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে বিমূর্ত রূপে অর্থ সরল পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করে এবং চলতি পণ্যসামগ্রীর সম্পর্কের মধ্য থেকে বিবর্ধিত হয়, এই লেখকবৃন্দ অর্থকে সেই বিমূর্ত

কফি, চিনি বা নীলে পরিশোধ্য হবে বলে সাধারণত চুক্তি করা হয় না, করা হয় মুদ্রায় পরিশোধ্য বলে; এবং তাই, হয় নির্ধারিত অভিন্ন মুদ্রায়, না হয় যে দেশে তা প্রেরিত হয় সেখানকার টাঁকশালে অথবা বাজার মারফৎ যাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুদ্রায় পরিণত করা যায় এমন সোনা-রুপোর বাটে মূল্য-প্রেরণই প্রেরককে চাহিদা নষ্ট হওয়া বা দামের ওঠা-পড়া-জনিত নৈরাশ্যের ঝুঁকি ছাড়াই সর্বদা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সবচেয়ে সুনিশ্চিত, আশু ও যথার্থ উপায় যোগাবে' (জন ফুলারটন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩২, ১৩৩)। (সোনা ও রুপো ছাড়া) 'অন্য যে কোনো সামগ্রী পরিমাণে অথবা মৌলিক গুণে, যে দেশে তা প্রেরিত হচ্ছে সেখানকার স্বাভাবিক চাহিদার বাইরে হতে পারে' (টুক, 'An Inquiry...' [পৃঃ ১০])।

রূপে বিচার করেন না। ফলে, পণ্যসামগ্রীর বিপরীতে অর্থ যে বিমূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে সেই বিমূর্ত রূপ এবং পুঁজি, রাজস্ব প্রভৃতির মতো মূর্ত বিষয়গুলি যার মধ্যে গুপ্ত থাকে অর্থের সেই সমস্ত রূপের মধ্যে তাঁরা ক্রমাগত আন্দোলিত হন।*

রচনাকাল: অগস্ট, ১৮৫৮ —
জানুয়ারি, ১৮৫৯

* অর্থের পুঁজিতে পরিবর্তনের বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে; এই অধ্যায়ে পুঁজির প্রসঙ্গ আলোচিত এবং প্রথম অংশের সমাপ্তি।এই রচনার।

কার্ল মার্কস

ভূমিকা [৩৪]

১। উৎপাদন, উপভোগ, বণ্টন, বিনিময় (সঞ্চলন)

১। উৎপাদন

(ক) শুরুতেই, আলোচ্য প্রশ্নটি হল **বৈষয়িক উৎপাদন**।

সমাজে উৎপাদনকারী ব্যক্তিরা, এবং সেই হেতু ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদনই হল প্রস্থান-বিন্দু। একাকী ও নিঃসঙ্গ যে ব্যাধ বা ধীবর অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর যাত্রাস্থল হিসেবে কাজ করে, তা রবিনসন ক্রুসো ধাঁচের অষ্টাদশ শতকীয় রম্যন্যাসের কল্পনাশক্তিহীন উদ্ভটতার অন্যতম; এবং সামাজিক ইতিহাসবেত্তাদের দাবি সত্ত্বেও তা কোনো মতেই পরিমার্জনাতিশয্যের বিরুদ্ধে নিছক এক প্রতিক্রিয়া ও ভুল ধারণাপ্রসূত প্রাকৃত জীবনে পশ্চাদ্‌গমনের দ্যোতক নয়। একটি চুক্তির সাহায্যে যা প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন প্রজাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করে, রুসোর সেই 'সামাজিক চুক্তি'ও এই ধরনের প্রকৃতিবাদে'র উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি একটি বিভ্রম এবং ছোট-বড় রবিনসন-জাতীয়দের নান্দনিক বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। বরং তা হল 'বুর্জোয়া সমাজের' পূর্বাভাস, যে-সমাজ ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং পরিপক্কতার দিকে বিরাট পদক্ষেপ করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অবাধ প্রতিযোগিতার এই সমাজে ব্যক্তি যেন প্রাকৃতিক সম্পর্ক প্রভৃতি থেকে বিমুক্ত ছিল, তা তাকে করে রেখেছিল পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগগুলির মানুষের এক বিশেষ, সীমিত পুঞ্জের উপাঙ্গ। অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডো যাঁদের কাঁধের উপরে তখনও পুরোপুরি দাঁড়িয়েছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ভবিষ্যদ্বক্তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তিমানুষকে — এক দিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙনের ফল এবং অন্য দিকে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিবর্ধিত

নতুন উৎপাদিকা শক্তিগুলির ফল — বিবেচনা করেছিলেন এক আদর্শ হিসেবে, যার অস্তিত্ব অতীতকালের। এই ব্যক্তিমানুষকে তাঁরা একটা ঐতিহাসিক ফল হিসেবে দেখেন নি, দেখেছিলেন ইতিহাসের যাত্রাস্থল হিসেবে; ইতিহাসের গতিপথে গড়ে-ওঠা একটা কিছু হিসেবে দেখেন নি, দেখেছিলেন প্রকৃতি-স্থাপিত একটা কিছু হিসেবে, কারণ তাঁদের কাছে এই ব্যক্তিমানুষ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে সমঞ্জস, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণানুগ। এই মোহ এ যাবৎ প্রতিটি নতুন যুগেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। কোনো-কোনো দিক দিয়ে যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং অভিজাত হিসেবে বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সব কিছু দেখার যাঁর প্রবণতা ছিল, সেই স্টুয়ার্ট এই অতি-সরল দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করেছেন।

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে আমরা যত পিছন দিকে যাই, ব্যক্তিমানুষকে, এবং তদনুযায়ী উৎপাদনকারী ব্যক্তিমানুষকেও, তত বেশি করে মনে হয় পরাধীন ও বৃহত্তর সমগ্রের অঙ্গ বলে। প্রথমে, ব্যক্তিমানুষ তখনও রীতিমত স্বাভাবিকভাবে পরিবারের ও পরিবার থেকে বিবর্ধিত গোষ্ঠীর অংশ; পরে সে একটি সম্প্রদায়ের অংশ, গোষ্ঠীগুলির বিরোধ-মিলন থেকে উদ্ভূত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রূপের একটির অংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজে সমাজদেহের বিভিন্ন রূপ ব্যক্তিমানুষের সামনে শুধু তার ব্যক্তিগত লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে, বাহ্যিক প্রয়োজন হিসেবে হাজির হয় নি। কিন্তু যে যুগ এই দৃষ্টিকোণ, যথা একাকী ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে, তা হল (এখনও পর্যন্ত) সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত সামাজিক (এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, সাধারণ) সম্পর্কের যুগ। মানুষ আক্ষরিকতম অর্থেই zoon politikon [সামাজিক প্রাণী]: সে শুধু সামাজিক প্রাণীই নয়, বরং এমনই প্রাণী যাকে একমাত্র সমাজের ভিতরেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দান করা যেতে পারে। সমাজ-বহির্ভূত একাকী একজন ব্যক্তির উৎপাদন — ঘটনাটা দুর্লভ, তা ঘটতে পারে তখনই যখন গতিশীল সামাজিক শক্তিগুলিকে ইতিমধ্যেই আত্মস্থ করে নিয়েছে এমন একজন সভ্য মানুষ দুর্ঘটনাক্রমে জনমানবহীন স্থানে গিয়ে পড়ে — একত্র বসবাসকারী ও পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়াই বাক্‌শক্তির বিকাশের মতোই অবাস্তব। এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ কথা আদৌ উল্লেখ করাই দরকার হত না, যদি এই

শূন্যগর্ভতা — অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের রচনায় যার মানে ছিল — বাস্তিয়া, কেরি, প্রুধোঁ প্রমুখেরা আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আরেকবার স্পষ্টভাবে আমদানি না করতেন। অবশ্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রুধোঁর পক্ষে এক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উৎস — যে-সম্পর্কের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তিনি জানেন না — পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে ঐতিহাসিক-দার্শনিক কায়দায় ব্যাখ্যা করতে পারাটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক; তিনি দাবি করেন আদম অথবা প্রমিথিয়ুস-এর মাথায় এই তৈরি-চিন্তাটা এসেছিল, তার পরে তা প্রয়োগ করা হয়, ইত্যাদি। Locus communis [মামুলি ধরন]-এর উদ্ভট কল্পনার চাইতে ক্লান্তিকর ও নীরস আর কিছুই নেই।

তাই, আমরা যখন উৎপাদনের কথা বলি, তখন আমাদের মনে সব সময়ে থাকে সমাজ বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদনের কথা, সমাজে ব্যক্তিবর্গের উৎপাদনের কথা। সুতরাং, মনে হতে পারে যে, উৎপাদনের কথাই যদি আমাদের বলতে হয় তা হলে হয় আমাদের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর সন্ধান করতে হবে, না হয় শুরু থেকেই ঘোষণা করতে হবে যে আমরা বিচার করছি একটি বিশেষ কালপর্ব, যথা আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন, বস্তুত সেটাই আমাদের আসল বিষয়বস্তু। উৎপাদনের সকল কালপর্বেরই অবশ্য কতকগুলি অভিন্ন লক্ষণ আছে: তাদের কতকগুলি অভিন্ন বর্গ আছে। **সাধারণভাবে উৎপাদন** এক বিমূর্তন, কিন্তু এক যুক্তিগ্রাহ্য বিমূর্তন, কারণ তা প্রকৃতই অভিন্ন দিকগুলিকে জোর দিয়ে দেখায় এবং সংজ্ঞায়িত করে এবং তাই, পুনরাবৃত্তি পরিহার করে। তবুও এই **সাধারণ** ধারণাটি, অথবা তুলনার দ্বারা গোচরীভূত অভিন্ন দিকটি বিচিত্রমুখী বর্গ সমন্বিত এক বহুবিধ যোগ। কোনো-কোনো উপাদান সব যুগে পাওয়া যায়, কতকগুলি অভিন্ন অল্প কয়েকটি যুগে। আধুনিকতম কাল ও প্রাচীনতম কালের [কিছু কিছু] বর্গ অভিন্ন থাকবে। সেগুলি ছাড়া উৎপাদন অকল্পনীয়। কিন্তু সবচেয়ে সুবিকশিত ভাষাগুলির আদিমতম ভাষাগুলির সঙ্গে অভিন্ন কিছু নিয়ম ও বর্গ থাকলেও এই সমস্ত সাধারণ ও অভিন্ন লক্ষণ থেকে বিচিত্রগামিতাই সেগুলির বিকাশের পরিচায়ক। সাধারণভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সংজ্ঞার্থগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা দরকার — প্রয়োজক, মানবজাতি আর লক্ষ্যবস্তু, প্রকৃতি যে একই, এই ঘটনা থেকেই উদ্ভূত ঐক্য সত্ত্বেও বিদ্যমান আবশ্যিক পার্থক্যগুলি যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে না-পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের

চিরন্তনতা ও সুসংগতি যাঁরা প্রচার করেন সেই আধুনিক অর্থনীতিবিদদের সমগ্র প্রজ্ঞা নির্ভর করে এই ঘটনাটি উপলব্ধি করতে অপারগতার উপরে। যেমন, উৎপাদনের একটি হাতিয়ার ছাড়া কোনো উৎপাদন সম্ভব নয়, এমন কি এই হাতিয়ার যদি শুধু হাত হয় তাও। তা সম্ভব নয় অতীত, সঞ্চিত শ্রম ছাড়া, এমন কি এই শ্রম যদি শুধু বার-বার অভ্যাসে অর্জিত ও একজন বর্বরের হাতে সঞ্চিত হয় তাও। পুঁজি, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, উৎপাদনের এক হাতিয়ারও বটে এবং অতীত, বাস্তবায়িত শ্রমও বটে। ফলত, পুঁজি হল প্রকৃতি-প্রদত্ত এক সর্বজনীন ও চিরন্তন সম্পর্ক — অর্থাৎ, যে বিশেষ বিষয়গুলি 'উৎপাদনের হাতিয়ার' বা 'সঞ্চিত শ্রম'-কে পুঁজিতে পরিণত করে ঠিক সেই বিষয়গুলিকে যদি বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে উৎপাদন-সম্পর্কের গোটা ইতিহাসই দেখা দেয়, যেমন কেরির লেখায়, সরকার-কর্তৃক অনিষ্টকরভাবে সংঘটিত এক বিকৃতি হিসেবে।

সাধারণভাবে কোনো উৎপাদন যেমন নেই, ঠিক তেমনই নেই কোনো সাধারণ উৎপাদন, উৎপাদন সর্বদাই উৎপাদনের এক **বিশেষ** শাখা — যথা, কৃষি, গবাদি পশু-প্রজন, পণ্যোৎপাদন — অথবা তা হল উৎপাদনের **সামগ্রিকতা**। অর্থশাস্ত্র অবশ্য প্রযুক্তিবিদ্যা নয়। এক নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরে উৎপাদনের বিশেষ-বিশেষ রূপের সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ বর্গগুলির সম্পর্ক অন্যত্র (পরে) বিবৃত করা দরকার।

সব শেষে, উৎপাদন শুধু বিশেষ উৎপাদনই নয়, অবধারিতভাবেই তা এক নির্দিষ্ট সামাজিক দেহ, এক সামাজিক প্রয়োজক, উৎপাদনী ক্ষেত্রগুলির বিস্তৃততর অথবা সংকীর্ণতর এক সামগ্রিকতায় তা নিযুক্ত। প্রকৃত প্রক্রিয়ার সঙ্গে কেতাবি উপস্থাপনার সম্পর্কও এখানে বিবেচ্য নয়। সাধারণভাবে উৎপাদন। উৎপাদনের বিশেষ-বিশেষ শাখা। উৎপাদনের সামগ্রিকতা।

অর্থনৈতিক রচনাদির মুখবন্ধে একটা সাধারণ অংশ দেওয়াটা কেতায় দাঁড়িয়েছে -- আর ঠিক সেটাই থাকে 'উৎপাদন' শিরোনামার নিচে, দৃষ্টান্তস্বরূপে জন স্টুয়ার্ট মিল [৩৫] দ্রষ্টব্য — তাতে সমস্ত উৎপাদনের **সাধারণ অবস্থা** সংক্রান্ত আলোচনা থাকে। এই সাধারণ অংশে থাকে অথবা থাকে বলে বোঝানো হয়:

১) যে-সমস্ত অবস্থা ছাড়া উৎপাদন চালানো যায় না। বস্তুত, তার অর্থ শুধু এই যে, যে কোনো প্রকার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক বিষয়গুলির কথা বলা হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাব, এর প্রকৃত অর্থ

দাঁড়ায় কয়েকটি অতি সরল সংজ্ঞার্থ, সেগুলি আরও সম্প্রসারিত করে মামুলি কিছু পুনরুক্তি করা হয়।

২) যে-সমস্ত অবস্থা অধিকতর অথবা স্বল্পতর মাত্রায় উৎপাদনের সহায়ক হয়, অ্যাডাম স্মিথের সমাজের অগ্রগতিশীল ও স্থাণু অবস্থায় যেমন ঘটে। স্মিথের রচনায় aperçu [সারনির্বাস] হিসেবে যার একটা মূল্য আছে, তাকে বিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য প্রদান করতে হলে এক একটি জাতির বিকাশে বিভিন্ন কালপর্বে **উৎপাদনশীলতার মাত্রা** সম্বন্ধে গবেষণা চালানো দরকার; যথার্থভাবে বলতে গেলে, এরূপ অনুসন্ধান বিষয়বস্তুটির কাঠামোর বাইরে, তবে যে-দিকগুলি প্রাসঙ্গিক, সেগুলি প্রতিযোগিতা, সঞ্চয় প্রভৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত। সাধারণ রূপে উত্তরটা দাঁড়ায় এই সাধারণ উক্তিতে যে একটি শিল্পোন্নত জাতি তার সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা অর্জন করে তখনই যখন সে পুরোপুরি তার ঐতিহাসিক বিকাশের শীর্ষে। (বস্তুতপক্ষে, একটি জাতি তার শিল্পোন্নয়নের শীর্ষে থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ অর্জিত বস্তু নয়, অর্জন করাই তার প্রধান লক্ষ্য থাকে। এদিক দিয়ে ইয়াঙ্কিরা ইংরেজদের চাইতে উপরে)। কিংবা তা না হলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কতকগুলি জাতি, সংগঠন, জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা, যেমন সামুদ্র অবস্থান, জমির উর্বরতা প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে তুলনীয়ভাবে অধিকতর সহায়ক। এও আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই পৌনঃপুনিক উক্তিতে যে বিষয়ীগত ও বিষয়গত উপাদানগুলি যে-মাত্রায় লভ্য হয় সম্পদের উৎপাদন বাড়ে ততখানি সহজে।

কিন্তু সাধারণ অংশে অর্থনীতিবিদরা আসলে এই সব বিষয় নিয়ে ভাবিত নন। বরং তাঁদের চিন্তাটা এই যে — দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিল দ্রষ্টব্য -- বণ্টন প্রভৃতি থেকে বিশেষ পৃথকভাবে উৎপাদনকে উপস্থিত করতে হবে ইতিহাস-নিরপেক্ষ চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত হিসেবে, এবং সেই সঙ্গে **বুর্জোয়া** সম্পর্ককে সংগোপনে চালিয়ে দিতে হবে in abstracto [বিমূর্তভাবে] সমাজের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে। এই হল গোটা কর্মপ্রণালীর অল্পবিস্তর সচেতন উদ্দেশ্য। বণ্টনের ব্যাপারে অবশ্য বলা হয় যে মানুষ সত্যিই কিছু পরিমাণ অবাধ বাছাইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে। উৎপাদন ও বণ্টন এবং তাদের প্রকৃত পরস্পর-সম্পর্কের স্থূল পৃথকীকরণ ছাড়াও, শুরু থেকেই এ কথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বণ্টনের প্রণালী যতই অননুরূপ হোক না-কেন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে এখানেও ঠিক তেমন অভিন্ন দিকগুলির উপরে জোর দেওয়া

নিশ্চয়ই সম্ভব হবে; এবং তেমনই **সমস্ত মানবজাতির পক্ষে অভিন্ন** নিয়মগুলির সমস্ত ঐতিহাসিক পার্থক্য তালগোল পাকিয়ে ফেলা ও নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীতদাস, ভূমিদাস, মজুরি-শ্রমিক — এরা সবাই ক্রীতদাস, ভূমিদাস বা মজুরি-শ্রমিক হিসেবে টিকে থাকার মতো কিছু পরিমাণ খাদ্য পায়। যে-দিগ্বিজয়ী রাজকর নিয়ে জীবন নির্বাহ করে কিংবা যে-আধিকারিক জীবন নির্বাহ করে ট্যাক্স নিয়ে, কিংবা যে জমিদার খাজনা নিয়ে জীবন নির্বাহ করে, অথবা যে-ভিক্ষু ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীতে জীবন নির্বাহ করে, কিংবা যে-যাজক গির্জার জন্য প্রদত্ত বাৎসরিক ফসল ও নবজাত পশুর এক-দশমাংশ নিয়ে জীবন নির্বাহ করে, তারা সবাই সামাজিক উৎপাদের একটা অংশ পায়, ক্রীতদাস প্রভৃতির অংশ যে-নিয়মে নির্ধারিত হয় তা থেকে পৃথক নিয়মে সেই অংশ নির্ধারিত। এই অংশে যে-দুটি প্রধান বিষয়কে সব অর্থনীতিবিদই অন্তর্ভুক্ত করেন তা হল: ১) সম্পত্তি এবং ২) বিচার বিভাগ, পুলিস প্রভৃতির দ্বারা তার সুরক্ষা।

এর শুধু একটা অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দরকার:

১ সম্পর্কে: উৎপাদন সর্বদাই এক নির্দিষ্ট সমাজ সংগঠনের ভিতরে ও তার সাহায্যে একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপযোজন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা পুনরুক্তিমূলক যে সম্পত্তি (উপযোজন) উৎপাদনের একটি শর্ত। কিন্তু এ থেকে এক বিশিষ্ট রূপের সম্পত্তি, যথা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে লাফিয়ে যাওয়াটা রীতিমত হাস্যকর (অধিকন্তু তা এক বিপ্রতীপ রূপ যাতে অনুরূপভাবে **অ-সম্পত্তিও** একটি শর্ত হিসেবে পূর্বানুমিত)। বরংচ, ইতিহাস দেখিয়েছে যে অভিন্ন সম্পত্তি (যেমন ভারতীয়, স্লাভ, প্রাচীন কেল্ট প্রভৃতিদের মধ্যে) হল আদি রূপ, এবং সম্প্রদায়গত সম্পত্তির আকারে তা দীর্ঘকাল ধরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পত্তির এই ধরন অন্য ধরনের অধীনে সম্পত্তির বিকাশ দ্রুততরভাবে হয় কি না, তা এখনও এই সময়ে আলোচ্য নয়। তবে এ কথা বলা পুনরুক্তিমূলক যে, কোনো ধরনের সম্পত্তি যেখানে নেই, সেখানে কোনো উৎপাদন হতে পারে না এবং তাই, কোনো সমাজও থাকতে পারে না। কিছুই উপযোজন করে না এমন উপযোজন স্ববিরোধী।

২ সম্পর্কে: যা অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করা, ইত্যাদি। এই সমস্ত মামুলি কথাকে যদি তাদের প্রকৃত অন্তঃসারে পর্যবসিত করা হয়, তা হলে তারা যে কথা বলে, সেটা তাদের প্রণেতাদের উপলব্ধির চাইতে বেশি, যথা

প্রতিটি উৎপাদন-প্রণালী তার বিশেষ আইনগত সম্পর্ক, রাজনৈতিক ধরন প্রভৃতির জন্ম দেয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসংগত বিষয়গুলিকে যে পরস্পরের সঙ্গে এলোমেলো সম্পর্কের মধ্যে, অর্থাৎ এক সরল প্রতিবর্তী সম্বন্ধের মধ্যে আনা হয় সেটা স্থূলতা ও উপলব্ধির অভাবের লক্ষণ। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের চোখের সামনে রয়েছে শুধু এই বিষয়টি যে উৎপাদন, যেমন ধরুন চণ্ডনীতির অধীনে যেমন অগ্রসর হয়, তার চাইতে বেশি মসৃণভাবে অগ্রসর হয় আধুনিক পুলিসি ব্যবস্থায়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে চণ্ডনীতিও আইন, এবং এমন কি তাঁদের 'সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রে'ও সবলতরদের আইন এখনও টিকে আছে, শুধু এক ভিন্ন রূপে।

উৎপাদনের এক বিশেষ স্তরের পক্ষে উপযুক্ত সামাজিক অবস্থা যখন হয় ক্রমবিকাশের পথে, না হয় ভাঙনের অবস্থায় থাকে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তখন স্বাভাবিকভাবে গোলযোগ দেখা দেয়, যদিও তার মাত্রা ও পরিসর নানান রকম হতে পারে।

আবার বিষয়গুলি স্মরণ করা যাক: এমন কতকগুলি বর্গ আছে যা উৎপাদনের সকল স্তরেই অভিন্ন এবং যুক্তিবলে সাধারণ বর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সমস্ত ও যে কোনো উৎপাদনের তথাকথিত **সাধারণ অবস্থা** বিমূর্ত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়, উৎপাদনের প্রকৃত ঐতিহাসিক স্তরগুলির একটিকেও তা সংজ্ঞায়িত করে না।

২। বণ্টন, বিনিময় ও উপভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ সম্পর্ক

উৎপাদন সম্পর্কে অধিকতর বিশ্লেষণ শুরু করার আগে অর্থনীতিবিদরা তার পাশাপাশি যে-বিভিন্ন অংশকে স্থাপন করেন সেগুলি বিবেচনা করা দরকার।

রীতিমত স্পষ্ট ধারণাটি এই: -- উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সমাজের সদস্যরা প্রাকৃতিক উৎপাদগুলিকে উপযোজন (উৎপাদন, ব্যবহারযোগ্য রূপে গঠন) করে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী; ব্যক্তি এই সমস্ত উৎপাদের যে-অংশ পায় তা নির্ধারণ করে বণ্টন; বণ্টনের ফলে সে যে-অংশটা পায় তাকে সে যেসব বিশেষ পণ্যে পরিবর্তিত করতে চায় বিনিময় তাকে সেই সব পণ্য সরবরাহ করে; সব শেষে, উপভোগে উৎপাদগুলি হয়ে ওঠে ব্যবহারের সামগ্রী, অর্থাৎ ব্যক্তিরা সেগুলিকে উপযোজন করে। উৎপাদন সৃষ্টি করে প্রয়োজনের সঙ্গে

সংগতিপূর্ণ সামগ্রী; বণ্টন সেগুলি বিলিবরাদ্দ করে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী; বিনিময় আবার ইতিমধ্যেই বিলিবরাদ্দ করা সামগ্রীগুলিকে বণ্টন করে ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী: সব শেষে, উৎপাদটি এই সামাজিক গতি ত্যাগ করে, তা হয়ে ওঠে এক ব্যক্তিগত চাহিদার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যবস্তু ও দাস, তার ব্যবহার এই চাহিদা পূরণ করে। উৎপাদন এইভাবে দেখা দেয় প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে, উপভোগ লক্ষ্য হিসেবে, বণ্টন ও বিনিময় মধ্যস্থল হিসেবে, তার একটা দ্বৈত রূপ আছে, কারণ, সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, বণ্টন হল সমাজ-প্রণোদিত আর বিনিময় ব্যক্তিবর্গ-প্রণোদিত। উৎপাদনে ব্যক্তিরা অর্জন করে এক বিষয়গত দিক, এবং উপভোগে বস্তুগুলি অর্জন করে এক বিষয়ীগত দিক; বণ্টনে সমাজই প্রাধান্যসম্পন্ন সাধারণ নিয়মের সাহায্যে উৎপাদন ও উপভোগের মধ্যে মধ্যস্থতা করে; বিনিময়ে এই মধ্যস্থতা ঘটে ব্যক্তিদের এলোমেলো সিদ্ধান্তের ফলে।

যে-উৎপাদগুলি ব্যক্তির কাছে বর্তায় তার অনুপাত (পরিমাণ) নির্ধারিত করে বণ্টন, বণ্টন তার জন্য যে-অংশ নির্দিষ্ট করে ব্যক্তি তা যেসব উৎপাদ দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় সেই উৎপাদগুলি নির্ধারিত করে দেয় বিনিময়।

উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও উপভোগ এইভাবে তৈরি করে এক যথার্থ ন্যায়ানুসারী অনুমানবাক্য: উৎপাদন হল সর্বজনীনতার প্রতিভূ, বণ্টন ও বিনিময় বিশেষের, এবং উপভোগ হল সমগ্রের অন্তঃসার, ব্যক্তিগত ঘটনার প্রতিভূ। এটি বস্তুতই এক অনুক্রম, তবে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। উৎপাদন নির্ধারিত হয় প্রকৃতির সার্বিক নিয়ম দিয়ে; বণ্টন এলোমেলো সামাজিক বিষয়গুলি দিয়ে, তা তাই উৎপাদনের উপরে অল্পবিস্তর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে; বিনিময়, এক আনুষ্ঠানিক সামাজিক গতি, রয়েছে এই দু-য়ের মাঝামাঝি: এবং সমাপ্তিসূচক কাজ হিসেবে উপভোগ — যা শুধু শেষ লক্ষ্য হিসেবেই নয়, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হিসেবেও পরিগণিত — পড়ে অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রের বাইরে, শুধু তা আবার প্রস্থান-বিন্দুর উপরে পারস্পরিক ক্রিয়া বিস্তার করে আরেকবার যে সমগ্র প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়, সেটুকু ছাড়া।

অর্থনীতিবিদদের যেসব প্রতিপক্ষ অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে পরস্পর-সম্পর্কিত উপাদানগুলিকে স্থূলভাবে পৃথক করার অভিযোগ তোলেন, তাঁরা হয় তর্ক তোলেন একই দৃষ্টিকোণ থেকে, না হয় এমন কি আরও

নিচু দৃষ্টিকোণ থেকে, এইসব প্রতিপক্ষ অর্থশাস্ত্রের এলাকার ভিতর থেকেই আসুন অথবা বাইরে থেকেই আসুন তাতে কিছু আসে-যায় না। এই নিন্দার মতো এত মামুলি নিন্দাবাদ আর কিছু নেই যে অর্থনীতিবিদরা উৎপাদনকে বড় বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য বলে গণ্য করেন; এবং এই যে বণ্টনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই যুক্তির ভিত্তি হল অর্থনীতিবিদদের এই মত যে বণ্টন হল উৎপাদনের পাশাপাশি এক পৃথক ও স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। আরেকটি যুক্তি এই যে বিভিন্ন বিষয়কে একটিমাত্র সমগ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; যেন এই পৃথকীকরণ জোর করে পাঠ্যবই থেকে বাস্তব জীবনে ঢুকে পড়েছে, তার বিপরীত, বাস্তব জীবন থেকে পাঠ্যবইতে নয়; এবং যেন প্রশ্নটা ধারণাগুলির দ্বান্দ্বিক সমন্বয়সাধনের, প্রকৃতই বিদ্যমান অবস্থাগুলির বিশ্লেষণের নয়।

ক) [উৎপাদন ও উপভোগ]

উৎপাদন যুগপৎ উপভোগও বটে। তা হল দ্বৈত রূপে উপভোগ -- বিষয়ীগত ও বিষয়গত উপভোগ। [প্রথমত,] উৎপাদন করতে করতে যে ব্যক্তিমানুষ তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়, সেই ক্ষমতা সে ব্যয়ও করে, তাকে ব্যবহার করে উৎপাদন-ক্রিয়ায়, ঠিক যেমন প্রাকৃতিক প্রজননে প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপায়গুলির উপভোগই ব্যবহৃত ও ব্যবহারে নিঃশেষিত হয় এবং অংশত (যেমন, জ্বালানি) পরিণত হয় সরলতর অংশে। তাতে অনুরূপভাবে কাঁচা মালের ব্যবহার জড়িত, তা বিশোষিত হয়ে যায় এবং মূল আকৃতি ও ধর্ম আর বজায় থাকে না। এইভাবে উৎপাদন-ক্রিয়াই তার সমস্ত পর্যায়ে এক উপভোগ-ক্রিয়াও। অর্থনীতিবিদরা এ কথা স্বীকার করেন। যে-উৎপাদন যুগপৎ উপভোগের সমরূপ, এবং যে-উপভোগ উৎপাদনের প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গী, এই দুটিকেই তাঁরা বলেন **উৎপাদনশীল উপভোগ**। উৎপাদন ও উপভোগের অভেদ হয়ে দাঁড়ায় স্পিনোজার প্রতিজ্ঞাবাক্যের মতো: determinatio est negatio [নির্ধারণ নেতিবাচক]।

কিন্তু উৎপাদনশীল উপভোগের এই সংজ্ঞার্থ উপস্থিত করা হয় শুধু উৎপাদনের সমরূপ উপভোগকে যথার্থ অর্থে উপভোগ — যাকে তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের ধ্বংসাত্মক বিপ্রতীপ বলে গণ্য করা হয় -- থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, খাশ উপভোগ সম্পর্কেই আলোচনা করে দেখা যাক।

উপভোগ যুগপৎ উৎপাদনও বটে, ঠিক যেমন প্রকৃতিতে একটি উদ্ভিদের উৎপাদনের সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও রাসায়নিক পদার্থের উপভোগ জড়িত। এ কথা স্পষ্ট যে মানুষ তার নিজের দেহ উৎপন্ন করে, যথা, ভোজনের মধ্য দিয়ে, সেটা এক ধরনের উপভোগ। কিন্তু একই কথা অন্য যে কোনো ধরনের উপভোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের কোনো একটি দিক উৎপন্ন করার সহায়ক। তাই, তা উপভোগমূলক উৎপাদন। তা সত্ত্বেও, অর্থশাস্ত্র বলে, উপভোগের সমরূপ এই ধরনের উৎপাদন প্রথম উৎপাদের বিনাশ থেকে উদ্ভূত দ্বিতীয় একটি পর্যায়। প্রথম ধরনেব উৎপাদনে উৎপাদনকারী এক বিষয়গত দিক গ্রহণ করে, দ্বিতীয় ধরনে তার সৃষ্ট বস্তুগুলি এক ব্যক্তিক দিক গ্রহণ করে। তাই, এই উপভোগমূলক উৎপাদন — যদিও তা উৎপাদন ও উপভোগের প্রত্যক্ষ ঐক্যের পরিচায়ক — আবশ্যিকভাবেই খাশ উৎপাদন থেকে আলাদা। যার মধ্যে উৎপাদন উপভোগের অনুষঙ্গী এবং উপভোগ উৎপাদনের অনুষঙ্গী, সেই প্রত্যক্ষ ঐক্য তাদের যুগপৎ দ্বিত্বকে প্রভাবিত করে না।

উৎপাদন এইভাবে একই সঙ্গে উপভোগ, এবং উপভোগ একই সঙ্গে উৎপাদন। প্রতিটি যুগপৎ তার বিপরীত। কিন্তু একই সঙ্গে দুটির মধ্যে মধ্যবর্তী গতি ঘটে। উৎপাদনের ফলে উপভোগ হয়, উপভোগের জন্য বস্তু-উপাদান যোগায় উৎপাদন; উৎপাদন ছাড়া উপভোগের কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকত না। কিন্তু উপভোগও উৎপাদন ঘটায়, তার উৎপাদ যার কাছে পণ্যদ্রব্য, সেই উৎপাদগুলির প্রয়োজক যুগিয়ে। উৎপাদ একমাত্র তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা লাভ করে উপভোগেই। যে-রেলপথে কেউ ভ্রমণ করে না, সুতরাং যা ব্যবহৃত হতে হতে নিঃশেষিত হয় না, যার উপভোগ হয় না, তা অস্তিত্বগতভাবে হলেও কার্যত রেলপথ নয়। উৎপাদন ছাড়া উপভোগ হয় না, কিন্তু উপভোগ ছাড়াও উৎপাদন হয় না, কারণ সেক্ষেত্রে উৎপাদন হবে অযথা। উপভোগ উৎপাদনের জন্ম দেয় দুইভাবে।

১) কারণ একটি উৎপাদ প্রকৃতই উৎপাদ হয়ে ওঠে একমাত্র উপভোগের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি পোশাক প্রকৃতই পোশাক হয়ে ওঠে একমাত্র পরিহিত হলেই; যে-বাড়িতে কেউ বসবাস করে না, বস্তুতপক্ষে তা প্রকৃত বাড়ি নয়; ভাষান্তরে, একটি সরল প্রাকৃতিক বস্তু থেকে বিশিষ্টভাবে একটি উৎপাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, উৎপাদ **হয়ে ওঠে** একমাত্র উপভোগেই। একমাত্র উপভোগই উৎপাদটিকে ধ্বংস করে তার সম্পূর্ণতাসাধন

করে, কিন্তু উৎপাদটি বাস্তবায়িত ক্রিয়া বলেই উৎপাদ নয়, বরং সক্রিয় প্রয়োজকের লক্ষ্যবস্তু বলেই তা উৎপাদ।

২) কারণ উপভোগ **নতুন** উৎপাদনের প্রয়োজন সৃষ্টি করে এবং তাই, উৎপাদনের যেটা পূর্বশর্ত, উৎপাদনকে সেই ধারণাগত, অন্তর্মুখী প্রেরণাদায়ক কারণ যোগায়। উপভোগ যোগায় উৎপন্ন করার প্রেরণা এবং উৎপাদনের নির্ধারক উদ্দেশ্য হিসেবে যা কাজ করে সেই লক্ষ্যবস্তুও যোগায়। এ কথা যদি স্পষ্ট হয় যে বাহ্যিকভাবে উৎপাদন উপভোগের লক্ষ্যবস্তু সরবরাহ করে, তা হলে এ কথাও সমান স্পষ্ট যে উৎপাদনের লক্ষ্যবস্তুকে উপভোগ **মেনে নেয়** একটা **ধারণা** হিসেবে, একটা আন্তর ভাবমূর্তি, একটা প্রয়োজন, একটা প্রেরণা, একটা উদ্দেশ্য হিসেবে। উৎপাদনের লক্ষ্যবস্তুটিকে উপভোগ এমন এক রূপে হাজির করে যা তখনও বিষয়ীগত। প্রয়োজন ছাড়া কোনো উৎপাদন হয় না, কিন্তু উপভোগ এই প্রয়োজন নতুন করে সৃষ্টি করে।

উৎপাদনের দিকেও এর সদৃশ ক্রিয়া হয়:

১) এই ঘটনায় যে উৎপাদন উপভোগের বস্তু-উপাদান, লক্ষ্যবস্তু সরবরাহ করে। একটি লক্ষ্যবস্তু ছাড়া উপভোগ উপভোগ নয়, তাই এদিক দিয়ে উৎপাদন উপভোগ সৃষ্টি করে, উৎপন্ন করে।

২) কিন্তু উৎপাদন শুধু উপভোগের লক্ষ্যবস্তুই যোগায় না, উপভোগকে তা এক বিশিষ্ট রূপ, এক চারিত্র্য, এক সম্পূর্ণতাও দান করে। উপভোগ যেমন উৎপাদ হিসেবে উৎপাদটির সম্পূর্ণতাসাধন করে, ঠিক তেমন উৎপাদন উপভোগের সম্পূর্ণতাসাধন করে। একটি জিনিস, লক্ষ্যবস্তুটি নিতান্তই সাধারণভাবে একটি লক্ষ্যবস্তু নয়, বরং এক বিশেষ লক্ষ্যবস্তু যা উপভোগ করতে হবে এক বিশেষ উপায়ে, উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে। ক্ষুধা ক্ষুধাই; কিন্তু রান্না মাংসের সাহায্যে ছুরি-কাঁটা দিয়ে যে-ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, আর যে-ক্ষুধা হাত আর নখদন্তের সাহায্যে কাঁচা মাংস গোগ্রাসে গেলে, তার মধ্যে তফাৎ আছে। উৎপাদন তাই শুধু উপভোগের লক্ষ্যবস্তুই উৎপন্ন করে না, উপভোগের প্রণালীও উৎপন্ন করে, শুধু বিষয়গতভাবেই নয়, বিষয়ীগতভাবেও। উৎপাদন অতএব সৃষ্টি করে উপভোক্তাকে।

৩) উৎপাদন শুধু একটি চাহিদা পূরণের বস্তু-উপাদানই যোগায় না, বস্তু-উপাদানটির জন্য চাহিদাও যোগায়। উপভোগ যখন তার মূল আদিম

স্থূলত্ব ও তাৎক্ষণিকতা থেকে বেরিয়ে আসে — এবং তার সেই অবস্থায় থাকার কারণ এই যে উৎপাদন তখনও আদিমভাবে স্থূল ছিল — তখন তা স্বয়ং লক্ষ্যবস্তুটির দ্বারা সংঘটিত এক বাসনাস্বরূপ। লক্ষ্যবস্তুটির জন্য যে প্রয়োজন অনুভূত হয়, তার কারিকা হল লক্ষ্যবস্তুটি প্রত্যক্ষকরণ। একটি objet d'art [শিল্প বস্তু] এমন এক জনসাধারণ সৃষ্টি করে যাদের শিল্পরুচি আছে, যারা সৌন্দর্য উপভোগে সক্ষম -- এবং অন্য যে কোনো উৎপাদ সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। উৎপাদন তাই শুধু প্রয়োজকের জন্য লক্ষ্যবস্তুই সৃষ্টি করে না, লক্ষ্যবস্তুর জন্য প্রয়োজকও সৃষ্টি করে।

এইভাবে উৎপাদন উপভোগ উৎপন্ন করে: ১) উপভোগের বস্তু-উপাদান যুগিয়ে; ২) উপভোগের প্রণালী নির্ধারণ করে; ৩) যে লক্ষ্যবস্তুগুলিকে তা প্রথমে উৎপাদ হিসেবে উপস্থিত করে, উপভোক্তাদের মধ্যে সেগুলির জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। তা তাই উৎপন্ন করে উপভোগের লক্ষ্যবস্তু, উপভোগের প্রণালী এবং উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। অনুরূপভাবে, উপভোগ উৎপাদনকারীর **প্রবণতা** উৎপন্ন করে তাকে এক উদ্দেশ্যসাধক প্রয়োজন বলে মেনে নিয়ে।

উপভোগ ও উৎপাদনের সাদৃশ্যের তিনটি দিক আছে:

১) **প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য**: উৎপাদন হল উপভোগ এবং উপভোগ হল উৎপাদন। উপভোগমূলক উৎপাদন ও উৎপাদনশীল উপভোগ। অর্থনীতিবিদরা দুটিকেই অভিহিত করেন উৎপাদনশীল উপভোগ বলে, কিন্তু তা হলেও তাঁরা একটা প্রভেদ করেন। প্রথমোক্তটি তাঁদের রচনায় স্থান পায় পুনরুৎপাদন বলে, এবং শেষোক্তটি উৎপাদনশীল উপভোগ বলে। প্রথমোক্তটি সম্বন্ধে সমস্ত অন্বেষাই উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম-বিষয়ক, শেষোক্তটি সম্পর্কে সব অনুসন্ধানই উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উপভোগ-সংক্রান্ত।

২) প্রত্যেকটি দেখা দেয় অপরটির উপায় হিসেবে, তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হিসেবে: একে বলা হয় তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা; এইভাবে তারা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আনীত হয় এবং একটি অপরটির কাছে অপরিহার্য বলে বোধ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অপরটির বহিঃস্থ থাকে। উপভোগের যা বাহ্যিক লক্ষ্যবস্তু, উৎপাদন সেই বস্তু-উপাদান যোগায়; উপভোগ যোগায় চাহিদা, অর্থাৎ আভ্যন্তরিক লক্ষ্যবস্তু, উৎপাদনের উদ্দেশ্য। উৎপাদন ছাড়া কোনো উপভোগ হয় না, এবং উপভোগ ছাড়া

কোনো উৎপাদন হয় না। অর্থশাস্ত্রে এই প্রতিজ্ঞা দেখা দেয় বিভিন্ন রূপে।

৩) উৎপাদন শুধুই যুগপৎ উপভোগ নয় এবং উপভোগ নয় যুগপৎ উৎপাদন; উৎপাদন শুধুই উপভোগের উপায়ও নয় এবং উপভোগও নয় শুধু উৎপাদনের উদ্দেশ্য — অর্থাৎ প্রতিটি অপরটিকে তার লক্ষ্যবস্তু যোগায়, উৎপাদন সরবরাহ করে উপভোগের বাহ্যিক লক্ষ্যবস্তু এবং উপভোগ সরবরাহ করে উৎপাদনের ধারণাগত লক্ষ্যবস্তু; ভাষান্তরে, তাদের প্রতিটি শুধুই যুগপৎ অপরটি নয় এবং শুধুই অপরটির কারণ নয় বরং তাদের প্রতিটি সম্পন্ন হয়ে অপরটিকে সৃষ্টি করে, নিজেকেও সৃষ্টি করে অপরটির মতো। একমাত্র উপভোগই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে চরিতার্থতা দেয়, কারণ উপভোগ উৎপাদটিকে উৎপাদ হিসেবে সম্পূর্ণ করে তাকে ধ্বংস করে, তার স্বতন্ত্র মূর্ত রূপটিকে উপভোগ করে। অধিকন্তু, তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনে উপভোগ উৎপাদনের প্রথম প্রক্রিয়াকালে গড়ে ওঠা ক্ষমতাকে ত্রুটিহীন করে এবং তাকে পরিণত করে দক্ষতায়। উপভোগ তাই এক সমাপ্তিমূলক ক্রিয়া, তা শুধু যে উৎপাদকেই উৎপাদে পরিণত করে তাই নয়, উৎপাদনকারীকেও উৎপাদনকারীতে পরিণত করে। উৎপাদন কিন্তু উপভোগের এক নির্দিষ্ট প্রণালী সৃষ্টি করে উপভোগ উৎপন্ন করে, এবং উপভোগকে প্রণোদনা যুগিয়ে তার দ্বারা উপভোগের ক্ষমতাকে একটি প্রয়োজন হিসেবে সৃষ্টি করে। ৩ নং বিষয়ে যা সংজ্ঞায়িত হয়েছে সেই শেষ ধরনের সাদৃশ্যকে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক, লক্ষ্যবস্তু ও প্রয়োজনের সম্পর্ক, সমাজ-সৃষ্ট প্রয়োজন ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের সম্পর্ক আলোচনা করার সময়ে অর্থনীতিবিদরা নানানভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এর পরে, উৎপাদন ও উপভোগ অভিন্ন ব্যাপার — একজন হেগেলপন্থীর পক্ষে এরূপ অনুমান করার চাইতে সহজতর আর কিছু নেই। এবং তা যে শুধু সমাজতন্ত্রী রম্যসাহিত্য রচয়িতারাই করেছেন তাই নয়, করেছেন নীরস অর্থনীতিবিদরাও, যেমন সে [Say], এই কথা ঘোষণা করে যে একটি জাতিকে — কিংবা in abstracto মানবজাতিকে — বিবেচনা করলে, তার উৎপাদনই তার উপভোগ। স্তর্ক [৩৬] দেখিয়েছেন যে সে-য়ের এই প্রতিজ্ঞা ভুল, কারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি জাতি তার সমগ্র উৎপাদকে উপভোগ করে না, তাকে অবশ্যই উৎপাদনের উপায়, স্থায়ী পুঁজি প্রভৃতির সংস্থান রাখতে হয়। অধিকন্তু সমাজকে একটিমাত্র প্রয়োজক বলে মনে করা ভুল, কারণ তা এক দূরকল্পনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। একটি প্রয়োজকের ব্যাপারে, উৎপাদন ও

উপভোগ একটিমাত্র ক্রিয়ারই পর্যায় হিসেবে দেখা দেয়। একমাত্র সবচেয়ে আবশ্যিক বিষয়টির উপরেই এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে যে, একটি প্রয়োজকের অথবা একক ব্যক্তিদের কাজ হিসেবে বিবেচনা করলে উৎপাদন ও উপভোগ যে কোনো ক্ষেত্রেই একটি প্রক্রিয়ার পর্যায় হিসেবে দেখা দেয়, এই প্রক্রিয়ার প্রস্থান-বিন্দু হল উৎপাদন এবং তাই, সেটা নিয়ামক বিষয়। প্রয়োজন ও চাহিদা হিসেবে উপভোগই উৎপাদনী ক্রিয়াকর্মের এক অন্তর্মুখ দিক; শেষোক্তটি অবশ্য সেই বিন্দু যেখান থেকে উশুল শুরু হয় এবং তাই, নিয়ামক পর্যায়ও বটে, ক্রিয়া গোটা প্রক্রিয়ার অন্তঃসার হয়ে ওঠে। একজন ব্যক্তি একটি লক্ষ্যবস্তু উৎপন্ন করে এবং সেটা উপভোগ করে আবার প্রস্থান-বিন্দুতে ফিরে আসে: কিন্তু সে ফিরে আসে একজন উৎপাদনশীল ব্যক্তি হিসেবে এবং নিজে পুনরুৎপাদন করে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে। উপভোগ তাই উৎপাদনের একটি পর্যায়।

কিন্তু সমাজে, উৎপাদটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উৎপাদের সঙ্গে উৎপাদনকারীর সম্পর্ক বহিঃস্থ এবং উৎপাদের প্রয়োজকের কাছে প্রত্যাবর্তন নির্ভর করে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের উপরে। উৎপাদটি তৎক্ষণাৎই তার হাতে চলে আসে না। অধিকন্তু, সে যদি সমাজের অভ্যন্তরে উৎপন্ন করে তা হলে সেটির তাৎক্ষণিক উপযোজন তার লক্ষ্য নয়। সামাজিক নিয়মকানুনের ভিত্তিতে উৎপাদের জগতে যা ব্যক্তির অংশ নির্ধারণ করে সেই **বণ্টন** হস্তক্ষেপ করে উৎপাদনকারী ও উৎপাদের মধ্যে, অর্থাৎ উৎপাদন ও উপভোগের মধ্যে।

বণ্টন কি তাই উৎপাদনের পাশাপাশি এবং বাইরে এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র?

খ) [উৎপাদন ও বণ্টন]

সাধারণ গতানুগতিক অর্থনৈতিক রচনাগুলি পাঠ করলে এই বিষয়টির প্রতি সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যে সব কিছু দু-বার উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা স্থান পায় বণ্টন শিরোনামের নিচে, আর উৎপাদন শিরোনামের নিচে জমি, শ্রম ও পুঁজি দেখা দেয় উৎপাদনের বিষয় হিসেবে। পুঁজির কথা বলতে গেলে, শুরু থেকেই এ কথা স্পষ্ট যে তাকে দু-বার গণনা করা হয়, প্রথমে উৎপাদনের একটি বিষয় হিসেবে, এবং দ্বিতীয়বার আয়ের উৎস হিসেবে; অর্থাৎ বণ্টনের এক নির্ধারক ও

নির্ধারিত রূপ হিসেবে। সুদ ও মুনাফা তাই উৎপাদনেও স্থান পায়, কারণ এই দুটি রূপেই পুঁজি বাড়ে ও গড়ে ওঠে, এবং তাই, সে দুটি তার উৎপাদনের পর্যায়। বণ্টনের রূপ হিসেবে সুদ ও মুনাফা পুঁজিকে উৎপাদনের একটি বিষয় হিসেবে পূর্বানুমান করে নেয়। সেগুলি হল বণ্টনের রূপ, যে-বণ্টনের পূর্বশর্ত হল উৎপাদনের একটি বিষয় হিসেবে পুঁজির অস্তিত্ব। সেগুলি অনুরূপভাবে পুঁজির পুনরুৎপাদনের প্রণালী।

মজুরি মজুরি-শ্রমেরও পরিচায়ক, পৃথক এক অংশে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে: উৎপাদনের একটি বিষয় হিসেবে শ্রম একটি ক্ষেত্রে যে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তা আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা দেয় বণ্টনের ক্রিয়া হিসেবে। শ্রমের যদি মজুরি-শ্রমের বিশিষ্ট রূপ না থাকত তা হলে উৎপন্ন বস্তুতে তার অংশটা মজুরি হিসেবে দেখা দিত না, যেমন ক্রীতদাস অবস্থায়। সব শেষে খাজনায় — ভূ-সম্পত্তি যার দ্বারা উৎপন্ন বস্তুতে একটা অংশ লাভ করে বণ্টনের সেই অগ্রসরতম রূপটিকে যদি আমরা ধরি — উৎপাদনের বিষয় হিসেবে বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তিই (যথাযথভাবে বলতে গেলে, বৃহদায়তন কৃষি) পূর্বানুমিত, সাধারণভাবে জমি নয়; ঠিক যেমন মজুরিতে সাধারণভাবে শ্রম পূর্বানুমিত নয়। বণ্টনের সম্পর্ক ও প্রণালী তাই উৎপাদনের বিষয়গুলির নিতান্তই উল্টো দিক। উৎপাদনে যার অংশগ্রহণ মজুরি-শ্রমের রূপ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি উৎপাদনের ফল, উৎপন্ন বস্তুতে একটি অংশ পাবে মজুরি রূপে। বণ্টনের কাঠামোটা পুরোপুরি নির্ধারিত হয় উৎপাদনের কাঠামো দিয়ে। বণ্টন নিজেই উৎপাদনের উৎপাদ শুধু আধেয়র দিক দিয়েই নয় — কারণ উৎপাদনের ফলগুলিই শুধু বণ্টন করা যায় — আধারের দিক দিয়েও, কারণ উৎপাদনে মানুষের অংশগ্রহণের বিশেষ প্রণালী বণ্টনের বিশেষ রূপটি, বণ্টনে যে রূপে তা ভাগ হয় সেই রূপটি নির্ধারণ করে। উৎপাদন বিষয়ক অংশে জমির কথা বলা এবং বণ্টন বিষয়ক অংশে খাজনার কথা বলা ইত্যাদি পুরোপুরি অলীক।

একান্তভাবে উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে প্রধানত যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, রিকার্ডোর মতো সেই অর্থনীতিবিদরা তাই বণ্টনকে অর্থশাস্ত্রের অনন্যসংস্রব বিষয় বলে গণ্য করেছেন, কারণ এক নির্দিষ্ট সমাজে উৎপাদনের বিষয়গুলি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেই যথার্থতম অভিব্যক্তি হিসেবে বণ্টনের রূপগুলিকে তাঁরা সহজপ্রবৃত্তি অনুযায়ী বিবেচনা করেছেন।

একাকী একজন ব্যক্তির কাছে বণ্টন স্বভাবতই একটি সামাজিক নিয়ম হিসেবে দেখা দেয়, উৎপাদনের যে-কাঠামোর মধ্যে সে উৎপন্ন করে তারই ভিতরে তার অবস্থান নির্ধারণ করে দেয় এই নিয়ম। যে-ব্যক্তির নিজের পুঁজিও নেই ভূ-সম্পত্তিও নেই, সে সামাজিক বণ্টনের পরিণামে তার জন্ম থেকেই মজুরি-শ্রমের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা উৎপাদনের স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পুঁজি ও ভূ-সম্পত্তির অস্তিত্বের ফল।

গোটা এক-একটা সমাজের কথা বিবেচনা করলে বণ্টনের আরও একটি দিকও উৎপাদনের পূর্বগামী ও তার নির্ধারক বলে মনে হয়, যেন তা এক অর্থনীতি-পূর্ব বিষয়। একটি বিজয়ী জাতি বিজেতাদের মধ্যে জমি ভাগাভাগি করে দিতে পারে এবং এইভাবে বণ্টনের এক বিশিষ্ট প্রণালী ও ভূ-সম্পত্তির বিশিষ্ট রূপ চাপিয়ে উৎপাদনকে নির্ধারিত করে দিতে পারে। কিংবা বিজিত জনসমষ্টিকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে, এবং দাস-শ্রমকে করে তুলতে পারে উৎপাদনের ভিত্তি। অথবা এক বিপ্লবের গতিপথে একটি জাতি বড়-বড় তালুককে ছোট-ছোট জমিখণ্ডে ভাগ করে নতুন বণ্টনের পরিণতিস্বরূপ উৎপাদনের চরিত্র বদলে দিতে পারে। অথবা আইন কোনো-কোনো পরিবারের মধ্যে জমির মালিকানা চিরস্থায়ী করে, বা পুরুষানুক্রমিক বিশেষ সুবিধা হিসেবে শ্রম বিলিবরাদ্দ করে তাকে এক বর্ণাশ্রমে সংহত করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই — এবং ইতিহাসে এর সব কটিই ঘটেছে — মনে হয় যে বণ্টন উৎপাদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত নয়, বরং উৎপাদনই বণ্টনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত।

সবচেয়ে ভাসা-ভাসা ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বণ্টন হল উৎপন্ন বস্তুগুলির বণ্টন; এইভাবে তাকে উৎপাদন থেকে আরও দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তা থেকে প্রায়-স্বতন্ত্র করা হয়। কিন্তু বণ্টন উৎপন্ন বস্তুগুলির বণ্টন হয়ে ওঠার আগে, তা হল (১) উৎপাদনের উপায়সমূহের বণ্টন, এবং (২) (একই পরিস্থিতির যা আরেকটি দিক) উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সমাজের সদস্যদের বণ্টন (উৎপাদনের নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলির অধীনে ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা)। একথা স্পষ্ট যে উৎপন্ন বস্তুগুলির বণ্টন এই বণ্টনের ফল মাত্র, যে-বণ্টন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত এবং উৎপাদনের কাঠামো নির্ধারণ করে। উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ এই বণ্টন থেকে বিচ্ছিন্ন করে উৎপাদনকে বিচার করা স্পষ্টতই অকার্যকর বিমূর্তন; পক্ষান্তরে বিপরীতভাবে উৎপন্ন বস্তুগুলির বণ্টন স্বতই নির্ধারিত হয় সেই বণ্টন

দিয়ে, যেটি গোড়ায় উৎপাদনের একটি বিষয়। বিশিষ্টভাবে উৎপাদনের অর্থনীতিবিদ, যাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক উৎপাদনের বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো অনুধাবন করা, সেই রিকার্ডো এই কারণেই ঘোষণা করেন যে উৎপাদন নয়, বণ্টনই সমসাময়িক অর্থশাস্ত্রের উপযুক্ত বিষয়। যেসব অর্থনীতিবিদ উৎপাদনকে চিরন্তন সত্য বলে জাহির করেন, এবং ইতিহাসকে বণ্টনের এলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন, এটা তাঁদের অকিঞ্চিৎকরতার সাক্ষ্যই বহন করে।

বণ্টনের যে রূপটি উৎপাদনকে নির্ধারিত করে সেই রূপটি এবং খাশ উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটি স্পষ্টতই উৎপাদনের ক্ষেত্রের অন্তর্গত। যদি এ কথা বলা হয় যে অন্তত এই ক্ষেত্রে, উৎপাদনকে যেহেতু উৎপাদনের উপায়ের এক বিশেষ বণ্টন থেকে অবশ্যই অগ্রসর হতে হয়, সেই হেতু বণ্টনও এই পরিসরে উৎপাদনের পূর্বগামী ও একটি পূর্বশর্ত, তা হলে উত্তরটা হবে এই রকম। উৎপাদনের বস্তুতই শর্ত ও পূর্বশর্ত আছে, সেগুলি তার অঙ্গীয় উপাদান। শুরুতেই সেগুলি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উৎপাদন-ক্রিয়ার মধ্যে সেগুলি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বিষয় থেকে ঐতিহাসিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয়, এবং সেগুলি যে কোনো একটি কালপর্বের প্রাকৃতিক পূর্বশর্ত বলে প্রতিভাত হলেও, সেগুলি হল আরেকটি কালপর্বের ঐতিহাসিক ফল। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দ্বারাই সেগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদ উভয়েরই বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তি শুধু আধুনিক বাণিজ্য ও আধুনিক শিল্প-সঞ্জাতই নয়, তা কৃষিতে আধুনিক শিল্প প্রয়োগেরও ফল।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লিষ্ট করা যায় এইভাবে: উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ ঐতিহাসিক অবস্থা কী ভূমিকা পালন করে এবং সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন কীভাবে সম্পর্কিত? এই প্রশ্নটি স্পষ্টতই উৎপাদনের বিশ্লেষণ ও সে-বিষয়ে আলোচনার পর্যায়ভুক্ত।

উপরে যে মামুলি ধরনে প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে তাতে অবশ্য রীতিমত সংক্ষেপেই সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়। দেশজয়ের দরুন তিনটি ফলের যে কোনোটি হতে পারে। বিজেতা জাতি বিজিত জাতির উপরে তার নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই শতাব্দীতে ইংলণ্ড

এ কাজ করেছে আয়ার্ল্যান্ডে, এবং কিছু পরিমাণে ভারতে); অথবা পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং বশ্যতাবাবদ কর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে (যেমন, তুর্কি ও রোমানরা); না হয় দুটির মধ্যে এক মিথষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে, ফলে এক সমন্বয় হিসেবে দেখা দিতে পারে এক নতুন ব্যবস্থা (জার্মানীয় দেশজয়ের ক্ষেত্রে অংশত তা ঘটেছে)। যে কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা — বিজেতা জাতির অথবা বিজিত জাতির উৎপাদন-ব্যবস্থা হোক কিংবা দুটির মিশ্রণ-জাত নতুন ব্যবস্থাই হোক - প্রযুক্ত নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ধারণ করে। শেষোক্তটিকে উৎপাদনের নতুন কালপর্বের একটি পূর্বশর্ত বলে মনে হলেও, তা নিজেই আবার উৎপাদনের ফল, সে ফল শুধুই সাধারণভাবে উৎপাদনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ-ঘটিত নয়, বরং উৎপাদনের এক বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ-ঘটিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাশিয়ায় যারা ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল সেই মোঙ্গলরা কাজ করেছিল তাদের উৎপাদন-প্রণালী, গবাদি পশু-প্রজন, অনুযায়ী, যার জন্য বনিয়াদী প্রয়োজন হল বড়-বড় জনবসতিহীন জমি। যাদের চিরাচরিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল ভূমিদাসদের সাহায্যে কৃষি এবং যারা গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত, সেই জার্মানীয় বর্বররা রোমক প্রদেশগুলিকে আরও সহজে তাদের প্রয়োজনানুগ করে নিতে পেরেছিল, কারণ সেখানে ভূ-সম্পত্তির যে কেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই পুরনো কৃষি সম্পর্কের মূলোৎপাটন করেছিল।

দীর্ঘকাল ধরে এই মতটা প্রচলিত যে কতকগুলি যুগে লোক বেঁচে থাকত লুঠ করে। কিন্তু লুঠ করতে পারার জন্য লুঠ করার মতো কিছু তো অবশ্যই থাকা দরকার, এবং এর নিহিতার্থ হল উৎপাদন। অধিকন্তু, লুণ্ঠনের ধরনটাও নির্ভর করে উৎপাদনের ধরনের উপরে, যথা রাখালদের একটি জাতিকে যেভাবে লুঠ করা যায়, সংভার-ব্যবসায়ী একটি জাতিকে তো সেইভাবেই লুঠ করা যায় না।

উৎপাদনের উপায় সরাসরি লুঠ করা যায় ক্রীতদাস রূপে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ক্রীতদাসকে যে-দেশে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে উৎপাদনের কাঠামোয় ক্রীতদাস-শ্রমেব সংস্থান থাকা দরকার কিংবা (যেমন, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতিতে) ক্রীতদাস-শ্রমের উপযুক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা দরকার।

আইন কতকগুলি পরিবারের হাতে উৎপাদনের একটি বিশেষ উপায়কে, যথা জমিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারে। এই সমস্ত আইন অর্থনৈতিক

তাৎপর্য অর্জন করে শুধু তখনই যখন বৃহদায়তন ভূ-সম্পত্তি সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, যেমন ব্রিটেনে। ফ্রান্সে বড়-বড় তালুকের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কৃষিকর্ম সম্পন্ন করা হত ক্ষুদ্রায়তনে. বিপ্লবের ফলে সেই তালুকগুলি তাই অংশে-অংশে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ছোট-ছোট জমিখণ্ডে জমির বিভাজন চিরস্থায়ী করা কি সম্ভব, যেমন আইনের সাহায্যে? এই সমস্ত আইন সত্ত্বেও ভূ-সম্পত্তি আবারও কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা থাকে। বণ্টনের বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখার উপরে আইন-কানুনের প্রভাব এবং তার দ্বারা উৎপাদনের উপরে তা যে-প্রভাব বিস্তার করে, সেটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা দরকার।

গ) সব শেষে, বিনিময় ও সঞ্চলন

সঞ্চলন হল বিনিময়ের কিংবা তার সামগ্রিকতায় বিচার্য বিনিময়ের একটি বিশেষ পর্যায় মাত্র।

বিনিময় যেহেতু উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে — তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন ও উপভোগ দিয়ে — এক মধ্যবর্তী স্তর; এবং অধিকন্তু উপভোগই যেহেতু উৎপাদনের একটি দিক, সেই হেতু শেষোক্তটিতে স্পষ্টতই বিনিময়ও অন্যতম দিক।

প্রথমত, এ কথা স্পষ্ট যে উৎপাদনের মধ্যেই যেসব ক্রিয়া ও দক্ষতার বিনিময় ঘটে, তা উৎপাদনের এক প্রত্যক্ষ ও আবশ্যিক অংশ। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য, কারণ এই বিনিময় হল আশু উপভোগের উদ্দেশ্যে তৈরি সামগ্রীটি উৎপাদনের উপায়। এই দিক দিয়ে বিনিময়ের ক্রিয়া হল উৎপাদনের ধারণা। তৃতীয়ত, এক ব্যবসায়ী ও অন্য ব্যবসায়ীর মধ্যে যা বিনিময় বলে পরিচিত, তার সংগঠনের দিক দিয়ে ও উৎপাদনশীল ক্রিয়া হিসেবে উভয়তই, তা পুরোপুরি উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদনের পাশাপাশি ও তা থেকে নিঃসংস্রব স্বতন্ত্রভাবে বিনিময়ের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় তখনই যখন উৎপন্ন সামগ্রীটি আশু উপভোগের জন্য বিনিময় করা হয়। কিন্তু (১) স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠাই হোক, অথবা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপই হোক, শ্রম বিভাজন ছাড়া কোনো বিনিময় সম্ভব নয়; (২) ব্যক্তিগত বিনিময়ে ব্যক্তিগত উৎপাদন পূর্বানুমিত; (৩) বিনিময়ের নিবিড়তা, তার পরিসর ও প্রকৃতি নির্ধারিত

হয় উৎপাদনের বিকাশ ও কাঠামো দিয়ে: যথা, শহর ও গ্রামের মধ্যে বিনিময়; গ্রামাঞ্চলে, শহরে বিনিময় ইত্যাদি। বিনিময়ের সকল দিকই এই পরিমাণে হয় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের অন্তর্গত, না-হয় তার দ্বারা নির্ধারিত বলে বোধ হয়।

এ থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে তা এই যে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও উপভোগ সমরূপ নয়, বরং একটি অখণ্ড সমগ্রের যোগসূত্র, একটি এককের বিভিন্ন দিক। উৎপাদন হল নিয়ামক পর্যায়, উৎপাদনের পরস্পরবিরোধী দিকগুলি এবং অন্যান্য পর্যায়ের ব্যাপারেও। প্রক্রিয়াটি সর্বদাই নতুন করে শুরু হয় উৎপাদন থেকে। বিনিময় ও উপভোগ যে নিয়ামক উপাদান হতে পারে না সে কথা স্পষ্ট; এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টনের অর্থে বণ্টন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্য দিকে, উৎপাদনের বিষয়গুলির বণ্টন স্বতই উৎপাদনের একটি পর্যায়। এক বিশিষ্ট উৎপাদন-প্রণালী তাই উপভোগ, বণ্টন, বিনিময়ের বিশেষ প্রণালী এবং **এই বিভিন্ন পর্যায়ের পরস্পরের বিশেষ সম্পর্ক নির্ধারণ করে।** অবশ্য, **সংকীর্ণ অর্থে** উৎপাদনও আবার নির্ধারিত হয় অন্যান্য দিক দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাজার, বা বিনিময়ের ক্ষেত্র যদি সম্প্রসারিত হয় তা হলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং আরও পৃথকীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যথা পুঁজির কেন্দ্রীভবন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসমষ্টির বিভিন্নরূপ বণ্টন ইত্যাদির ফলেও উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটে। সব শেষে, উৎপাদন নির্ধারিত হয় উপভোগের চাহিদার দ্বারা। বিভিন্ন দিকের মধ্যে এক মিথষ্ক্রিয়া থাকে। এরূপ মিথষ্ক্রিয়া যে কোনো অঙ্গীয় সত্তার মধ্যেই ঘটে।

৩। অর্থশাস্ত্রের পদ্ধতি

অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট একটি দেশকে বিচার করার সময়ে আমরা শুরু করি তার জনসমষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণী, শহর ও গ্রামে সেই জনসমষ্টির ভাগাভাগি, সমুদ্র, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা, রপ্তানি ও আমদানি, বার্ষিক উৎপাদন ও উপভোগ, দাম প্রভৃতি থেকে।

বাস্তব ও মূর্ত উপাদানগুলি থেকে, প্রকৃত পূর্বশর্তগুলি থেকে শুরু করা, যথা, উৎপাদনের সমগ্র সামাজিক প্রক্রিয়ার যা ভিত্তি ও বিষয়বস্তুস্বরূপ সেই জনসমষ্টি থেকেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে শুরু করাটা যথাযথ বলে মনে হতে

পারে। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তা ভুল। জনসমষ্টি একটা বিমূর্তন, যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে সমস্ত শ্রেণী নিয়ে তা গঠিত সে কথা উপেক্ষা করা হয়। এই শ্রেণীগুলি আবার অন্তঃসারশূন্য কথা হয়ে দাঁড়ায় যদি যেসব বিষয়ের উপরে তারা নির্ভর করে সেগুলি না জানা থাকে, যথা মজুরি-শ্রম, পুঁজি ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে বিনিময়, শ্রম বিভাজন, দাম প্রভৃতি পূর্বানুমিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মজুরি-শ্রম ছাড়া, মূল্য, অর্থ, দাম প্রভৃতি ছাড়া পুঁজি কিছুই নয়। জনসমষ্টিকে যদি প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে নেওয়া হয়, তা হলে তা হবে এক জটিল সমগ্র সম্পর্কে অতি অস্পষ্ট কল্পনা এবং সযত্নতর সংজ্ঞায়নের মধ্য দিয়ে বৈশ্লেষিকভাবে ক্রমেই বেশি করে সরল ধারণায় উপনীত হতে হবে: কাল্পনিক মূর্ত বিষয় থেকে ক্রমেই আরও বেশি সূক্ষ্ম বিমূর্তনের দিকে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে হবে সরলতম সংজ্ঞার্থগুলিতে। সেখান থেকে আবার বিপরীত দিকে যাত্রা করা দরকার হবে, শেষ পর্যন্ত আরেকবার জনসমষ্টির ধারণায় এসে পৌঁছতে হবে, এবারে তা আর একটি সমগ্র সম্পর্কে অস্পষ্ট কল্পনা নয়, বরং বহু নির্ধারক বিষয় ও সম্পর্ক-সংবলিত এক সামগ্রিকতা।

অর্থশাস্ত্র তার সূচনালগ্নে যে ঐতিহাসিক পন্থা গ্রহণ করেছে, প্রথম পন্থাটি হল তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদরা সর্বদা তাঁদের যাত্রাস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছেন জীবন্ত অঙ্গীয় সমগ্র, জনসমষ্টি, জাতি, রাষ্ট্র, অনেকগুলি রাষ্ট্র প্রভৃতিকে কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সর্বদাই আবিষ্কার করেছেন কতকগুলি নিয়ামক বিমূর্ত, সাধারণ সম্পর্ক, যেমন শ্রম বিভাজন, অর্থ, মূল্য ইত্যাদি। এই পৃথক-পৃথক বিষয়গুলি অল্পবিস্তর পরিষ্কারভাবে অনুমিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক মততন্ত্রগুলি; শ্রম, শ্রম বিভাজন, চাহিদা, বিনিময়-মূল্য, প্রভৃতির মতো সরল ধারণাগুলি থেকে সেগুলি অগ্রসর হয়েছে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক বিনিময় ও বিশ্ব বাজারের মতো বর্গগুলির দিকে।

শেষোক্তটি স্পষ্টতই সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। মূর্ত ধারণাটি মূর্ত, কারণ তা বহু সংজ্ঞার্থের সমন্বয়, তাই তা বিভিন্ন দিকের ঐক্যের পরিচায়ক। সুতরাং, বিচারবুদ্ধিতে তা প্রতিভাত হয় সারনির্যাস হিসেবে, ফল হিসেবে, যাত্রাস্থল হিসেবে নয়, যদিও তা হল আসল উৎসস্থল, এবং তাই, উপলব্ধি ও কল্পনার উৎসস্থলও। প্রথম পন্থা অর্থপূর্ণ ভাবরূপগুলিকে পর্যবসিত

করে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থে, দ্বিতীয়টি বিচারের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থগুলি থেকে মূর্ত অবস্থিতি পুনর্গঠন করে।

হেগেল তাই এই অলীক ধারণা পোষণ করেছিলেন যে বাস্তব জগৎ চিন্তার ফল, চিন্তা তার নিজের সমন্বয়, নিজের গভীরতা ও নিজের চলাচল ঘটায়; পক্ষান্তরে, চিন্তা মূর্তকে যেভাবে আত্মস্থ করে এবং তাকে এক মূর্ত মানসিক বর্গ হিসেবে পুনর্গঠন করে, বিমূর্ত থেকে মূর্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিটি হল শুধু তাই। অবশ্য, তা কোনো মতেই মূর্ত বিশ্বের বিবর্তনের প্রক্রিয়া নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরলতম অর্থনৈতিক বর্গ, যথা বিনিময়-মূল্য পূর্বানুমান করে নেয় জনসমষ্টির কথা, যে-জনসমষ্টি অধিকন্তু উৎপন্ন করে নির্দিষ্ট কতকগুলি অবস্থায়, তথা এক বিশেষ ধরনের পরিবার, বা সম্প্রদায়, বা রাষ্ট্র প্রভৃতিতে। ইতিমধ্যেই বিদ্যমান এক মূর্ত অঙ্গীয় সমগ্রের এক বিমূর্ত, একপক্ষীয় সম্পর্ক হিসেবে ছাড়া বিনিময়-মূল্য থাকতে পারে না।

কিন্তু একটি বর্গ হিসেবে বিনিময়-মূল্যের অস্তিত্ব জরাগ্রস্ত। বোধশক্তিসম্পন্ন মনকে যা প্রকৃত মানুষ বলে গণ্য করে, এবং সেই হেতু বোধোপলব্ধ জগৎকেই গণ্য করে একমাত্র বাস্তব জগৎ বলে, সেই চৈতন্যের কাছে — এবং তার মধ্যে আছে দার্শনিক চৈতন্যও — বর্গগুলির ক্রমবিকাশ প্রতিভাত হয় উৎপাদনের প্রকৃত প্রক্রিয়া হিসেবে — দুর্ভাগ্যবশত যার প্রেরণা আসে বাইরে থেকে — যার ফল হল পৃথিবী; এবং এ কথা (এটিও আবার পুনরুক্তিমূলক অভিব্যক্তি) ততদূরই সত্যি যতদূর ধারণাগত এক সমগ্রতা হিসেবে, এক মানসিক ঘটনা হিসেবে গণ্য মূর্ত সমগ্রতা বস্তুতই চিন্তার, উপলব্ধির ফল; কিন্তু যে ধ্যানধারণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্ধিত হয় এবং যার চিন্তন অগ্রসর হয় প্রত্যক্ষকরণ ও কল্পনার বাইরে ও ঊর্ধ্বে, কোনো মতেই তার ফল নয়, বরং প্রত্যক্ষ রূপ ও কল্পমূর্তিগুলির ধারণায় আত্তীকরণ ও রূপান্তরণের ফল। বোধশক্তি-দৃষ্ট ধারণাগত সত্তা হিসেবে সমগ্রতাটি মননশীল বুদ্ধিবৃত্তির ফল, পৃথিবীকে তা আত্তীভূত করে তার সামনের একমাত্র উপায়ে, যে-উপায়টি শিল্পগত, ধর্মীয় এবং বস্তুতপক্ষে এই পৃথিবীর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আত্তীকরণ থেকে পৃথক। মূর্ত প্রয়োজকটি থাকে বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে ও তার থেকে স্বতন্ত্র — অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিশুদ্ধ দূরকল্পনামূলক, বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, ততক্ষণ। প্রয়োজক, সমাজকে তাই সর্বদাই বিবেচনা করতে হবে উপলব্ধির

পূর্বশর্ত হিসেবে, এমন কি যখন তত্ত্বগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তখনও।

কিন্তু এই সরল বর্গগুলির কি একটা স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক অস্তিত্ব নেই, যা অধিকতর মূর্ত অস্তিত্বের পূর্ববর্তী? সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হেগেল সঠিকভাবেই প্রয়োজকের সরলতম আইনগত সম্পর্ক মালিকানাকে আইনের দর্শনের প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে ধরেন। কিন্তু, পরিবার, কিংবা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে কোনো মালিকানা থাকে না, এবং এই সম্পর্কগুলি অনেক বেশি মূর্ত। অন্য দিকে, এ কথা বলা ঠিক হবে যে অনেক পরিবার ও গোটা এক-একটা উপজাতি আছে যাদের এখনও পর্যন্ত শুধুই **বিষয়-আশয়** আছে, **সম্পত্তি** নেই। সরলতর বর্গটি এইভাবে দেখা দেয় সম্পত্তির সঙ্গে সরল পরিবার বা উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সম্পর্ক হিসেবে। যে সমস্ত সমাজ এক উচ্চতর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে বর্গটি দেখা দেয় অগ্রসরতর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অপেক্ষাকৃত সরল সম্পর্ক হিসেবে। মালিকানা সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মূর্ত উপস্তরটি অবশ্য সর্বদাই পূর্বানুমিত। বিষয়-আশয় আছে এমন একজন বর্বরের কথা চিন্তা করা যায়; এ ক্ষেত্রে বিষয়-অধিকার কিন্তু আইনগত সম্পর্ক নয়। ঐতিহাসিক বিকাশ ধারায় বিষয়-অধিকারই পরিবারের উদ্ভব ঘটিয়েছে এ কথা ঠিক নয়। বরং, বিষয়-অধিকারের ক্ষেত্রে এই 'মূর্ততর আইনগত বর্গটি' সর্বদাই পূর্বানুমিত। তা সত্ত্বেও, এই সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে সরল বর্গগুলি এমন সমস্ত সম্পর্ক বা অবস্থার পরিচায়ক যা মূর্ততর বর্গের মধ্যে ধারণাগতভাবে অভিব্যক্ত জটিলতর সম্পর্ক বা অবস্থাকে তখনও পর্যন্ত মেনে না নিয়ে অপরিণত মূর্ত পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করতে পারে; অন্য দিকে সেই একই বর্গকে অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত মূর্ত অবস্থার মধ্যে এক অধীনস্থ সম্পর্ক হিসেবে রাখা যেতে পারে।

পুঁজি, ব্যাঙ্ক, মজুরি-শ্রম প্রভৃতি আবির্ভূত হওয়ার আগেকার ঐতিহাসিক কালে অর্থের অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং থেকেছে। এই দিক দিয়ে তাই বলা যেতে পারে যে সরলতর বর্গটি এক অপরিণত সত্তার মধ্যে প্রাধান্যবিশিষ্ট সম্পর্ককে কিংবা এক অগ্রসরতর সত্তার মধ্যে অধীনস্থ সম্পর্ককে প্রকাশ করে, অর্থাৎ মূর্ততর একটি বর্গে অভিব্যক্ত দিকগুলির বিকাশ ঘটানোর আগেই এই সম্পর্কগুলি বিদ্যমান ছিল। যে বিমূর্ত বিচার-পদ্ধতি সরলতম থেকে জটিলতর ধারণাগুলির দিকে অগ্রসর হয় তা সেই পরিমাণেই প্রকৃত ঐতিহাসিক বিকাশানুগ।

অন্য দিকে, এ কথা সত্যি যে এমন কিছু-কিছু অতি বিকাশপ্রাপ্ত, অথচ ঐতিহাসিকভাবে অপরিণত সামাজিক গঠনবিন্যাস আছে যেখানে অগ্রসরতম কিছু-কিছু অর্থনৈতিক ধরন, যথা সহযোগিতা, উন্নত শ্রম বিভাজন প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় আদৌ কোনো অর্থের বিকাশ না ঘটিয়েই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেরুতে। স্লাভোনিক সম্প্রদায়গুলিতেও অর্থ — এবং তার পূর্বশর্ত, বিনিময় — একটি সম্প্রদায়ের ভিতরে অতি সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ অথবা গুরুত্বপূর্ণই নয়, কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় সীমান্তে, যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে; এবং এ কথা অনুমান করা একেবারেই ভুল যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময় একটা আদি অঙ্গীয় উপাদান। বরংচ, শুরুতে বিনিময়ের লক্ষণ দেখা দেয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে, একই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ততটা নয়। অধিকন্তু, অর্থ যদিও অতি শীঘ্রই ও বহুবিধভাবে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে, তবুও প্রাচীন কালে তা শুধু এক বিশেষ দিকে বিকাশপ্রাপ্ত জাতিগুলির মধ্যেই, অর্থাৎ বণিক জাতিগুলির মধ্যেই প্রাধান্যসম্পন্ন বিষয় ছিল বলে জানা যায়। এমন কি প্রাচীন কালের সবচেয়ে অগ্রসর জাতি গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেও অর্থ তার পরিপূর্ণ বিকাশে — আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে যা পূর্বানুমিত — গিয়ে পৌঁছয় তাদের ভাঙনের কালপর্বেই। এইভাবে রীতিমত সরল এই বর্গটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা শুধু সমাজের অগ্রসরতম পর্যায়গুলিতে ঐতিহাসিকভাবে উন্মোচিত হয়, এবং তা নিশ্চিতরূপেই সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্রব্যে প্রদেয় কর এবং দ্রব্যে করণীয় সরবরাহই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ, এমন কি তার বিকাশের শীর্ষকালেও; বস্তুতপক্ষে, সম্পূর্ণ রূপে গড়ে ওঠা আর্থিক ব্যবস্থা রোমে ছিল শুধু সেনাবাহিনীর মধ্যে, এবং তা কখনোই শ্রমের সমগ্র যৌগিকতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি।

সুতরাং, সরলতর বর্গটি মূর্ততর বর্গটির আগে ঐতিহাসিকভাবে থেকে থাকলেও তার সম্পূর্ণ নিবিড় ও ব্যাপক বিকাশ ঘটতে পারে এক জটিল সামাজিক গঠনবিন্যাসের মধ্যেই; পক্ষান্তরে, মূর্ততর বর্গটি সম্পূর্ণরূপে বিবর্ধিত হয়ে থাকতে পারে আদিমতর এক সামাজিক গঠনবিন্যাসের মধ্যে।

শ্রমকে অতি সরল এক বর্গ বলে মনে হয়। এই সর্বজনীন রূপে, সাধারণভাবে শ্রম হিসেবে, শ্রমের ধারণাও অত্যন্ত পুরনো। তা সত্ত্বেও এই

সরল রূপে 'শ্রম'-কে অর্থনৈতিকভাবে ততখানি আধুনিক একটি বর্গ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়, যতখানি বিবেচনা করা হয় সেই সমস্ত সম্পর্ককে, যেগুলি এই সরল বিমূর্তনের উদ্ভব ঘটায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্থিক ব্যবস্থায় এখনও সম্পদকে রীতিমত বিষয়গতভাবে গণ্য করা হয় অর্থের আকারে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান একটি পদার্থ বলে। এই দৃষ্টিকোণের তুলনায়, হস্তশিল্পমূলক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা যখন সম্পদের উৎসকে বিষয় থেকে বিষয়ীগত ক্রিয়ায় — বাণিজ্যিক বা শিল্প শ্রমে --- স্থানান্তরিত করল তখন সেটা ছিল বেশ বড় অগ্রগতি, কিন্তু তখনও মনে করা হত যে একমাত্র এই পরিসীমিত ক্রিয়াই অর্থ উৎপন্ন করে। এই ব্যবস্থার বিপরীতে, ফিজিওক্র্যাটরা অনুমান করে নেন যে এক বিশেষ ধরনের শ্রম — কৃষি — সম্পদ সৃষ্টি করে, এবং তাঁরা আর লক্ষ্যবস্তুকে অর্থের ছদ্মবেশে দেখেন না, দেখেন সাধারণভাবে উৎপাদ হিসেবে, শ্রমের সর্বজনীন ফল হিসেবে। তখনও পর্যন্ত পরিসীমিত ক্রিয়া অনুযায়ী উৎপাদটি থাকে প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত উৎপাদ, কৃষিজাত উৎপাদ, par excellence [বিশিষ্টভাবে] জমির উৎপাদ।

যে-ক্রিয়া সম্পদ উৎপন্ন করে সেই ক্রিয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিধিনিষেধকে অ্যাডাম স্মিথ যখন বাতিল করেছিলেন, সেটা ছিল এক বিরাট অগ্রগতি — তাঁর কাছে তা ছিল যথার্থভাবে শ্রম, হস্তশিল্পমূলক, বাণিজ্যিক বা কৃষিশ্রম, কোনোটাই নয়, সব ধরনের শ্রম। যে-বিমূর্ত সর্বজনীনতা সম্পদ সৃষ্টি করে তা সম্পদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত লক্ষ্যবস্তুগুলির সর্বজনীনতাও বোঝায়: সেগুলি যথার্থভাবে উৎপাদ, কিংবা আরও একবার যথার্থভাবে শ্রম, কিন্তু এই ক্ষেত্রে অতীত, বাস্তবায়িত শ্রম। এই উত্তরণ যে কত দুরূহ ও বিপুল ছিল তা দেখা যায় এই ঘটনা থেকে যে অ্যাডাম স্মিথ স্বয়ং মাঝে মাঝেই আরও একবার ফিজিওক্র্যাটিক ব্যবস্থায় ফিরে যান। মনে হতে পারে যে সরলতম ও প্রাচীনতম যে-সম্পর্কের মধ্যে মানুষ উৎপাদক হিসেবে কাজ করে — তারা যে-ধরনের সমাজেই বাস করুক না-কেন — তার একটা নিছক বিমূর্ত অভিব্যক্তি এইভাবে পাওয়া গিয়েছিল। কথাটা এক দিকে সত্যি, আরেক দিকে নয়।

বিশেষ ধরনের শ্রম যে অপ্রাসঙ্গিক এই ঘটনাটিই অত্যন্ত বিকাশপ্রাপ্ত প্রকৃতই বিদ্যমান বহুবিধ ধরনের শ্রমের কথা পূর্বানুমান করে নেয়, তার একটিও আর পরম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণতম বিমূর্তনগুলি সামগ্রিকভাবে

দেখা দেয় একমাত্র তখনই, যখন মূর্ত বিকাশ সবচেয়ে প্রচুর, যার ফলে দেখা যায় যে এক বিশেষ গুণ অনেক ব্যাপারের ক্ষেত্রেই অভিন্ন অথবা সব ব্যাপারের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তখন তা আর শুধু একটি বিশেষ রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অন্য দিকে, শ্রমের এই বিমূর্তন কোনো মতেই বহুবিচিত্র ধরনের মূর্ত শ্রমের নিতান্ত ধারণাগত লব্ধি নয়। প্রযুক্ত শ্রমের বিশেষ ধরনটি যে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই ঘটনাই এমন এক সমাজ-রূপের উপযুক্ত যেখানে ব্যক্তিরা সহজেই এক ধরনের শ্রম থেকে আরেক ধরনের শ্রমে লিপ্ত হয়, শ্রমের বিশেষ ধরনটি তাদের কাছে আপতিক, এবং সেই হেতু অপ্রাসঙ্গিক। শুধু একটি বর্গ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে শ্রম সাধারণভাবে সম্পদ সৃষ্টির উপায় হয়ে উঠেছে, এবং তা আর এক বিশেষ ব্যক্তির গুণ হিসেবে আবদ্ধ নেই। এই অবস্থাটা সবচেয়ে বেশি প্রকট আধুনিকতম ধরনের বুর্জোয়া সমাজ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিমূর্ত বর্গ — 'শ্রম', 'যথার্থ শ্রম', Sans phrase [বিশেষণহীন] শ্রম, আধুনিক অর্থশাস্ত্রের প্রস্থান-বিন্দু এইভাবে একটি ব্যবহারিক ঘটনা হয়ে ওঠে একমাত্র সেখানে।

যে-সরলতম বিমূর্তন আধুনিক অর্থশাস্ত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, যে-বিমূর্তন সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসে বিদ্যমান এক প্রাচীন সম্পর্ককে প্রকাশ করে, তা এই বিমূর্ত রূপে প্রকৃতই সত্য বলে মনে হয় আধুনিকতম সমাজের শুধু একটি বর্গ হিসেবে। বলা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-ব্যাপারগুলি ঐতিহাসিক ফলস্বরূপ — যথা, বিশেষ ধরনের শ্রমের অপ্রাসঙ্গিকতা — সেগুলিই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুশদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা প্রবণতা বলে বোধ হয়। কিন্তু প্রথমেই, যে-প্রবণতা বর্বরদের বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করতে সম্ভব করে তোলে সেই প্রবণতার অধিকারী বর্বররা আর যারা নিজেদের বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত করে সেই সভ্য মানুষদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। অধিকন্তু, রুশদের কথা বলতে গেলে বিশেষ ধরনের কৃত শ্রমের প্রতি তাদের উদাসীনতা কার্যক্ষেত্রে তাদের অতি নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমকে আপ্রাণ আঁকড়ে থাকার চিরাচরিত অভ্যাসেরই অনুষঙ্গী, এই অভ্যাস থেকে তারা মুক্তি পায় একমাত্র বাইরের প্রভাবে।

শ্রমের দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমানভাবে দেখিয়ে দেয়, সকল যুগে সেগুলির কার্যকরতা সত্ত্বেও এমন কি বিমূর্ততম বর্গগুলিও — সেগুলি বিমূর্তন বলেই — কেমন বিশিষ্ট রূপের বিমূর্তনেও ঐতিহাসিক অবস্থার ফল, এবং

সেগুলি তাদের সম্পূর্ণ কার্যকরতা অক্ষুণ্ণ রাখে একমাত্র এইসব অবস্থারই জন্য এবং এই অবস্থারই চৌহদ্দির মধ্যে।

বুর্জোয়া সমাজ হল উৎপাদনের সবচেয়ে অগ্রসর ও জটিল ঐতিহাসিক সংগঠন। সুতরাং, যে-সমস্ত বর্গ তার সম্পর্ক প্রকাশ করে সেই সমস্ত বর্গ এবং তার কাঠামো সম্পর্কে বোধ ইতিপূর্বে বিদ্যমান সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসের উৎপাদনের কাঠামো ও সম্পর্কের মর্মোপলব্ধির সহায়ক; সেই সব সামাজিক গঠনবিন্যাসের ধ্বংসাবশেষ ও অঙ্গ-উপাদানগুলিই ব্যবহৃত হয়েছিল বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টির কাজে। এই সমস্ত অনাত্মীকৃত অবশেষের কতকগুলির জের এখনও বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে চলছে, কিন্তু আগে যেগুলি ছিল শুধু প্রাথমিক রূপে, অন্য সেই সমস্ত অবশেষ আরও বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ তাৎপর্য অর্জন করেছে, ইত্যাদি। মানুষের শারীরস্থান বানরের শারীরস্থানের চাবিকাঠি। অন্য দিকে, নিম্নতর প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে অধিকতর অগ্রসর রূপগুলির প্রাথমিক অবস্থা বোঝা যায় একমাত্র তখনই যখন অধিকতর অগ্রসর রূপগুলি পরিজ্ঞাত। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র তাই, পুরাকালের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির একটা চাবিকাঠি যোগায়। কিন্তু যেসব অর্থনীতিবিদ সমস্ত ঐতিহাসিক পার্থক্যকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন এবং সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের মধ্যে যাঁরা শুধু বুর্জোয়া ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের পদ্ধতিতে [এই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা] একেবারেই অসম্ভব। কেউ যদি খাজনা কী তা জানে, তা হলে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর, প্রদেয় ফসল ও নবজাত পশুর এক দশমাংশ, প্রভৃতি বোঝা সম্ভব, কিন্তু সেগুলি সমরূপ বলে গণ্য করার দরকার পড়ে না।

অধিকন্তু, বুর্জোয়া সমাজ যেহেতু বিকাশের নিতান্ত এক পরস্পরবিরোধী রূপ, সেই হেতু তার মধ্যে প্রায়শই অতি খর্বিত রূপে এমন কি হাস্যকর অনুকরণ রূপে পূর্ববর্তী সমাজগুলির সম্পর্ক রয়েছে, যথা গোষ্ঠীগত মালিকানা। তাই, যদিও এ কথা সত্যি যে বুর্জোয়া অর্থনীতির বর্গগুলি অন্য সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসের পক্ষে কার্যকর, তবুও কথাটা গ্রহণ করতে হবে cum grano salis [কিছুটা নুন মিশিয়ে, অর্থাৎ সংশয় নিয়ে], কারণ সেগুলির মধ্যে তা থাকতে পারে অগ্রসর, খর্বিত, বিকৃত প্রভৃতি রূপে, অর্থাৎ সর্বদাই যথেষ্ট পার্থক্য সমেত। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ যাকে বলা হয় তা সাধারণভাবে নির্ভর করে এই ঘটনার উপরে যে অধুনাতম রূপটি পূর্ববর্তী রূপগুলিকে তার নিজের বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি

স্তর বলে গণ্য করে এবং সর্বদাই সেগুলিকে কল্পনা করে একপেশেভাবে, কারণ একমাত্র কালেভদ্রে এবং রীতিমত বিশেষ অবস্থাতেই একটা সমাজ নিজের সম্পর্কে সমালোচনামূলক মনোভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়; এই প্রসঙ্গে আমরা অবশ্য সেই সব ঐতিহাসিক কালপর্বের কথা আলোচনা করছি না, যেগুলি নিজেরাই মনে করে যে তারা পতনের কালপর্ব। খ্রীষ্ট-ধর্ম আগেকার পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে বিষয়গত উপলব্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল একমাত্র তখনই, যখন তার আত্মসমালোচনা কিছুটা পরিমাণে, যেন সুপ্তভাবে, তৈরি হয়েছিল। অনুরূপভাবে, বুর্জোয়া সমাজের আত্মসমালোচনা যখন শুরু হয়েছিল একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র সামন্ততান্ত্রিক, প্রাচীন ও প্রাচ্যদেশীয় অর্থনীতি বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র পৌরাণিক ভঙ্গিতে অতীতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নি বলে পূর্ববর্তী অর্থনীতিগুলি সম্পর্কে — বিশেষত যার বিরুদ্ধে তখনও তাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে — তার সমালোচনা ছিল খ্রীষ্টধর্ম অ-খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে, প্রটেস্ট্যাণ্টবাদ ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে যেমন সমালোচনা চালিয়েছিল তার মতো।

সাধারণভাবে যে কোনো ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিজ্ঞান পর্যালোচনা করার সময়ে যেমন, ঠিক তেমনই অর্থনৈতিক বর্গগুলির বিকাশের ক্ষেত্রেও এ কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজক — এই ক্ষেত্রে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজ — বাস্তবে ও মনে উভয়তই পূর্বানুমিত, এবং তাই, বর্গগুলি এই বিশেষ সমাজের, প্রয়োজকের, অস্তিত্বের ধরন ও অস্তিত্বের অবস্থা, এবং কখনও-কখনও শুধু পৃথক-পৃথক দিক, প্রকাশ করে; এইভাবে বর্গটি, **এমন কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও**, কোনো মতেই **বর্গ হিসেবে** আলোচিত হওয়ার মুহূর্তে শুরু হয় না। এ কথা মনে রাখা দরকার কারণ বস্তু-উপাদান বিন্যস্ত করার পক্ষে তা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড যোগায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, খাজনা, অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তি দিয়ে শুরু করার চাইতে স্বাভাবিক বলে আর কিছুকে মনে হয় না, কারণ তা সমস্ত উৎপাদন ও সমস্ত জীবনের উৎস পৃথিবীর সঙ্গে এবং কিছু পরিমাণ স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে এমন সমস্ত সমাজের উৎপাদনের প্রথম ধরন, কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এর চাইতে ভ্রান্তিপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক সামাজিক গঠনবিন্যাসে উৎপাদনের একটা বিশেষ শাখা থাকে যেটি অন্য সমস্ত

শাখার অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ধারণ করে এবং এই শাখায় বিদ্যমান সম্পর্কগুলি তাই অন্য সমস্ত শাখারও সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যেন একটা বিশেষ রঙের আলো সব কিছুর উপরে ফেলা হয়েছে, অন্য সমস্ত রঙকে তা ঈষৎ রঞ্জিত করেছে, তাদের বিশেষ লক্ষণগুলিকে বদলে দিয়েছে; কিংবা যেন এক বিশেষ ঈথার তার মধ্যে পাওয়া সব কিছুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে।

মেষপালক-ধরনের উপজাতিগুলির দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। (যে-সীমান্ত রেখা থেকে প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়, একান্তভাবে পশুশিকার বা মৎস্যশিকারজীবী উপজাতিগুলি সেই সীমান্ত রেখার বাইরে।) তাদের মধ্যে এক ধরনের কৃষিকর্ম ঘটে এবং তা জমির মালিকানা নির্ধারণ করে। তা হল গোষ্ঠীগত মালিকানা এবং এরা যে মাত্রায় তাদের আচার-প্রথা রক্ষা করে চলে তদনুযায়ী বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর মাত্রায় এই ধরনটি বজায় থাকে, যথা, স্লাভদের মধ্যে গোষ্ঠীগত মালিকানা। স্থায়ী বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে -- এই স্থায়ী বসতিস্থাপনই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি - যেখানে পুরাকালের ও সামন্ততান্ত্রিক যুগের সমাজের মতো কৃষির প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে এমন কি পণ্যোৎপাদন, তার কাঠামো ও তদনুরূপ সম্পত্তির ধরনের কিছু পরিমাণে বিশিষ্টভাবে কৃষিমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। পণ্যোৎপাদন হয় পূর্বেকার রোমক যুগের মতো পুরোপুরি কৃষির উপরে নির্ভরশীল, না-হয় মধ্য যুগের মতো তা শহরে ও সেখানকার সম্পর্কগুলিতে গ্রামাঞ্চলের সংগঠনকে নকল করে। মধ্য যুগে এমন কি পুঁজি বলতে - যদি তা পুরোপুরি অর্থ পুঁজি না-হত -- ছিল চিরাচরিত হাতিয়ারগুলি প্রভৃতি, এবং তার একটা বিশিষ্টভাবে কৃষিমূলক চরিত্র বজায় ছিল।

এর উল্টোটা ঘটে বুর্জোয়া সমাজে। কৃষি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় হয়ে ওঠে শিল্পের একটি শাখা মাত্র এবং তার উপরে থাকে পুঁজির পরিপূর্ণ আধিপত্য। খাজনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভূ-সম্পত্তি যেখানে নিয়ামক সেই সমস্ত সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কগুলির এখনও প্রাধান্য আছে; পুঁজি যেখানে নিয়ামক সেই সমাজের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে সামাজিক, ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা উপাদানগুলি। পুঁজি বাদ দিয়ে খাজনা বোঝা যায় না, কিন্তু খাজনা বাদ দিয়ে পুঁজি বোঝা যায়। পুঁজি হল সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা, বুর্জোয়া সমাজে যা সব কিছুর উপরে প্রাধান্য করে। তাকেই হতে হবে একাধারে প্রস্থান-বিন্দু ও উপসংহার এবং ভূ-সম্পত্তির

আগে তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পংজি ও ভূ-সম্পত্তিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার পর পর্যালোচনা করতে হবে তাদের পরস্পর-সম্পর্ক।

সুতরাং, অর্থনৈতিক বর্গগুলি একের পর এক যে পরম্পরায় ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে সেইভাবে সেগুলিকে উপস্থিত করাটা অনুপযোগী ও ভুল হবে। বরংচ, সেগুলির পারম্পর্যের ধারা আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে নির্ধারিত হয় সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে এবং এটা হল সেগুলির পক্ষে যা স্বাভাবিক অথবা ঐতিহাসিক বিকাশের পারম্পর্যানুগ বলে মনে হয় তার রীতিমত বিপরীত। ইতিহাসের গতিপথে একের পর এক যে নানান সামাজিক গঠনবিন্যাস দেখা দিয়েছে তাতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্ক কী ভূমিকা পালন করেছে সেটা বিচার্য বিষয় নয়; আরও কম বিচার্য হল 'ধারণা হিসেবে' (প্রুধোঁ) (ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক অস্পষ্ট ধারণা) সেগুলির পারম্পর্য; বরং, আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে সেগুলির অবস্থানই বিচার্য বিষয়।

প্রাচীন পৃথিবীতে কৃষিজীবী জাতিগুলির প্রাধান্যই বণিক জাতিগুলির — ফেনিশীয়, কার্থেজীয় — বিকাশ ঘটিয়েছিল এরূপ বিশুদ্ধতায় (বিমূর্ত সূক্ষ্মতায়)। কারণ বণিকের আকারে পংজি কিংবা অর্থ পংজি দেখা দেয় সেই বিমূর্ত রূপে যেখানে পংজি সমাজে তখনও প্রাধান্যসম্পন্ন বিষয় হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগীয় কৃষিপ্রধান সমাজগুলির ব্যাপারে লোম্বার্ড আর ইহুদীরা একই অবস্থান অধিকার করে ছিল।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে একই ধরনের বর্গগুলি যে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল 'জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি'গুলি [যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি] – বুর্জোয়া সমাজের এ এক অন্যতম সাম্প্রতিক লক্ষণ; কিন্তু তার গোড়ার যুগেও এগুলি দেখা দেয় একচেটিয়া অধিকারসহ বড়-বড় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক সংস্থার রূপে।

জাতীয় সম্পদের ধারণাটি সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের রচনাতেও স্থান করে নিয়েছে এই ধারণা হিসেবে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের জন্য, যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এই সম্পদের সঙ্গে সমানুপাতিক — এই ধারণা এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এখনও পর্যন্ত কিছু পরিমাণ টিকে আছে। যেভাবে সম্পদ ও সম্পদ উৎপাদনকে নিছক সম্পদ উৎপাদনের উপায় হিসেবে পরিগণিত আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়, তা এখনও অনিচ্ছাকৃতভাবে ভণ্ডামিপূর্ণ।

বস্তু-উপাদানের বিন্যাসব্যবস্থা স্পষ্টতই এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রথম [বিভাগে] থাকে সাধারণ বিমূর্ত সংজ্ঞার্থগুলি, যেগুলি তাই কিছু পরিমাণে সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত, তবে পূর্বে বর্ণিত অর্থে। দুই, যে-বর্গগুলি বুর্জোয়া সমাজের আভ্যন্তরিক কাঠামোস্বরূপ এবং যার উপরে প্রধান-প্রধান শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত। পুঁজি, মজুরি-শ্রম, ভূ-সম্পত্তি এবং পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। শহর ও গ্রাম। তিনটি বড় সামাজিক শ্রেণী। তাদের মধ্যে বিনিময়। সঞ্চলন। (ব্যক্তিগত) ক্রেডিট ব্যবস্থা। তিন, বুর্জোয়া সমাজের সারনির্যাস হিসেবে রাষ্ট্র। নিজের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলির বিশ্লেষণ। 'অনুৎপাদনশীল' শ্রেণীসমূহ। কর। জাতীয় ঋণ। সার্বজনিক ক্রেডিট। জনসংখ্যা। উপনিবেশ। দেশান্তরণ। চার, উৎপাদনের আন্তর্জাতিক অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন। আন্তর্জাতিক বিনিময়। রপ্তানি ও আমদানি। বিনিময় হার। পাঁচ, বিশ্ব বাজার ও সংকট।

৪। উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন ও যোগাযোগের অবস্থা। উৎপাদন ও যোগাযোগের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে রাজনৈতিক রূপ ও অবধারণার রূপ। আইনগত সম্পর্ক। পারিবারিক সম্পর্ক

এই প্রসঙ্গে যে-বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হবে এবং ভুললে চলবে না, সে সম্পর্কে টীকা।

১) **যুদ্ধ** শান্তির চাইতে আগে [কতকগুলি লক্ষণের] বিকাশ ঘটায়; যুদ্ধের ফলে, এবং সেনাবাহিনী প্রভৃতিতে যেভাবে কতকগুলি অর্থনৈতিক ধারণা, যথা, মজুরি-শ্রম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নাগরিক সমাজের ভিতরকার চাইতে আগে বিবর্ধিত হয়েছিল। উৎপাদন-শক্তিসমূহ ও যোগাযোগের অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতে বিশেষভাবে স্পষ্ট।

২) **বাস্তববাদী ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে এযাবৎ বিদ্যমান ভাববাদী ইতিহাসতত্ত্বের সম্পর্ক। বিশেষ করে সভ্যতার ইতিহাস বলে যা পরিচিত,** ধর্ম ও রাষ্ট্রগুলির পুরনো ইতিহাস। (এযাবৎ বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের ইতিহাসতত্ত্বও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে; তথাকথিত বিষয়গত, বিষয়ীগত (নৈতিক ও অন্যান্য), দার্শনিক [ইতিহাসতত্ত্ব])।

৩) **দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত ব্যাপারসমূহ,** সাধারণভাবে উৎপাদনের **আহৃত ও প্রেরিত,** অর্থাৎ অ-মুখ্য সম্পর্কসমূহ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব।

৪) **এই কল্পনার বস্তুবাদ সম্পর্কে তিরস্কার; প্রকৃতিবাদী বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্ক।**

৫) **উৎপাদন-শক্তি (উৎপাদনের উপায়) ও উৎপাদন-সম্পর্ক — এই ধারণাগুলির ডায়ালেক্‌টিক্স,** এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, যা বাস্তব পার্থক্যগুলিকে দূর করে না, তার সীমা সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

৬) **বৈষয়িক উৎপাদনের এবং, যথা, শিল্পকলার অসম বিকাশ।** প্রগতির ধারণাটি মোটের উপরে সাধারণ বিমূর্ত রূপে বুঝলে চলবে না। আধুনিক শিল্পকলা, প্রভৃতি। এই অনুপাতের অভাব মূর্ত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, যথা, শিক্ষার ক্ষেত্রের মতো তত গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বোধ্য নয়। ইউরোপের সঙ্গে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** সম্পর্ক। তবে সত্যিই দুরূহ যে-বিষয়টি এখানে আলোচনা করতে হবে তা হল আইনগত সম্পর্ক হিসেবে উৎপাদন-সম্পর্ক কীভাবে এই অসম বিকাশে অংশগ্রহণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আধুনিক উৎপাদনের সঙ্গে রোমক দেওয়ানি আইনের সম্পর্ক (ফৌজদারি ও সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে তা ক্ষুদ্রতর মাত্রায় প্রযোজ্য)।

৭) **এই ধারণাটিকে এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবিকাশ বলে মনে হয়।** আপতনের যাথার্থ্য প্রতিপাদন। কীভাবে? (স্বাধীনতা, প্রভৃতিও।) (যোগাযোগের উপায়ের প্রভাব। বিশ্ব ইতিহাসের অস্তিত্ব চিরকাল ছিল না; বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে ইতিহাস একটা ফল।)

৮) **প্রারম্ভ স্থলটি অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে নির্ধারিত বিষয়গুলি;** বিষয়ীগত ও বিষয়গত উভয়তই। উপজাতি, বর্ণ, প্রভৃতি।

শিল্পকলার ব্যাপারে, এ কথা সুবিদিত যে তার কিছু-কিছু শীর্ষস্থান কোনো ক্রমেই সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে মেলে না; সুতরাং, তার সংগঠনের যেন কঙ্কালের মতো বৈষয়িক উপকাঠামোর সঙ্গেও নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আধুনিক [জাতিগুলির] তুলনায় গ্রীকরা, কিংবা না-হয় শেকসপীয়র। এমন কি একথাও স্বীকৃত যে শিল্পকলার কোনো-কোনো শাখা, যথা, মহাকাব্য, প্রকৃত শিল্পগুণসমৃদ্ধ রচনা শুরু হওয়ার পর আর সেই

যুগান্তকারী ধ্রুপদী রূপে রচনা করা যাবে না; ভাষান্তরে শিল্পকলার চৌহদ্দির মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি একমাত্র সম্ভব শিল্পকলার বিকাশের এক গোড়ার স্তরে। শিল্পকলারই পরিধির ভিতরে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার ব্যাপারে এই যদি ঘটনা হয়, তা হলে শিল্পকলার সমগ্র পরিধি এবং সমাজের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারেও যে ঘটনাটা সেই রকমই হবে, সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অসুবিধাটা শুধু এই সমস্ত স্ববিরোধের সাধারণ সূত্রায়নের মধ্যে। সেগুলি বিশেষ নির্দিষ্ট প্রশ্নে পর্যবসিত করলেই ব্যাখ্যাত হয়ে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমান কালের সঙ্গে গ্রীক শিল্পের এবং শেকসপীয়রের শিল্পের সম্পর্ক ধরা যাক। আমরা জানি যে গ্রীক পুরাণ গ্রীক শিল্পের শুধু ভাণ্ডারই নয়, তার ভিত্তিও। গ্রীক কল্পনার মধ্যে এবং সেই হেতু গ্রীক [শিল্পকলার] মধ্যে প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের যে-ধারণা নিহিত আছে তা কি আর সম্ভব, যখন স্বয়ংক্রিয় সুতো-কাটার কল, রেলপথ, রেল ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দেখা দিয়েছে? রবার্টস অ্যান্ড কোম্পানির তুলনায় একজন ভালকান, বজ্রবহর তুলনায় জুপিটার, Crédit Mobilier-এর তুলনায় হর্মেস এমন কী? সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী কল্পনায় এবং কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে পরাভূত করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইচ্ছামতো রূপ দেয়; সুতরাং, যখন এই শক্তিগুলির উপরে বাস্তব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রিণ্টিং হাউস স্কোয়ারের পাশাপাশি ফামার কী দশা হয়? গ্রীক শিল্পে গ্রীক পুরাণ পূর্বানুমিত; ভাষান্তরে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারসমূহ জনসাধারণের কল্পনার দ্বারা এক অনিচ্ছাকৃত শিল্পগুণান্বিত উপায়ে ইতিমধ্যেই আত্তীকৃত। এই হল গ্রীক শিল্পকলার বস্তু-উপাদান, নিছক যে কোনো পৌরাণিক কাহিনী নয়, অর্থাৎ অচেতনভাবে প্রকৃতির প্রত্যেকটি শিল্পগুণান্বিত আত্তীকরণ নয় (এখানে প্রকৃতি বলতে সমাজ সহ সমস্ত ভৌত ব্যাপারকে বোঝাচ্ছে); মিশরীয় পুরাণ কখনোই গ্রীক শিল্পকলার ভিত্তি হতে পারত না বা তার উদ্ভব ঘটাতে পারত না। কিন্তু যাই হোক **একটা** পুরাণ [এখানে পূর্বানুমিত]; তবে কোনো মতেই এমন এক সামাজিক বিকাশ নয় যেখানে প্রকৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক মনোভাব, অর্থাৎ অতিকথার উদ্ভব ঘটানোর মতো প্রকৃতির সম্বন্ধে যে কোনো মনোভাবই বাদ পড়ে; সুতরাং, এমন এক সমাজ যে শিল্পীর কাছ থেকে দাবি করে পুরাণ-নিরপেক্ষ কল্পনা।

আরেক দিক থেকে দেখলে: বারুদ আর গোলাগুলি যখন আবিষ্কৃত হয়েছে তখন কি অ্যাকিলিস সম্ভব? যখন মুদ্রণ প্রেস ও এমন কি মুদ্রণ যন্ত্র রয়েছে তখন কি 'ইলিয়াড' আদৌ সম্ভব? এ কি অবশ্যম্ভাবী নয় যে মুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গীত আর কথকতা আর কবির অনুপ্রেরণাদায়িনী দেবী থাকে না, অর্থাৎ মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়?

আমাদের সামনে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে তা অবশ্য গ্রীক শিল্পকলা ও মহাকাব্য সমাজ বিকাশের কোনো-কোনো ধরনের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত সেটা বোঝার অসুবিধা নয়। অসুবিধাটা এই যে সেগুলি এখনও আমাদের নান্দনিক সুখ দেয় এবং কোনো-কোনো ব্যাপারে প্রমাণ ও অনধিগম্য আদর্শ বলে গণ্য করা হয়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আবার শিশু হতে পারে না, হলে সে হয় শিশুসুলভ। কিন্তু শিশুর সারল্য কি তাকে সুখ দেয় না, এবং সে নিজে কি এক উচ্চতর স্তরে শিশুর সত্যপরায়ণতার প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রয়াস করে না? প্রত্যেক যুগে শিশু কি স্বাভাবিক সত্যতায় সেই কালের প্রতিনিধিত্ব করে না? মানবজাতি যেখানে তার সুন্দরতম রূপ অর্জন করেছিল, মানবজাতির সেই ঐতিহাসিক শৈশব চিরন্তন এক মায়াজাল বিস্তার করবে না কেন, কারণ তা এমন একটি স্তর যা আর কখনও ফিরে আসবে না? দুর্বিনীত শিশু আছে, আছে অকালপক্ক শিশু। প্রাচীন জাতিগুলির অনেকেই এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীকরা ছিল স্বাভাবিক শিশু। আমাদের কাছে তাদের শিল্পের যে-জাদু আছে, যে-সমাজে তার উদ্ভব ঘটেছিল সেই সমাজের অপরিণত স্তরের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। বরংচ, তার জাদু এরই ফল এবং তা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এই ঘটনার সঙ্গে যে অপরিণত যে-সামাজিক অবস্থা এই শিল্পের জন্ম দিয়েছিল এবং জন্ম দিতে পেরেছিল, তা আর ফিরে আসতে পারবে না।

১৮৫৭ সালের অগস্টের শেষ
ও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি
সময়ের মধ্যে লিখিত

পরিশিষ্ট

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে'

প্রথম ভাগ, ফ্রানৎস ডাংকার, বার্লিন, ১৮৫৯ [৩৭]

[সমালোচনা]

১

জার্মানরা বহুকাল আগেই দেখিয়েছে যে বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য সভ্য জাতির সমান, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নততর। বিজ্ঞানের শুধু একটি শাখায়, অর্থশাস্ত্রে, সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো জার্মান নাম ছিল না। কারণটা স্পষ্ট। অর্থশাস্ত্র হল আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং তাই, তাতে উন্নত বুর্জোয়া অবস্থা পূর্বানুমিত, যে-অবস্থা 'রিফর্মেশনের' পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহ ও কৃষক যুদ্ধ এবং বিশেষত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে কয়েক শতাব্দী ধরে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ডের পৃথকীকরণ [৩৮] জার্মানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ থেকে অপসারিত করেছিল এবং তার শিল্প বিকাশকে একেবারে শুরু থেকেই সীমিত করে রেখেছিল ক্ষুদ্রতম পরিসরের মধ্যে। জার্মানরা যখন কষ্টেসৃষ্টে ধীরে-ধীরে গৃহযুদ্ধগুলির ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠেছিল, প্রতিটি ক্ষুদে নৃপতি ও রাজকীয় ব্যারন তার প্রজাদের শ্রমশিল্পের উপরে যেসব শুল্কের বেড়া আর উদ্ভট বাণিজ্যিক নিয়মকানুন চাপিয়ে দিত তার বিরুদ্ধে নিস্ফল সংগ্রামে তারা যখন তাদের অনতিবিপুল নাগরিক শক্তিসামর্থ্য খরচ করেছিল, সাম্রাজ্যিক শহরগুলি যখন হস্তশিল্প-গিল্ড প্রথা আর আভিজাত্য-চেতনা নিয়ে বিনষ্টির দিকে গিয়েছিল --- হল্যান্ড, ইংলন্ড ও ফ্রান্স ইত্যবসরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জয় করে নিয়েছিল শীর্ষ অবস্থান, একটির পর একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এবং হস্তশিল্পশালার উৎপাদনকে নিয়ে এসেছিল তার বিকাশের শিখরে, শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডের কয়লা ও লোহার সঞ্চয়কে যা মূল্যবান করে তুলেছিল সেই

বাষ্পশক্তির সাহায্যে ইংলণ্ড আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশের নেতৃত্ব করেছিল। কিন্তু ১৮৩০ সাল অবধি, জার্মানির বৈষয়িক শক্তিগুলির বুর্জোয়া বিকাশকে যা ব্যাহত করেছিল মধ্যযুগের সেই সব অস্বাভাবিক সেকেলে জেরগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো যতদিন পর্যন্ত দরকার হয়েছিল, ততদিন জার্মানিতে অর্থশাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটতে পারে নি। একমাত্র শুল্ক ইউনিয়ন [৩৯] প্রতিষ্ঠাই অর্থশাস্ত্র **অনুধাবন** করতে জার্মানদের সক্ষম করেছিল। বস্তুত, এই সময়েই ইংরেজি ও ফরাসী অর্থনৈতিক রচনা জার্মান মধ্য শ্রেণীর উপকারার্থে আমদানি হতে শুরু করে। পণ্ডিতজন ও আমলারা অচিরেই এই আমদানি-মাল হস্তগত করেন এবং তাকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, 'জার্মান মননশক্তির' খুব একটা গৌরববৃদ্ধি তাতে হয় না। এক দল ধান্ধাবাজ, বণিক, স্কুল-শিক্ষক ও আমলার জগাখিচুড়ির সাহিত্যপ্রয়াস এক গোছা জার্মান অর্থনৈতিক রচনার জন্ম দিয়েছিল, গতানুগতিকতা, অসারতা, চাপল্য, বাগাড়ম্বর আর কুম্ভীলকবৃত্তির দিক দিয়ে শুধু জার্মান উপন্যাসই তার সমকক্ষ। ব্যবহারিক লক্ষ্য অনুসারী লোকেদের মধ্যে প্রথমে দেখা দিয়েছিল শিল্পপতিদের সংরক্ষণবাদী ঘরানা, যার প্রধান মুখপাত্র লিস্ট এখনও পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপহার, যদিও তাঁর বিখ্যাত রচনাটি কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের তাত্ত্বিক স্রষ্টা ফরাসী ফেরিয়ে-র রচনা থেকে পুরোপুরি নকল করা। এই ধারার বিপরীতে চল্লিশের দশকে বলটিক প্রদেশগুলির বণিকরা তৈরি করেছিলেন অবাধ বাণিজ্য ঘরানা, এঁরা শিশুসুলভ - কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিহীন নয় — বিশ্বাস নিয়ে এলোমেলোভাবে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যপন্থীদের যুক্তি। সব শেষে, তত্ত্বগত দিকগুলি নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়েছিল সেই সব স্কুল-শিক্ষক ও আমলাদের মধ্যে ছিলেন হের রাউ-এর মতো সমালোচনাহীন ও বিশুষ্ক লতাগুল্মসংগ্রাহক, হের স্টাইনের মতো ছদ্ম-চতুর ফাটকাবাজরা, যাঁরা বিদেশী প্রতিপাদ্যগুলিকে পরিপাক-না-করা হেগেলীয় ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন, কিংবা হের রিয়েলের মতো তথাকথিত সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাহিত্য যশঃপ্রার্থী উঞ্ছশীলরা। এ সবেরই পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল cameralistics [৪০] — বহুবিধ মামুলি পদার্থের একটা খিচুড়ির উপরে ছড়ানো এক সারগ্রাহী অর্থনৈতিক চাটনি, যে-ধরনের জিনিস একজন কনিষ্ঠ সরকারি কর্মচারীর চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়ে মনে রাখা দরকার হতে পারে।

এইভাবে জার্মানিতে যখন বুর্জোয়ারা, স্কুল-শিক্ষক ও আমলারা যাকে তর্কাতীত আপ্তবাক্য বলে গণ্য করত সেই ইঙ্গ-ফরাসী অর্থশাস্ত্রের প্রথম মূলসূত্রগুলি মুখস্থ করার, এবং কিছু পরিমাণে বোঝার প্রচণ্ড প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল, দৃশ্যপটে তখন আবির্ভূত হল জার্মান প্রলেতারীয় পার্টি। তার তত্ত্বগত দিকটি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের ভিত্তির উপরে, তাই, স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে **জার্মান অর্থশাস্ত্রের** সূত্রপাতও এই পার্টির আত্মপ্রকাশকাল থেকে। এই জার্মান অর্থশাস্ত্রের আবশ্যিক বুনিয়াদ হল **ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা**, যার প্রধান-প্রধান বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে উপরোক্ত রচনার 'মুখবন্ধে'*। 'মুখবন্ধ'টি ইতিমধ্যেই *Das Volk*-এ মোটামুটি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা সেটির উল্লেখ করছি। 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে'; ইতিহাসের গতিপথে উদ্ভূত সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, সমস্ত ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থা, সমস্ত তাত্ত্বিক মতবাদ অনুধাবন করা যায় একমাত্র সংশ্লিষ্ট যুগে বিদ্যমান জীবনের বৈষয়িক অবস্থা অনুধাবন করলেই এবং প্রথমোক্তগুলির উৎস সন্ধান করা যায় এই সমস্ত বৈষয়িক অবস্থার মধ্যেই -- এই প্রতিজ্ঞাটি শুধু অর্থশাস্ত্রের পক্ষেই নয় সমস্ত ইতিহাসাশ্রিত বিজ্ঞানের পক্ষেও এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার -- আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের এমন সমস্ত শাখাই ইতিহাসাশ্রিত। 'মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্য নির্ধারণ করে।' এই প্রতিজ্ঞাটি এত সরল যে ভাববাদী ভণ্ডামিতে নিমগ্ন নয় এমন যে কোনো লোকের কাছেই তা স্বপ্রকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু এর ফলে দেখা দেয় অত্যন্ত বৈপ্লবিক পরিণতি -- শুধু তত্ত্বগত ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও। 'বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে কিংবা -- একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে -- এ যাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা-সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃংখলে। তখন শুরু হয় **সমাজ-বিপ্লবের** যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের

* দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পৃঃ ১১-১৬। — সম্পাঃ।

ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে। ...উৎপাদনের বুর্জোয়া সম্পর্ক হল উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বৈরভাবাপন্ন ধরন — ব্যক্তিগত বৈরভাবের অর্থে বৈরভাবাপন্ন নয়, বরং ব্যক্তির অস্তিত্বের সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত বৈরভাবের অর্থে — কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিগুলি এই বৈরভাব নিরসনের বৈষয়িক অবস্থাও সৃষ্টি করে।'* আমাদের বস্তুবাদী প্রতিপাদ্য আরও অনুসরণ করে আমরা তাকে বর্তমান কালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করামাত্রই এক সুবিশাল বিপ্লবের সম্ভাবনা তাই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, এত বিরাট বিপ্লব আগে কখনও ঘটে নি।

সযত্নতর বিচারে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এর উল্টোটা নয় — এই আপাত সরল প্রতিজ্ঞাবাক্যটির প্রথম পরিণতিই সর্বরূপ ভাববাদকে, এমন কি সংগোপনতম ভাববাদকেও প্রত্যাখ্যান করে, ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে সমস্ত প্রথাগত ও চিরাচরিত মতামতকে বাতিল করে। রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের গোটা পরম্পরাগত ভঙ্গিটা বিপর্যস্ত; দেশপ্রেমিক মহানুভবতা ক্ষুব্ধভাবে এরূপ নীতিনিষ্ঠাহীন ব্যাখ্যায় আপত্তি তোলে। নতুন দৃষ্টিকোণটি যে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তাদেরই নয়, যাঁরা liberté, égalité, fraternité জাদুমন্ত্রে পৃথিবীর বৈপ্লবায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন সেই ফরাসী সমাজতন্ত্রীবর্গকেও ক্ষুব্ধ করবে, তা তাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু কলকণ্ঠ জার্মান স্থূল গণতন্ত্রীদের তা পুরোপুরি রুষ্ট করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থে, বোধের অসাধারণ অভাব থাকলেও, নতুন ধ্যানধারণাগুলির ভাব চুরি করার প্রচেষ্টার প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব আছে।

এমন কি একটিমাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উপরেও বস্তুবাদী ধারণার ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রদর্শন বহু বছরের নিভৃত গবেষণা-সাপেক্ষ এক বৈজ্ঞানিক কাজ ছিল, কারণ এ কথা স্পষ্ট যে এ ব্যাপারে নিছক ফাঁকা বুলিতে কিছু পাওয়া যাবে না এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সমালোচনাত্মকভাবে পরীক্ষিত ঐতিহাসিক মালমশলাব প্রাচুর্যই শুধু এরূপ এক সমস্যার সমাধান সম্ভব করে তুলতে পারে। আমাদের পার্টি রাজনৈতিক মঞ্চে চালিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা, তাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য অনুসরণে বাধা

* দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থের পৃঃ ১৪-১৬। — সম্পাঃ।

এসেছিল। তা সত্ত্বেও, ব্নিয়াদী ধারণাটি পার্টির সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন স্ত্রের মতো রয়েছে। এগ্লির প্রত্যেকটি দেখায় যে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতার স্ত্রপাত ঘটেছিল বৈষয়িক কারণ দিয়ে, সহগামী শব্দাবলী দিয়ে নয়, এবং রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা ও সেগ্লির ফলাফলের মতো রাজনৈতিক ও আইনগত শব্দাবলীই বরং উদ্ভূত হয়েছিল বৈষয়িক কারণের মধ্যে।

১৮৪৮-১৮৪৯এর বিপ্লবের পরাজয়ের পরে, যখন বাইরে থেকে জার্মানির উপরে কোনোর্প প্রভাব বিস্তার করা ক্রমেই বেশি অসম্ভব হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে আমাদের পার্টি দেশান্তরীদের কলহের ক্ষেত্রটি -- কারণ সেটাই ছিল অবশিষ্ট একমাত্র সম্ভাব্য কাজ ছেড়ে দিয়েছিল ইতর গণতন্ত্রীদের হাতে। তারা যখন প্রাণ ভরে পরস্পরের পশ্চাদ্ধাবন করে বেড়াচ্ছিল, আজ মারামারি করছিল, কাল ভাই পাতাচ্ছিল, তার পরের দিন আবার প্রকাশ্যে পরস্পরের খেউড় করছিল, তারা যখন সারা আমেরিকায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল এবং তার অব্যবহিত পরেই আরেক দফা বিবাদ শ্র্ করেছিল সংগৃহীত সামান্য কিছ্ মৃদ্রার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আমাদের পার্টি তখন সানন্দে আরেকবার কিছ্টা প্রশান্তিপ্র্ণ সময় পেয়েছিল গবেষণাকর্মের জন্য। তার বিরাট স্বিধাটা ছিল এই যে তার তত্ত্বগত বনিয়াদ ছিল এক নতুন বিজ্ঞানসম্মত ধারণা, যার বিশদীকরণের জন্য যথেষ্ট কাজ দরকার হয়েছিল; এমন কি একমাত্র এই কারণেই দেশান্তরী 'মহামানবদের' মতো এত নীতিভ্রষ্ট সে কখনও হতে পারে নি।

আলোচ্য গ্রন্থটি এই সমস্ত অধ্যয়নেরই প্রথম ফল।

২

আলোচ্য রচনাটির মতো একটি রচনার উদ্দেশ্য শ্ধ্ অর্থশাস্ত্রের পৃথক-পৃথক অংশের অসংলগ্ন সমালোচনা কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। বরং, শ্র্ থেকেই এটির উদ্দেশ্য হল অর্থশাস্ত্রের সমগ্রতার এক প্রণালীবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার দেওয়া এবং ব্র্জোয়া উৎপাদন ও ব্র্জোয়া বিনিময়ের নিয়ন্ত্রক নিয়মগ্লির স্সংবদ্ধ বিশদীকরণ উপস্থিত করা। এই বিশদীকরণ একই সঙ্গে অর্থনৈতিক

সাহিত্যের এক সর্বাত্মক পর্যালোচনা, কারণ অর্থনীতিবিদরা এই সমস্ত নিয়মের ভাষ্যকার ও সাফাই গাইয়ে ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিজ্ঞানের কোনো শাখাকেই তার বিশেষ আন্তর সুসংগতিতে বিবৃত করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা হেগেলের মৃত্যুর পর হয় নি বললেই চলে। সরকারি হেগেলীয় ঘরানা গুরুর ডায়ালেকটিকসের শুধু সরলতম কৌশলগুলিই আত্মস্থ করেছিল এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করেছিল যত্রতত্র, তদুপরি প্রায়শই হাস্যকর অযোগ্যতাসহকারে। অন্তত তাদের দিক দিয়ে, হেগেলের গোটা উত্তরাধিকারকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল একটা মাপনদণ্ডের মধ্যে, যার সাহায্যে যে কোনো বিষয়কে জোড়া-তাড়া দিয়ে একটা আকৃতি দেওয়া যেত এমন ধরাবাঁধা কতকগুলি শব্দ ও উক্তির মধ্যে, যার একমাত্র অবশিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যখনই তাদের মধ্যে চিন্তার ও মূর্তনির্দিষ্ট জ্ঞানের অভাব দেখা যেত তখনই সুবিধাজনকভাবে আত্মপ্রকাশ করা। তাই, বন-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায়, ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এই হেগেলপন্থীরা কিছুই জানত না, কিন্তু লিখতে পারত সব কিছু সম্পর্কে। ফলও অবশ্য হয়েছিল তদনুরূপ। যত আত্মাভিমানই থাক না-কেন, এই ভদ্রলোকেরা কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাই তাঁরা যতদূর সম্ভব বড়-বড় সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। বানপ্রস্থগত অশ্মীভূত ধরনের জ্ঞান স্বীয় ক্ষেত্রে অটল ছিল তার উৎকৃষ্টতর বাস্তবতথ্যমূলক জ্ঞানের দরুন, এবং ফয়েরবাখ দূরকল্পনামূলক ধারণা পরিত্যাগ করার পর হেগেলবাদ ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানের উপরে আবার সেকেলে অধিবিদ্যা আধিপত্য বিস্তার করেছে তার কঠোর বর্গগুলি নিয়ে।

এর কতকগুলি রীতিমত স্বাভাবিক কারণ ছিল। শূন্যগর্ভ কথায় যার পরিণতি ঘটেছিল সেই হেগেলীয় 'ডায়াডোখির' [উত্তরাধিকারীর] নিয়মের পরে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল এক কালপর্ব যেখানে বিজ্ঞানের মূর্ত আধেয় আরেকবার বাহ্যিক দিকটির উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অধিকন্তু, ১৮৪৮-এর পরে আরব্ধ বিরাট বুর্জোয়া বিকাশ অনুযায়ী জার্মানি একই সঙ্গে অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেছিল: দূরকল্পনামূলক প্রবণতা যার মধ্যে কখনোই প্রকৃত কোনো গুরুত্ব অর্জন করে নি সেই বিজ্ঞানগুলির কেতা চালু হওয়ায় পুরনো অধিবিদ্যক চিন্তাপ্রণালী, এমন কি ভোল্‌ফ-এর চরম তুচ্ছ বিষয় পর্যন্ত,

দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। হেগেল বিস্মৃত হয়ে যান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দেখা দেয় এক নতুন বস্তুবাদ: অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের সঙ্গে নীতিগতভাবে তার তফাৎ ছিল অতি সামান্য এবং তার প্রধান সুবিধাটা ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষত রসায়ন ও শারীরবৃত্ত-সংক্রান্ত তথ্যের শুধু অধিকতর পুঁজি। প্রাক-কাণ্টীয় কালপর্বের সংকীর্ণ-মনস্ক চিন্তাপ্রণালী সবচেয়ে মামুলি ধরনে পুনরাবৃত্তি করেছেন ব্যুখনার ও ফগ্ট এবং যিনি ফয়েরবাখের নামে দোহাই পাড়েন সেই মলেশট পর্যন্ত সরলতম বর্গগুলির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চিত্তবিনোদনকর ভঙ্গিতে ঘন-ঘনই নাকানি-চোবানি খান। বৈশিষ্ট্যহীন বুর্জোয়া মনের ছ্যাকড়া গাড়ির বেতো ঘোড়া বাহ্য রূপ থেকে কারণকে যে-পরিখাটি আলাদা করে রেখেছে তার সামনে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হোঁচট খায়; কিন্তু কেউ যদি বিমূর্ত যুক্তির অতি বন্ধুর ক্ষেত্রটির উপর দিয়ে ধাবমান হতে চান তা হলে তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ায় চড়া উচিত নয়।

সুতরাং, এই প্রসঙ্গে এমন একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার হয়েছিল যা ঠিক অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত ছিল? এক দিকে ছিল হেগেলের রেখে-যাওয়া রীতিমত 'দূরকল্পনামূলক' রূপে হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিক্স, এবং অন্য দিকে মামুলি, প্রধানত ভোল্‌ফীয়, আধিবিদ্যক পদ্ধতি, যা আবার প্রচলিত হয়েছিল এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা তাঁদের মোটা-মোটা অসংলগ্ন গ্রন্থ রচনার জন্যও যা ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে তত্ত্বগতভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন কাণ্ট এবং বিশেষ করে হেগেল, যার ফলে কার্যক্ষেত্রে এর ক্রমাগত ব্যবহার সম্ভব করে তোলা যেত একমাত্র জাড্য দিয়ে এবং এক বিকল্প **সরল** পদ্ধতির অভাব দিয়ে। অন্য দিকে, **বিদ্যমান** রূপে হেগেলীয় পদ্ধতিটি ছিল রীতিমতো অপ্রয়োজ্য। তা ছিল সারগতভাবে ভাববাদী এবং এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়টি ছিল এমন এক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির বিশদীকরণ যা পূর্ববর্তী যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে অধিকতর বস্তুবাদী। হেগেলের পদ্ধতি তার প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেছিল বিশুদ্ধ চিন্তাকে, পক্ষান্তরে এখানে প্রস্থান-বিন্দুটি হতে হবে অমোঘ তথ্যাবলী। যে-পদ্ধতি তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি অনুযায়ী 'কিছু না থেকে কিছু না-র মধ্য দিয়ে কিছু না-য় এসেছে', তা এই আকারে কোনো মতেই উপযুক্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও, লভ্য সমস্ত যৌক্তিক বস্তু-উপাদানের

মধ্যে সেটাই ছিল একমাত্র উপাদান যা অন্তত উৎস-বিন্দু হিসেবে কাজ করতে পারত। তা সমালোচনার কবলে পড়ে নি, উচ্ছেদ হয়ে যায় নি, মহান ডায়ালেক্‌টিক্স-বিশারদের কোনো প্রতিপক্ষই গরীয়ান্‌ সৌধটিতে একটিও ফাটল ধরাতে পারে নি। তা ছিল বিস্মৃত, কারণ হেগেলীয় ঘরানা তাকে প্রয়োগ করতে জানত না। তাই, সর্বপ্রথমে হেগেলীয় পদ্ধতির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা চালানো অত্যাবশ্যক ছিল।

হেগেলের যুক্তি প্রণালীর মধ্যে নিহিত অসাধারণ ইতিহাস-বোধই অন্যান্য দার্শনিকের যুক্তি প্রণালী থেকে তাকে বিশিষ্টভাবে পৃথক করে। প্রযুক্ত ধরনটি যত বিমূর্ত ও ভাববাদীই হোক না-কেন, তাঁর ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশ সব সময়ে বিশ্ব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়, এবং শেষোক্তটিকেই, বস্তুত, মনে করা হত প্রথমোক্তটির প্রমাণ বলে। যদিও তা প্রকৃত সম্পর্ককে উল্টে দিয়েছিল এবং তাকে দাঁড় করিয়েছিল মাথার উপরে, তা হলেও প্রকৃত আধেয়টি তাঁর দর্শনের মধ্যে অবধারিতভাবেই অঙ্গীভূত ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে হেগেল -- তাঁর অনুগামীদের মতো অজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতেন না, তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত চিন্তানায়কদের অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে একটা ক্রমবিকাশ আছে, ইতিহাসে আছে এক স্বকীয় সুসংগতি, এবং তাঁর ইতিহাসের দর্শনের কোনো-কোনো জিনিস এখন আমাদের কাছে যত অদ্ভুতই মনে হোক না-কেন, তাঁর পূর্বসূরীদের, তথা তাঁর অনুসারী যাঁরা সাধারণ ঐতিহাসিক মন্তব্যাদি উপস্থিত করার সাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের তুলনায় মূল ধারণার চমৎকারিত্ব আজও প্রশংসনীয়। ইতিহাস সম্পর্কে এই উল্লেখযোগ্য ধারণা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে 'Phänomenologie', Ästhetik' ও Geschichte der Philosophie'-তে, এবং বস্তু-উপাদান সর্বত্র উপস্থিত করা হয়েছে ঐতিহাসিকভাবে, এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, যদিও এক বিমূর্ত বিকৃত ধরনে।

ইতিহাস বিষয়ে এই যুগান্তকারী ধারণা ছিল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত পূর্বশর্ত, এবং ইতিমধ্যেই তা যৌক্তিক পদ্ধতির সঙ্গেও যোগসূত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যেহেতু, এমন কি 'বিশুদ্ধ যুক্তির' দৃষ্টিকোণ থেকেও, এই বিস্মৃত ডায়ালেক্‌টিক্স এরূপ ফল প্রসব করেছিল এবং তদুপরি অত্যন্ত অনায়াসে পূর্বেকার গোটা যুক্তিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যার মোকাবিলা করেছিল, সেই হেতু তাতে নিশ্চয়ই কুতর্ক আর চুলচেরা

বিচারের চাইতে আরও বেশি কিছু ছিল। কিন্তু গোটা প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র যা এড়িয়ে গেছে এবং এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে, এই পদ্ধতির সেই পর্যালোচনা বড় সামান্য বিষয় ছিল না।

হেগেলীয় যুক্তিবিজ্ঞান থেকে এই ক্ষেত্রে হেগেলের আসল আবিষ্কারগুলির অন্তঃসারটিকে বার করে নেওয়া এবং ভাববাদী মোড়ক ঘুচিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ধারণাগত বিবর্তনের যা একমাত্র সঠিক প্রণালী সেই সরল রূপে প্রতিষ্ঠা করার কাজ হাতে নিতে পারার মতো একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন মার্কস এবং এখনও একমাত্র ব্যক্তি তিনিই। আমাদের মনে হয়, মার্কসের অর্থশাস্ত্র বিচারের অন্তর্নিহিত পদ্ধতির সম্প্রসারণ এমন একটা ফল যা বনিয়াদী বস্তুবাদী ধারণা থেকে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

পদ্ধতি নির্ণয়ের পরেও অর্থশাস্ত্রের বিচার বিন্যস্ত করা যেত দুই ভাবে -- ঐতিহাসিকভাবে ও যৌক্তিকভাবে। যেহেতু ইতিহাসের গতিপথে, তার সাহিত্যিক প্রতিফলনে যেমন হয়, ক্রমবিকাশ অগ্রসর হয় মোটামুটি সরলতম থেকে জটিলতর সম্পর্কের দিকে, তাই অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ছিল এক স্বাভাবিক সূত্রস্বরূপ, পর্যালোচনায় যাকে প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা যেত, এবং তা হলে অর্থনৈতিক বর্গগুলি সামগ্রিকভাবে যৌক্তিক ব্যাখ্যানের মতো একই অনুক্রমে দেখা দিত। মনে হয় এই ধরনটির সুবিধা হল অধিকতর প্রাঞ্জলতা, কারণ তা **প্রকৃত** বিকাশের উৎসসন্ধান করে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তা হত বড় জোর আরও জনবোধ্য। ইতিহাস প্রায়শই চলে দ্রুত পদবিক্ষেপে এবং আঁকা-বাঁকা রেখায়, এবং সব সময়ে তাকে অনুসরণ করে চলতে হত বলে শুধু যে সামান্য গুরুত্বসম্পন্ন মালমশলা প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করতে হত তাই নয়, চিন্তার ধারায় ঘন-ঘনই ছেদ দিতে হত; অধিকন্তু, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস ছাড়া অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস লেখা অসম্ভব হত, এবং সমস্ত প্রাথমিক সমীক্ষাদি না-থাকার দরুন কাজটা তাই হয়ে উঠত বিরাট। সুতরাং, যুক্তিগত বিচার পদ্ধতিই ছিল একমাত্র উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুতপক্ষে, তা অবশ্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু ঐতিহাসিক আঙ্গিকবর্জিত ও আপতিক ঘটনাবিহীন। এই ইতিহাস যে-বিন্দুটি থেকে শুরু হয় সেটাই হবে চিন্তার ধারার প্রারম্ভ-স্থলও, এবং তার অধিকতর অগ্রগতি হবে শুধু ঐতিহাসিক গতিপথের প্রতিফলন — বিমূর্ত ও তত্ত্বগতভাবে সুসংগত রূপে। প্রতিফলনটি সংশোধিত হলেও, তা সংশোধিত হবে প্রকৃত ঐতিহাসিক গতিপথেরই

দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী, এবং প্রতিটি বিষয়কে পরীক্ষা করা যাবে বিকাশের সেই স্তরে, যে-স্তরে তা তার সম্পূর্ণ পরিণতিতে, তার চিরায়ত রূপে গিয়ে পৌঁছয়।

প্রথম ও সরলতম যে-সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে, প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায় আমরা এই পদ্ধতিতেই সেই সম্পর্ক দিয়ে শুরু করি, এই ক্ষেত্রে লভ্য প্রথম অর্থনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে। আমরা এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি। এ যে একটা **সম্পর্ক**, সেই ঘটনাটাই বোঝায় যে তার দুটি দিক আছে, যে-দুটি **পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত**। এই দিক দুটির প্রতিটি পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়; এতে প্রকাশ পায় তাদের পারস্পরিক আচরণ, তাদের ব্যতিহারমূলক ক্রিয়া। স্ববিরোধ দেখা দেবে, সেগুলির সমাধানও দরকার হবে। কিন্তু আমরা যেহেতু শুধু আমাদের মনে যা ঘটে সেই বিমূর্ত মানসিক প্রক্রিয়া বিবেচনা করছি না, করছি এক প্রকৃত ঘটনাকে যা কোনো না কোনো সময়ে বস্তুতই ঘটে গেছে, কিংবা যা এখনও ঘটছে, সেই হেতু এই স্ববিরোধগুলি কার্যক্ষেত্রে দেখা দিয়ে থাকতে পারে এবং সম্ভবত সমাধানও হয়ে থাকতে পারে। আমরা এই সমাধানের প্রণালী সন্ধান করলে দেখতে পাব যে তা কার্যকর করা হয়েছে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পর্কের দুটি বিরোধী দিককে তখন আমাদের বর্ণনা করতে হবে, ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্র শুরু হয় **পণ্যসামগ্রীর** সঙ্গে, যখন ব্যক্তিমানুষরা অথবা আদিম সম্প্রদায়গুলি উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করে, সেই মুহূর্ত থেকে। যে উৎপন্ন দ্রব্যটি বিনিময় করা হচ্ছে সেটি একটি পণ্যসামগ্রী। কিন্তু তা নিছক **জিনিস** বলেই পণ্যসামগ্রী, উৎপন্ন দ্রব্যটি দুটি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি **সম্পর্কের** সঙ্গে, যারা এখন আর একই ব্যক্তির মধ্যে একীভূত নয় সেই উৎপাদনকারী ও উপভোক্তার মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। এখানেই একটি অদ্ভুত ঘটনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে, এই ঘটনা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মধ্যে এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে তা গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে — অর্থশাস্ত্র বস্তুনিচয় নিয়ে ভাবিত নয়, ভাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে; এই সম্পর্কগুলি অবশ্য সর্বদাই **বস্তুনিচয়ের সঙ্গে বাঁধা** এবং **বস্তু রূপে আত্মপ্রকাশ করে**। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ক্ষেত্রে অল্প কয়েকজন অর্থনীতিবিদের এই সম্পর্ক বিষয়ে অতি সামান্য ধারণা থাকলেও, মার্কসই সর্বপ্রথম সমগ্র অর্থশাস্ত্রের পক্ষে তার তাৎপর্য প্রকাশ করে দুরূহতম

সমস্যাগুলিকে এত সহজ ও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন যে এমন কি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও এখন সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

পণ্যসামগ্রীর, অর্থাৎ দুটি আদিম সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত দ্রব্য-বিনিময়ে প্রথমে তা ধীরে-ধীরে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেইভাবে নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে বিবর্ধিত পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন দিক যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি, তা হলে আমাদের সামনে তা উপস্থিত হয় দুটি কোণ থেকে: ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের কোণ থেকে, এবং এইভাবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসে পেঁছই অর্থনৈতিক বিতর্কের রাজত্বে। বিকাশের বর্তমান স্তরে জার্মান দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে অন্তত পুরনো আপাতসরল আধিবিদ্যক পদ্ধতির চাইতে ততখানিই শ্রেষ্ঠতর যতখানি উন্নততর মধ্যযুগের পরিবহণের উপায়ের চাইতে রেলপথ -- এই ঘটনার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যদি কেউ দেখতে চান তা হলে অ্যাডাম স্মিথ বা খ্যাতিমান অন্য কোনো প্রামাণ্য অর্থনীতিবিদের রচনা পড়ে দেখুন, বিনিময়-মূল্য আর ব্যবহার-মূল্য এই ভদ্রলোকদের কী দুর্ভোগে ফেলেছিল, দুটিকে যথাযথভাবে পৃথক করে বুঝতে এবং প্রতিটির বিশিষ্ট নির্ধারিত রূপ প্রকাশ করতে তাঁদের কী অসুবিধা হয়েছিল এবং তার পরে তুলনা করে দেখুন মার্কসের দেওয়া সুস্পষ্ট, সরল ব্যাখ্যা।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য ব্যাখ্যাত হওয়ার পর দুটির প্রত্যক্ষ ঐক্য হিসেবে পণ্যসামগ্রীকে বর্ণনা করা হয়েছে যখন তা **বিনিময়-প্রক্রিয়ায়** প্রবেশ করে। এখানে যে বিরোধগুলি দেখা দেয় তা ২০ ও ২১* পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। আমরা শুধু উল্লেখ করছি যে এই বিরোধগুলি শুধু তত্ত্বগত, বিমূর্ত কারণেই কৌতূহলোদ্দীপক নয়, প্রত্যক্ষ বিনিময়, অর্থাৎ সরল দ্রব্য-বিনিময়ের চরিত্র থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি এবং বিনিময়ের এই প্রথম স্থূল রূপটির সামনে অবশ্যম্ভাবীরূপে যেসব অসম্ভাব্যতা দেখা দিয়েছিল সেগুলিও এই বিরোধের মধ্যে প্রতিফলিত। এই সমস্ত অসম্ভাব্যতার সমাধান অর্জিত হয় এক বিশেষ পণ্যসামগ্রীর — **অর্থের** — উপরে অন্য সমস্ত পণ্যসামগ্রীর বিনিময়-মূল্যের পরিচায়ক হওয়ার গুণ আরোপ করে। অর্থ বা সরল সঞ্চলন এর পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যথা (১) **মূল্যের পরিমাপ** হিসেবে অর্থ এবং একই সঙ্গে অর্থের হিসাবে পরিমাপ

* এই খণ্ডের পৃঃ ৩৭-৪০। — সম্পাঃ।

করা মূল্য, অর্থাৎ **দাম**, আরও সযত্নে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, (২) **সঞ্চলনের উপায়** হিসেবে অর্থ এবং (৩) দুটি দিকের ঐক্য, **প্রকৃত অর্থ**, যা সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া বৈষয়িক সম্পদের পরিচায়ক। প্রথম ভাগ এইখানেই শেষ, অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরের বিষয়টা বাকি রাখা হয়েছে দ্বিতীয় ভাগের জন্য।

দেখা যাচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা কোনো ক্রমেই বিশুদ্ধ বিমূর্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত রাখার দরকার নেই। বরং, এর জন্য দরকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ। এরূপ বহুবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণ তাই সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে সামাজিক বিকাশের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারায় বিভিন্ন স্তরের, তথা অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাঞ্জল সংজ্ঞার্থ প্রণয়নের সূত্রপাত যাতে করা হয়েছে সেই সমস্ত অর্থনৈতিক রচনার। বিশেষ, অল্পবিস্তর একপেশে বা তালগোল পাকানো ব্যাখ্যার পর্যালোচনা যুক্তিগত ব্যাখ্যাতেই অনেকখানি দেওয়া হয়েছে এবং তা রীতিমত সংক্ষিপ্ত রাখা যেতে পারে।

বইটির অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু তৃতীয় একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। [৪১]

১৮৫৯ সালের ৩ থেকে
১৫ অগস্টের মধ্যে লিখিত

টীকা

[১] দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের পৃঃ ২০৭ পৃঃ ১১

[২] *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* — ১ জানুয়ারি ১৮৪২ থেকে ৩১ মার্চ ১৮৪৩ পর্যন্ত কলোনে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র। প্রুশীয় সার্বভৌমত্ববাদের বিরোধী রাইন প্রদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সদস্যরা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পত্রিকায় মার্কস প্রবন্ধ দিতে শুরু করেন এপ্রিল ১৮৪২-এ এবং তার পরের অক্টোবর মাসে তার একজন সম্পাদক হন। Rheinische Zeitung-এ এঙ্গেলসেরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মার্কস যখন সম্পাদক ছিলেন তখন পত্রিকাটির বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রকটতর হয়ে ওঠে। সরকার বিশেষভাবে কঠোর সেন্সর-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় এবং পরে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১১

[৩] 'ষষ্ঠ রেনিশ লান্ডটাগের আলোচনা', 'অরণ্যে চৌর্যবৃত্তি' এবং 'মোজেলের সংবাদদাতার আত্মসমর্থন' নামে মার্কসের প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১২

[৪] *Allgemeine Zeitung* ('সাধারণ পত্রিকা') — প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক পত্রিকা; ১৭৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮১০ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত অগসবুর্গে প্রকাশিত। ১৮৪৩ সালে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ইউটোপীয় ধারণা বিকৃতভাবে প্রকাশ করেছিল। পৃঃ ১২

[৫] *Deutsch-Französiche Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') — প্যারিসে কার্ল মার্কস ও আর্নল্ড রুগের সম্পাদনায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত। একটিমাত্র সংখ্যা — দুই সংখ্যা একত্রে — প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪-এ। মার্কসের 'Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung' ('আইন বিষয়ে হেগেলীয় দর্শনের পুনর্বিচার প্রসঙ্গে। ভূমিকা') ছাড়াও এই সংখ্যায় ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যান্য প্রবন্ধও, তা থেকে দেখা যায় যে লেখকদ্বয় নিশ্চিতভাবেই বস্তুবাদী ও কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। পৃঃ ১২

[৬] এঙ্গেলসের 'Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie' ('অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে একটি খসড়া') প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করছেন মার্কস। পৃঃ ১৪

[৭] মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা 'Die deutsche Ideologie' ('জার্মান ভাবাদর্শ')-র প্রসঙ্গোল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১৪

[৮] 'Lohnarbeit und Kapital' ('মজুরি-শ্রম ও পুঁজি') প্রবন্ধের উল্লেখ করছেন মার্কস। পৃঃ ১৫

[৯] অগস্ট ১৮৪৭-এর শেষ দিকে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার লক্ষ্য ছিল বেলজিয়ামে বসবাসকারী জার্মান শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের চিন্তাধারার প্রচার। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে বুর্জোয়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরাজয়ের কিছুকাল পর বেলজিয়ান পুলিস কর্তৃক তার সদস্যদের গ্রেপ্তার আর বহিষ্করণের জন্য সমিতির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ১৫

[১০] *Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie* ('নতুন রেনিশ পত্রিকা। গণতন্ত্রের মুখপত্র') — দৈনিক পত্রিকা, গণতন্ত্রীদের প্রলেতারীয় অংশের জঙ্গি মুখপত্র, ১ জুন ১৮৪৮ থেকে ১৯ মে ১৮৪৯ পর্যন্ত কলোনে প্রকাশিত। এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন মার্কস; জার্মানি ও ইউরোপে বিপ্লবের প্রধান-প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা নির্ধারিত হত, সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন মার্কস ও এঙ্গেলস। জার্মান বিপ্লবের পরাজয়ের পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ১৫

[১১] *New York Daily Tribune* ('নিউ ইয়র্ক দৈনিক মঞ্চ') — ১৮৪১ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত প্রকাশিত মার্কিন সংবাদপত্র। মার্কস এই পত্রিকায় অগস্ট ১৮৫১ থেকে মার্চ ১৮৬২ পর্যন্ত লিখেছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধ এঙ্গেলস লিখেছিলেন মার্কসের অনুরোধে। ১৯ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে পত্রিকাটিতে ক্রীতদাসত্ব বিরোধী প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৫

[১২] মার্কস ১৬৬৭ সালে লণ্ডনে বেনামে প্রকাশিত উইলিয়ম পেটির গ্রন্থ 'A Treatise of Taxes and Contributions' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ২৯

[১৩] *The Spectator* ('দর্শক') — ১৭১১ থেকে ১৭১৪ পর্যন্ত লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সাহিত্যপত্র। পৃঃ ৪৯

[১৪] 'শ্রী ওয়েনের সামান্তরিক' ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ আছে রিকার্ডোর 'On Protection to Agriculture' গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৮২২, পৃঃ ২১)। সমাজ সংস্কারের ইউটোপীয় পরিকল্পনা নিয়ে ওয়েন প্রমাণ করাতে চেয়েছিলেন যে সামান্তরিক

ক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের আকারে পরিকল্পিত জনবসতিগুলি অর্থনীতি তথা গৃহ দু-দিক দিয়েই সবচেয়ে উপযোগী। এ থেকে 'ওয়েনের সামান্তারিক' কথাটি এসেছিল। পৃঃ ৫৯

[১৫] হের্নরি ডানিং ম্যাকলিয়ড লিখিত 'The Elements of Political Economy' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'Theory of Exchange', লণ্ডন, ১৮৫৮। পৃঃ ৬০

[১৬] ব্যাঙ্ক-নোটগুলির সোনায় নিরাপত্তাবিধান বাতিল করবার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ সালে রবার্ট পীলের উদ্যোগে ইংরেজ সরকার ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সংস্কার-আইন জারি করেছিল। এই আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক-নোটগুলির সোনায় নিরাপত্তাবিধানের জন্য সোনার সুনিশ্চিত পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা হয়। যে-ব্যাঙ্ক-নোটগুলির সোনায় নিরাপত্তাবিধান করা যায় না, তা সীমাবদ্ধ হল ১ কোটি ৪ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এ। কিন্তু ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট চালু হওয়া সত্ত্বেও অর্থের সঞ্চলনে ব্যাঙ্ক-নোটের পরিমাণ মজুত-ধনের তহবিলের উপর নির্ভর করে না, বরং সঞ্চলনে অর্থের চাহিদার উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক সংকটকালে অর্থের চাহিদা যখন বিশেষত বেড়ে উঠেছিল ইংরেজ সরকার তখন সাময়িকভাবে ব্যাঙ্ক আইন চালু করা বন্ধ রেখেছিল এবং যে ব্যাঙ্ক নোটের নিরাপত্তাবিধান সোনায় করা হয় নি তার পরিমাণ প্রচুরভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পৃঃ ৬২

[১৭] অর্থাৎ ১৭০৭ সালের অ্যাক্ট অব ইউনিয়নের আগে; এই আইনের ফলে স্কটিশ পার্লামেন্টের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায় এবং ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক সীমানা লোপ পায়। পৃঃ ৭১

[১৮] Leges barbarorum (বর্বরদের আইনকানুন) — পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত বিভিন্ন জার্মান উপজাতির প্রথাগত বা সাধারণ আইনের কথীপত্র। পৃঃ ৭৬

[১৯] চার খণ্ডে 'The Works of John Locke', সপ্তম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৭৬৮, পৃঃ ৫৪ থেকে 'Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, and Raising the Value of Money. In a Letter sent to a Member of Parliament' নামে জন লকের কথা উদ্ধৃত করেছিলেন মার্কস। পৃঃ ৭৮

[২০] Société générale de Crédit Mobilier — ১৮৫২ সালে পেরের ভ্রাতৃবৃন্দের গঠিত এক বিরাট ফরাসী জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। এটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্রেডিট-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করা এবং শিল্পাভিত্তিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কোম্পানির আয়ের বড় অংশটা আসত শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি থেকে। Crédit Mobilier ১৮৬৭

সালে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। ১৮৫০-এর দশকে এই নতুন ধরনের অর্থ-লগ্নী সংস্থার উদ্ভব এই প্রতিক্রিয়ার কালপর্বটির উপসর্গমূলক, শেয়ার নিয়ে লাগামহীন ফাটকাবাজি ছিল এই কালপর্বের বৈশিষ্ট্য।

পৃঃ ৯৯

[২১] জেমস মিল, 'Commerce defended. An Answer to the Arguments by which Mr. Spence, Mr. Cobbett, and others have attempted to prove that Commerce is not a Source of National Wealth', লণ্ডন, ১৮০৮ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১০১

[২২] *Economist* ('অর্থনীতিবিদ') — ১৮৪৩ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র। বড় শিল্পমালিক বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপত্র। পৃঃ ১১১

[২৩] শামিসোর কাহিনী 'Peter Schlemihl's wundersame Geschichte' ('পিটার শ্লেমিল-এর বিস্ময়কর কাহিনী')-এর নায়ক **পিটার শ্লেমিল** একটি জাদু থলির জন্য তার ছায়া বিক্রি করে দেয়। পৃঃ ১২৩

[২৪] Patrem familias vendacem, non emacem esse (পরিবারের কর্তার হওয়া উচিত বিক্রয়ে আগ্রহী, ক্রয়ে নয়)। প্রবীণ কাটো, 'De re rustica' ('কৃষিকার্য প্রসঙ্গে') গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি। পৃঃ ১৩৮

[২৫] মার্কস এখানে ১৮১০ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত আমেরিকায় স্প্যানিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করছেন, এই যুদ্ধের মধ্যে লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশই স্প্যানিশ আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল। পৃঃ ১৪৫

[২৬] ২১ অক্টোবর ১৭২৭ তারিখে রাশিয়া ও চীন যে-**কিয়াখতার চুক্তি** স্বাক্ষর করেছিল তারই প্রসঙ্গোল্লেখ। এই চুক্তির ফলে দু দেশের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় প্রচুর বেড়ে যায়। পৃঃ ১৬২

[২৭] চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তথাকথিত দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। চীনের পরাজয় ও লুণ্ঠনধর্মী তিয়েনৎসিন চুক্তিতে এই যুদ্ধ শেষ হয়। পৃঃ ১৬২

[২৮] শহীদ পিটারের অনুচ্ছেদটি মার্কস উদ্ধৃত করেছেন উইলিয়ম হিকলিং প্রেসকটের 'History of the Conquest of Mexico, with a Preliminary View of the Ancient Mexican Civilisation and the Life of the Conqueror Hernando Cortez' গ্রন্থ থেকে (খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৮৫০, পৃঃ ১২৩, পাদটীকা)। পৃঃ ১৬৭

[২৯] জাকব গ্রিম, 'Geschichte der deutschen Sprache' ('জার্মান ভাষার ইতিহাস'), খণ্ড ১-২, লাইপৎজিগ, ১৮৪৮। পৃঃ ১৬৮

[৩০] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে জার্মানিতে ইতিহাস ও আইনের ক্ষেত্রে যে-প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার কথা বলা হয়েছে।

পৃঃ ১৮২

[৩১] স্কটিশ অর্থলগ্নিকার ও অর্থনীতিবিদ জন ল তাঁর এই উদ্ভট ধারণা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে নিরাপত্তাবিধানের পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই ব্যাঙ্ক-নোট ছেড়ে রাষ্ট্র দেশের সম্পদ বাড়াতে পারে। ১৭১৬ সালে তিনি ফ্রান্সে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন, সেটিকে জাতীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয় ১৭১৮-র শেষ দিকে। ব্যাঙ্ক সীমাহীন সংখ্যায় কাগজী নোট বাজারে ছাড়ে এবং সেই সঙ্গে সঞ্চলন থেকে ধাতুমুদ্রা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে, শেয়ার বাজারে দেখা দেয় ফাটকাবাজির এক অভূতপূর্ব বন্যা, শেষ পর্যন্ত ১৭২০ সালে ব্যাঙ্কটি দেউলিয়া হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ল-য়ের মতবাদও। পৃঃ ১৮৯

[৩২] কণ্টিনেণ্টাল ব্লকেড বা 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' — ১৮০৬ সালে প্রথম নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত একটা ডিক্রি। তাতে ইউরোপীয় দেশগুলিকে ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা করতে নিষেধ করা হয়। স্পেন, হল্যান্ড, নেপল্‌স, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল।

পৃঃ ১৯৫

[৩৩] ১৮০৭ সালে ঘোষিত কয়েকটি রাজাদেশ (orders in Council)-এর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। কণ্টিনেণ্টাল ব্লকেড ব্যবস্থায় যেসব দেশ যোগ দিয়েছিল, কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশ এই রাজাদেশ অনুযায়ী ফ্রান্সের সঙ্গে ও সেই দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা নিষিদ্ধ করে। পৃঃ ১৯৭

[৩৪] 'ভূমিকা'-টি একটি অসম্পূর্ণ খসড়া, মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে এটি পাওয়া যায়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে *Die Neue Zeit* পত্রিকায়। পৃঃ ২০৭

[৩৫] দ্রষ্টব্য: জন স্টুয়ার্ট মিল, 'Principles of Political Economy' ('অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি'), দুই খণ্ডে, খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৮৪৮। গ্রন্থ ১, 'Production' (উৎপাদন)। পৃঃ ২১০

[৩৬] তু. এইচ. স্তর্ক, 'Considerations sur la nature du revenu national', ('জাতীয় আয়ের প্রকৃতি বিষয়ে মন্তব্য') প্যারিস, ১৮২৪। পৃঃ ২১৯

[৩৭] ক. মার্কসের 'অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে' বই সম্পর্কে ফ. এঙ্গেলসের সমালোচনা *Das Volk* ('জনগণ') পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের ৬ ও ২০ অগাস্ট তারিখে। সমালোচনা অসমাপ্ত থাকে। পৃঃ ২৪১

[৩৮] ১৪৭৭ থেকে ১৫৫৫ পর্যন্ত পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অংশ নেদারল্যাণ্ডস

অক্টোবর ১৫৫৫-তে সাম্রাজ্য-ভাগাভাগি হওয়ার সময়ে স্পেনের হাতে চলে যায়। পরে স্পেনের শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হয়। নেদারল্যাণ্ডস বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে জার্মানি প্রধান-প্রধান সমুদ্রপথে সরাসরি প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং বাণিজ্যরত ওলন্দাজদের উপরে নির্ভর করতে হয়; তাতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়। পৃঃ ২৪১

[৩৯] ১৮৩৪ সালে প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে অস্ট্রিয়া ছাড়া অধিকাংশ জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে **শুল্ক ইউনিয়ন** গঠিত হয়। আভ্যন্তরিক শুল্ক তুলে দিয়ে এক বারোয়ারি জার্মান বাজার সৃষ্টি করা হয়। পৃঃ ২৪২

[৪০] Cameralistics — মধ্যযুগে ও তার পরেও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন, অর্থ ও অর্থনীতির যে মিশ্রণের পাঠ দেওয়া হত। পৃঃ ২৪২

[৪১] সমালোচনার তৃতীয় অংশটি প্রকাশিত হয় নি, পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় নি। পৃঃ ২৫২

নামের সূচি

ই

উ

এ

ও

ক

কলম্বাস (Colombo), **ক্রিস্টোফার** (১৪৫১-১৫০৬) — সুবিখ্যাত সমুদ্র-অভিযাত্রী, আমেরিকা আবিষ্কার করেন, জন্মসূত্রে জেনোয়াবাসী। — ১৭১

কাটো (মার্কাস পোরসিয়াস কাটো জ্যেষ্ঠ) (২৩৪-১৪৯ খৃীঃ পূঃ) — রোমক রাজনৈতিক কর্মী ও লেখক, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সমর্থক। —১৩৮

কাণ্ট (Kant), **ইমানুইল** (১৭২৪-১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক, জার্মান চিরায়ত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা। —২৪৭

কার্লি (Carli), **জান রিনাল্ডো** (১৭২০-১৭৯৫) — ইতালীয় বিজ্ঞানী, অর্থ এবং শস্যবাণিজ্য-সংক্রান্ত একাধিক রচনার লেখক; ব্যবসাদারী তত্ত্বের বিরুদ্ধাচারণ করেন। —১৬৩

কাসেলরে (Castlereagh), **রবার্ট স্টুয়ার্ট**, ভাইকাউন্ট (১৭৬৯-১৮২২) — ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক, টোরি। —৮৩

কাস্তোদি (Custodi), **পিয়েত্রো** (১৭৭১-১৮৪২) — ইতালীয় অর্থনীতিবিদ, ১৬শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইতালীয় অর্থনীতিবিদদের রচনাবলী প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। —২৭, ৩৩, ৫৫, ১১৬, ১৩০, ১৬৩

কুপার (Cooper), **টমাস** (১৭৫৯-১৮৪০) — আমেরিকান দার্শনিক ও সমাজকর্মী, অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক। —২৯

কেরি (Carey), **হেনরি চার্লস** (১৭৯৩-১৮৭৯) — আমেরিকান স্থূল অর্থনীতিবিদ, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীস্বার্থের সমন্বয় তত্ত্বের উদ্ভাবক। —২০৯, ২১০

কোরনার (Körner), **গেওর্গ** —১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের জার্মান ইতিহাসবেত্তা। —১৬৯

ক্রমওয়েল (Cromwell), **অলিভার** (১৫৯৯-১৬৫৮) — ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের এবং ১৭শ শতকে ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়াদের সঙ্গে শামিল অভিজাতকুলের নেতা; ১৬৫৩ সাল থেকে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের লর্ড প্রটেক্টর। —৫১

ক্লে (Clay), **উইলিয়ম** (১৭৯১-১৮৬৯) — ইংরেজ রাজনৈতিক কর্মী ও অর্থনীতিবিদ। —২০২

গ

গটশেড (Gottsched), **জোহান ক্রিস্টফ** (১৭০০-১৭৬৬) — জার্মান লেখক ও সমালোচক। —১৮৪

গার্নিয়ে (Garnier), **জেরমেন** (১৭৫৪-১৮২১) — ফরাসী অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী; অ্যাডাম স্মিথের রচনাবলীর অনুবাদক ও সমালোচক। —৭৩, ১১৫

গালিয়ানি (Galiani), **ফার্দিনান্দ** (১৭২৮-১৭৮৭) — ইতালীয় অর্থনীতিবিদ, ফিজিওক্র্যাট শিক্ষার সমালোচক; তাঁর মতে পণ্যের মূল্য নির্ভর করে তার উপযোগিতার উপর। —২৭, ৭১, ৯২, ১১০, ১৬৬

গিজো (Guizot), **ফ্রাঁসোয়া পিয়ের**

ম

র

সাহিত্যের এবং পৌরাণিক চরিত্র

আদম — বাইবেলের কাহিনী অনুসারে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মানুষ। —২০৯

অ্যাকিলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় ট্রয় অবরোধকারী গ্রীক বীরদের মধ্যে সাহসীতম, হোমারের 'ইলিয়ড্'-এর অন্যতম প্রধান নায়ক। —২৪০

জুপিটার — রোমান পুরাকথা অনুসারে দেবতার দেবতা, বজ্রধর। — ২৩৯

নেস্টর -- গ্রীক পুরাকথা অনুসারে গ্রীক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও জ্ঞানী দেবতা, ট্রয়-যুদ্ধের অংশগ্রাহী; সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক জ্ঞানবৃদ্ধ রূপে সুপরিচিত। —৫০

প্রমিথিয়ুস — গ্রীক পুরাকথায় এক বিশালদেহী পুরুষ, ভগবানের কাছ থেকে আগুন চুরি করে তা মানুষের দ্বারে নিয়ে এসেছিলেন। —২০৯

ফামা — অসি নামের গুজব রটানোর গ্রীক দেবীর রোমান নাম, বিদ্যুৎ-গতিতে গুজব রটানোর প্রতিমূর্তিস্বরূপ। —২৩৯

ভালকান — প্রাচীন রোমানদের অগ্নি ও কর্মকার-বৃত্তির দেবতা। —২৩৯

মোজেস — বাইবেলের কাহিনী অনুসারে পয়গম্বর, মিশরের ফারাওদের কবল থেকে প্রাচীন ইহুদীদের মুক্ত করেন। —৩০

মোলক — প্রাচীন ফিনিসিয়ার ধর্ম অনুসারে সূর্যদেবতা, তাঁর পুজার সময় নরবলি দেওয়া হত; পরবর্তীকালে মোলকের নাম সর্বস্বান্ত ধ্বংসকারী নিষ্ঠুর এক প্রতিমূর্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে। —৫২

হের্মেস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে বাণিজ্যের দেবতা। —২৩৯